শ্রীশ্রী নিবাস আচার্য্য বিষয়ক রচনাবলী

প্রকাশক - শ্রী কিশোরী দাস বাবাজী

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য শরণম্

শ্রীনিবাস আচার্য্য বিষয়ক রচনাবলী

(শ্রীনিবাস আচার্য্যের সূচক, অনুরাগবল্লী, কর্ণানন্দ, শ্রীনিবাস আচার্য্যের মহিমামূলক পদাবলী, সূচক ও অষ্টকাদি)

প্রথম সংস্করণ

বৈষ্ণব রিসার্চ ইনষ্টীটিউট হইতে
শ্রীকিশোরী দাস বাবাজী কর্ত্তৃক
সম্পাদিত ও প্রকাশিত

শ্রীশ্রীনিতাই গৌরাঙ্গ গুরুধাম
জগদগুরু শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর শ্রীপাট
শ্রীচৈতন্যডোবা, পোঃ হালিসহর, উত্তর ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ।
ফোন—২৫৮৫ ০৭৭৫

প্রকাশক :

শ্রীকিশোরী দাস বাবাজী

শ্রীচৈতন্যডোবা, হালিসহর, উত্তর চব্বিশ পরগণা। ফোন : ২৫৮৫০৭৭৫

সম্পাদক কর্ত্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রথম সংস্করণ,

১৪১৭ বঙ্গাব্দ, শ্রীগুরু পূর্ণিমা।

প্রাপ্তিস্থান

১। শ্রীকিশোরী দাস বাবাজী,
শ্রীচৈতন্যডোবা, পোঃ হালিসহর, উত্তর ২৪ পরগণা।
ফোন—২৫৮৫০৭৭৫, মোবাইল—৯৬৮১৭০৪৮০১, ৯১৪৩১২৮৯৭৭

২। শ্রী শ্যামসুন্দরানন্দ দেব গোস্বামী,
শ্রীমন্মহাপ্রভুর মন্দির, নরপোতা, পোঃ-তমলুক, পিন—৭২১৬৩৬
পূর্ব মেদিনীপুর।

৩। সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ৩৮, বিধান সরণী, কলিকাতা—৭০০০০৬
ফোন—২২৪১-১২০৮

৪। মহান্ত শ্রীনিবাস দাস মহারাজ, সিদ্ধ বকুল মঠ, বালিসাহি, পুরী—৭৫২০০১
উড়িষ্যা।

৫ শ্রীস্বরূপ দাস বাবাজী, রাধানগর কলোনী, পোঃ রাধাকুণ্ড, জেলা—মথুরা,
উত্তর প্রদেশ।

৬। শ্রীনবকৃষ্ণ (নৃপেন্ সাধু)
শ্রীগুরু বলরাম আশ্রম, গোপালপুর, পোঃ নয়াবাজার, থানা : গঙ্গারামপুর,
দক্ষিণ দিনাজপুর। মোবাইল—৯৪৭৪৪৩৮৩২০, ৯৬৮১৭০৪৮০১

ভিক্ষা - একশত টাকা

মুদ্রণে : শ্রীশ্রী প্রাণকৃষ্ণ ভক্তি প্রেস, চৈতন্যডোবা, হালিসহর।

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য শরণম্

সম্পাদকীয়

পরম করুণাবতার শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দ কৃপা প্রভাবে শ্রীনিবাস আচার্য্য বিষয়ক রচনাবলী নামক গ্রন্থখানি সম্পাদিত হইল। শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর মহিমামূলক গ্রন্থাবলী সংযোজন করিয়া গ্রন্থখানি সম্পাদিত হইল। শ্রীনিতাই গৌর সীতানাথের অপ্রকটের পর তিন প্রভুর শক্তির প্রকাশ শ্রীনিবাস—নরোত্তম—শ্যামানন্দ। এতদ্বিষয়ে শ্রীপ্রেমবিলাস গ্রন্থের ২০ বিলাসের বর্ণন—

শ্রীনিবাস—নরোত্তম—শ্যামানন্দ আর। চৈতন্য নিত্যানন্দাদ্বৈতের আবেশ অবতার॥
শ্রীচৈতন্যের অংশকলা শ্রীনিবাস হয়। নিত্যানন্দের অংশকলা নরোত্তমে কয়॥
অদ্বৈতের অংশকলা হয় শ্যামানন্দে। যে কৈলা উৎকল ধন্য সংকীর্ত্তনানন্দে॥

শ্রীমন্মহাপ্রভু নিজরস আস্বাদন উপলক্ষ্যে হরিনাম সংকীর্ত্তনের মধ্য দিয়া নিজে আচরণ করতঃ ব্রজলীলা রসমাধুর্য্য জগতে প্রতিভাত করেন। তাহা শ্রীরূপ সনাতন গোস্বামীগণের মাধ্যমে গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করাইয়া শ্রীনিবাস—নরোত্তম ও শ্যামানন্দের মাধ্যমে বাংলা—উড়িষ্যার ঘরে ঘরে প্রচার করেন। এই প্রচারকত্রয়ের শ্রীনিবাস আচার্য্য অগ্রগণ্য (শ্রীনিবাস আচার্য্যের আবির্ভাব বিষয়ে শ্রীপ্রেমবিলাস গ্রন্থের প্রথম বিলাসের প্রারম্ভে বিশেষভাবে বর্ণিত রহিয়াছে।)

শ্রীনিবাস আচার্য্যের মহিমত্ব বিষয়ে কর্ণানন্দ গ্রন্থের প্রথম নির্য্যাসের বর্ণন—

শুন শুন ভক্তগণ করি একমন। দুই শক্তি মহাপ্রভু কৈলা প্রকটন॥
নিজ মনোভীষ্ট তাহা করিতে প্রকাশ। পৃথিবীতে ব্যক্ত লাগি মনের উল্লাস॥
গ্রন্থ প্রকটিলা তাথে শ্রীরূপে শক্তি দিয়া। আনন্দ হইল চিত্তে এক শক্তি প্রকাশিয়া॥
হেন মহা মহাবল কৈল প্রকটন। লক্ষ গ্রন্থ প্রকাশিলা যাহার কারণ॥
হেন সে দুর্লভ ধন প্রকাশ লাগিয়া। শ্রীনিবাসে শক্তি হেতু প্রচারিলা গিয়া॥
দুই শক্তি প্রকাশিয়া মনের আনন্দ। যাহা আস্বাদিয়া জীব হইব স্বচ্ছন্দ॥
হেন শ্রীনিবাস প্রভু মোর আচার্য্য ঠাকুর। কল্পবৃক্ষাশ্রয় করি জীবে তাপ কৈলা দূর॥
শ্রীনিবাস কল্পবৃক্ষ রূপে অবতার। করুণা করিয়া জীবে করিলা নিস্তার॥
শ্রীনিবাস স্বীয়রূপে গ্রন্থ মেঘ লইয়া। লইয়া আইলা যিঁহো যতন করিয়া॥
ব্রজগিরি মাঝ হইতে গ্রন্থ মেঘ আনি। গৌড়দেশে কৃষি সিঞ্চি দিয়া প্রেমপানি॥
কলি রবি তাপে দগ্ধ জীব শস্যগণ। কৃষ্ণ প্রেমামৃত বৃষ্টে পাইল জীবন॥
প্রেমে বাদল হইল পৃথিবী ভরিয়া। ভকত ময়ূর নাচে মাতিয়া মাতিয়া॥

আচার্য্য ঠাকুরের জন্ম হৈল যেনমতে। ভক্তি করি শুন ভাই দৃঢ় করি চিতে॥
নিত্যানন্দ প্রভুকে গৌড়ে দিলা পাঠাইয়া॥ তেঁহো গৌড় ভাসাইল প্রেমভক্তি দিয়া॥
গৌড়দেশ হইতে যে যে বৈষ্ণব আইসে। জিজ্ঞাসিলা মহাপ্রভু অশেষ বিশেষে॥
কেহ কহে গৌড়দেশে নাহি হরিনাম। সজ্জন দুর্জ্জন লোকের নাহি পরিত্রাণ॥
কেহ কহে ভক্তি ছাড়ি আচার্য্য গোসাঞি। মুক্তিকে প্রধান করি লওয়াইলা ঠাঞি ঠাঞি॥

অদ্বৈতাচার্য্যের এই লীলা বৈচিত্রে প্রেমরক্ষা হেতু বিচলিত শ্রীগৌরাঙ্গদেব স্বরূপ—রামানন্দের সহিত বহুত পরামর্শ করিলেন এবং প্রভু নিত্যানন্দের অবর্ত্তমানে প্রেমরক্ষার এক উপায় সৃষ্টি করিলেন।

ভক্তিশাস্ত্র প্রকাশিতে রূপ-সনাতন। বৃন্দাবনে দুই ভাই করিলা গমন॥
সেই ভক্তি নিলা চাহি গৌড়ে প্রকাশিতে। প্রেমরূপ এক পাত্র চাহি জন্মাইতে॥
'অবনি, অবনি' বলি প্রভু আজ্ঞা কৈলা। জোড়হাতে পৃথিবী তবে প্রভুর নিকটে আইলা॥
শুন শুন পৃথিবী তুমি হঞা সাবধান। প্রেমরূপ পাত্র আনি কর অধিষ্ঠান॥
যেই প্রেম রাখিয়াছ প্রভু মোর ঠাঞি। আজ্ঞা দেহ প্রেমরূপ প্রকাশিতে চাই॥
আনন্দিত হয়া পৃথিবীরে আজ্ঞা দিল। পাত্রাপাত্র অবধি কথা নাম না হইল॥

সে সময় স্বরূপ রামানন্দ—সার্বভৌম সহ আলোচনা প্রসঙ্গে প্রভু বলিলেন 'আমার সন্ন্যাস কারণে ব্যথিত অদ্বৈতাচার্য্য—যোগবাশিষ্ঠ' ব্যাখ্যায় প্রমত্ত হইয়াছে।

আচার্য্যের ভাবান্তর ঘটাইয়া ভক্তিধর্ম রক্ষার উপায় নিরূপণ কর।

তখন সকলে জগন্নাথদেবের মন্দিরে গমন করিয়া হৃদয়ের অভিব্যক্তি নিবেদন করিলেন। লীলাময় শ্রীজগন্নাথদেব এক লীলার বিস্তার করিলেন।

চৌদ্দ হাত দোলন মালা গলার ছিঁড়িল। আনিয়া পূজারি প্রভুর আগে ত ধরিল॥
আনন্দিত হইয়া প্রভু আইলা আবাসে। আনন্দ হইল চিত্তে অশেষ বিশেষে॥
চিন্তা না হইল চিত্তে করিলা শয়ণ। শয্যাপরে জগন্নাথ করিলা গমন॥
হাসি হাসি জগন্নাথ বাক্য কিছু কয়। তোমা হইতে যোগ্যতা মোর কত বড় হয়॥
এক ব্রাহ্মণ ছিল অনেক দিন হইতে॥ অপুত্রক ব্রাহ্মণ আইল পুত্রের নিমিত্তে॥
যখন দর্শনে আইসে মাগে পুত্রবর। রোদন করয়ে সদা কাতর অন্তর॥
বিপ্রেরে ব্যাকুল দেখি দয়া বড় হইল। সন্তুষ্ট হইয়া তারে পুত্রবর দিল॥
চৈতন্যদাস আচার্য্য তাঁর নাম হয়। সেই যোগ্যপাত্র প্রেমমূর্ত্তিময়॥
প্রেম সমর্পণ তুমি করিতে তাঁর স্থানে। অনুতাপ আর যেন না করে ব্রাহ্মণে॥
লক্ষ্মীপ্রিয়া তাঁর পত্নী বলরামের কন্যা। অতি সুচরিতা পতিব্রতা মহাধন্যা॥
সেই কালে মহাপ্রভুর হইল চেতন। জগন্নাথ বলি বহু করিলা রোদন॥

স্বপ্নভঙ্গে মহাপ্রভু কাশীমিশ্র সমীপে জগন্নাথের নির্দ্দেশ বলিয়া চৈতন্যদাস আচার্য্যকে সন্ধান করতঃ শীঘ্র আনয়নের জন্য বলিলেন। এই বাক্য শুনিয়া কাশীমিশ্র বলিলেন ঃ বিপ্র রোদন করিয়া দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছে। প্রভু বলিলেন, যত শীঘ্র সম্ভব তাঁহার ঠিকানা সন্ধানের চেষ্টা কর।

সেই সময় জগদানন্দ বৃন্দাবন দর্শন করিয়া নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে প্রভু এক প্রহেলী লিখিয়া জগদানন্দের মাধ্যমে শান্তিপুরে অদ্বৈতাচার্য্য সমীপে প্রেরণ করিলেন। মহাপ্রভু পৃথিবীর মাধ্যমে চৈতন্য দাসের অবস্থানের সংবাদ গ্রহণ করিয়া তাহার মাধ্যমে প্রেমশক্তি প্রদান করিলেন।

শুন শুন পৃথিবী শুন সাবধান হৈয়া। লক্ষ্মীপ্রিয়া স্থানে প্রেম তুমি দেহ লয়া॥
সকল প্রেম তারে দিবা কিছু না রাখিবে। আমার বাক্য সত্য এই অবশ্য পালিবে॥
আনন্দিত হৈয়া পৃথিবী লাগিলা নাচিতে। আনি প্রেম দিলা লক্ষ্মীপ্রিয়ার সম্মুখেতে॥
নিশ্চিন্তে প্রভু এথা কীর্ত্তন আরম্ভিল। জগন্নাথ মন্দির প্রাঙ্গনে নাচিতে লাগিল।
জগন্নাথ সম্মুখে প্রভু যোড় হাত করি। শ্রীনিবাস শ্রীনিবাস বলি কান্দে উচ্চ করি॥
আনন্দিত জগন্নাথ হাসয়ে দেখিয়া। চৈতন্য দাসেরে প্রেম দিল পাঠাইয়া॥
জগন্নাথের হাস্য দেখি প্রভুর হাস্য হৈল। আজ্ঞা ক্রমে চৈতন্যদাসে প্রেম পাঠাইল॥
তাহাতে জন্মিবে পুত্র নাম শ্রীনিবাস। তাহাতে অনেক হবে প্রেমের বিলাস॥

মহাপ্রভু বলিলেন গৌড়দেশে প্রভু নিত্যানন্দ সহ সমস্ত পার্ষদগণ সমীপে সংবাদ প্রেরণ করিবে। এই ভাবে শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেমশক্তির প্রকাশ শ্রীনিবাস আচার্য্যের আবির্ভাব ঘটিল। যিনি বৃন্দাবনে গমন করিয়া নরোত্তম—শ্যামানন্দ সহ গোস্বামীপাদগণের বিরচিত গ্রন্থাবলী আনয়ন করতঃ পাঠ ও সংকীর্ত্তনের মাধ্যমে গৌরাঙ্গের প্রেমসম্পদ আপামর জনগণের মাধ্যমে প্রচার করিলেন॥ বর্ত্তমানে আমরা শ্রীগৌর-গোবিন্দের নামগুণ, বৈষ্ণব লীলামাধুর্য্য ও সংকীর্ত্তনাদি করিবার যে সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি; তাহা তাঁহাদের অযাচিত করুণার প্রভাব।

এ হেন পরম মহিমান্বিত শ্রীনিবাস আচার্য্যের মহিমা প্রচারই আলোচ্য গ্রন্থের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। সুধী ভক্তবৃন্দ আমার সর্বানুরূপ ত্রুটি মার্জ্জনা করিয়া সপার্ষদ শ্রীনিবাস আচার্য্যের মহিমা আস্বাদনে পরিতৃপ্ত হউন।

জয় শ্রীনিবাস আচার্য্য! জয় তাঁর পার্ষদবৃন্দ! জয় তাঁর অনুশিষ্যবৃন্দ!

শ্রীশ্রীপ্রাণকৃষ্ণ ভক্তিমন্দির
জগদ্গুরু শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর শ্রীপাট
শ্রীচৈতন্যডোবা, পোঃ-হালিসহর,
উত্তর চব্বিশ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ।
১৪১৭ বঙ্গাব্দ

নিবেদক—
শ্রীগুরু বৈষ্ণব কৃপাভিলাষী
দীন
কিশোরী দাস

সূচী পত্র

শ্রীগৌর গোবিন্দের লীলারস আস্বাদনে
বৈষ্ণব পদাবলী গ্রন্থ পড়ুন

জীবনীসহ অদ্যাবধি প্রকাশিত গ্রন্থ

১। নরহরি সরকারের পদাবলী (শ্রীগৌরলীলা ৬৩৭টি পদ)—ভিক্ষা ষাট টাকা। ২। নরহরি চক্রবর্তীর পদাবলী (শ্রীগৌরলীলা ৬৩৭টি পদ) ভিক্ষা—ষাট টাকা। ৩। নরহরি চক্রবর্তীর পদাবলী (শ্রীকৃষ্ণলীলা ৪৫৯টি পদ) ভিক্ষা—চল্লিশ টাকা। ৪। ঘনশ্যাম চক্রবর্তীর পদাবলী (শ্রীগৌরলীলা ৬৯ ও শ্রীকৃষ্ণলীলা ২৬৫টি পদ) ভিক্ষা—ত্রিশ টাকা। ৫। মুরারী গুপ্ত, গোবিন্দ ঘোষ, বাসুদেব ঘোষের পদাবলী, ভিক্ষা—পঁচিশ টাকা। ৬। বলরাম দাসের পদাবলী (১৮৫ পদ) ভিক্ষা—পঞ্চাশ টাকা। ৭। শ্রীখণ্ডের প্রাচীন কীর্তনীয়া ও পদাবলী (১১ পদকর্তার পদাবলী) ভিক্ষা—কুড়ি টাকা। ৮। লোচন দাসের ধামালী ও পদাবলী (১৬৮ পদ) ভিক্ষা—কুড়ি টাকা। ৯। গোবিন্দ দাসের পদাবলী, ভিক্ষা—একশত কুড়ি টাকা। ১০। জ্ঞানদাসের পদাবলী (যন্ত্রস্থ)।

শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী

অপ্রকাশিত ও দুঃস্প্রাপ্য বৈষ্ণব শাস্ত্র প্রচারমূলক পত্রিকাটি ত্রৈমাসিকভাবে আজ ছত্রিশ বৎসর যাবৎ প্রভুত অপ্রকাশিত বৈষ্ণব শাস্ত্র ও গবেষণামূলক তথ্যাদি পরিবেশিত হইয়া আসিতেছে। আপনি বার্ষিক চাঁদা কুড়ি টাকা বা আজীবন সদস্য বাবদ এককালীন দুইশত টাকা পাঠিয়ে গ্রাহক হউন। প্রাচীন বৈষ্ণব শাস্ত্র প্রচারের সহায়ক হউন।

বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্য সংগ্রহ কোষ

এই ত্রৈমাসিক পত্রিকায় প্রাচীন পদাবলী ধারাবাহিকভাবে চৌদ্দ বৎসর যাবৎ প্রকাশিত হইতেছে। বার্ষিক চাঁদা কুড়ি টাকা বা আজীবন সদস্য বাবদ এককালীন দুইশত টাকা পাঠিয়ে গ্রাহক হউন।

বৈষ্ণব শাস্ত্র গবেষণায় বৈষ্ণব রিসার্চ ইনস্টিটিউটে আসুন

প্রভুত প্রাচীন বৈষ্ণব শাস্ত্র, পদাবলী ও দেড় শতাধিক পুঁথী গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত রহিয়াছে। বাংলা সাহিত্য গবেষণারত ছাত্র-ছাত্রী ও অধ্যাপকবৃন্দ গবেষণায় আসুন। সযত্নে যথাসাধ্য সহযোগিতা ও উপদেশ প্রদান করা হইয়া থাকে। আপনার গৃহে রক্ষিত প্রাচীন গ্রন্থ ও পুঁথী অযত্নে নষ্ট না করে এই গ্রন্থাগারকে প্রদান করুন।

যোগাযোগ :

শ্রীকিশোরী দাস বাবাজী, শ্রীচৈতন্যডোবা, পোঃ হালিসহর, উত্তর ২৪ পরগণা।

ফোন—২৫৮৫০৭৭৫, মোবাইল—৯৬৮১৭০৪৮০১, ৯১৪৩১২৮৯৭৭

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শরণম্

শ্রীনিবাস আচার্য্য বিষয়ক—

রচনাবলী

ঃ গ্রন্থারম্ভ ঃ

শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্যপ্রভোঃ স্তবাষ্টকম্

কষিত কনকগাত্রঃ সাত্ত্বিকৈঃ শোভমানঃ
জিতসিতকরবক্ত্রঃ পদ্মনেত্রোরুবক্ষাঃ।
সুভগতিলকমালৈর্ভাল কণ্ঠোল্লসন যঃ
স্ফুরতু স হৃদয়ে শ্রীশ্রীনিবাসপ্রভুর্নঃ॥ ১

ক্ষিতিতল সুরশাখী রামচন্দ্রাদিশাখঃ
কবিচয় বলরামাদ্যোপশাখাশ্চ যস্য।
করুনকুসুমধারী চোজ্জ্বলং সৎফলং যৎ
স্ফুরতু স হৃদয়ে শ্রীশ্রীনিবাস প্রভুর্নঃ॥ ২

বিদিত ভজন ভক্তো ভক্তসেবী জিতেন্দ্রো
মধুর মধুর রাধাকৃষ্ণকৃষ্ণেতি রৌতি।
কচিদপি হরিলীলা গাননৃত্যাদি কুর্বন্
স্ফুরতু স হৃদয়ে শ্রীশ্রীনিবাস প্রভুর্নঃ॥ ৩

জগতি বিবিধভক্তি গ্রন্থবিস্তারহেতো
রগতি প'তিতবন্ধোর্গৌরকৃষ্ণস্য শক্ত্যা।
সকল গুনিনিধানঃ প্রেমরূপাবতীর্ণঃ
স্ফুরতু স হৃদয়ে শ্রীশ্রীনিবাস প্রভুর্নঃ॥ ৪

ব্রজ ভুবিগত গ্রন্থং গৌড়মানীয় যত্নৈঃ
প্রচরতি জনমাত্রং শুদ্ধসিদ্ধান্তসারম্।
সদয়হৃদরভাযো জীবদুঃখেন দুঃখী
স্ফুরতু স হৃদয়ে শ্রীশ্রীনিবাস প্রভুর্নঃ॥ ৫

অতুল যুগল রাধাকৃষ্ণয়োঃ প্রেমসেবাং
নিখিল নিগম গূঢ়াং ব্রহ্মরুদ্রাদ্যগজ্যাম্।
সতত নিজগণৈর্যঃ স্বাদয়ংশ্চাতনোতি
স্ফুরতু স হৃদয়ে শ্রীশ্রীনিবাস প্রভুর্নঃ॥ ৬

নিবিড় করুণপাত্রো গৌর কৃষ্ণ প্রিয়ানাং
স্বসুখ বিষ বিরাগী জ্ঞান কর্মাদিরিক্তঃ।
সমবিরহিতমানো লোকমান প্রদো যঃ
স্ফুরতু স হৃদয়ে শ্রীশ্রীমিবাস প্রভুর্নঃ॥ ৭

নিধুবন যমুনে হে শ্রীলগোবর্দ্ধনাদ্রে
ব্রজপতিসখ পুত্রীকুণ্ড হে শ্যাম কুণ্ড!
কমল নয়ন রাধাকৃষ্ণ রামেতি গায়ন
স্ফুরতু স হৃদয়ে শ্রীশ্রীনিবাস প্রভুর্নঃ॥ ৮

য ইহ বিমলবুদ্ধিঃ প্রেমভক্তিঃ স্ফুরেত্তৎ
পঠতি সুভগমুচ্চৈরষ্টকং কৃষ্ণচেতাঃ।
কলয়তি খলু বৃন্দারনামাশ্রিত্য নিত্যং
স সপরিজন রাধাপ্রাননাথাঙ্ঘ্রিপদ্মম্॥ ৯

ইতি—শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভোঃ স্তবাষ্টকম্

—

—ঃ শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্যপ্রভোরষ্টকম্ ঃ—

নির্মল কাঞ্চনবর গৌরদেহং
আলখিতে ভাঙভূজঙ্গম গেহম ।
সুকুঞ্চিত কোমল কুন্তল পাশং
তং প্রনমামি চ শ্রীশ্রীনিবাসম্ ॥ ১

ডগমগ লোচন খঞ্জন যুগং
ঢলঢল প্রেম অবধি অনুগম ।
নাসা শিখরোর্জিত তিলকুসুমং
তং প্রনমামি চ শ্রীশ্রীনিবাসম্ ॥ ২

করিরাজ জিনি অতি মধ্যশোভিতং
শ্রুতি অবতংসে চম্পক ভুষিতম্ ।
করতল অরুণ কিরোর্জিতং
তং প্রনমামি চ শ্রীশ্রীনিবাসম্ ॥ ৩

কম্বুকণ্ঠে হেমহার সুললিতং
কনকলতা সম ভুজ শোভিতম ।
লোমলতাবলী যুত নাভিদেশং
তং প্রনমামি চ শ্রীশ্রীনিবাসম্ ॥ ৪

গজবর জিনি সুন্দর চলনং
চঞ্চল চারু চরনাতিরুচিরম্ ।
দামিনী চমকিত মৃদু মৃদু হাসং
তং প্রনমামি চ শ্রীশ্রীনিবাসম্ ॥ ৫

আজানু লম্বিত ভুজ সুন্দর দেহং
বিলসিত মধুর ভাব বিদেহম্ ।
অলকা বিমণ্ডিত গণ্ডমুদারং
তং প্রনমামি চ শ্রীশ্রীনিবাসম্ ॥ ৬

জগতুদ্ধারন ভকতি বিহারং
গোরাচাঁদ হেন গুনাতিসুধীরম ।
ব্রজবল্লবীকান্তসহ বিলাসং
তং প্রনমামি চ শ্রীশ্রীনিবাসম্ ॥ ৭

নিরবধি কীর্ত্ত্যং রাধাকৃষ্ণ প্রকাশং
সঙ্গে সহচর বৃন্দাবন বাসম ।
জীবে দয়াময় করুনাবগাহং
তং প্রনমামি চ শ্রীশ্রীনিবাসম্ ॥ ৮

ইতি—শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ বিরচিতং—
শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভোরষ্টকং সম্পূর্ণম্

—

আদেশামৃত স্তোত্রম্

শুদ্ধং সাত্ত্বততত্ত্বমত্র ভগবানুদ্ভাব্য শক্ত্যৈকয়া
শ্রীরূপাভিধয়া প্রকাশয়িতুমপ্যেতৎ স্বশক্ত্যান্যয়া ।
শ্রীমদবিপ্রকুলেহধুনা প্রকটয়ন শ্রীশ্রীনিবাসাভিধং
লীলাসম্বরনং স্বয়ঞ্চ বিদধে নীলাচলে শ্রীপ্রভুঃ ॥ ১

গন্তুং শ্রীপুরুষোত্তমং কৃতমতিঃ শ্রীশ্রীনিবাসঃ প্রভু
শৈচতন্যস্য কৃপাম্বুধের্জনমুখাচ্ছ্রুত্বা তিরোধনেতাম ।
দুঃখৌঘৈঃ স মুহুর্মুর্চ্ছ ভগবান দৃষ্টাহথ ভক্তব্যথা
মাশ্বাস্যাতিশয়ং দয়ামতিরমুং স্বপ্নে সমাদিষ্টবান ॥ ২

স্বস্তাবজ্জনিতো মমৈব নিজয়া শক্ত্যেতি তূর্ণং ব্রজ
শ্রীবৃন্দাবনমত্র নন্তি কৃতিনঃ শ্রীরূপজীবাদয়ঃ।
আদিষ্টাঃ পুরতস্ত্বমী ত্বয়ি ময়া তদগ্রন্থরাণ্যর্পনে
নিঃসন্দেহতয়া গৃহান তদমুং গৌড়ে জনান শিক্ষয় ॥ ৩

ইত্যাদেশমবাপ্য তদভগবতঃ শ্রীশ্রীনিবাসঃ পুনঃ
শ্রীবৃন্দাবন কুঞ্জ পুঞ্জ সুষমাং দ্রষ্টুং মনঃ সন্দধে।
শ্রুত্বাথাপ্রকটত্বমত্রভবতাং গোস্বামিনাং শোকতো
হা হেত্যাকুলচিত্তবৃত্তিরপতন্মার্গান্তরে মুর্চ্ছিতঃ ॥ ৪

স্বপ্নে শ্রীলসনাতনোঽপি সহ তৈঃ শ্রীরূপনামাদিভিঃ
প্রাদিশন্ন হিতে বিষাদসময়ো গোপালভট্টোঽস্তি যৎ।
তস্মান্মন্ত্রবরং গৃহান সকলান গ্রন্থাংস্তথাস্মৎকৃতান্
গত্বা গৌড়মরং প্রচারয় মতং ত্বং বৈষ্ণবাঞ্ছিক্ষয় ॥ ৫

ইত্যাদেশ রসামৃতাপ্লুতমনা বৃন্দাবনান্তর্গতো
ভক্ত্যাদায় সমন্ত্রতত্ত্বমখিলং গোপালভট্টপ্রভোঃ।
তদগ্রন্থৌঘ বিচার চারুচতুরঃ সংপ্রেষিতঃ শ্রীমতা
তেন প্রেমভরেন গৌড়গমনেতং প্রত্যুবাচোৎসুকঃ ॥৬

রাধাকৃষ্ণ পদারবিন্দযুগল প্রাপ্তিঃ প্রসাদেন তে
মৎসম্বন্ধ ভৃতাং ভবিষ্যতি যদিপ্রায়ঃ প্রয়াস্যাম্যহম।

নোচেদ যামি কিমর্থমেতদখিলং শ্রুত্বাতিহর্ষোদয়া
ত্তে গোস্বামীবরাস্তদর্থমুদগুর্গোবিন্দ সান্নিধ্যকম ॥ ৭

শ্রীগোবিন্দ পদারবিন্দ যুগল ধ্যানৈকতানাত্মনা
মাদেশঃ সকলো ভবিষ্যতিতথা শ্রীশ্রীনিবাসাশ্রয়াৎ
এতদ্দেয়তয়া ময়ায়মবনিমাসাদিতঃ সাম্প্রতং
তস্মাদগৌড়মরং প্রযাতু ভবতাং কিং চিন্তয়াত্রানয়া ॥৮

শ্রীগোবিন্দ মুখেন্দু নির্গতমিদং পীত্বা নিদেশামৃতং
তং গোস্বামীগনং প্রসন্নমনসং নত্বা পরিক্রম্য চ
ভক্ত্যা গ্রন্থচয়ং প্রগৃহ্য কুতুকান্নির্গত্য গৌড়ক্ষিতৌ
কারুন্যৈকনিধিঃ সদাবিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃ প্রভুঃ ॥৯

ইত্যাদেশমৃতস্তোত্রং যঃ পঠেচ্ছৃনুয়াচ্চ যঃ।
ভবেত্তস্য পুরে বাসঃ শ্রীনিবাস গুনোদয়ৈঃ। ১০

ইতি—শ্রীশ্রীকনানিধি চট্টরাজ ঠক্কুর গোস্বামি

বিরচিতম আদেশামৃতস্তোত্রমাবির্ভাবরূপ-

রসতত্ত্বনিরূপণং

—ঃ সমাপ্তম্ ঃ—

শ্রীনিবাস আচার্য্য মহিমামূলক পদাবলী

জয় জয় শ্রীনিবাস গুনধাম।
দীন হীন তারন, প্রেম রসায়ন,
ঐছন মধুরিম নাম॥
কাঞ্চন বরন, হরন তনু সুললিত,
কৌষিক বসন বিরাজে।

প্রেমনাম বারি কহি, কহত ভাগবতে
ঐছে বরন তনু সাজে॥
নিজ নিজ ভকত, পারিষদ সঙ্গহি
প্রকট সুচরনার-বিন্দ।

নিরবধি বদনে, নাম বিরাজিত,
রাধাকৃষ্ণ গোবিন্দ ॥
যুগল ভজন গুন, লীলারস আস্বাদন
গ্রন্থ কল্পতরু হাতে।
তুয়া বিনু অধমে, শরন কো দেওব
গোবিন্দ দাস অনাথে ॥ ১

—

প্রভু মোর শ্রীনিবাস, পুরাল মনের আশ
তুয়া বিনু গতি নাহি আর।
আছিনু বিষয় কীট বড়ই লাগিত মীঠ
ঘুচাইল রাজ অহঙ্কার ॥
করিতুঁ গরল পান না ভেল ডাহিন বাম
দেখাইলা অমিয়ার ধার ॥
পীর পীর করে মন সব ভেল উচাটন
এ সব তোমার ব্যবহার ॥
রাধাপদ সুধারাশি সে পদে করিলা দাসী
গোরাপদে বাঁধি দিলা চিত।
শ্রীরাধারমন সহ দেখাইলা কুঞ্জ গেহ
জানাইলা দুহু প্রেমরীতি ॥
যমুনার কূলে যাই তীরে সখী ধাওয়া ধাই
রাই কানু বিহরই সুখে।
এ বীর হাম্বীর হিয়া ব্রজভূমি সদা ধেয়া
যাঁহা অলি উড়ে লাখে লাখে ॥

—

এ মোর জীবন প্রান, পরম করুনাবান
আচার্য্য ঠাকুর শ্রীনিবাস।
জিনিয়া কাঞ্চন দেহ, জগতে বিদিত সেহ,
শ্রীচৈতন্য প্রেমের প্রকাশ ॥
চৈতন্যের প্রিয় যত, করে স্নেহ অবিরত
করিতে কি জানি গুন গান।
অলপ বয়স হৈতে, বিদ্যায় নিপুন চিতে
চিন্তে সদা চৈতন্য চরন ॥
একদিন রাত্রি শেষে, শ্রীচৈতন্য স্নেহাবেশে
নিতাই চাঁদেরে সঙ্গে লৈয়া।
শ্রীনিবাস পাশে আসি, স্বপ্ন ছলে হাসি হাসি
কহে শ্রীনিবাস মুখ চাহিয়া ॥
যাবে শীঘ্র বৃন্দাবন, তথা রূপ সনাতন
রচিল বিচিত্র গ্রন্থগন ॥
বিতরিত তোমাদ্বারে, এত কহি বারে বারে
নিত্যানন্দে কৈল সমর্পন ॥
হেনকালে স্বপ্ন ভঙ্গ ধরিতে নারয়ে অঙ্গ
শ্রীনিবাস ব্যাকুল হইলা।
নীলাচল গৌড়দেশে, ভ্রমিয়া সে প্রেমাবেশে
বৃন্দাবনে গমন করিলা ॥
কত অভিলাষ মনে, উল্লাসে অল্প দিনে
মথুরা নগরে প্রবেশিল।
শ্রীরূপ সনাতন, এ দোহার অদর্শন
শুনি তথা মূর্ছিত হইল ॥
কাঁদয়ে চেতন পাইয়া কহে ভূমে লোটাইয়া
হা হা প্রভু রূপ সনাতন।
কি লাগি বঞ্চিত কৈলা না বুঝি এ সব খেলা
কি লাগিয়া রাখিলা জীবন ॥

ঐছে খেদযুক্ত মন, জানি রূপ সনাতন
স্বপ্নছলে আসি প্রেমবসে।
শ্রীনিবাসে কোলে লৈয়া নেত্রবারি নিবারিয়া
কহে অতি সুমধুর ভাষে॥
শীঘ্র গিয়া বৃন্দাবন কর আত্ম সমর্পন
শ্রীগোপাল ভট্টের চরনে।
না ভাবিবে কোন দুখ পাইবে পরম সুখ
ঐছে দেখা দিল দুই জনে॥
এত কহি অদর্শন হইল রূপ সনাতন
শ্রীনিবাস প্রভাতে উঠিয়া।
প্রবেশয়ে বৃন্দাবনে প্রেমধারা দুনয়নে
বৃন্দাবন শোভা নিরখিয়া॥
শ্রীজীব শ্রীশ্রীনিবাসে পাইয়া আনন্দাবেশে
গোস্বামীগনেরে মিলাইলা।
শ্রীরূপের স্বপ্নাদেশে অতি স্নেহ নিবাসে
শ্রীগোপাল ভট্ট শিষ্য কৈল॥
শ্রীজীব গোসাইর যত স্নেহ কে কহিবে কত
করাইলা শাস্ত্রে বিচক্ষন।
শ্রীনিবাস আনন্দ মনে প্রিয় নরোত্তম সনে
কিছুদিনে হইল মিলন॥
নরোত্তম লৈয়া সঙ্গে ব্রজে ভ্রমিলেন রঙ্গে
গোবিন্দের আজ্ঞামালা পাইয়া।
গোস্বামীর গ্রন্থগন করিলেন বিতরন
শ্রীগৌড়মণ্ডলে স্থিত হইয়া॥
গৌরপ্রেম সুধাপানে সদা মত্ত সংকীর্ত্তনে।
জগতে ঘোষয়ে যশ যাঁর।
কহে নরহরিহীনে উদ্ধারে আপন গুনে
এমন দয়ালু নাহি আর॥

—

শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্যপাদানাং গুণলেশ সুচকম্

আবির্ভূয় কুলে দ্বিজেন্দ্র ভবনে রাঢ়ীয় ঘণ্টেশ্বরৌ
নানা শাস্ত্রসুবিজ্ঞ নির্মলধিয়া বাল্যে বিজেনাদিশম্।
নীলাদ্রৌ প্রকটং শচীসুত পদং শ্রুত্বা ত্যজন সর্বকং
সোহয়ং মেকরুনানিধির্বিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃ প্রভুঃ ১

গচ্ছন শ্রীপুরুষোত্তমং পথিশ্রুতচৈতন্যসঙ্গোপনং
মূর্চ্ছীভূয় কচান ধুনন স্বশিরসো ঘাতং দদধিককৃতম্।
তৎপদং হৃদি সন্নিধায় গতবান নীলাচলং যঃ স্বয়ং
সোহয়ং মেকরুনানিধির্বিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃ প্রভুঃ ২

তত্রস্থং জরতং গদাধরযুতং শ্রীপণ্ডিতং দৃষ্টবান্
তচ্চক্ষুঃ পিহিতং তদশ্রুপিহিতাং বৈয়াসকীঃসংহিতাম্
দৃষ্টা চাধ্যয়নায় রোচিতমতৌ সন্ধিৎক্ষবান যঃ স্বয়ং
সোহয়ং মেকরুন নিধির্বিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃ প্রভুঃ ৩

তৎ পাদেহকথয়ৎ স্বকষ্টভিমতং শ্রুত্বা বদৎ সোহচিরাৎ
মৎ ..র্বং ভবত সুচারুমতিনা দৃষ্টং শ্রুতঞ্চাপরম।
তস্মাদগচ্ছ গদাধরং প্রিয়তনুং চৈতন্যচন্দ্রস্য বৈ
সোহয়ং মে করুনানিধির্বিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃ প্রভুঃ ৪

তৎপাদমভিবন্দ্যং সম্মতিনীত্বা তদীয়াং লিপিং
নীলাদ্রেরপি নায়কস্য চরনং দৃষ্টা তথা প্রার্থয়ন
প্রাপ্তৌ শ্রীচরনৌ গাধর প্রভোর্দত্বা লিপিঞ্চানমৎ.
সোহয়ংমে করুনানিধির্বিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃ প্রভুঃ ৫

সর্বং যন্মনসা কৃতং তদবদৎ শ্রীপাদপদ্মে প্রভো
রুক্তঃ স স্মৃতিহীন দুবলমতির্দুঃখেন দন্দহ্যতে।
তস্মদগচ্ছ ব্রজং সনাতনযুতং রূপং প্রপন্নো ভবেঃ
সোহয়ংমে করুনানিধির্বিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃ প্রভুঃ ৬

তস্যাজ্ঞা বিনয়েন মস্তকধৃতা পাদৌ কৃতৌ মস্তকে
কৃত্বা চৈব প্রদক্ষিনীং ধৃত পদো যস্য প্রভুঃপ্রীতিমান
সন্তুষ্টঃ শিরসি প্রদার স্বকুরং দদ্যাত্তথা চাশিসং
সোহয়ংমে করুনানিধির্বিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃ প্রভুঃ ৭

রাধায়াং নিহিতং স্বয়ং প্রিয়তয়া প্রেম স্বভাবং সুখং
মত্ব যে বিবিধার্ত্তিসাগরজলসোম্মৌ সদা ভ্রাম্যতি।
কৃষ্ণো হয়ং হৃদিসংগতঃ স্ফুরতু তে চৈতন্যচন্দ্রঃ স্বয়ং
সোহয়ংমে করুনানিধির্বিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃ প্রভুঃ ৮

নত্বা তচ্চরনং পুনঃপুনরয়ং কায়েন বাচা হৃদা
ভূমৌ সংপতিতস্তদীয় চরনোপান্তেহসিচচ্চাশ্রুনা।
উত্থায় প্রতি গোকুলং হৃদিগতং বাক্যং মনো যোদধৎ
সোহয়ং মেকরুনা নিধির্বিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃ প্রভুঃ৯

গচ্ছন যঃ পথি খণ্ড সংজ্ঞমগরে চৈতন্যচন্দ্র প্রিয়ঃ
নত্বা শ্রীসরকারঠক্কুর বরং নীত্বা তদাজ্ঞাং তথা।
তৎপশ্চাদ্রঘুনন্দনস্য চরনং নত্বা গতো যঃ স্মরন
সোহয়ং মেকরুনানিধির্বিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃ প্রভুঃ১০

প্রীত্যা যোমনসঃ প্রয়ানসময়ে শ্রীবীরলোকেহগমৎ
তত্র শ্রীঅভিরাম ঠক্কুরবরং প্রেমনা ববন্দে স্বয়ম্।
সর্বং তচ্চমনে নিবেদ্য চ বসন দ্বারে বহিঃসংজ্ঞকে
সোহয়ংমে করুনানিধির্বিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃপ্রভুঃ ১১

সংবেশায় তূর্নং দশার্ধবটকং যস্যান্নসিদ্ধ্যৈ তপা
রম্ভায়াঃ শতখণ্ডসংযুতদলং বৈরাগ্যনির্নীতয়ে।
এতে নৈবসমৃদ্ধিজেদিতি ধিয়া যস্মৈ হহং দাপয়ে
সোহয়ং মেকরুনানিধির্বিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃপ্রভুঃ ১২

তল্লব্ধা মনসঃ সুখেন পয়সা সংসিচ্য তৎ পত্রকং
সজ্জীকৃত্য বটেন লব্ধলবনো যস্তণ্ডুলানাহরৎ।
তুর্যেনাপি বটস্য তদ্বিগমনে বৃত্তিং তু যস্ত্যাহিকীং
সোহয়ং মেকরুনানিধির্বিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃপ্রভুঃ ১৩

তৎ শ্রুত্বা মনু জাদয়ং সমুচিতং পাত্রং মুরারেঃ পুনঃ
স ভক্তস্তদিমং বিলোক্যকৃপয়া দাস্যে বরং বাঞ্ছিতম্।
ইত্যুক্তা নিজপাদসন্নিধিভুবং নীত্বাবদদ যং মুদা
সোহয়ং মেকরুনানিধির্বিজয়তে শ্রী শ্রীনিবাসঃপ্রভুঃ ১৪

জানে তাং বুন্মুষে কুবের সদৃশীমৃদ্ধিং কিমন্যং বরং
গানং বা জনমোহনং কিমথবা রূপং জগন্মোহনম্।
মাট্যং বাপসরসং ভূবো নৃপতিতামেতন্মুদা যং বদন
সোহয়ং মেকরুনানিধির্বিজয়তে শ্রী শ্রীনিবাসঃপ্রভুঃ ১৫

শ্রুতৈতচ্চটুভির্মনোগতবরং তৎপাদমূলে বদন
শুদ্ধা শ্রীমধুসূদনস্যপ্রিয়য়া রাগানুগাখ্যা তু যা
তাং ভক্তিং ময়ি দেহিচাত্মকৃপয়া হৈত্যাদিকং যোবদন
সোহয়ং মেকরুনানিধির্বিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃ প্রভুঃ১৬

স্মিতা বাকথয়ন্মুদা হি ভবতা ভ্রান্তং ন তাবৎ শ্রিয়া
ইত্যুক্তা জয়মঙ্গলাং করুনয়া চানায় স্বীয়াং কথাম।
স্পৃষ্টা তদ্বপুষি প্রহর্ষবদনো যস্মৈ জিতং চাবদৎ
সোহয়ং মেকরুনানিধির্বিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃ প্রভুঃ১৭

এতস্মিন্ময়ে প্রহর্ষবদনো নত্বাহবদস্মৈ প্রভো।
বাঞ্ছা যা হৃদি সঙ্গতা তদধুনা সিদ্ধিং গতা নিশ্চয়ম।
আজ্ঞাং দেহি ময়ি ব্রজায় গমনে চোক্তা প্রনম্যাব্রজং
সোহয়ং মেকরুনানিধির্বিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাস প্রভুঃ ১৮

কৃত্বা যো হৃদি পাদপদ্মযুগলং শ্রীরূপ গোস্বামিনঃ
স্তজ্জ্যেষ্ঠস্য সনাতনস্য চ মুদাগচ্ছন ব্রজং সত্বরম।
শ্রুত্বা বা শ্রীমথুরাদ্যনাম্নি নগরে তদগোপনংলোহপতৎ
সোহয়ং মেকরুনানিধির্বিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃপ্রভুঃ ১৯

হা হা রূপঃকুতোগতঃ ক্ব গতবান হা হা তদীয়াগ্রজো
থিঙমে জীবিতমেতয়োরপি বিনা পাদপদ্মেক্ষনম
ধাতস্ত্বাং কৃশঘাতিনং ধিগিতি যশ্চাশ্রা ভুবং সিঞ্চয়ন
সোহয়ং মেকরুনানিধির্বিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃপ্রভুঃ ২০

ভূয়ো ভূয় ইতি ব্রুবন পুনরায়মুত্থায় শীঘ্রং পতন
কিং মে কারয়িতা বৃথা তনুভৃতো বৃন্দাবনস্যেক্ষনম।
তস্মান্নো গমনং ব্রজায় মনসা নিশ্চীয় বৈমুখ্যকৃৎ
সোহয়ং মেকরুনানিধির্বিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃপ্রভুঃ ২১

বৃন্দাখ্যে বিপিনে সনাতন প্রভুঃ শ্রীরূপ সংজ্ঞপ্রভু
নীত্বা তুত বরয়া শিশুংকৃতমতিংশ্রীজীবগোস্বামিনম
কালিন্দ্যাঃ সলিলে তদীয়ক তনুং শুদ্ধাং মুদা স্নাপয়ন
শক্তিং তদ্ধৃদয়ে স্বকীয় কৃপয়া সঞ্চারয়িত্বাবদৎ ২২

বৎস ! ত্বংশৃনু মদ্বচো ব্রজভুবিহি স্থাপিতো হেতুনা
চানেনাপি কুরুষ বালসরলাং টীকাং মদীয়স্য চ।
গ্রন্থস্যাপি তথা মুরারী পদয়োঃ সম্ভক্তিকাং স্থাপয়ন
পাষণ্ডস্য নিবারনং কুরু তথা গোবিন্দ সংবেদনম ২৩

শ্রুত্বৈতৎ প্রভুপাদপদ্ম যুগলে সংত্রাসিতশ্চাবদৎ
শ্রীজীবোহপি শিশুস্ত্বহং পুনরয়ং জীবস্তথাল্পা মতিঃ।
কা শক্তির্মম নাথ ! কর্মসু তথা চৈতেষু সঙ্গী ক্ব বা
আজ্ঞায়াঃ প্রতিপালনেবিমলধীঃ সঙ্গীতয়াদীয়তাম২৪

শ্রুত্বা তদ্বচনং বিভাব্য মনসা শ্রীরূপসংজ্ঞঃ প্রভু-
রর্থে চাকথয়ৎ শৃণুষ ভবতঃ সঙ্গী ময়া দীয়তে।
গৌড়াৎ কোহপি দ্বিজাত্মজঃ কৃশতনুর্বৈশাখমাসেংসকে
বিশদ ভাবিনিমাথুরেহপি চতথাগন্তাসতেসঙ্গিকঃ ২৫

এতদযৎ কথিতং পুরা ব্রজভুবি শ্রীরূপগোস্বামিনা
কৃত্যা তন্মনসি প্রতিজ্ঞা গমনং কুঞ্জে চ বৃন্দাবনে।
শ্রীজীবেন তথা স্থিতেন প্রহিতৈস্তু তৈস্তু বোহদৃশ্যত
সোহয়ং মেকরুনানিধির্বিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃপ্রভুঃ ২৬

সর্বং তং কথিতং জনৈঃপথি শ্রুতং গোস্বামিবাক্যন্তুযৎ
শ্রুত্বা লুব্ধমতির্ব্রজায় গমনে শীঘ্রং মনঃ সন্দধে।
শৃণ্বংস্তৈর্ব্রজমণ্ডলে প্রকটিনং শ্রীভট্টগোস্বামিনং
সোহয়ং মে করুনানিধির্বিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃপ্রভুঃ২৭

তৈর্গত্বা পুলিনং কলিন্দ দুহিতুঃস্নাত্বা ব্রজে স তর-
নষ্টাঙ্গপ্রনিপাত সঙ্গমকরোদভক্ত্যা প্রপশ্যন দিশম।
সিঞ্চন্নেত্রজলৈঃ স্বকীয় বপুষং নীপ প্রমূলে বসন্
সোহয়ং মে করুনানিধির্বিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃপ্রভুঃ২৮

ক্ব বৃক্ষেশিখিনং ক্ব চ ক্ব চ শুকং কস্মিংস্তথাশারিকাং
ক্ব বৃক্ষেচকপোতকং ক্ব চঅলিংকুত্রাপিসৎকোকিলম্
দাত্যুহং ক্ব চ চাতকং ক্ব চ তথা পশ্যঞ্চকোরংমুদা
সোহয়ং মেকরুনানিধির্বিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃ প্রভুঃ২৯

ক্ব পুষ্পং বিবিধং ক্ব কল্পতরুকং বেদীং ক্ব রত্নান্বিতাং
কুঞ্জং ক্বাপি মনোহরং ক্ব পুলিনং কুত্রাপি দিব্যং সরঃ।
পদ্মং কুত্র ক্ব চোৎপলং ক্ব চ তথা পশ্যংশ্চ কহ্লারকং
সোহয়ং মেকরুনানিধির্বিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃ প্রভুঃ৩০

■—এই চিহ্ন ং ও ত্‌ব—ত্ব বুঝিতে হইবে।

ছায়াং কুত্র দিবাম্বিতাং ক্ক চ পুরং শ্রীকৃষ্ণতন্বা যুতাং
ক্ক বাসং ব্রজবাসিনাং ক্ক চ তথা গোস্বামিবর্গালয়ম্‌
কুত্রাস্তি মণিকুট্টিমং বিমলকং দৃষ্ট্বা প্রহৃষ্টস্তু যঃ
সোহয়ং মেকরুনানিধির্বিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাস প্রভুঃ ৩১

কৌপীনং দধতং বহির্বিসনকং মালাং তুলস্যা মৃদা
রাধাকুণ্ডভুবা বিধায় তিলকং গাত্রেষু নামাক্ষরম ।
গ্রন্থে নেত্রযুগং মনশ্চ ভুজয়োঃ সল্লেখনাপত্রকং
চানন্দেন সদোর্ণকাসনবরে বিষ্টং তদা বৈষ্ণবৈঃ ॥ ৩২

গোবিন্দেন পুরা পুরায় গমনারম্ভে তু যো যো যথা
দৃষ্টোঽদ্যাপি তথৈব গোকুলপুরে লোকাবসন্ত্যত্র তে ।
কিন্তুগুঃ কিল নীপডিম্ভ দ্বিদলঃ ফুল্লঃ প্রবৃদ্ধঃ কথং
নো জানেকথয়ন্তু বৈষ্ণবগণাশ্চেতীত্যহো বাদিনম ৩৩

কালেঽস্মিন্নিকটে মুদা পরিগতঃ শ্রীজীবগোস্বামিনং
দৃষ্ট্বা তন্মুখতো বচঃ প্রতি গতিং শ্রুত্বাবভাযে তু যঃ
গোস্বামিন্‌ ! শৃনু মদ্বচস্তব বচঃ সিদ্ধান্তরূপাস্বদং
সোহয়ং মেকরুনানিধির্বিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃ প্রভুঃ৩৪

গোবিন্দস্য মনোগতং ব্রজগতং ন হ্রাসবৃদ্ধিক্ষমং
নেতুং কালমমুত্র কারনবরং গোবিন্দবাঞ্ছানসম্‌ ।
কিন্তিমংপ্রিয়নিপকং প্রতিমনঃ ফুল্লেতি ? তংযে হবদৎ
সোহয়ং মেকরুনানিধির্বিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃ প্রভুঃ৩৫

তৎ শ্রুত্বা বচনং হিতায় কথিতং সন্দেহভেত্তোত্তম
কেনেদস্থিতি সম্মুখেস্থিতিকৃতং দৃষ্টে হৃষ্ট প্রভুঃ ।
দূতৈস্তৎ কথিতস্তয়ং স চ বয়মানেতুমেনং গতাঃ
সোহয়ং মেকরুনানিধির্বিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃপ্রভুঃ ৩৬

উত্থায় ত্বরয়া সসম্ভ্রম ধিয়া চালিঙ্গ্য গাঢ়ং মুদা
প্রেমনানীয় তথা স্বকাসনবরে বংভনিট বৃত্তান্তকম্‌ ।
শ্রীরূপেন পুরা যথা হ্যভিহিতং তত্তত্ত্ব যস্মৈ স্বয়ং
সোহয়ং মেকরুনানিধির্বিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃপ্রভুঃ ৩

আচার্য্যত্বমপি ত্বয়া করুনয়া সন্দেহভেদঃ কৃতঃ
তস্মাচ্চেত উতো মুদা শৃনু বচো হ্যাচার্য্যনামা ভবান
ইত্থং প্রাহ পুনঃ পুনঃ প্রতিজনান সদ্বৈষ্ণবান যৎকৃতে
সোহয়ং মেকরুনানিধির্বিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃপ্রভুঃ ৩

এতদ্বাদিনি সাদরং প্রতি জনান শ্রীজীবগোস্বামিনি
স্তুত্বা তং চটুভিস্ত্বরান্বিতমনাঃ প্রত্যাহ এতদ্বচঃ ।
গোস্বামিন ! কিল দর্শ্যতামতিজবং শ্রীভট্টপাদস্তু য
সোহয়ংমে করুনানিধির্বিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃপ্রভুঃ ৩

শ্রুতৈতৎ খলু জীব ঠক্কুরবরো নীত্বা চ তং বৈত্বরন
যচ্চাদর্শয়দাসনে বিজয়িনং গোপালভট্টং প্রভুম ।
গোরাঙ্গং কমলাননং সুনয়নং বিস্তীর্ণ বক্ষঃ স্থলং
সোহয়ং মেকরুনানিধির্বিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃ প্রভুঃ৪

অভ্যর্ণে ব্রজবাসি বৈষ্ণবগনানধ্যাপয়ন্তং মুদা
নানাশাস্ত্র পয়োধি মন্থন ভবং সদ্ভক্তিশাস্ত্রামৃতম্‌
উদ্ধার্ত্তারমহো নিপত্য চরনে প্রীত্যা ননামেতি যঃ
সোহয়ং মেকরুনানিধির্বিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃ প্রভুঃ৪

বাহবা মস্তকম্‌দ্ধরম্‌ত্তিষ্ঠ বৎসেতি তং
ত্বং মে বান্ধব জম্মজন্মনি মুদে ধাত্রাদ্য দত্তঃ পুনঃ
ইত্যুক্তা নয়নাম্ভসা অতিমুদা যৎসিঞ্চয়ন বিহবলঃ
সোহয়ং মেকরুনানিধির্বিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃপ্রভুঃ ৪

অত্যুৎকো যমুনাতটীং ব্রজগতৈঃ সদ্বৈষ্ণবৈর্যো গতো
রাধাকৃষ্ণ বচো গিরা মধুরয়া সন্নীয়মানে ক্ষণে।
প্রীত্যা বৈ স্বপ্নয়ন মুদা পরময়া যস্মৈ কৃপাঞ্চাকরোৎ
সোহয়ং মেকরুনানিধির্বিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃ প্রভুঃ৪৩

তৎপশ্চাদ ব্রজবাসিভিঃ প্রতিগতোযো বৈষ্ণবৈস্তেন চ
গোবিন্দস্য পুরং তদীয়ক মুখং পশ্যন সুধাব্ধৌ বিশন
পশ্চাত্তৈঃ স্বরমোহনালয় বরং গত্বা মুখং দৃষ্টবান
সোহয়ং মেকরুনানিধির্বিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃ প্রভুঃ৪৪

নাথাদের্বপুষাং বিভঙ্গি কলনাদ শ্রাবসিক্তাঙ্গক-
স্তৎকৃত্বা ব্রজবাসিনাং প্রতিগৃহং গোস্বামিনাং দর্শনম্
প্রেমনাতৈঃ পরিপুরিতঃ প্রতিগতঃ শ্রীলোকনাথালয়ং
সোহয়ং মেকরুনানিধির্বিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃ প্রভুঃ৪৫

ভক্ত্যা তচ্চরনং ববন্দ কৃপয়া চালিঙ্গিতস্তেন বৈ
তত্রস্থেন নরোত্তমেন প্রভুনা তৎপাদপদ্মং শ্রিতম
তত্রালিঙ্গ্য মুদাতিগাঢ়মম্মাধুর্যযুক্তং বচঃ
সোহয়ং মেকরুনানিধির্বিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃ প্রভুঃ৪৬

ধাতা কিং নয়নং কিমু ত্বচকরং সৎপক্ষ কিং মে মনঃ
কিং রত্নং বহুমূল্যকং কিমথবা প্রানশ্চ মে দত্তবান ?
কিঞ্চাহো সদয়ো ভবদ্দ্বিতীয়কং দাতা মুদাযোহবদৎ
সোহয়ংমে করুনানির্ধিবিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃ প্রভুঃ৪৭

গোবিন্দস্য মুখেক্ষণং হৃপিতথা শ্রীভট্টগোস্বামিনঃ
সেবাঞ্চ ব্রজবাসিনাং প্রতিদিনং গোস্বামিনামীক্ষনম।
গ্রন্থস্যাভ্যসনং তথাপি কৃতবান শ্রীজীবগোস্বামিনাং
সোহয়ংমে করুনানির্ধিবিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃ প্রভুঃ৪৮

এবং যো বহুকালমাত্রমনয়ৎ কুর্বন ব্রজে প্রত্যহং
শ্রীজীবোহপি যদাবদৎ শৃনু দয়াধীনো মদীয়ং বচঃ।
ভো আচার্য্য মহাশয় প্রতিদিনং ত্বংমে সহায়ো মহান
সোহয়ং মেকরুনানিধির্বিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃ প্রভুঃ৪৯

আজ্ঞা যা চ কৃতা মদীয় প্রভুনা সাহি ত্বয়া পাল্যতাং
সদভক্তাশ্চ তথা মুকুন্দ বিষয়প্রেমনঃ প্রদানং কুরু।
তদগ্রন্থস্য প্রচারনং কলি নরে কুর্বা দয়াং যং বদন
সোহয়ংমে করুনানির্ধিবিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃ প্রভুঃ৫০

নীত্বা তদগ্রন্থরাশিং প্রবিহিতজবো গৌড়দেশং ব্রজত্বং
চৈতন্যস্য পদাঙ্কিতং ন চ যথা পাষণ্ডবর্গাকুলম্।
এতদগোস্বামি-বাক্যাদবিহিতমতির্ভট্টপাদং গতো যঃ
সোহয়ং মেকরুনানিধির্বিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃ প্রভুঃ৫১

সর্বং তৎ কথিতং প্রভোঃ পদযুগে যজ্জীবকুঞ্জে শ্রুতং
শ্রুত্বা সোহপ্যবদৎ—শৃনুষ তনয়! শ্রীরূপকাজ্ঞাংকুরু
গৌড়ং গচ্ছ মমজ্ঞয়াপ্যতিজবং তত্তৎ কুরুষেতি যং
সোহয়ং মে করুনানির্ধিবিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃপ্রভুঃ৫২

নীত্বাজ্ঞাং স্বগুরোবতঃ পরমিতো গোবিন্দবাটীং মুদা
দৃষ্ট্বা তস্য মুখং প্রদোষ সময়ে সুপ্ত্বা চ রাত্রৌ তথা
গোবিন্দেন হি সুপ্তিতঃ প্রিয়তয়া দত্তাঞ্চ আজ্ঞাং দধৎ
সোহয়ং মে করুনানির্ধিবিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃপ্রভুঃ৫৩

গত্বা যোহপি পুনঃ প্রহৃষ্ট হৃদয়ঃ শ্রীজীবকুঞ্জে ত্বরম্
তস্মৈ তচ্চ নিবেদ্য গৌড়নগরীং গন্তুং মনঃ সন্দধে।
সর্বেষাং ব্রজবাসিনামপি পুনর্নীত্বা চ আজ্ঞাং তু যঃ
সোহয়ং মেকরুনানির্ধিবিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃপ্রভুঃ ৫৪

গ্রন্থং রূপকৃতং সনাতনকৃতং শ্রীভুটনাম্না কৃতং
যং শ্রীজীবকৃতং কৃতঞ্চ গুরুনা শ্রীদাসগোস্বামিনা ।
যচ্চান্যং কবিরাজজং প্রতি মুদা গৌড়ং ব্রজনযোহনয়ৎ
সোহয়ং মেকরুনানিধির্বিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃ প্রভুঃ৫৫

গোবিন্দস্য মুখং বিলোক্য স্বগুরোঃ শ্রীপাদপদ্মেনমদ,
নত্বা তানব্রজবাসি বৈষ্ণবগনান বৃন্দাবনঞ্চানমৎ ।
প্রেমনাশ্রীযমুনাং বিলোক্য চগিরিংগোবর্দ্ধনং যোরুদন
সোহয়ং মেকরুনানিধির্বিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃ প্রভুঃ৫৬

শ্রীকুণ্ডঞ্চ বিলোক্য লোচন জলৈঃ কুর্বংস্তু যঃ কর্দমং
তত্রস্থান খলু বৈষ্ণবান প্রতি নমনযো বা রুদম্মূর্চ্ছিতঃ
তত্রস্থং কিল লোকনাথ চরনং নত্বা তদাজ্ঞাং নয়ন,
সোহয়ং মেকরুনানিধির্বিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃপ্রভুঃ ৫৭

ধৃত্বা তস্য করং নরোত্তমকরঞ্চানীয় সংযোজ্য চ
কিঞ্চিদবাক্যমথাবদৎ শৃনুবিভো আচার্য্যতুভ্যংহ্যসৌ ।
দত্তশ্চাদ্য নরোত্তমস্তব ইতি শ্রীলোকনাথস্তু যং
সোহয়ং মে করুনানিধির্বিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃপ্রভুঃ৫৮

নীত্বা চৈব নরোত্তমং পুনরসৌ শ্রীজীবকুঞ্জং ব্রজন,
গ্রন্থং ভারচতুষ্টয়ং স্বয়মসৌ নীত্বা ব্রজন গৌড়কম্ ।
শ্রীজীবোহপি শতেন বৈষ্ণবজনৈঃ ক্রোশন্ত চানুব্রজৎ
সোহয়ং মে করুনানিধির্বিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃপ্রভুঃ৫৯

বিচ্ছেদাগ্নি নিদগ্ধ মূর্চ্ছিততনুরন্যোন্যমূর্চ্ছাং পতন
হা হা ধাতরতো বিনির্দয়তনুঃ সংযোজ্য মৈত্র্যং ভবান
মৈত্র্যাচ্চাপি বিযোজ্যতহিভবতা কিংলপস্যাতে যোবদন
সোহয়ং মেকরুনানিধির্বিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃ প্রভুঃ৬০

ইত্যুক্তা নয়নাম্ভসা পথি ভুবং সিঞ্চংস্তু উত্থায় চ
প্রেমনা গাঢ়মসৌ পুনঃ পুনরমুংচালিঙ্গ্য গোস্বামিনম ।
নীত্বা তচ্চরনাব্জরেনু নিচয়ং নত্বা চ যো বৈষ্ণবান্
সোহয়ংমে করুনানিধির্বিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃ প্রভুঃ৬১

সোৎকম্পং করুনং নরোত্তমপ্রভুর্যং বৈরুদিত্বা মুহু-
র্বাহুভ্যাং চরনৌ বিধৃত্য পতিতো ভূমৌ তথারোরুদন
তঞ্চোদ্ধৃত্য নিনর্ত্তিতঃ পুনরিমঞ্চ লিঙ্গ্য গাঢ়ং তু যঃ
সোহয়ং মেকরুনানিধির্বিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃ প্রভুঃ৬২

তান নীত্বা খলু বৈষ্ণবানতিশুচাদৃষ্ট্যা মহত্যা পুরো
দৃষ্টা যং কিল জীবঠক্কুরবরো বৃন্দাবনেহসৌ গতঃ ।
এবঞ্চৈব নরোত্তমো হরিরিতি স্মৃত্বা ব্রজং প্রাপ্তবান্
সোহয়ং মেকরুনানিধির্বিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃ প্রভুঃ৬৩

আচার্যোহপি প্রভুর্বিধৃত্য চরনং শ্রীজীবগোস্বামিনাং
ভুয়োভুয় ইতঃ সরন্নতিজবং পশ্যত্যদূরং গতঃ ।
তেষাং বাক্যচয়ং স্মরন্নপিগতো যো গৌড়দেশং ভ্রমন
সোহয়ং মেকরুনানিধির্বিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃ প্রভুঃ৬৪

আনীয় গ্রন্থমেঘং ব্রজগিরিকুহরাদ গৌড়কুঞ্জ্যাং মুদায
কৃষ্ণপ্রেমাম্বুবৃষ্ট্যা কলিরবি কিরনাদ্দগ্ধজীব প্রশস্যম
সিঞ্চন কুর্বন সজীবং পুনরপি কৃতবান বার্দলং প্রেমভঃ
পশ্যশ্চৈতৎ প্রহৃষ্টঃ নন্নুস্থবিজয়তে শ্রীনিষাসঃপ্রভুর্ন৬৫

যাজিগ্রাম পুরং প্রবিশ্য বসতিং প্রীত্যা চকার স্বয়ং
তং দ্রষ্টুং শতশোহথ বৈষ্ণবগনা গচ্ছন্তি হি প্রত্যহম ।
তান প্রেমনা প্রতিভায্য গ্রন্থনিচয়ং যঃ শ্রাবয়ন যত্নতঃ
সোহয়ং মেকরুনানিধির্বিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃ প্রভুঃ৬৬

র্বেষামপি চোপরোধ নিচয়ৈঃ কুর্বন বিবাহং তথা
দগ্রন্থ ব্যবসায় নামগ্রহনৈশ্চৈতন্যচন্দ্রেক্ষয়া।
াধে কৃষ্ণ ইতি গৃহন প্রতিদিনং গোবিন্দনাম্নানয়ং
াহয়ং মেকরুনানিধির্বিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃ প্রভুঃ৬৭

একস্মিন দিবসে সরোবরতটে বাট্যাঃ প্রতীচ্যাং বসন
ালে চৈব অমূত্র মন্মথ সমমেকং পুমাংসং পথি।
দালায়াং স্বপুরং কৃতোদ্বহনকং গচ্ছন্তমীক্ষেত যঃ
াহয়ংমে করুনানিধির্বিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃ প্রভুঃ৬৮

ষ্ট্বা তং হি হুবর্ণকেতকরুচং বিস্তীর্ণবক্ষঃস্থলং
িংহস্কন্ধ মহাভুজং ত্রিবলিতং গম্ভীরনাভিস্তথা।
লামশ্রেনিযুতং প্রকীর্ণ জঠরং পদ্মাহুরক্তং তথা
ন্দ্রাস্যং সুদতং তথোন্নতনসং বিম্বাধরাজেক্ষণম্ ॥৬৯

ম্বু গ্রীবমতঃ প্রসন্ন হৃদয়ং রম্ভোরু সজ্জানুকং
ঞ্চাপি সুদীর্ঘকুঞ্চিতকচং সৎপট্টবস্ত্রাবৃতম।
শ্যন বৈ সুমুদা তথা শৃনুত ভো ইথং সদা যোহবদৎ
াহয়ংমে করুনানিধির্বিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃ প্রভুঃ৭০

কাহয়ং কিং রতিনায়কঃ কিমথবা চাশ্বী কুমারো যুবা
দবো বা তরুনস্তথা ভবতি বা গন্ধর্ব পুত্রো হ্যয়ম।
ত্যেতৎ কথয়ন পুনঃ পুনরসৌ রূপং দৃশা যো পিবন
াহয়ং মেকরুনানিধির্বিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাস প্রভুঃ ৭১

থংপ্রাপ্য তনুঃহরেঃ পদযুগং যোবা ভজেৎ সোমহান
ত্যুক্তা পুনরাহ তৎসহগতং কুত্রাস্য বাসস্তথা।
ংনামেতি মুহুর্মুহুঃ প্রতিজনং সংপৃচ্ছতি বৈষ্ণবান
াহয়ং মেকরুনানিধির্বিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃপ্রভুঃ ৭২

ীলশ্রীধামচন্দ্রঃ কবিনৃপতিরসৌ পণ্ডিতো বাকপতির্যঃ
সদ্বৈদ্যাগ্যোযশস্বীভিষজকুতিবিধৌ দিগবিজেতা সভায়াম
বাটী চাস্য প্রসিদ্ধে সরজনিনগরে বিশ্ববিখ্যাতকীর্ত্তেঃ
শৃণ্ব শৈচতৎ প্রহর্ষঃ পবিস্তুবিজয়তে শ্রীনিবাসঃপ্রভুর্নঃ৭৩

তস্যৈতচ্চ বচো নিশম্য সুদৃঢ়ো গাঢ়েন কর্ণেন চ
কিঞ্চিন্নো বদতিস্ম ধীরমতিমান বাটীং গতোভাবয়ন
কৃচ্ছে্ণাপি দিনং প্রনীয় তু রয়াদরাত্রৌ গতো যৎপদ
সোহয়ং মেকরুনানিধির্বিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃপ্রভুঃ ৭৪

রাত্রৌ চাগত্য বাটী নিকটজন গৃহে সংবিশন্ যসীদং
চোক্ত্বা চোক্ত্বা পদে যঃ প্রপতিততনুকশ্ছিন্নমূলোহগব
ভূয়ো ভূয়ো রুদিত্বা কথয়তি সুকৃতীপাদপদ্মং নু দেহি
শৃণ্বন চৈতৎপ্রহর্ষঃ খলু সুবিজয়তে শ্রীনিবাসঃপ্রভুর্নঃ৭৫

ধৃত্বা তস্য করং স্ববাহু লতয়া চোত্থাপ্য গাঢ়ং মুদা
চালিঙ্গংশ্চতথা শিরস্যথ করং দত্তাবদচ্চাশিষম।
ত্বং মে বান্ধব জন্মজন্মনি মুদে ধাত্রাস্য দত্তঃ পুনঃ
সোহয়ং মেকরুনানিধির্বিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃপ্রভুঃ ৭৬

দত্বা শ্রীবৃষভানুজা গিরিধর শ্রীপাদপদ্মাশ্রয়ং
লীলাঞ্চাপি তথাতয়োশ্চ বিবিধাং তাং শ্রাবয়িত্ব পুনঃ
গ্রন্থাঞ্চাপি প্রপাঠ্য আশিষমবক ত্বং মৎস্বরূপো ভবেঃ
সোহয়ং মেকরুনানিধির্বিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃপ্রভুঃ ৭৭

বৃন্দয়া বিপিনে ভবৎসমদৃশং চৈকং প্রদাতা বিধি
র্মহ্যং চাক্ষি পুরা যতো বহুদিনং চৈকাঙ্ক্ষিবানপ্যহম্
ধাত্রা ত্বং পুনরত্র স্ফুরপরং দত্তস্ত্বিদং যোহবদৎ
সোহয়ং মেকরুনানিধির্বিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃপ্রভুঃ ৭৮

এবন্তং বহু শিক্ষয়ন বহুজনং শিষ্যঞ্চ কৃত্বা তথা
শ্রীগোবিন্দং কবীশ্বরং গুননিধিং দত্তা স্বপাদাশ্রয়ম।

রাধাকৃষ্ণ বিহারগীতকরনে আজ্ঞাঞ্চ তস্মৈ দদৌ
সোহয়ং মেকরুনানিধির্বিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃপ্রভুঃ ৭৯

শ্রীযুক্তাঞ্চ তথেশ্বরীং নিজপদং গৌরপ্রিয়াং প্রেয়সীং
শ্রীমদ্ধেমলতাং স্বকীয়তনয়া▮ কৃষ্ণপ্রিয়াখ্যাস্তথা।
শ্রীগোবিন্দগতিং স্বকীয়তনয়ং শ্রীকাঞ্চনাখ্যা▮ তুষঃ
সোহয়ং মেকরুনানিধির্বিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃপ্রভুঃ ৮০

শ্রীদাসঞ্চ মহাশয়ং করুনয়া শ্রীগোকুলাখ্যং তথা
শ্রীমন্তং নরসিংহকং কবিনৃপং শ্রীমদ্রঘুং মালতীম্।
শ্রীগোপী জয়রাম ঠক্কুরবরান নারায়নং গোকুলং
সোহয়ং মেকরুনানিধির্বিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃপ্রভুঃ ৮১

ব্যাসাচার্য্যং পরমকৃপয়া প্রাপয়ৎ স্বং পদাজং
গোবিন্দস্য প্রিয়পরিজনং শ্রীলগোবিন্দদাসম।
বিপ্রং বাল্যাৎ প্রবলভজনাদভাবকং প্রেমমূর্ত্তিং
দৃষ্ট্বা তং বৈ পরমদয়য়া হ্যাত্মসাৎ কারয়ন যঃ॥ ৮২

যোহসৌ শ্রীবনমালিনাম ভিষজং শ্রীমোহনাখ্যং তথা
প্রেমনা যো ঘটকহ্বয় প্রিয়জনং শ্রীরূপদাসঞ্চ বৈ।
সস্ত্রীপুত্র সুধাকরং বিধিবশাদ গোপালবর্গস্তু যঃ
সোহয়ং মেকরুনানিধির্বিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃ প্রভুঃ৮৩

স্বপাদমনয়চ্চ চট্টনৃপতিং শ্রীরামকৃষ্ণাভিধঃ
চট্টশ্রীকুমুদং তদীয়কসুতং চৈতন্যদাসং তথা।
তদ্বংশস্য কলানিধিং প্রিয়জনং বৃন্দাবনাখ্যন্তু যঃ
সোহয়ংমে করুনানিধির্বিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃপ্রভুঃ ৮৪

দীনং যঃ কর্ণপুরং নিজপদমনয়দবংশিগোপাল সংজ্ঞং
শ্রীরাধাবল্লভ▮ যস্তদনুচ মথুরা দাস সংজ্ঞ▮ স্বপাদম্।
শ্রীরাধাকৃষ্ণ দাস▮ তদনু রকনক▮ রামদাস▮ নয়ন যঃ
সোহয়▮ বৈচাতিহৃষ্টঃকিলসুবিজয়তে শ্রীনিবাসঃপ্রভুর্নঃ৮৫

পশ্চাদ যঃ কবিবল্লভ▮ তদনুজ▮ শ্রীশ্যামভট্ট▮ তথা
হ্যাত্মারামমতো নয়ন নিজপদ▮ শ্রীনাড়িক▮ যো মুদা।
শ্রীগোপীরমনাহ্বয়▮ তদনুজ▮ দুর্গাখ্যদাস▮ প্রিয়▮
সোহয়ং মেকরুনানিধির্বিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃপ্রভুঃ ৮৬

গচ্ছন শ্রীপুরুষোত্তম▮ বনপথা চৌরেহৃত▮ পুস্তক▮
তস্মাদ্রাজসভা▮ গতঃ প্রপঠিত▮ বিপ্রেন শ্রুত্বা তু যঃ।
শ্রীমদভাগবতীয় ষটপদগনৈর্গীত▮ প্রহাস্য▮ কৃত▮
সোহয়ং মেকরুনানিধির্বিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃপ্রভুঃ ৮৭

রাজ্ঞা চৈব নিবেদিতঃ স্বয়নসৌ ব্যাখ্যাঞ্চ কর্ত্তু▮ ততঃ
প্রীত্যাযঃকিলতস্য চার্যসুমতা▮ব্যাখ্যা▮ ততানপ্রিযাম
শ্রুত্বা তদ্বচন▮ প্রণম্য শিরসা কাক্কাপতৎ যৎপদে
সোহয়ং মেকরুনানিধির্বিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃপ্রভুঃ ৮৮

দৃষ্টা চাপি স মল্লভূপতিবর▮ শ্রীবীরহাম্বীরক▮
দত্বা স্ব▮ চরনাশ্রয়▮ হরি পদে ভক্তি▮ তথা নৈষ্ঠিকীম
কি▮ বক্তব্যমমুষ্য পাদযুগলস্যাহো মহত্ত্ব▮ নৃভিঃ
সোহয়ং মেকরুনানিধির্বিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃপ্রভুঃ ৮৯

তদ্দেশেষু কৃপান্বিতো বহুজন▮ শিষ্য▮ মুদা কারয়ন
দেশে চৈব স্বকীয়কে পুনরয়▮ কৃত্বা বহুন শিষ্যকান।
নানা দেশ বিদেশকাগত জনান কুর্বন স্বপাদায়শ্রয়▮
সোহয়ং মেকরুনানিধির্বিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাস প্রভুঃ ৯০

রাঢ়▮ বঙ্গ▮ সুগৌড়▮ ব্রজমথ মগধঞ্চোৎকল▮ রাজকঞ্চ
পারেগঙ্গ▮ বরেন্দ্র▮ গিরিজমপি তথা বৃদ্ধকঙ্কালকঞ্চ।
গাঙ্গেয়▮মধ্যদেশ▮ ভুবনমিদমপি প্রাবৃত▮ যৎপ্রশিষ্যৈঃ
কঃ শাখা▮ বক্তুমীষ্টৈফণিবরসদৃশঃ শ্রীনিবাসপ্রভোস্তু৯১

ইতি—শ্রীকর্ণপুর কবিরাজকৃত▮ শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্য
গুনলেশ সূচক▮ সমাপ্তম্।

▮—এই চিহ্নকে ং বুঝিতে হইবে।

কর্ণপুর কবিরাজ বিরচিত—

শ্রীনিবাস আচার্য্যের গুণলেশ সূচকের পয়ারানুবাদ

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ।
জয়দ্বৈত চন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
জয় জয় গদাধর জয় শ্রীনিবাস।
শ্রীনিবাসাচার্য্য জয় তাঁর যত দাস॥
গৌরাঙ্গের প্রকাশ মূর্ত্তি শ্রীশ্রীনিবাস।
অষ্টকবিরাজ আদি হন তাঁর দাস॥
রামচন্দ্র গোবিন্দ নৃসিংহ কর্ণপুর।
ভগবান বল্লবীদাস গোকুল মহাধীর॥
গোপীরমন নাম কবিরাজ অষ্টজন।
তারমধ্যে কর্ণপুরের এ গ্রন্থ লিখন॥
গুনলেশ সূচক গ্রন্থ করিয়া বর্ণন।
আচার্য্যের গুনরাশি জানাল ভুবন॥
কিঞ্চিৎ আস্বাদ লাগি করি অনুবাদ।
আস্বাদহ ভক্তগন করিয়া প্রসাদ॥
শ্রীনিবাস আচার্য্যগুন অপূর্ব কথন।
আস্বাদহ ভক্তগন করিয়া যতন॥
গুনলেশ সূচক কৈল কবি কর্ণপুর।
কাব্যরস বিশারদ মহিমা প্রচুর॥
বাহাদুর পুর গ্রামে তাহার নিবাস।
গৌরাঙ্গ চরন ভজে ত্যজি সর্ব আশ॥
পরম সুধীর তেঁহ আচার্য্য শরন।
যাঁর কাব্য শুনি স্থির হয় কোনজন॥
খেতুরী উৎসবে তেঁহ করিল গমন।
রঘুনাথ আচার্য্য ঘরে সেবায় মগন॥
অচিন্ত্য তাঁহার গুন কে করে বর্ণন।
কর্ণানন্দে যদু নন্দন করিল কীর্ত্তন॥
কর্ণপুর কবিরাজে প্রভু দয়া কৈল।
প্রভুর শাখা বর্ণনাতে যিঁহ ধন্য হৈল॥
অপার ভজন যার না পারি কহিতে।
সদামগ্ন রহে যিঁহো মানস সেবাতে॥
লক্ষ হরি নাম যিঁহো করেন গ্রহন।
এই মত রহে যিঁহো সুখাবিষ্ট মন॥
আচার্য্যের গুনলেশ সূচক বর্ণিল।
অপূর্ব মহিমা তার জগতে ঘোষিল॥
রাঢ়ীয় ঘন্টেশ্বরী কুলে শ্রীচৈতন্য দাস।
তাঁর গৃহে জনমিল আচার্য্য শ্রীনিবাস॥
বাল্যে তীক্ষ্ণ বুদ্ধি বলে বিদ্যা উপার্জ্জিল।
দিগ্বীজয়ী জয় করি মহিমা দেখাল॥
নীলাচলে গৌরাঙ্গের বিজয় শুনিয়া।
সাংসারিক সুখ ত্যজি সুনির্মল হিয়া॥
পরম করুনাময় ঠাকুর আমার।
জয় হউক সেই শ্রীনিবাস নাম যার॥ ১-২
নীলাচলে যাত্রা পথে প্রভু অন্তর্দ্ধান।
শুনিয়া বিরহে তেঁহ হারাইল জ্ঞান॥
নিজ কেশ ছিঁড়ে করে বক্ষে করাঘাত।
আপনা ধিক্কারি তেঁহ করে হাহুতাশ॥
পাছে গৌরপদ চিন্তি নীলাচলে গেল।
গদাধর পণ্ডিতের দর্শন পাইল॥

গৌরাঙ্গ বিরহে সদা অশ্রু বরিষণ।
দৃষ্টিহীন ভাগবতাক্ষর অদর্শন॥
ভাগবত অধ্যয়ন ছিল অভিলাষ।
গদাধরের অবস্থায় হৈল নৈরাশ॥
পণ্ডিত সমীপে যদি ভাব নিবেদিল।
গদাধর পণ্ডিত তবে কহিতে লাগিল॥
আমার যতেক দশা করিছ দর্শন।
দাস গদাধর পাশে করহ গমন॥
তবে পণ্ডিতের স্থানে দৈন্য নিবেদিল।
পত্রী লয়া দাস গদাধর স্থানে এল॥
নীলাচল চন্দ্রে বন্দি করিল গমন।
দাস গদাধরে পত্রী করিল অর্পন॥ ৫-৬
মনের বাসনা তাঁরে সব নিবেদিল।
দাস গদাধর তবে কহিতে লাগিল॥
গৌর বিরহে পণ্ডিত সদা মুহ্যমান।
স্মৃতিহীন দুর্বল মতি সদা সর্বক্ষন॥
ব্রজধামে শীঘ্র তুমি করহ গমন।
রূপ সনাতন পদে লহত শরন॥
তাঁর আজ্ঞা শিরে ধরি প্রনত হইল।
প্রদক্ষিন করি পুনঃ প্রনতি করিল॥
প্রসন্ন চিত্তে গদাধর করিল প্রসাদ।
শিরে হস্ত দিয়া কহে করি আশীর্ব্বাদ॥ ৭-৮
রাধায় নিহিত মদনাখ্য মহাভাব।
তাঁর প্রেমভাব সুখ আস্বাদ স্বভাব॥
নিত্যকাল শ্রীকৃষ্ণ যে তরঙ্গে ভাসমান।
সেই গৌর তব হৃদে হউন অধিষ্ঠান॥ ৯
শুনি শ্রীনিবাস করি চরন বন্দন।
গোকুলে যাইতে তবে স্থির কৈল মন॥ ১০

ব্রজ যাত্রা পথে তবে শ্রীখণ্ডে আসিল।
নরহরি সরকার পদে প্রনমিল॥
তাঁর আজ্ঞা লয়া রঘুনন্দনে বন্দিল।
প্রেম অনুরাগে তবে ব্রজ যাত্রা কৈল॥
ক্রমে ক্রমে খানাকুলে উপনীত হৈল।
অভিরাম ঠাকুরের চরন বন্দিল॥
আদ্যোপান্ত শ্রীচরনে কৈল নিবেদন।
বহির্দ্বারে রহিলেন প্রেমাকুল মন॥
অভিরাম কৈল তাঁর বৈরাগ্য পরিক্ষন।
পাঁচকড়ি সহ দিল বসিতে তৃনাসন॥
শত ছিদ্র কদলীপত্র করিয়া অর্পন।
ভাবিল উহার হবে ধৈর্য্য উলঙ্ঘন॥
দ্রব্য পায়া শ্রীনিবাস আনন্দিত মন।
পত্র ধুই রন্ধন সজ্জা করিল তখন॥
এক কড়ি লবন চতুর্থাংশে তণ্ডুল।
তিন দিনের ভোজ্য কৈল হয়া প্রেমাকুল॥ ১৪
লোকমুখে বার্ত্তা পায়া ভাবি যোগ্যজন।
চিত্তে ডাকি বাঞ্ছিত বর করিব অর্পন॥
শ্রীনিবাসে ডাকি কহে ঠাকুর অভিরাম।
কিবা বর চাহ তুমি মোর সন্নিধান॥
কুবের সদৃশ ধন কিবা অন্য রূপ!
জগমোহন গান কিবা তাদৃশ স্বরূপ॥
অপ্সরা নৃত্যবিদ্যা কিবা পৃথিবীর ভূপ।
অকপটে কহ তুমি তোমার স্বরূপ॥
অভিরাম বাক্য শুনি কহে শ্রীনিবাস।
কর হৃদে রাগানুগাভক্তির প্রকাশ॥
শুনি আনন্দে জয়মঙ্গল চাবুক মারিল।
অভিরাম কহে তুমি মোরে জয় কৈল॥

প্রেমে মত্ত শ্রীনিবাস দণ্ডবৎ কৈল।
হে এতদিনে মোর বাঞ্ছা পূর্ণ হৈল॥
াদেশ করুন যাই মুঞি বৃন্দাবন।
লিয়া প্রনতি করি করয়ে গমন॥ ১৯
রূপ সনাতনের স্মরিয়া চরন।
ত্বরেতে উপনীত হইল বৃন্দাবন॥
থুরা নগরে দোঁহার অপ্রকট শুনি।
ইল মূর্চ্ছিত শুনি নিদারুন বানী॥
রূপ সনাতন বলি করয়ে ক্রন্দন।
ধাতায় ধিক্কারি করে অশ্রু বরিষন॥
নঃ পুনঃ ধিক্কারি উত্থান পতন।
ফল দেহ ধারন বৃথা ব্রজেতে গমন॥
প সনাতন বিনা শুন্য বৃন্দাবন।
র বৃন্দাবনে যাত্রা কিবা প্রয়োজন।
ত চিন্তি ব্রজযাত্রায় বিরত হইল।
দিকে রূপ সনাতন শ্রীজীবে আকর্ষিল॥
ান করাই যমুনায় শক্তি সঞ্চারিল।
স্নেহে তাহারে তবে কহিতে লাগিল॥
জে তোমা আনয়নের মূল প্রয়োজন।
দীয় গ্রন্থাবলীর টীকা করহ রচন॥
লবোধিনী টীকা করিয়া রচন।
শুদ্ধাভক্তি ধর্ম করহ স্থাপন॥
াগোবিন্দ সেবা আর পাষণ্ড নিবারন।
নিয়া দোঁহার পদে করে নিবেদন॥
শু ক্ষুদ্র বুদ্ধি মুই নাহিক শকতি।
বৃহৎ কার্য্যে সঙ্গী নাহিক সঙ্গতি॥
দি মোর দ্বারে চাহ একার্য্য সাধিতে।
দ্ধমতি সঙ্গী এক পাঠাহ ত্বরিতে॥

শুনি রূপ কহে তুমি চিন্তা না করিবে।
আগামী বৈশাখে এক ব্রাহ্মন পাইবে॥
শ্রীরূপের পূর্ব বাক্য করিয়া স্মরন।
কুঞ্জে বসি প্রতীক্ষায় দিবস যাপন॥
একদিন শ্রীজীব প্রেরিত দূতগন।
মথুরার বিশ্রাম ঘাটে পাইল দর্শন॥ ২৭
শ্রীনিবাস লোকমুখে গোস্বামী বাক্য শুনি।
লুব্ধ হয়া ব্রজপথে চলিলা আপনি॥
আর এক কথা লোকমুখেতে শুনিল।
গোপাল ভট্ট প্রকটে আশান্বিত হৈল॥ ২৮
দূতগনসহ যমুনায় স্নান কৈল।
দ্রুত ব্রজ ভুমি গিয়া শ্রীজীবে প্রনমিল॥
প্রেমানুরাগে চারিদিক করে নিরিক্ষন।
কদম্বমূলে বসি করে অশ্রু বরিষন॥
আনন্দে নিরখে কোন বৃক্ষেতে ময়ূর।
কোথায় শুক শারিকা কপোত ভ্রমর॥
কোথাও কোকিল দাত্যুহ চাতক চকোর।
বিবিধ কুসুম কল্পতরু মনোহর॥
রত্নদেবী কুঞ্জ দিব্য পুলীন সরোবর।
স্থলে স্থলে রহে নাম উৎপল কহলার॥
কোথাও আলোক ছায়া মন্দির বিগ্রহ।
গোস্বামীগনের কুঞ্জ ব্রজবাসীর গৃহ॥
কোথাও বিমল মনিভিত্তির দর্শন।
হইল পরম তুষ্ট শ্রীনিবাস মন॥
কৌপীন বহির্বাস কণ্ঠে তুলসী ধারন।
রাধাকুণ্ড রজে তিলক নামাক্ষর লিখন॥
হস্তেতে পত্র লেখনী গ্রন্থে নেত্রমন।
বৈষ্ণব সঙ্গে কৃষ্ণ কথা বসি লোমাসন॥ ৩৩

শ্রীকৃষ্ণ গোকুলে গেলে যৈছে লোকগন।
অদ্যাপিও সেইভাবে রহে সর্বজন॥
কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ রোপিত কদম্ব চারাগন।
বুঝিনা অদ্যাপি কেন প্রফুল্লিত রন॥
হে বৈষ্ণবগন করুন কারন দর্শন।
শ্রীজীবের বাক্য শুনি শ্রীনিবাস কন॥
গোবিন্দের মনোভাবে এ বস্তু নিচয়।
ব্রজস্থিত সেকালের হ্রাস বৃদ্ধি নয়॥
কৃষ্ণের রোপিত বৃক্ষ কৃষ্ণ প্রিয় হয়।
কৃষ্ণ মনোবৃত্তি তাদের সম্বল অতিশয়॥
মথুরা থাকিয়া তেঁহ স্মরন করয়।
তেকারন কদম্ব বৃক্ষ প্রফুল্লিত রয়॥ ৩৬
শ্রীনিবাস মুখে শুনি স্বহিত বচন।
হইল পরম তৃপ্ত শ্রীজীবের মন॥
দূতগন কহে এই হন শ্রীনিবাস।
যারে আনিবারে যাই তাঁহার সকাশ॥
সসম্ভ্রমে উঠি শ্রীজীব তাঁরে আলিঙ্গিল।
যতন করিয়া নিজ আসনে বসাল॥
পুর্বেতে শ্রীরূপ যাহা শ্রীজীবে কহিল।
সেসব বৃত্তান্ত পুনঃ পুনঃ উচ্চারিল॥ ৩৮
শ্রীজীব বলে মোর আচার্য্য কার্য্য কৈলে।
হৃদয়ের সংশয় যত ছেদন করিলে॥
আজি হৈতে তোমা আচার্য্য উপাধি অর্পিল।
পুনঃ পুনঃ শ্রীজীব বৈষ্ণবগনেরে কহিল॥ ৩৯
শ্রীজীব বচনে আচার্য্য কাকুর্বাদ করি।
কহে ভট্টে দর্শন করাহ কৃপাকরি॥ ৪০
শ্রীজীব সত্বর শ্রীনিবাসেরে লইয়া।
যথায় গোপাল ভট্ট দেখাইল লয়া॥

গৌরবর্ণ অঙ্গ পদ্মবদন সুনয়ন।
বিস্তীর্ণ বক্ষ এই গোপাল ভট্ট হন॥ ৪১
সেকালে করয়ে তেঁহ শাস্ত্র বিচারন।
শ্রীনিবাস প্রনত হৈলে কৈল আলিঙ্গন॥ ৪২
বাহুদ্বারা মস্তক উঠায়া কহে মৃদু স্বরে।
উঠ বৎস বান্ধব আমার জন্মান্তরে॥
মম আনন্দের লাগি বিধাতা নির্মাল।
এত বলি নয়ন জলে তাঁরে সিক্ত কৈল॥ ৪৩
পরম বিহ্বল ভট্ট বৈষ্ণব সহিতে।
অতীব উৎকণ্ঠায় গেল যমুনার তটে॥
শ্রীরাধা গোবিন্দ লীলা কহি কিছুক্ষন।
শ্রীনিবাসে স্নান করাই কৈল দীক্ষার্পন॥ ৪৪
তবে ভট্টসহ গোবিন্দ মন্দিরে চলিল।
হেরি মুখচন্দ্র সুধা সমুদ্রে ভাসিল॥
বৈষ্ণবগমসহ মদন মোহনে গেল।
দর্শন করিয়া প্রেমে বিহ্বল হইল॥ ৪৫
এরূপে গোপীনাথাদি করিয়া দর্শন।
ব্রজবাসী গোস্বামীগনে কৈল দরশন॥
ভক্তিভরে লোকনাথ গৃহেতে পৌঁছিল।
প্রনমিলে লোকনাথ তারে আলিঙ্গিল॥
তথা নরোত্তম শ্রীনিবাসে প্রনমিল।
প্রেমভরে শ্রীনিবাস তারে আলিঙ্গিল॥
কহয়ে মধুর স্বরে পুলকিত মন।
কহয়ে বিধাতা দিল দ্বিতীয় নয়ন॥
বহু মূল্য রত্ন দিল প্রানের সম্পদ।
অদ্বিতীয় সুখ সঙ্গী দিল হইয়া সদয়॥ ৪৮
তদবধি শ্রীনিবাস প্রেমাকুল মন।
শ্রীগোবিন্দ গোপাল ভট্টের শ্রীমুখ দর্শন॥

ব্রজবাসী সেবা গোস্বামীগনের দর্শন।
শ্রীজীব গোস্বামী সেবা গ্রন্থ অধ্যয়ন॥ ৪৯

এভাবে নিত্য সেবায় বহুকাল গেল।
একদা শ্রীজীব তারে কহিতে লাগিল॥

দয়াবান হয়া তুমি শুন নিবেদন।
একমাত্র সহায় মোর তুমি অনুক্ষন॥ ৫০

মোর গুরুদেব যাহা মোরে আজ্ঞা কৈল।
পালন করহ তুমি এই নিবেদিল॥

ভক্তি গ্রন্থ প্রচার আর শুদ্ধাভক্তি দান।
এই কার্য্য করি কর জীবের কল্যাণ॥ ৫১

ভক্তি গ্রন্থ লয়া কর গৌড়েতে গমন।
চৈতন্য পদাঙ্কিত স্থানে কর প্রবর্ত্তন॥

তাঁর বাক্যে মনস্থির করিতে না পারি।
গোপাল ভট্ট স্থানে গেলা অতি ত্বরা করি॥ ৫২

শ্রীজীবের বাক্য যত চরনে নিবেদিল।
শুনিয়া গোপাল ভট্ট কহিতে লাগিল॥

শ্রীরূপের আজ্ঞা তুমি করহ পালন।
গৌড়ে গিয়া আজ্ঞা মত কর আচরন॥ ৫৩

গুরু আজ্ঞা পায়া প্রদোষে গোবিন্দ দর্শন।
রাত্রে স্বপ্নে কৃষ্ণ কহে করিয়া যতন॥

আজ্ঞা অনুরূপ কার্য্য কর আচরন।
আজ্ঞা পায়া শ্রীনিবাস আনন্দিত মন॥ ৫৪

শ্রীজীব সমীপে গিয়া করে নিবেদন।
গৌড়ে গমন লাগি স্থির কৈল মন॥

ব্রজবাসী বৈষ্ণবের আদেশ লইয়া।
উদ্যোগ করিলা গৌড়ে গমন লাগিয়া॥

শ্রীরূপ গোপাল ভট্ট আর সনাতন।
দাস গোস্বামী শ্রীজীব কবিরাজাদিগন॥ ৫৬

সবাকার গ্রন্থাবলী করিয়া গ্রহন।
গোবিন্দ মুখারবৃন্দ করিল দর্শন॥

শ্রীগুরুর পাদপদ্মে প্রনতি করিয়া।
বৃন্দাবনসহ বৈষ্ণবগনে প্রনমিয়া॥

যমুনায় দৃষ্টিপাত গোবর্দ্ধন দর্শন।
রাধাকুণ্ড দর্শন করি কঁধয়ে ক্রন্দন॥

লোকনাথে প্রনমি কৈল আদেশ গ্রহন।
প্রনমি বৈষ্ণবগনে প্রেমাকুল মন॥ ৫৮

লোকনাথ শ্রীনিবাস করেতে ধরিয়া।
কহে নিজ জন কর নরোত্তমে সমর্পিয়া॥ ৫৯

পুনঃ নরোত্তমে লয়া শ্রীজীব কুঞ্জে এল।
চারিভার গ্রন্থ লয়া গৌড়ে যাত্রা কৈল॥

বহু বৈষ্ণব লৈয়া জীব এক ক্রোশ এল।
পরস্পর বিরহে দোঁহে ব্যাকুল হইল॥ ৬০

বিরহে কহয়ে ধাতা একি নিয়ম তব।
প্রনয় শেষে বিচ্ছেদে কিবা লাভ তব॥ ৬১

বলিয়া নয়ন জলে পথ সিক্ত কৈল।
আলিঙ্গন করি গোঁসাই পদরেনু নিল॥

পুনরায় বৈষ্ণবগনে করিল প্রনাম।
নরোত্তম শ্রীনিবাসের বন্দিল চরন॥

চরন ধরি ভূমে পড়ি করয়ে ক্রন্দন।
কাঁন্দিতে কাঁন্দিতে শ্রীনিবাস কৈল আলিঙ্গন॥ ৬৩

মথুরা পর্য্যন্ত শ্রীজীব কৈল আগমন।
শোকদৃষ্টে হেরি ফিরি গেল বৃন্দাবন॥ ৬৪

আচার্য্য প্রভু শ্রীজীবের চরন বন্দিয়া।
অতি দ্রুত গতি চলে ফিরিয়া ফিরিয়া॥
তৎপরে তাঁর বাক্য করিয়া স্মরন।
গৌড় পথে দ্রুত গতি করিল গমন॥ ৬৫
ব্রজগিরি হতে গ্রন্থ মেঘ আনয়ন।
কৃষ্ণপ্রেমরূপ বর্ষা কৈল বরিষন॥
সূর্য্যতাপে দগ্ধ জীবরূপ শস্যগনে।
সিঞ্চিত করিয়া সজীব কৈল সুখ মনে॥
প্রেমভক্তি বাদল করি মহানন্দ মন।
জয় হউক শ্রীনিবাস আচার্য্য চরন॥ ৬৬
মহানন্দে যাজিগ্রামে কৈল অবস্থান।
শত শত বৈষ্ণব আসি করয়ে দর্শন॥
সবারে সম্ভাষে তেঁহ করিয়া যতন।
গোস্বামীর গ্রন্থ যত করান শ্রবন॥ ৬৭
সবার অনুরোধে দ্বার পরিগ্রহ কৈল।
পঠন পাঠনাদির অনুষ্ঠান কৈল॥
চৈতন্য দর্শন আশা হরিনাম গ্রহন।
রাধাকৃষ্ণ নামাদিতে দিবস যাপন॥ ৬৮
দৈবে বাড়ীর পশ্চিমে সরোবর তীরে।
বসি হেরে দিব্য পুরুষ তথাকারে॥
বিবাহ করি পালকীতে করয়ে গমন।
ক্ষনকাল সরোবর তীরে করয়ে বিশ্রাম॥
সিংহ গ্রীব স্বর্ণ কেতকী কান্তিধর।
দীর্ঘ বাহু নাভি গভীর লোমযুক্ত উদর॥
আরক্ত চরন বাহু চন্দ্রসম বদন।
নাসিকা উন্নত দন্ত পংক্তি মনোরম॥
ডিম্বরক্তবৎ অধর আকর্ণ লোচন।
গ্রীবাতে শঙ্খবৎ ত্রিরেখার শোভন॥

প্রসন্ন হৃদয় উলট কদলী উরুদ্বয়।
সুন্দর জানু কুঞ্চিত কেশ দাম হয়॥
সুন্দর পট্টবাসে হয় দেহ আচ্ছাদিত।
আচার্য্য হেরিয়া তারে হৈল আনন্দিত॥
তাঁরে হেরি জিজ্ঞাসয়ে যুবা কেবা হয়।
কামদেব অশ্বিনী কুমার দেবতা বা হয়॥
অথবা হয় কিবা ইনি গন্ধর্ব কুমার।
বারংবার নিরখে তাঁর সৌন্দর্য্য অপার॥ ৭২
এ হেন সুন্দর রূপ করিয়া ধারন।
গোবিন্দ ভজয়ে যদি মহাভাগ্যবান॥
এতেক বলিয়া সহচরে জিজ্ঞাসয়।
কিবা নাম কোন স্থানে বসতি করয়॥
কহয়ে রামচন্দ্র কবিরাজ নাম হয়।
বৃহস্পতি সম বিদ্যা সর্ব লোকে কয়॥
ভেষজ বিদ্যা বিশারদ বৈদ্য চূড়ামনি।
দিগ্বিজয়ী জয় করে সভাতে আপনি॥
বিশ্বখ্যাত কীর্ত্তি বাস সরজনি নগর।
শুনিয়া আচার্য্য হৈল আনন্দ অন্তর॥ ৭৪
শুনিয়া আচার্য্য প্রভুর শ্রীমুখ বচন।
চিন্তিতে চিন্তিতে গৃহে করিল গমন॥
অতি কষ্টে রামচন্দ্র রাত্রি কাটাইল।
রাত্রিযোগে ত্বরা আসি চরনে পড়িল॥
রাত্রে প্রভু গৃহ সমীপে এক গৃহে রৈল।
পরদিন প্রত্যুষে আসি চরন বন্দিল॥
কাঁন্দিতে কাঁন্দিতে তেঁহ পুনঃ পুনঃ কয়।
শ্রীপাদপদ্মেতে প্রভু দেহত আশ্রয়॥
রামচন্দ্র মুখে শুনি এতেক বচন।
পরম আনন্দ হৈল আচার্য্যের মন॥ ৭৬

দুবাহু প্রসারি রামচন্দ্রে কোলে নিল।
আলিঙ্গন করি শিরে শ্রীহস্ত অর্পিল ॥
জন্মে জন্মে হও তুমি মোর শিষ্য দাস।
বিধাতা মিলায়া মোর ঘটাল উল্লাস ॥ ৭৭
রাধাগিরিধারী পাদপদ্ম করি দান।
যুগল কিশোর লীলা করাল শ্রবন ॥
গোস্বামী গ্রন্থ পড়ায়া কৈল আশীর্বাদ।
তুমি মোর স্বরূপ হও করিল প্রসাদ ॥ ৭৮
পূর্বে ব্রজে তোমা তুল্য এক চক্ষু ছিল।
বহুদিন বিধাতা সেই চক্ষু হরি নিল ॥
এবে বিধাতা মোরে তোমায় মিলাইল।
তোমা দিয়া আর এক চক্ষু প্রদানিল ॥
এইভাবে শিক্ষা দিয়া বহু শিষ্য কৈল।
শ্রীগোবিন্দ কবিরাজে শক্তি সঞ্চারিল।
কহিলেন শ্রীরাধাগোবিন্দের বিলাস।
গীতাকারে কর সেই লীলার প্রকাশ ॥ ৮০
নিজ কান্তা হন ঈশ্বরী শ্রীগৌরাঙ্গ প্রিয়া।
হেমলতা কাঞ্চন লতিকা কৃষ্ণপ্রিয়া ॥
তিন কন্যা পত্নীদ্বয়ে কৈল দীক্ষার্পন।
পুত্র গীত গোবিন্দে কৈল দীক্ষা সমর্পন ॥ ৮১
শ্রীদাস গোকুলানন্দ শ্রীমন্ত ঠাকুর।
শ্রীনৃসিংহ কবিরাজ শ্রীদাস ঠাকুর ॥
রঘুনাথ চক্রবর্ত্তী শ্রীগোপী রমন।
মালতী দেবী জয়রাম আর নারায়ন ॥
শ্রীব্যাস আচার্য্য গোকুলাদি বহুজন।
আশ্রিলেন আচার্য্যের অভয় চরন ॥
গোবিন্দের পরিজম গোবিন্দ ব্রাহ্মন।
তারে আত্মসাৎ কৈল করিয়া দর্শন ॥

আবাল্য ভজন করি হৈল প্রেমমূর্ত্তি।
ভাবক চক্রবর্ত্তী নাম তাহার আখ্যাতি ॥
বৈদ্য বনমালী মোহন শ্রীরূপ দাস।
আট নয় জন গোপাল হৈল তাঁর দাস ॥
সপুত্র সুধাকর মণ্ডল লইল শরন।
বিধি বোধিত মতে দীক্ষা কৈল দান ॥ ৮৪
রামকৃষ্ণ চট্টরাজ ভ্রাতা কুমুদ সহ।
তাঁর পুত্র চৈতন্য চট্টে কৈল অনুগ্রহ ॥
এবংশে কলানিধি আর বৃন্দাবন।
আচার্য্য কৃপায় সবে হৈল ভাগ্যবান ॥
দীন কর্ণপুর বংশী আর গোপাল দাস।
রাধাকৃষ্ণ রাধাবল্লভ শ্রীমথুরা সাস।
রাম দাস কবি বল্লভ ও ঠাকুর দাস।
শ্রীরাম চরনে কৈল স্বচরনে দাস ॥
কবি বল্লভ অনুজ শ্যাম ভট্ট আর।
গোপী রমন আত্মারাম নাড়িকাদি আর ॥
তদনুজ দুর্গাদাস লইল শরন।
অগনিত আচার্য্যগন না যায় গনন ॥ ৯৭
বনপথে পুরুষোত্তমে যাইবার পথে।
গ্রন্থ চুরি হৈলে চলে রাজার প্রাসাদে ॥
তথা ব্রাহ্মন মুখে ভ্রমর গীতা শুনি।
হাস্য কারনে রাজা নিবেদয় আপনি ॥
রাজবাক্যে ঋষি সম্মত ব্যাখ্যা শুনাইল।
কাকুতি করিয়া রাজা চরনে পড়িল ॥
মল্লরাজের দশা হেরি করুনা করিল।
শ্রীহরি নৈষ্ঠিক ভক্তি তারে সমর্পিল ॥
আচার্য্যের শ্রীচরনের অপূর্ব মহিমা।
বহুলোক শিষ্য হৈল করিয়া গরিমা ॥

দেশ বিদেশ হইতে বহু লোক আসি।
শিষ্যত্ব লভিল আচার্য্য চরনেতে পড়ি॥
রাঢ় বঙ্গ ব্রজ মগধ দীপ্তিময় উৎকল॥
গঙ্গাপারের বারেন্দ্র ভূমি আদি সকল॥
পার্বত্য বন্ধ কঙ্গলাদিতে শিষ্য হইল।
গঙ্গাতটবর্ত্তী মধ্য দেশে প্রশিষ্য ব্যাপিল॥
অনন্ত দেব সদৃশ হৈলে কেহ নয়।
আচার্য্য প্রভুর শাখা বর্ণন করয়॥
কর্ণপুর কবিরাজ কৈল তাহার আখ্যান।
গুনলেশ সূচক নামে খ্যাত সর্বস্থান॥
কর্ণপুর কবিরাজের উচ্ছিষ্ট চর্বন।
কিশোরী আস্বাদে তাঁর বন্দিয়া চরন॥

—

শ্রীনিবাস আচার্য্য মহিমামূলক শ্লোক :—

১। ঠাকুর নরোত্তমকৃত (নরোত্তম বিলাসে)

শ্রীরূপ প্রমূখৈকশক্তিকতমেনাবিষ্করোতি প্রভু
গ্রন্থোহয়ং বিতনোতিশক্তিপরয়াশ্রীশ্রীনিবাসাখ্যয়া
দ্বেশক্তি প্রকটীকৃতে করুনয়া ক্ষৌনীতলে যেন সঃ
শ্রীচৈতন্যদয়ানিধির্মম কদাদৃগ্‌গোচরং যাস্যতি।

২। শ্রীগোবিন্দগতি ঠাকুরকৃত (কর্ণানন্দে)

শ্রীচৈতন্য পদারবিন্দ মধুপো গোপাল ভট্ট প্রভুঃ
শ্রীমাংস্তস্য পদাম্বুজস্য মধুলিট শ্রীশ্রীনিবাসাহ্বয়ঃ
আচার্য্যপ্রভূ সংজ্ঞকোহখিলজনৈঃ সর্বৈর্মুনীবৃৎ সুযঃ
খ্যাতস্তৎপদপঙ্কজাশ্রয়মহো গোবিন্দগত্যাকঃ॥

শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ শিষ্য হরিরাম আচার্য্যের পুত্র
গোপীকান্ত বিরচিত শ্রীনিবাসাচার্য্য মহিমা পদ—

প্রভু দ্বিজরাজবর, মূরতি মনোহর
রত্নাকর করি জান।
প্রভু শ্রীনিবাস, প্রকাশিত হরিনাম
স্বরূপ কর তাহা গান॥
কনক বরন তনু, প্রেমরতন জনু
কণ্ঠহি তুলসীক মাল।
গৌর প্রেমভরে, অহর্নিশি আঁখি ঝুরে
হেরি কাঁপয়ে কলিকাল॥
শ্রীমদ্ভাগবত, উজ্জ্বল গ্রন্থ যত
দেশে দেশে করিল প্রচার।
পাষণ্ড অধম জনে, করু অবলোকনে
সবাকারে করিল উদ্ধার॥
ভকত প্রিয়তম, ঠাকুর নরোত্তম
রামচন্দ্র প্রিয় দাস।
অধম নিতান্ত, গোপীকান্ত হৃদয়ে
চরন পহুঁ কর পরকাশ॥

—

শ্রীনিবাস আচার্য্যের শিষ্য রাধাবল্লভের বিরচিত পদ

জয় প্রেমভক্তিদাতা সদয় হৃদয়।
জয় শ্রীআচার্য্য প্রভু জয় দয়াময়॥
শ্রীচৈতন্যচাঁদের হেন নিরুপম গুন।
অসীম করুনাসিন্ধু পতিত পাবন॥
দক্ষিনে শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ ঠাকুর।
বামে ঠাকুর নরোত্তম করুনা প্রচুর॥

গৌরাঙ্গ লীলা যত করে আস্বাদন।
গৌর গৌর গৌর বলি হুয়ে অচেতন॥
পুনঃ উঠে পুনঃ পড়ে সম্বরিতে নারে।
দুই জনার কণ্ঠ ধরি সম্বরন করে॥
এ হেন দয়াল প্রভু পাব কত দিনে।
শ্রীরাধাবল্লভ দাস করে নিবেদনে॥

— \

যদুনন্দন দাসকৃত পদ —

অনুক্ষন গৌর প্রেমরসে গরগর
ঢনঢর লোচনে লোর।
গদগদ ভাষ হাস ক্ষনে রোয়ত আনন্দে
মগন ঘন হরি বোল॥
পহুঁ মোর শ্রীশ্রীনিবাস।
অবিরত রামচন্দ্র পহুঁ বিহরত
সঙ্গে নরোত্তম দাস॥ ধ্রু
ব্রজপুর চরিত সতত অনুমোদই
রসিক ভক্তগন পাশ।
ভকতি রতন ধন যাচত্ত জনে জন
পুনকি গৌর পরকাশ॥
ঐছে দয়াল কবহ না হেরিয়ে
ইহ ভূবন চতুর্দ্দশে।
দীনহীন পতিতে পরম পদ দেয়ল
বঞ্চিত যদুনন্দন দাসে॥

—

—শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্যকৃত রচনাবলী—

৩। শ্রীশ্রীষড়্‌গোস্বাম্যষ্টকম,

কৃষ্ণোৎকীর্ত্তন গান নর্ত্তনপরৌ প্রেমামৃতাম্ভোনিধী
ধীরাধীরজন প্রিয়ৌ প্রিয়করৌ নির্মৎসরৌপূজিতৌ।
শ্রীচৈতন্যকৃপাভরৌ ভুবিভুবো ভারাবহন্তারকৌ
বন্দে রূপসনাতনৌ রঘুযুগৌ শ্রীজীবগোপালকৌ॥ ১

নানা শাস্ত্র বিচারবেকনিপুনৌ সদ্ধর্ম সংস্থাপকৌ
লোকানাং হিতকারিনৌত্রিভূবনে মান্যৌশরন্যাকরৌ
রাধাকৃষ্ণ পদারবিন্দ ভজনানন্দেন মত্তালিকৌ
বন্দে রূপসনাতনৌ রঘুযুগৌ শ্রীজীবগোপালকৌ॥ ২

শ্রীগৌরাঙ্গ গুনানুবর্ণন বিধৌ শ্রদ্ধা সমৃদ্ধ্যন্বিতৌ
পাপোত্তাপনিরুন্তনৌ জনুভৃত্যং গোবিন্দগানামৃত্যৈ।
আনন্দাম্বুধি বর্দ্ধনৈক নিপুনৌ কৈবল্য নিস্তারকৌ
বন্দে রূপসনাতনৌ রঘুযুগৌ শ্রীজীব গোপালকৌ॥ ৩

ত্যক্তা তূর্ণমশেষ মণ্ডল পতি শ্রেনীং সদা তুচ্ছবৎ
ভূত্বা দীনগনেশকৌ করুনয়া কৌপীন কন্থাশ্রিতৌ
গোপীভাব রসামৃতাব্ধিলহরী কল্লোলমগ্নৌ মুহু
বন্দে রূপসনাতনৌ রঘুযুগৌ শ্রীজীবগোপালকৌ॥ ৪

কূজৎ কোকিল হংসসারসগনাকীর্ণে ময়ূরাকুলে
নানা রত্ন নিবদ্ধ মূল বিটপ শ্রীযুক্তবৃন্দাবনে।
রাধাকৃষ্ণমহর্নিশং প্রভজতৌ জীবার্থদৌ যৌ মুদা
বন্দে রূপসনাতনৌ রঘুযুগৌ শ্রীজীবগোপালকৌ॥ ৫

সংখ্যাপূর্বক নাম গান নতিভিঃ কালাবসানীকৃতৌ
নিদ্রাহারবিহারকাদি বিজিতৌ চাত্যন্তদীনৌ চ যৌ।
রাধাকৃষ্ণ গুনস্মৃতের্মধুরিমানন্দেন সম্মোহিতৌ
বন্দে রূপসনাতনৌ রঘুযুগৌ শ্রীজীবগোপালকৌ॥ ৬

রাধাকুণ্ড তটে কলিন্দ তনয়া তীরে চ বংশীবটে
প্রেমোন্মাদ বশাদশেষ দশয়া গ্রস্তৌ প্রমত্তৌ সদা।
গায়ন্তৌ চ কদা হরেগু´নবরং ভাবাভিভূতৌ মুদা
বন্দে রূপসনাতনৌ রঘুযুগৌ শ্রীজীবগোপালকৌ ॥ ৭

হে রাধে! ব্রজদেবিকে চ ললিতে! হে নন্দসূনো!
কুতঃ
শ্রীগোবর্দ্ধন কল্পপাদপ তলে কালিন্দীবন্যে কুতঃ।
ঘোষন্তাবিতি সর্বতো ব্রজপুরে খেদৈর্মহাবিহ্বলৌ
বন্দে রূপসনাতনৌ রঘুযুগৌ শ্রীজীব গোপালকৌ ॥৮

শ্রীশ্রীনিবাস পরিনির্মিতমেতদুচ্চৈঃ
শ্রদ্ধান্বিতঃ পঠতি যঃ সকৃদেব রম্যম্।
ছিত্বাসু কর্মবিষয়াদিকমেতি তূর্ণ
মানন্দতশ্চরণমেব' হি নন্দসূনোঃ ॥ ৯

ইতি—শ্রীশ্রীষড়্ গোস্বামি গুনলেশ সূচকাষ্টকং
সম্পুর্ণম্ ॥

—

শ্রীশ্রীমন্নরহরি ঠক্কুরাষ্টকম্

প্রেমাধারং মধুর বিকারং, শ্রীচৈতন্যাঙ্ঘ্রি জলজসারম্
শ্রীখণ্ডাখ্যে বিহিত নিবাসং, বন্দে শ্রীলং নরহরি
দাসম্ ॥ ১

গাঙ্গেয়াঙ্গদ্যুতিমতিধারং, শ্রীখণ্ডাঙ্কাঞ্চিত সুশরীরম।
বক্রাকেশং পৃথুকটিদেশং, বন্দে শ্রীলং নরহরি
দাসম্ ॥ ২

প্রীত্যাহ্বানং সুললিতগানং, ধারানেত্রং পুলকিত
গাত্রম্।
নৃত্যোৎসুক্য প্রনতিবিশেষং, বন্দে শ্রীলং নরহরি
দাসম ॥ ৩

যস্য ভ্রাতাসদসি মুকুন্দো, মুচ্ছদদৃষ্টানৃপ শিখিপুচ্ছ
তং বিদ্বাংসং সুমধুরভাসং, বন্দে শ্রীলং নরহরি
দাসম্ ॥ ৪

যস্যোৎসঙ্গে নিহিত নিজাঙ্গো, গৌরাঙ্গোহভূৎ পৃথু
পুলকাঙ্গঃ
তং প্রানন্দং বিহিত বিলাসং, বন্দে শ্রীলং নরহরি
দাসম্ ॥ ৫

যেনোন্নীপে সলিলসমীপে, জাতৈঃ পুষ্পৈঃ প্রতি
দিনমিষ্টৈঃ
পুজাঞ্চক্রে তং পরহর্ষং, বন্দে শ্রীলং নরহরিদাসম ॥
চক্রে মত্তাঞ্চচিসুত ভক্তান্, নিত্যানন্দ প্রভৃতি
সমেতান্।
মাধ্বীকৈর্যো গৃহ খনিজৈস্তং, বন্দে প্রলং নরহরি
দাসম্ ॥ ৭

বৃন্দারণ্যে ব্রজরমনীনাং, মধ্যে খ্যাতাহি মধুমতী য
তং শ্রীগৌর প্রিয়তমশেষং, বন্দে শ্রীলং নরহরি
দাসম্ ॥ ৮

প্রতিদিনমনুকুলং হৃষ্টকং বৈষ্ণবানাং
পরিপঠতি সুধীর্যঃ শ্রদ্ধয়েদং স ধীরঃ।
নরহরি রতিপাত্রং প্রেমভক্তিং লভেত
প্রকটিত যুগমন্ত্রে গৌরচন্দ্রে স্বতন্ত্রে ॥ ৯

ইতি—শ্রীশ্রীমন্নরহরি ঠক্কুরাষ্টকং সম্পুর্ণম ॥

—

—ঃ শ্রীনিবাসাচার্যকৃত শ্রীরঘুনন্দন বন্দনা ঃ—

রোমাঞ্চাঞ্চিত বিগ্রহো বিগলিতানন্দাশ্রুধৌতাননো
যত্তদ্ভাব বিভাবনাভিরভিতো নির্ধু ত বাহ্যস্পৃহঃ।
ভক্তিপ্রেম পরম্পরা পারিচিতঃ সদ্যঃ সমুৎগদ্যতে
সোহয়ং শ্রীরঘুনন্দনো বিজয়তামানন্দ কল্পদ্রুমঃ॥ ১

মাল্যচন্দন সন্দানাদগ্রতঃ করুনাকরঃ।
বহুমানাস্পদং চক্রে গৌরাঙ্গস্তং মহাত্মনাম্॥
কীর্ত্তনান্তে হরিদ্রাক্ত দধিভাণ্ডস্য ভঞ্জনে।
স এবৈকাধিকারিত্বং লেভে গৌরপ্রসাদতঃ॥

নিত্যানন্দযুতেষু কীর্ত্তনবিধরন্তে মহাপ্রেমতঃ
সাদ্বৈতেষু গনেষু সৎসু কৃপয়া গৌরাঙ্গদেবঃ স্বয়ম্।
চক্রে তং রঘুনন্দনং দধিহরিদ্রাভাণ্ডভঙ্গাধিপং
তস্মান্নান্যকুলস্য তত্র কৃতিতা নোল্লঙ্ঘনীয়ঃ প্রভুঃ॥ ২

লোকানাং কলিকালঘোর তিমিরৈর চ্ছাদ্যমানাত্মনা
মাচণ্ডাল মহামহোৎসবকরো যঃ কৃষ্ণসংকীর্ত্তনে।
ভক্তির্ভাগবতী যদুক্তিসুধয়া পুংসাং সমুজ্জৃম্ভতে
সোহয়ং শ্রীরঘুনন্দনো বিজয়তামংশাবতারো হরেঃ॥৩

শ্রীগৌরাঙ্গহরেরনন্যসদৃশ প্রেমস্বরূপাস্পদং
সর্বাত্মপ্রকটীকৃতোজ্জ্বলরসানন্দং স্বয়ং চেতসা।
শ্রীরাধাব্রজনাগরেন্দ্র পরমপ্রেম স্বরূপাকৃতিং
বন্দে শ্রীরঘুনন্দনং প্রভুমহং চৈতন্যভাবোজ্জ্বলম্॥ ৪

—

—ঃ শ্রীনিবাসাচার্য্য বিরচিত পদাবলী ঃ—

বদনচাঁদ কোন কুন্দারে কুন্দিলে গো
কেনা কুন্দিলে দুই আঁখি।
দেখিতে দেখিতে মোর পরান যেমন করে গো
সেই সে পরান তার সাথী॥
রতন কাড়িয়া অতি যতন করিয়া গো
কে না গড়িয়া দিল কানে।
মনের সহিত মোর এ পাঁচ পরানী গো
যোগী হবে উহারি ধেয়ানে॥
অমিয়া মধুর বোল সুধা খানি খানি গো
হাতের উপর নাহি পাঙ।
এমতি করিয়া যদি বিধাতা গড়িত গো
ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া উহা খাঙ॥
মদন ফাঁদ ও না চুড়ার টালনী গো
উহা না শিখিয়া আইল কোথা।
এ বুক ভরিয়া মুঞি উহা না দেখিলু গো
এ বড়ি মরমে মোর বেথা॥
নাসিকার আগে দোলে এ গজ মুকুতা গো
সোনায় মড়িত তার পাশে।
বিজুরী জড়িত যেন চাঁদের কনিকা গো
মেঘের আড়ালে থাকি হাসে॥
করভের কর জিনি বাহুর বলনি গো
হিঙ্গুল মণ্ডিত তার আগে।
যৌবন বনের পাখী পিয়াসে মরয়ে গো
উহারি পরশ রস মাগে॥
মাটুয়া ঠমকে যায় রহিয়া রহিয়া চায়
চলে যেন গজরাজ মাতা।
শ্রীনিবাস দাস কয় লখিলে লখিল নয়
রূপসিন্ধু গঢ়ল বিধাতা॥ ১

প্রেমক মঞ্জরি শুন গুনমঞ্জরি
তুহুঁ সে সকল শুভদায়ী।
তোহারি গুনগণ চিন্তই অনুখন
মঝু মন রহল বিকাই॥
হরি হরি কবে মোর শুভদিন হোয়।
কিশোরী কিশোর পদ সেবন সম্পদ
তুয়া সনে মিলব মোয়॥ ধ্রু
হেরই কাতর জন কুরু কৃপানিরিখন
নিজগুনে পুরবি আশে।
তুহুঁ নব ঘন বিনু বিন্দু বরিষন
কো পুরব পিপিয়-পিয়াসে॥
তুহুঁ সে কেবল গতি নিশ্চয় নিশ্চয় অতি
মঝু মন ইহ পরমানে।
কহই কাতর ভাষে পুন পুন শ্রীনিবাসে
করুনায় করু অবধানে॥ ২
তুহুঁ গুন মঞ্জরি রূপে গুনে আগরি
মধুর মধুর গুনধামা।
ব্রজনবযুবদ্বন্দ প্রেমসেবা পরবন্ধ
বরন উজ্জ্বল তনু শ্যামা॥
কি কহব তুয়া যশ তুহুঁ সে তোহারি বশ
হৃদয়ে নিশ্চয় মঝু জানে।
আপনা অনুগা করি করুনা কটাক্ষে হেরি
সেবা সম্পদ কর দানে॥
হোই বামন তনু চাঁদ ধরিতে জনু
মঝু মন হেন অভিলাষে।
এ জন কৃপন অতি তুহুঁ সে কেবল গতি
নিজ গুনে পুরবি আশে॥
মুর্দ্ধন্য অঞ্জলি করি দশনে হ তৃণ ধরি
নিবেদহুঁ বারহি বারে।
শ্রীনিবাস দাস নামে প্রেমসেবা ব্রজধামে
প্রার্থহুঁ তুয়া পরিবারে॥ ৩

—

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য চন্দ্রায় নমঃ

শ্রীঅনুরাগবল্লী গ্রন্থ বিষয়ক বিবরণ—

অনুরাগবল্লী গ্রন্থখানির লেখক শ্রীগৌরাঙ্গ প্রকাশমূর্ত্তি শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর শিষ্যানুশিষ্য শ্রীমনোহর দাস। শ্রীনিবাস আচার্য্যের সুনির্মল চরিত্র আস্বাদনই গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য। শ্রীশ্রী নিতাই গৌর সীতানাথের লীলা অবসানের পর প্রভুত্রয়ের প্রকাশ মূর্ত্তি শ্রীনিবাস নরোত্তম শ্যামানন্দের প্রকাশ। শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকাশ শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু নিত্যানন্দের প্রকাশ ঠাকুর নরোত্তম ও শ্রীমদদ্বৈত আচার্য্যের প্রকাশ প্রভু শ্যামানন্দ।

এতদ্বিষয়ে শ্রীপ্রেমবিলাস গ্রন্থের ২০ বিলাসের বর্ণন—

শ্রীনিবাস নরোত্তম শ্যামানন্দ আর। চৈতন্য নিত্যানন্দাদ্বৈত আবেশ অবতার॥

শ্রীচৈতন্যের অংশকলা শ্রীনিবাস হয়। নিত্যানন্দের অংশকলা নরোত্তম কয় ॥
অদ্বৈতের অংশকলা হয় শ্যামানন্দে। যে কৈলা উৎকল ধন্য সংকীর্ত্তনানন্দে ॥

শ্রীনিবাস-নরোত্তম-শ্যামানন্দ বিষয়ক শ্রীনরোত্তম বিলাস, শ্রীভক্তি রত্নাকর, শ্রীপ্রেমবিলাসাদির ন্যায় আলোচ্য গ্রন্থখানি বৈষ্ণব ইতিহাসের একটি বিশেষ অঙ্গ। আলোচ্য গ্রন্থে শ্রীনিবাস আচার্য্যের জীবন আলেখ্য ভিন্ন শ্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদ শ্রীগোপাল ভট্ট, শ্রীগদাধর পণ্ডিত, শ্রীগদাধর দাস, শ্রীঅভিরাম গোপাল, প্রভু লোকনাথ, ঠাকুর নরোত্তম ও প্রভু শ্যামানন্দাদি সম্পর্কে অল্প-বিস্তর বর্ণিত রহিয়াছে। এতৎসঙ্গে শ্রীধাম বৃন্দাবনে গৌড়ীয় বৈষ্ণবের হৃদয়ের ধন শ্রীগোবিন্দ-গোপীনাথ-মদনমোহনের প্রিয়াজী স্থাপন, শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকটকালীন তাঁহার শ্রীবিগ্রহ, শ্রীধাম বৃন্দাবনে শ্রীগোবিন্দ মন্দিরে স্থাপন, চারি সম্প্রদায়ের বিষদ বিবরণ, শ্রীনিবাস আচার্য্যের শিষ্যবর্গের নামাদি বহু বৈষ্ণব ইতিহাসের অপ্রকাশিত তথ্যাদি সন্নিবেশিত রহিয়াছে এবং শ্রীহরিনাম ব্যাখ্যা, পঞ্চনামাদি গৌড়ীয় বৈষ্ণবের সাধ্য-সাধনের তথ্যাদির উল্লেখ রহিয়াছে। ইহা বিশেষতঃ গৌড়ীয় বৈষ্ণবের পরম আদরের সম্পদ।

ব্রজরাজনন্দন শ্রীকৃষ্ণ ব্রজ অভিলষিত তিন বাঞ্ছা পূরণ উপলক্ষ্যে সর্ব্ব অবতারের পার্ষদগণকে সঙ্গে লইয়া রাধাভাবকান্তি সম্বলিত তনু শ্রীগৌরসুন্দররূপে আবির্ভূত হইলেন। সপার্ষদে প্রেমলীলার প্রকাশ করিয়া নামে প্রেমে ত্রিভুবন ধন্য করিলেন, আর শ্রীরূপ সনাতনাদির মাধ্যমে ভক্তিগ্রন্থ রচনা করাইয়া ভাবিকালের আপামর জীবগণের শুদ্ধাভক্তি যাজনের পথ প্রদর্শন করিলেন। সেই সকল গ্রন্থরাজি প্রচার করিয়া জনসমক্ষে গৌরপ্রেমের সার্থকতা প্রতিপন্ন করিবার জন্য প্রভুত্রয় এক অভিনব লীলার প্রকাশ করিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ প্রকাশমূর্ত্তি শ্রীনিবাস আচার্য্য, শ্রীনিত্যানন্দ প্রকাশ মূর্ত্তি ঠাকুর নরোত্তম ও শ্রীঅদ্বৈতের প্রকাশমূর্ত্তি প্রভু শ্যামানন্দ। তিন প্রভুর প্রকাশমূর্ত্তি এই প্রভু-ত্রয় গোস্বামী গ্রন্থাবলী গৌড়দেশে আনয়ন করিয়া প্রচার করতঃ জগৎ ধন্য করিলেন এবং ইহাদের কৃপার প্রকাশেই শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেমলীলা বৈভবের কিঞ্চিৎ আস্বাদনের সৌভাগ্য লাভ করিতেছি। সেই প্রভুত্রয়ের মহিমা প্রকাশই এই গ্রন্থের মূল উদ্দেশ্য।

শ্রীনিবাস নরোত্তম শ্যামানন্দের মহিমা সম্পর্কে হাটপত্তনের বর্ণন এইরূপঃ—

"সনাতন রূপ যবে আসিয়া মিলিল। ভাণ্ডার স্মঙরি রূপ মোহর করিল ॥
মোহর লইয়া রূপ করিল গমন। প্রভু পাঠাল তারে শ্রীবৃন্দাবন ॥
তাহা যাই কৈলা টাঁকশাল পত্তন। কারিকর আইল যত স্বরূপের গণ ॥
কারিকর লঞা রূপ অলঙ্কার কৈল। ঠাকুর বৈষ্ণব যত হৃদয়ে ধরিল ॥
সোহাগ মিশ্রিত কৈল রসপরকিয়া ॥ গলিত কাঞ্চন ভেল প্রকাশ নদীয়া ॥

পাঁজা করি শ্রীরূপ গোঁসাঞি যবে থুইল। শ্রীজীব গোঁসাঞি তাহা গড়ন গড়িলা ॥
থরে থরে অলঙ্কার বহুবিধ কৈল। সদাগর আনি তাহা বিতরণ কৈল ॥
নরোত্তম দাস আর ঠাকুর শ্রীনিবাস। অলঙ্কার ঝালাইয়া করিল প্রকাশ ॥

শ্রীনিবাস নরোত্তমের মহিমা প্রকাশের সর্ব্বাদি গ্রন্থ শ্রীনিত্যানন্দ দাস বিরচিত শ্রীপ্রেমবিলাস (১৫২২ শকাব্দ), তৎপরে শ্রীযদুনন্দন দাস বিরচিত শ্রীকর্ণানন্দ (১৫২৯ শকাব্দ)। তৎপরে আলোচ্য গ্রন্থখানি ১৬১৮ শকাব্দে বিরচিত হয়। এই অনুরাগবল্লী গ্রন্থ রচনার পরই শ্রীনরহরি দাস কৃত শ্রীভক্তি রত্নাকর ও শ্রীনিবাস আচার্য্য কর্ত্তৃক শ্রীনরোত্তম বিলাস রচিত হয়।

তথাহি শ্রীভক্তি রত্নাকর—১৩ তরঙ্গ—

"ঈশ্বরীর ব্রজে পুনঃ গমন প্রকার। অনুরাগবল্লী আদি গ্রন্থেতে প্রচার ॥

শ্রীনিবাস নরোত্তম—শ্যামানন্দ মহিমামূলক গ্রন্থ—প্রেমবিলাস, কর্ণানন্দ, অনুরাগবল্লী, নরোত্তম বিলাস ভক্তিরত্নাকর। শ্রীনিবাসাচার্য্য চরিত, প্রভু শ্যামানন্দের মহিমামূলক গ্রন্থ শ্রীশ্যামানন্দ প্রকাশ, শ্রীশ্যামা-শতক, বিন্দু প্রকাশ, শ্রীশ্যামানন্দ চরিত ও রসিক মঙ্গল প্রভৃতি॥ এক কথায় শ্রীনিবাস-নরোত্তম ও শ্যামানন্দের কৃপা প্রভাবেই আমরা গৌরাঙ্গদেবের প্রেমলীলা বৈভব, ভক্তিতত্ত্ব, প্রেমতত্ত্ব, সংকীর্ত্তন রস মাধুর্য্য সম্যকরূপে উপলব্ধি করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি। আলোচ্য গ্রন্থখানি সেই শ্রীনিবাস-নরোত্তমের মহিমার প্রতীক।

গ্রন্থকার যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রবর্তিত শুদ্ধাভক্তি ধর্ম্মে অনুগামী ছিলেন তাহা গ্রন্থ মধ্যে সম্প্রদায় তত্ত্ব নিরূপণের প্রচেষ্টা ও প্রকাশ এবং প্রতি মঞ্জরীর সেবাংশের ভণিতাই সাক্ষ্য বহণ করিতেছে।

"শ্রীরূপ সপরিবার সর্ব্বস্ব যাহার। তাঁ সভার সুখ লাগি এ লীলা প্রচার ॥
সে-সম্বন্ধ গুর্ব্বাদি বর্ণন অভিলাষ। অনুরাগ বল্লী কহে মনোহর দাস॥"

শ্রীরূপ সপরিবার অর্থাৎ শ্রীরূপ গোস্বামীর অনুগত জন। শ্রীরূপ গোস্বামীই ব্রজে শ্রীরূপ মঞ্জরী। আর শ্রীরূপ মঞ্জরীর আনুগত্য বিহীনে ব্রজে যুগল কিশোরের সেবা পাওয়া সম্ভব নয়। তাই গৌর প্রেমানুরাগী মাত্রেই শ্রীরূপ গোস্বামীর অনুগত জন এতদ্বিষয়ক রসমাধুর্য্য সম্যক উপলব্ধি করিতে গেলে ঠাকুর নরোত্তমের বিরচিত প্রার্থনাবলীর এই প্রার্থনাটি বিশেষভাবে অনুধাবন ও উপলব্ধি একান্ত প্রয়োজন।

"শুনিয়াছি সাধুমুখে বলে সর্ব্বজন। শ্রীরূপ কৃপায় মিলে যুগল চরণ।
হা হা প্রভু সনাতন গৌর পরিবার। সবে মিলি বাঞ্ছা পূর্ণ করহ আমার ॥

শ্রীরূপের কৃপা যেন আমা প্রতি হয়। সে পদ আশ্রয় যার সেই মহাশয়॥
প্রভু লোকনাথ কবে সঙ্গে লঞা যাবে। শ্রীরূপের পাদপদ্মে মোরে সমর্পিবে॥
হেন কি হইবে মোর নর্ম্ম সখীগণে। অনুগত নরোত্তমে করিবে শাসনে॥"

তাই গ্রন্থকার শ্রীরূপ গোস্বামী অনুগত তথা গৌর পরিকরবর্গের সুখ বিধানের জন্য এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। তৎসঙ্গে শ্রীগুরুপ্রণালী সহযোগে শ্রীরূপানুগত্যের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যায় সম্প্রদায় তত্ত্বাদি বর্ণন করিয়া ব্রজ সম্বন্ধানুগত্য ভজনের ইঙ্গিত দিয়াছেন।

গ্রন্থখানি আধ্যাত্মিক ও ঐতিহাসিক দিক থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। এই গ্রন্থে এমন বহু ঐতিহাসিক তথ্য রহিয়াছে যাহা অন্য কোন গ্রন্থে পাওয়া যায় না।

গ্রন্থকার বৃন্দাবনে অবস্থানকালে তাঁহার এক ইচ্ছার উদগম হইল। পদ্মপুরাণোক্ত চারি সম্প্রদায়ের সম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইলেন। চারি সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণ সমীপে স্ব স্ব সম্প্রদায়ের প্রামাণ্য তথ্যাদি জ্ঞাত হইতে চাহিলে তিন সম্প্রদায় স্ব স্ব তথ্য প্রদান করিলেন। কিন্তু স্ব সম্প্রদায়ের তথ্যাদি না পাইয়া ব্যাকুল হইলেন। শেষে তাঁহার বাসনা পূর্ণ হইল।

তথাহি—তত্রৈব ৮ম মঞ্জরী—

"তিন সম্প্রদায় আপন গুরুর প্রণালী। আনিয়া দিলেন তাহা দেখিল সকলি॥
মহাপ্রভুর সম্প্রদায় বিবরণ না পাঞা। সর্ব্বত্র তল্লাস করি চিন্তিত হইয়া॥
এই মত কথোদিন ঢুঁড়িতে ঢুঁড়িতে। আচম্বিতে পাইলাঙ প্রভুর কৃপাতে॥
শ্রীজীব গোস্বামীর কুঞ্জে একজন। শ্রীগোপাল-গুরু গোঁসাঞির পরিবার হন॥
রাধাবল্লভ দাস নাম প্রাচীন বৈষ্ণব। তাঁরে নিবেদন কৈলোঁ এ আখ্যান সব॥
তিঁহো কহেন শ্রীগোপাল-গুরু গোঁসাঞি। ইহার নির্ণয় করিয়াছেন চিন্তা নাঞি॥
এত কহি মোরে এক পত্র পুরাতন। কৃপা করি দিয়া কৈল সন্দেহ ছেদন॥
সম্প্রদায় নির্ণয় যে পত্রে আছিল। ভাগ্যবশে সেই পত্র সেখানে পাইল॥
সে পত্র পাইয়া মোর আনন্দ হইল। নূতন পত্রেতে তাহা লিখিয়া লইল॥
মহাপ্রভুর সম্প্রদায় বিচারিয়া দেখি। বৃন্দাবনে গৌড়োৎকলে অনেক পাইল সাথী॥"

এইভাবে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সম্প্রদায়ভুক্ত গৌড়ীয় বৈষ্ণবের সম্প্রদায় তত্ত্ব পাইয়া মহানন্দিত হইলেন এবং স্বীয় গ্রন্থে সেই উপাখ্যান প্রকাশ করিয়া জগতকে জানাইলেন।

শ্রীগুরু কৃপাই ভজনের মূল। শ্রীগুরু কৃপা ব্যতিরেকে শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবাধিকার প্রাপ্তি

কোনরূপেই সম্ভব নহে। শ্রীগুরুই ভজনসিদ্ধ সেবককে শ্রীগুরু পরম্পরাক্রমে শ্রীরাধাগোবিন্দের সমীপে পৌঁছাইয়া সেবাধিকার অর্পণ করেন এবং শ্রীরূপ মঞ্জরীর নির্দ্দেশে সেবাকার্য্য করিয়া থাকেন গ্রন্থকার এই নিগূঢ় ভাবের অভিব্যক্তি করিয়াছেন। তাই সপরিকর শ্রীরূপ গোস্বামীও সপরিকর শ্রীনিবাস আচার্য্যের বন্দনার অভিলাষ ব্যক্ত করিয়াছেন। এই নিগূঢ় ভাবের অভিব্যক্তি করিয়া গ্রন্থের সমাপ্তি কালে বলিলেন—যথা—তথাহি—

শ্রীমহাপ্রভু কৃষ্ণচৈতন্য চরণে। পাঠরূপ যে করে অষ্ট মঞ্জরী অর্পণে॥
তাঁহার অমল প্রেম প্রভুর শ্রীপদে। চৈতন্য পরিকর প্রাপ্তি হয় নির্বিরোধ॥
অতএব পড় শুন না কর আলস। দেখিতে রহস্য মনে যদ্যপি লালস॥
শ্রীগুরু পদারবিন্দ মস্তক ভূষণ। করি, অনুরাগবল্লী কৈলা সমাপন॥
সে চরণ সেবন সতত অভিলাষ। নিজ মনোরথ কহে মনোহর দাস॥

গ্রন্থকার তাঁহার লিখিত এই অনুরাগবল্লী নামক গ্রন্থখানির পাঠরূপ অর্থাৎ প্রভুর ;প্রেমের মূরতি শ্রীনিবাস আচার্য্যের মহিমামুলক আটটি মঞ্জরী তথাআটটি প্রস্ফুটিয়মান কুসুম অর্পণ করিলেন। যাহাতে প্রভুর শ্রীচরণে সুনির্ম্মল প্রেম লাভ করিয়া নির্বিঘ্নে শ্রীচৈতন্য পরিকরে স্থান লাভ করিতে পারেন এবং যাহারা গ্রন্থ পাঠ করিবেন তাহারাও তুর্ল'ভ শ্রীগৌর চরণে প্রেমলাভ করিয়া তৎপরিকর মধ্যে স্থান লাভ করিবেন ইহাই গ্রন্থকারের অভিব্যক্তি। তাই গ্রন্থকার বলিতেছেন, যদি সপার্ষদ শ্রীগৌরসুন্দরের প্রেমলীলা দর্শন করিতে বাসনা কর তাহা হইলে সর্বানুরূপ অলসতা ত্যাগ করিয়া এই গ্রন্থ পাঠ ও শ্রবণ করুন। কারণ গৌরাঙ্গ প্রেমমূরতি শ্রীনিবাস আচার্য্যের প্রেমলীলাস্বাদন করিলে শ্রীগৌর প্রেম-লীলারস উপলব্ধি করিতে অসুবিধা হইবে না। বরঞ্চ সপার্ষদ শ্রীনিবাস আচার্য্যের কৃপাপ্রভাবে গৌর পরিকরে স্থান লাভ ঘটিবে। শ্রীগুরু কৃপা প্রসাদে সর্ব্বলভ্য হয়, তাই গ্রন্থকার পূর্ব্বোক্ত কামনা পূরণের বাসনায় শ্রীগুরু বন্দনা করতঃ তাঁহার সেবন অভিলাষ পোষণ করিয়া গ্রন্থের পরিসমাপ্তি করেন। সর্ব্বশেষে গ্রন্থের সমাপ্তিকাল উল্লেখ করিয়াছেন। তথাহি --

"রামবাণাশ্ব চন্দ্রাদিমিতে সম্বৎসরে গতে। বৃন্দাবনান্তরে পূর্ণা যাতাঽনুরাগ বল্লিকা॥
বসুচন্দ্রকলাযুক্তে শাকে চৈত্র সিতেঽমলে। বৃন্দাবনে দশম্যন্তে পূর্ণানুরাগ বল্লিকা॥"

যথা—রাম (৩) বাণ (৫) অশ্ব (৭) ও চন্দ্র (১) অর্থাৎ ১৭৫৩ সম্বৎ গত হইলে বৃন্দাবন মধ্যে অনুরাগ-বল্লী গ্রন্থখানি পূর্ণতা লাভ করিল। শ্রীভক্তিরত্নাকরাদি গ্রন্থে শ্রীঅনুরাগবল্লী গ্রন্থের নাম পাওয়া যায়।

তথাহি—শ্রীভক্তিরত্নাকরে ১৩শ তরঙ্গে—

"ঈশ্বরীর ব্রজে পুনঃগমন প্রকার। অনুরাগবল্লী আদি গ্রন্থেতে প্রচার॥"

"বসু চন্দ্রকলাযুক্তে শাকে চৈত্র সিতেহমলে। বৃন্দাবনে দশম্যন্তে পূর্ণানুরাগ বল্লিকা ॥
বসু (৮) চন্দ্র (১) কলা=(১৬) অর্থাৎ ১৬১৮ শকাব্দের চৈত্র মাসের শুক্লা দশমী তিথিতে বৃন্দাবনধামে অনুরাগবল্লী গ্রন্থখানি সমাপ্ত হইল।

এখন শ্রীগৌরাঙ্গপ্রেমানুরাগী সুধীভক্তগণ শ্রীগৌরাঙ্গ প্রকাশমূর্ত্তি শ্রীনিবাস আচার্য্যের অপার্থিব চরিত্ররস আস্বাদন করুন। তৎসঙ্গে শ্রীগোপাল ভট্ট লোকনাথ শ্রীজাহ্নবাদি শ্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদগণের অভূতপূর্ব্ব মহিমারাশি আস্বাদনে তৃপ্ত হউন।

আলোচ্য গ্রন্থ সম্পাদনে আমার প্রভূত ক্রটী-বিচ্যুতি থাকা অস্বাভাবিক নহে। যেহেতু আমি শ্রীগৌরাঙ্গ ও তাঁহার পার্ষদগণের প্রেমলীলারস তত্ত্ব বিষয়ে অতীব অনভিজ্ঞ। তাই অদোষদরশী প্রেমলীলারসাভিজ্ঞ সুধীভক্তগণ আমার সর্বানুরূপ ক্রটী মার্জ্জনা করিয়া শ্রীল মনোহর দাস বিরচিত শ্রীঅনুরাগবল্লী নামক গ্রন্থের অমৃত রসনির্য্যাস আস্বাদনে পরিতৃপ্ত হউন। সপার্ষদ গৌরসুন্দর সকলের কল্যাণ বিধান করুন।

শ্রীশ্রীপ্রাণকৃষ্ণ ভক্তি-মন্দির
জগদ্গুরু শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর শ্রীপাট,
শ্রীচৈতন্য ডোবা, পোঃ হালিসহর,
উত্তর ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ।

ইতি—
নিবেদক—
শ্রীগুরু বৈষ্ণব-কৃপাপ্রার্থী দীন—
কিশোরী দাস

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রকাশ-মূর্ত্তি

শ্রীশ্রীনিবাস আচার্য্যের জীবনী

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রকাশমূর্ত্তি শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু বর্দ্ধমান জেলার চাকুন্দী গ্রামে আবির্ভূত হন। পিতা শ্রীচৈতন্যদাস, মাতা শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া। চৈতন্যদাসের নাম শ্রীগঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য ছিল। কাটোয়ায় শ্রীগৌরাঙ্গদেবের সন্ন্যাস কালে কেশের অন্তর্ধান দৃশ্য দেখিয়া প্রেমে উন্মাদবৎ হইয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন। তদবধি তাহার নাম চৈতন্যদাস হইল। চৈতন্যদাস পুত্র কামনায় নীলাচলে গিয়া

শ্রীজগন্নাথ সমীপে মন আর্ত্তি নিবেদন করিলেন। দেশে আসিয়া পুরশ্চরণ করিলে গৌরপ্রেমশক্তি সঞ্চার করিলেন।

তথাহি—প্রেমবিলাসের প্রথম বিলাস—

"এথায় চৈতন্যদাস বিপ্র নিজ ঘরে। পুত্রের নিমিত্ত বিপ্র পুরশ্চরণ করে॥
সাত পুরশ্চরণ কৈল গঙ্গার সমীপে। স্বপ্নচ্ছলে আজ্ঞা হৈল গৌরবর্ণ রূপে॥
জন্মিব অপূর্ব্ব পুত্র নাম শ্রীনিবাস। তাঁর দ্বারে হইবেক প্রেমের প্রকাশ॥
লক্ষ্মীপ্রিয়ার আজ্ঞা হৈল মস্তকে হাত দিয়া। জন্মিব অপূর্ব্ব পুত্র থাক আনন্দিত হৈয়া॥"

এইভাবে শ্রীগৌরাঙ্গদেব নিজ শক্তি সঞ্চার করিলেন।

তথাহি—শ্রীপ্রেমবিলাস—২০ বিলাস—

শ্রীনিবাস নরোত্তম শ্যামানন্দ আর। চৈতন্য নিত্যানন্দাদ্বৈত আবেশ অবতার॥
শ্রীচৈতন্যের অংশকলা শ্রীনিবাস হয়। নিত্যানন্দের অংশকলা নরোত্তম কয়॥
অদ্বৈতের অংশকলা হয় শ্যামানন্দে। যে কৈলা উৎকল ধন্য সংকীর্ত্তনানন্দে।

শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু বৈশাখী পূর্ণিমাতে আবির্ভূত হন। বাল্যে শ্রীধনঞ্জয় বিদ্যানিবাসের সমীপে অধ্যয়ন করিয়া ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। একদা খণ্ডবাসী শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরের সঙ্গে গঙ্গাতীরে মিলন ঘটিলে তাঁহার সঙ্গে শ্রীখণ্ডে আগমন করেন॥ তারপর পিতার অন্তর্ধানের পর মাতাকে যাজিগ্রামে রাখিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ পাদপদ্ম দর্শনের জন্য নীলাচল অভিমুখে চলিলেন। পথে শ্রীগৌরাঙ্গের অন্তর্ধান শুনিয়া বিরহে ব্যাকুল হইলেন এবং প্রাণত্যাগে উদ্যত হইলে প্রভু গৌরসুন্দর স্বপ্নে দর্শন দিয়া প্রবোধ করিলেন ও নীলাচলে গমনের নির্দ্দেশ দিলেন। নীলাচলে গমন করিয়া গৌরাঙ্গ পরিকরগণের সহিত মিলন করতঃ শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর সমীপে শ্রীমদ্ভাগবত অধ্যয়ণের অভিলাষ জানাইলেন। পণ্ডিত গোস্বামী তাঁহাকে বৃন্দাবনে গিয়া শ্রীরঘুনাথ ভট্ট সমীপে অধ্যয়নের নির্দ্দেশ দিলেন। শ্রীনিবাস আচার্য্য নীলাচল হইতে গৌড়দেশে আসিয়া গৌড়মণ্ডলবাসীর গৌরপরিকরগণের সহিত মিলন করিলেন এবং খানাকুলে অভিরাম ঠাকুর সমীপে প্রেমশক্তি লাভ করিলেন।

গৌরাঙ্গ পার্ষদগণের নির্দ্দেশে বৃন্দাবন অভিমুখে রওনা হইলেন। পথে শ্রীরূপ সনাতন রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামীর অন্তর্ধান বাক্য শ্রবণে বিরহে ব্যাকুল হইলেন। স্বপ্নে গোস্বামীত্রয় দর্শন দিয়া প্রবোধ করিলেন। শ্রীনিবাস আচার্য্য বৃন্দাবনে গমন করতঃ শ্রীজীব গোস্বামী স্থানে ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন এবং শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামীর চরণাশ্রয় করতঃ ভজনে নিমগ্ন হইলেন। শ্রীনিবাস আচার্য্যের পাণ্ডিত্য প্রতিভায় শ্রীজীব গোস্বামীপাদ তাঁহাকে আচার্য্য উপাধিতে ভূষিত করেন। কতদিনে শ্রীজীব

গোস্বামীপাদ শ্রীপাদ রূপ গোস্বামীর অভিলাষ পূরণের জন্য শ্রীরূপ সনাতন আদি গোস্বামীগণের বিরচিত গ্রন্থরাজি শ্রীনিবাস নরোত্তম ও শ্যামানন্দের মাধ্যমে গৌড়দেশে প্রেরণ করিলেন। গ্রন্থ আনয়ন কালে বন বিষ্ণুপুরের রাজা বীর হাম্বীর এই গ্রন্থসকল অপহরণ করেন। শ্রীনিবাস আচার্য্য নরোত্তমকে খেতুরী ও শ্যামানন্দকে উৎকলে পাঠাইয়া আপনি গ্রন্থের অনুসন্ধানে রত হইলেন। শেষে রাজকর্ম্মচারী শ্রীকৃষ্ণ চরণ চক্রবর্ত্তীর সমীপে গ্রন্থবার্ত্তা পাইয়া তাহার মাধ্যমে রাজদরবারে উপনীত হন। শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর প্রভাবে রাজা পরম ভাগবত হইলেন। রাজা আচার্য্য প্রভুর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া ভক্তিগ্রন্থ প্রচারের সহায়ক হইলেন। আচার্য্য প্রভু বিষ্ণুপুর হইতে যাজিগ্রামে আসিয়া মাতার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। পরে খণ্ডবাসী শ্রীনরহরি ঠাকুরের সহিত মিলন করিলেন, প্রসঙ্গে নরহরি ঠাকুর তাঁহাকে বিবাহ করিতে আদেশ দেন এবং স্বপ্নে অদ্বৈত প্রভু তদনুরূপ আদেশ প্রদান করিলে যাজিগ্রামবাসী শ্রীগোপাল চক্রবর্ত্তীর কন্যা দ্রৌপদীকে বিবাহ করেন। তৎপরে গোপাল রূপবাসী রঘুনাথ বিপ্র কন্যা বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে বিবাহ করেন। শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ আসিয়া তাঁহার চরণাশ্রয় করিল। কতকাল যাজিগ্রামে অবস্থান করিয়া বৃন্দাবনে গমন করিলেন। বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পরই খেতুরী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। তৎপরে কাটোয়ায় দাস গদাধর ও কাঞ্চন গড়িয়ায় দ্বিজ হরিদাসের তিরোধান মহোৎসবে নেতৃত্ব করেন। বিষ্ণুপুররাজ বীর হাম্বীর রাজপ্রাসাদের অর্দ্ধেক আচার্য্য প্রভুকে প্রদান করেন। আচার্য্য প্রভু ছয় মাস বিষ্ণুপুর ও ছয় মাস যাজি গ্রামে অবস্থান করিতেন। পাঠ সংকীর্ত্তনের মাধ্যমে প্রেম প্রচার করিয়া গোবিন্দ কবিরাজাদি অগণিত ব্যক্তিকে দীক্ষা প্রদান করতঃ শ্রীগৌরাঙ্গের শুদ্ধ ভক্তিধর্ম প্রচার করেন। প্রসিদ্ধ ছয় চক্রবর্ত্তী ও অষ্ট কবিরাজ আচার্য্য প্রভুর শিষ্য। প্রভুর তিন পুত্র শ্রীবৃন্দাবন, রাধাকৃষ্ণ ও গীতগোবিন্দ। তিন কন্যা—হেমলতা, কৃষ্ণপ্রিয়া ও কাঞ্চনলতা।

গ্রন্থকার শ্রীমনোহর দাসের জীবনী

গ্রন্থকার শ্রীমনোহর দাসের জন্মস্থান, পিতা-মাতার নামাদির কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। আলোচ্য গ্রন্থের অষ্টম মঞ্জরীতে তাঁহার শ্রীগুরু পরিচয় বর্ণন এইরূপ—

"অনন্ত পরিবার তাঁর সর্ব্ব সদ্‌গুণধাম। তার মধ্যে এক শ্রীগোপাল ভট্ট নাম॥
ইহার অনেক শিষ্য কহিল না হয়। এক লিখি শ্রীনিবাস আচার্য্য মহাশয়॥

ইহার যতেক শিষ্য কহিতে না শকি। এক শ্রীরামচরণ চক্রবর্ত্তী লিখি॥
ইহার অনেক হয় শিষ্যের সমাজ। তার মধ্যে এক শ্রীরামশরণ চট্টরাজ॥
শ্রীআচার্য্য ঠাকুরের সেবক প্রধান। শ্রীকৃষ্ণদাস চট্টরাজ ঠাকুর নাম॥
তাঁর পুত্র হন ইঁহ পরম সুশান্ত। তাঁহার চরণ মোর শরণ একান্ত॥
তিঁহো মোর গুরু তাঁর পদপ্রাপ্তি আশ। তাঁর দত্ত নাম মোর মনোহর দাস॥"
কাটোয়া নিকট বাগান কোলাপাটবাড়ী. সেখানে বসতি আর সর্ব্ব বাড়ী ছাড়ি॥

শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর শিষ্য ও শ্যালক ছয় চক্রবর্ত্তীর অন্যতম শ্যামদাস চক্রবর্ত্তীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীরামচরণ চক্রবর্ত্তীর শিষ্য শ্রীরামশরণ চট্টরাজ। শ্রীরামশরণ চট্টরাজ শ্রীনিবাস আচার্য্য শিষ্য শ্রীকৃষ্ণদাস চট্টরাজের পুত্র। শ্রীরামশরণ চট্টরাজেরই শিষ্য শ্রীমনোহর দাস। শ্রীমনোহর দাস গৃহ ত্যাগ করিয়া বাগানকোলা পাটবাড়ীতে শ্রীগুরুদেবের সমীপে অবস্থান করিলেন। তাঁহার গুরুপ্রদত্ত নামই মনোহর দাস।

শ্রীমনোহর দাস কিছুকাল শ্রীগুরু সমীপে অবস্থানের পর শ্রীগুরুদেবের আদেশ লইয়া শ্রীধাম বৃন্দাবনে যাত্রা করিলেন। যাত্রাকালে তাঁহার শ্রীগুরুদেব তাঁহাকে এক ভবিষ্যৎ বাণী করিলেন—

"বিদায়ের কালে মোর মাথে শ্রীচরণ। করিয়া কহিল এই মধুর বচন॥
তুমি আগে চল আমি আসিছি পশ্চাৎ। সর্ব্বথা পাইবে বৃন্দাবনেতে সাক্ষাৎ॥"

মনোহর দাস গুরুদেবের আদেশ নির্দ্দেশ শিরোভূষণ করিয়া বৃন্দাবনে উপনীত হইলেন। কতদিনে শ্রীগুরুবাক্য ফলবতী হইল।

"তাঁর আজ্ঞাক্রমে অবিরোধে বৃন্দাবন। চলিয়া আইলাঙ আমি পাইল দরশন॥
এই মতে রাধাকুণ্ডে রহিলাঙ তখন। দ্বিতীয় বৎসর রাত্রে দেখিয়ে স্বপন॥
মোর প্রভু শ্রীকুণ্ডে আইলা যথাবৎ। সম্ভ্রমে উঠিয়া মুঁই কৈলু দণ্ডবৎ॥
সমাচার পুছিতে কহিল তিঁহো মোরে। পাসরিলা যে আসিতে কহিলাঙ তোরে॥
আগে চল তুমি আমি আসিছি পশ্চাৎ। সে আমি আইলাঙ এই দেখহ সাক্ষাৎ॥
স্বপ্ন দেখি মোর আনন্দিত হৈল মন। জানি অবিলম্বে প্রভুর হব আগমন॥
এই মত কথোদিন অপেক্ষা করিতে। প্রভুর অপ্রকট বার্ত্তা আইল আচম্বিতে॥
যদ্যপি অতি কঠোর তবু তাঁর গুণ। সোঙরিতে বিকল হইল মোর মন॥
কথোদিনে সে করুণা ভাবিতে ভাবিতে। দশ শ্লোক উপস্থিত হৈল তেনমতে॥"

মনোহর দাস শ্রীগুরুদেবের নিকট হইতে বিদায় লইয়া বৃন্দাবনে উপনীত হইলেন এবং রাধাকুণ্ডে অবস্থান

রিতে লাগিলেন। এক বৎসর পর হঠাৎ স্বপ্নে তাঁর শ্রীগুরুদেব দর্শন দিয়া বলিলেন যে "আমি যে দিয়া দিয়াছিলাম, তুমি আগে যাও আমি পরে আসিতেছি, তা কি তোমার মনে নাই, এই দেখ মি আসিয়াছি।" মনোহর এই স্বপ্ন দেখিয়া আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইলেন এবং ভাবিলেন নিশ্চয়ই গুরুদেব সত্বর রাধাকুণ্ডে পৌঁছিবেন। এই আশা-আকাঙ্ক্ষায় বিভাবিত হইয়া শ্রীগুরুদেবের আগমন তীক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাহার এই আশা-আকাঙ্ক্ষা হঠাৎ তাসের ঘরের মত ভেঙ্গে পড়ল। সা সংবাদ পাইলেন যে, শ্রীগুরুদেব অপ্রকট হইয়াছেন।" তখন মনোহর বুঝিলেন, প্রভু অপ্রকট য়া ব্রজের নিত্যলীলায় প্রবিষ্ট হইয়াছে এবং স্বপ্নে দর্শন প্রদান করিয়া তাঁর বাক্যের সার্থকতা তিপন্ন করিলেন।

এইভাবে শ্রীমনোহর দাস রাধাকুণ্ডে অবস্থান করিতে লাগিলেন ১৬১৮ শকাব্দে বৃন্দাবনে স্থান করতঃ এই অনুরাগবল্লী নামক গ্রন্থখানি রচনা করেন।

এতদ্ব্যতীত শ্রীমনোহর দাস বিষয়ক কোন তথ্য পাওয়া যায় না।

শ্রীশ্রীঅনুরাগবল্লী

প্রথম মঞ্জরী

নামশ্রেষ্ঠং মনুমপি শচীপুত্রমিত্রস্বরূপং,
শ্রীরূপং তস্যাগ্রজমুরুপুরীং মাথুরীং গোষ্ঠবাটিং।
রাধাকুণ্ড গিরিবরমহং রাধিকা মাধবাশাং,
প্রাপ্তো যস্য প্রথিত কৃপয়া শ্রীগুরুং তং নতোস্মি ॥ ১ ॥
বন্দেহং শ্রীগুরোঃ শ্রীযুতপদ কমলং শ্রীগুরূন্ বৈষ্ণবাংশ্চ,
শ্রীরূপং সাগ্রজাতং সহগণ রঘুনাথান্বিতং সজীবং।
সাদ্বৈতং সাবধূতং পরিজন সহিতং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রং,
শ্রীরাধাকৃষ্ণ পাদান্ সহগণ ললিতান্ শ্রীবিশাখান্বিতাংশ্চ ॥ ২ ॥

রাগপ্রেমসিন্ধু

কৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র ব্রজেন্দ্রকুমার।
পরিকর সহ নিত্য বিহার ॥ ৩
নবদ্বীপ সুরধনীর নিকট।
যানে হইলা প্রভু সগণে প্রকট ॥ ৪
রোজাত ইতি শ্রুতিব্রজবনলভ্যং সুখার্থং নিজং,
গৌড়ঽপানু সঙ্গতি ত্রিজগতি প্রেমাপ্লবঞ্চাকরোৎ।
এবং কিন্তুপরং কয়োরসহতোর্বিশ্লেষমাবশ্যকং,
জীয়াল্লোকিতুমৎকয়ো রসিকয়োরৈক্যত্বমাপ্তংবপুঃ ॥৫
তাঁহার অনন্তলীলা ১ দাস বৃন্দাবন।
শ্রীচৈতন্যভাগবতে করিলা বর্ণন ॥ ৬

ইহার সূত্রধৃত যে রহিল অবশেষ।
*ঠাকুর লোচন তাহা কহিল বিশেষ॥ ৭

শ্রীচৈতন্য মঙ্গল গ্রন্থরসময়।
সঙ্গীতরূপে ব্যক্ত কৈল আপন আশয়॥ ৮

এ দোঁহে যে ভাগ যাঁহা বৈ কৈল বিস্তর।
বিষদ করিয়া তাহা করিল প্রচার॥ ৯

* শ্রীকৃষ্ণ দাস কবিরাজ মহাশয়।
শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত তাঁর গ্রন্থ হয়॥ ১০

এ সব পুস্তক পৃথিবীতে হৈল খ্যাত।
মূর্খেহ জানিল গূঢ় চৈতন্য সিদ্ধান্ত॥ ১১

করুণা-বিগ্রহ বিশ্বম্ভর কৃপাসিন্ধু।
অধম দুর্গত হত পতিতের বন্ধু॥ ১২

উছলল তরঙ্গ ভাসাইল ত্রিভুবন।
বিচার নহিল কিছু এইত কারণ॥ ১৩

এমত দয়ালু আর কভু নাহি শুনি।
যাহার শ্রবণে দ্রবে সকল পরাণি॥ ১৪

সপার্যদ মহাপ্রভু চরণে শরণ।
অসংখ্য প্রণাম করোঁ অপরাধ ভঞ্জন॥ ১৫

কি বলিব নিজ দোষ যত পড়ে মনে।
সবে এক ভরসা নাম পতিত পাবনে॥ ১৬

প্রভুর অগ্রজ বন্দোঁ * নিত্যানন্দ রায়।
যাঁর পতিত পাবন নাম ত্রিজগতে গায়॥ ১৭

যাঁহার কৃপাতে পাই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
দয়া করি যে করিলা গৌড়াবনি ধন্য॥ ১৮

অসুরেহো যদি একবার নিত্যানন্দ।
কহিলেই পুলকাশ্রু কম্পস্বরভঙ্গ॥ ১৯

১। বৃন্দাবন দাস—শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গপার্ষদ শ্রীবাস পণ্ডিতের ভ্রাতৃকন্যা শ্রীনারা[য়ণী] দেবীর পুত্র। তাঁহার পিতা হালিসহর নতিগ্রামবাসী শ্রীবৈকুণ্ঠ বিপ্র। মাতৃগর্ভাবস্থায় পিতা অদ[র্শন] হইলে মাতামহ শ্রীবাস পণ্ডিতের হালিসহরস্থ ভবনে আনীত হন এবং তথায় জন্মগ্রহণ করেন। প[াঁচ] বৎসর বয়সে মাতামহ মামগাছি গ্রামে গমন করেন। তথা হইতে দেনুড়ায় গমন করতঃ ১৪৯৫ শক[াব্দে] শ্রীচৈতন্য ভাগবত রচনা করেন। বাংলা ভাষায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলা সর্ব্বপ্রথম তিনিই গ্রন্থা[কারে] লিপিবদ্ধ করেন।

২। লোচন দাস—শ্রীলোচনদাস ঠাকুর শ্রীখণ্ড নিবাসী শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরের শিষ্য ও প্রথ[ম] শ্রীচৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থের লেখক। বৈদ্যকুলে কোগ্রামে আবির্ভাব। পিতা শ্রীকমলাকর দাস, মাতা সদান[ন্দী]। মাতামহ শ্রীপুরুষোত্তম গুপ্ত, মাতামহী শ্রীঅভয় দাসী। তিনি শ্রীমুরারী গুপ্তের শ্লোকছন্দে শ্রীগৌ[রাঙ্গ] চরিত গ্রন্থ দেখিয়া পাঁচালী প্রবন্ধে শ্রীগৌরাঙ্গ-চরিত রচনা করেন।

৩। কৃষ্ণদাস কবিরাজ—কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রভু নিত্যানন্দের কৃপাপাত্র। বর্দ্ধমান জেলার ঝামট[পুর] গ্রামে তাঁহার আবির্ভাব। প্রভু নিত্যানন্দের স্বপ্নাদেশ অনুরূপ বৃন্দাবনে গমন করেন এবং শ্রীরাধাকু[ণ্ডে] শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী আনুগত্যে রহিয়া ভজনে প্রবৃত্ত হন এবং তথায় অন্তর্দ্ধান করেন। ১৫[...] শকাব্দে শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত রচনা করিয়া বৈষ্ণব জগতের অশেষ কল্যাণসাধন করেন। শ্রীস্ব[রূপ] দামোদর কড়চা, শ্রীদাস গোস্বামীর মুখামৃত ও শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের সূত্র গ্রহণপূর্ব্বক বৃন্দা[বনে] বসিয়া এই গ্রন্থ রচনা করেন।

দ্রোহি করিলেহ করে করুণার ভরে।
* মাধাই তাহার সাক্ষী নদীয়া নগরে॥ ২০
ভক্তিভাবে বন্দোঁ৬ শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য চন্দ্র।
যাঁহার কৃপাতে পাই চৈতন্য নিত্যানন্দ॥ ২১
যাঁর আকর্ষণে এ দোঁহার অবতার।
কৃপা করি যে করিল জগত নিস্তার॥ ২২
* শ্রীপণ্ডিত গোঁসাই বন্দোঁ প্রভুর নিজ শক্তি।
যাঁহার কৃপাতে হয় চৈতন্যে দৃঢ়ভক্তি॥ ২৩
* শ্রীবাসাদি ভক্ত বন্দোঁ করিয়া সাহসে।
ত্রিভুবনে বৈষ্ণব হয় যাঁ সভার বাতাসে॥ ২৪
অমায়ায় মো পতিতে সবে কর দয়া।
পূর্ণ মনোরথ হউ দ্রবীভূত হিয়া॥ ২৫
কপটেহ তোমা সভার নাম যেই লয়।
সে নহে বঞ্চিত কভু সাধু-শাস্ত্রে কয়॥ ২৬
এই ভরসায়ে লই চরণে শরণ।
উপেখিলে নাহি গতি কৈল নির্দ্ধারণ॥ ২৭
আমার দুর্গতি তোমরা পতিত পাবন।
সর্ব্বজ্ঞে পাইবা লজ্জা কৈল নিবেদন॥ ২৮
যে হয় সবার ইচ্ছা তাহা সবে কর।
কোন প্রকারেই কেহো উপেখতে নার॥ ২৯
অধম হইঞা কহি মনের হরিষে।
প্রভুর চরণ-পদ্ম আশ্রয় সাহসে॥ ৩০
পতিতে বিশ্বাস দৃঢ় পাবনে বিশ্বাস।
নিষ্কপটে লিখি শ্রোতা না করিহ হাস॥ ৩১
অনুরাগবল্লী শুনি যাহার আনন্দ।
মস্তক ভূষণ মোর তাঁর পদদ্বন্দ্ব॥ ৩২
এবে শুন আর কিছু কহি মনোরথ।
যাহাতে জানিয়ে নিজ গুরু-বর্গ পথ॥ ৩৩
মহাপ্রভু অবতরি শ্রীগৌড় অবনী।
দর্শন শ্রবণে ধন্য করিলা ধরণী॥ ৩৪
অষ্টচল্লিশ বৎসর প্রকট বিহার।
তাহাতে অনন্ত হইলা নিজ পরিবার॥ ৩৫

৪। প্রভু নিত্যানন্দ—প্রভু নিত্যানন্দ রাঢ়দেশে একচাক্রাধামে ১৩৯৫ শকাব্দে শ্রীহাড়াই পণ্ডিতের পুত্র রূপে আবির্ভূত হন। নিত্যানন্দ, কৃষ্ণানন্দ, সর্ব্বানন্দ, ব্রহ্মানন্দ, পূর্ণানন্দ, বিশুদ্ধানন্দ এই সাত ভাই। দ্বাদশ বৎসর বয়সে ১৪০৭ শকাব্দে শ্রীঈশ্বরপুরীর সঙ্গে গৃহত্যাগ করিয়া বহুতীর্থ ভ্রমণ অন্তে ১৪২৭ শকাব্দে নবদ্বীপে শ্রীগৌরাঙ্গসহ মিলন করতঃ কীর্ত্তন প্রচারে ব্রতী হইলা জগাই-মাধাই আদি উদ্ধার করেন। শ্রীগৌরাঙ্গদেবের সন্ন্যাসের পর শ্রীগৌরাঙ্গসহ নীলাচলে গমন করেন। তারপর শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশে গৌড়দেশে আগমন করতঃ শ্রীল সূর্য্যদাস পণ্ডিতের কন্যা শ্রীবসুধা ও জাহ্নবা দেবীকে বিবাহ করিয়া জীব উদ্ধারে ব্রতী হন এবং খড়দহে শ্রীপাট স্থাপন করেন। তথায় পুত্র শ্রীবীরচন্দ্র ও কন্যা শ্রীগঙ্গাদেবী আবির্ভূত হন॥ কতককাল জীবোদ্ধার কার্য্য করিয়া ১৪৫৯ শকাব্দে প্রথমে খড়দহের শ্রীশ্যামসুন্দরে পরে একচাক্রাধামে শ্রীবঙ্কিমদেবে অন্তর্দ্ধান করেন

৫। মাধাই মাধাই শ্রীনিত্যানন্দ পার্ষদ। জগাই-মাধাই দুই ভাই, ইহাদের ভাল নাম জগন্নাথ ও মাধব। পূর্ব্ব অবতারে বৈকুণ্ঠের দ্বারপাল জয় ও বিজয় ছিলেন। নবদ্বীপের জমিদার শুভানন্দ রায়ের পুত্র রঘুনাথ ও জনার্দ্দন। রঘুনাথের পুত্র জগন্নাথ ও জনার্দ্দনের পুত্র মাধব। সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়া ও দুঃসঙ্গ কারণে মদ্যপ হইয়া মহা অনাচারী হন। পরে শ্রীনিতাই গৌরাঙ্গ সুন্দরের করুণায় পরম ভাগবত হন।

আদি খণ্ডে পরিচ্ছেদ দশম একাদশে।
দ্বাদশে কহিল তাহা শুনহ বিশেষে ॥ ৩৬

পৃথিবী মণ্ডলে হৈল যত যত শাখা।
সহস্র বদনে নারে করিবারে লেখা ॥ ৩৭

তার মধ্যে গৌড়োৎকলে যত শাখাচয়
সেহো অপরিমিত তাহা লিখিল না হয়। ৩৮

এই পরিচ্ছেদে মুখ্য মুখ্যজন।
লিখিমাত্র করাইয়া দিগ দরশন ॥ ৩৯

প্রথম চব্বিশ বর্ষ নবদ্বীপ লীলা।
শেষ অষ্টাদশ বর্ষ নীলাচলে খেলা ॥ ৪০

মধ্যে ছয় বৎসর গমনাগমন।
সর্ব্বত্র ভ্রমিলা তাহা কে করু বর্ণন ॥ ৪১

যেরূপে দক্ষিণ দেশ পর্য্যটন কৈল।
চৈতন্য চরিতামৃতে কথোক বর্ণিল ॥ ৪২

মধ্যখণ্ডে দেখিহ নবম পরিচ্ছেদে।
দক্ষিণের তীর্থযাত্রা করিহ আস্বাদে ॥ ৪৩

তথাতেও হইলা অগণ্য পরিবার।
শাখার বর্ণনে কি না দেখাইল তার ॥ ৪৪

৬। অদ্বৈত আচার্য্য—শ্রীল অদ্বৈত আচার্য্য ১৩৫৬ শকাব্দের মাঘ মাসের শুক্লা সপ্তমী তিথিতে শ্রীহট্টের লাউড় পরগণার নবগ্রামে আবির্ভূত হন। পিতার নাম কুবের পণ্ডিত ও মাতার নাম লাভাদেবী। কুবের পণ্ডিত লাউড়ের রাজা দিব্য সিংহের আমত্য ছিলেন। পূর্ণতর কৃষ্ণ, উজ্জ্বল সখা, সম্পূর্ণা মঞ্জরী ও সদাশিবের মিলনে কমলাক্ষ নামে অবতীর্ণ হন। পরবর্ত্তীকালে শ্রীল অদ্বৈত আচার্য্য নামে প্রসিদ্ধ হন। দ্বাদশ বৎসর বয়সে শান্তিপুরে আসিয়া বাস করেন। পিতৃ-মাতৃ অন্তর্দ্ধানের পর গয়াকার্য্য করিয়া তীর্থ ভ্রমণকালে বৃন্দাবনে কুব্জার সেবিত শ্রীমদনমোহনকে প্রকট করেন পরে তাঁহাকে চৌবের হস্তে অর্পণ করিয়া নিকুঞ্জবন হইতে বিশাখার নির্ম্মিত চিত্রপট ; গণ্ডকী হইতে শালগ্রাম শিলা গ্রহণ করতঃ শান্তিপুরে আগমন করেন। কতদিনে মাধবেন্দ্রপুরী চন্দনোদ্দেশ্যে শান্তিপুরে আসিয়া তাঁহাকে দীক্ষার্পণ করেন। তারপর সপ্তগ্রামবাসী নৃসিংহ ভাদুড়ীর কন্যা শ্রী ও সীতাঠাকুরাণীকে বিবাহ করেন। ক্রমে অচ্যুতানন্দ, কৃষ্ণমিশ্র, গোপাল, বলরাম, স্বরূপ, জগদীশ নামে ছয় পুত্র জন্মে। আচার্য্যের আরাধনায় শ্রীশ্রীনিতাই গৌরাঙ্গদেব সপার্ষদে অবতীর্ণ হইয়া ত্রিভুবন উদ্ধার করেন। কতদিন শ্রীগৌরাঙ্গ সহ লীলাবিহার করিয়া গৌরাঙ্গদেবের অন্তর্দ্ধানের পঁচিশ বৎসর পরে ১৪৮০ শকাব্দে অন্তর্দ্ধান করেন।

৭। শ্রীপণ্ডির গোঁসাই—

শ্রীপণ্ডিত গোঁসাই বলিতে শ্রীল গদাধর পণ্ডিতকে বুঝায়। চট্টগ্রামের বেলেটী গ্রামে শ্রীমাধব মিশ্রের পুত্ররূপে শ্রীগদাধর পণ্ডিতের আবির্ভাব। মাতার নাম রত্নাবতী। নবদ্বীপে আসিয়া শৈশবেই বাস করেন। গৌরাঙ্গসহ বিদ্যাবিলাস ও সংকীর্ত্তনবিলাস করিয়া নীলাচলে গমন করতঃ শ্রীগোপীনাথ দেবের সেবা প্রকাশ করেন এবং গৌর অন্তর্ধানের পর নিত্যলীলায় প্রবিষ্ট হন। তখন তাহার ভ্রাতা বাণীনাথের পুত্র নয়নানন্দ তাঁহার গলদেশস্থিত শ্রীগোপীনাথ মূর্ত্তি, গীতা গ্রন্থাদি লইয়া ভরতপুরে আগমন করতঃ শ্রীপাট স্থাপন করেন। শ্রীগৌরাঙ্গশক্তি রূপ শ্রীরাধার প্রকাশমূর্ত্তি, রুক্মিনী ও লক্ষ্মী আদি শক্তির মিলনে শ্রীল গদাধর পণ্ডিতের জন্ম হয়।

এক শাখা কহি গুরু প্রণালী জানিতে ।
রঙ্গক্ষেত্রে গেলা প্রভু ভ্রমিতে ভ্রমিতে ॥ ৪৫
কবেরীর তীরে দেখি শ্রীরঙ্গনাথ ।
নৃত্যগীত কৈল বহু ভক্তগণ সাথ ॥ ৪৬
সেই তীর্থে বৈসে তৈলঙ্গ-বিপ্ররাজ ।
শ্রীত্রিমল্লভট্ট নাম ব্রাহ্মণ সমাজ ॥ ৪৭
তাহার কনিষ্ঠ জ্যেষ্ঠ হয়ে তুই ভাই ।
বেঙ্কট প্রবোধানন্দভট্ট বলি গাই ॥ ৪৮
বেঙ্কটভট্ট আসি প্রভু নিমন্ত্রণ কৈল ।
বৈষ্ণবতা দেখি তাঁর বিনয় মানিল ॥ ৪৯
মধ্যাহ্ন স্নান করি প্রভু তাঁর ঘরে আইলা ।
গোষ্ঠীর সহিত দেখি প্রেমাবিষ্ট হৈলা ॥ ৫০
দণ্ড প্রণিপাত করি পদ প্রক্ষালিল ।
সে চরণোদক ভট্ট সবংশে খাইল ॥ ৫১
যোগ্যাসনে বসাইঞা করাইল ভোজন ।
অনেক সামগ্রী কত করিব বর্ণন ॥ ৫২
ভোজনান্তে মুখবাস দিয়া পায়ে ধরি ।
দীনহীন হঞা নিজ নিবেদন করি ॥ ৫৩
এক বাত কহিতে করিয়ে বড় ভয় ।
না কহিলে অতি তুঃখ সহন না হয় ॥ ৫৪
সংপ্রতি আইল বর্ষা চারি মাস প্রভু ।
এ সময়ে তীর্থ কেহ নাহি ফিরে কভু ॥ ৫৫
যদি মোরে কৃপা করি থাকেন এথায় ।
সেবন করিয়ে চিত্তে বাঞ্ছা সর্ব্বদায় ॥ ৫৬
তাঁহার বচনে প্রভু বড় তুষ্ট হৈলা ।
সেবা অঙ্গীকার করি তাঁহাই রহিলা ॥ ৫৭
কাবেরীতে স্নান রঙ্গনাথ দরশন ।
ভক্তগণ সহ সুখে কীর্ত্তন নর্ত্তন ॥ ৫৮
কভু কার দ্বারে ভোজন শ্রীমহাপ্রসাদ ।
বৃন্দাবন ভ্রম যাঁহা উঠয়ে উন্মাদ ॥ ৫৯
সেখানে সুখের সীমা পাইয়া রহিলা ।
এই মতে চাতুর্ম্মাস্য ব্যতীত করিলা ॥ ৬০
ত্রিমল্লের বালক গোপালভট্ট নাম ।
নিষ্কপট হৈঞা সেবা কৈল গৌর-ধাম ॥ ৬১
তাঁর পিতা সুচরিত্র তাঁহার জানিঞা ।
পরিচর্য্যায় নিযুক্ত করিল তুষ্ট হঞা ॥ ৬২
চারিমাস সেবা কৈল অশেষ প্রকার ।
কহিল না হয় অতি তাহার বিস্তার ॥ ৬৩
গৌরকান্তি পাণ্ডিত্য বচন সুমধুর ।
সর্ব্বাঙ্গে সুন্দর বহে লাবণ্যের পুর ॥ ৬৪
মহাপ্রভু মনোরথ জানিঞা জানিঞা ।
না বুলিতে করে কার্য্য আনন্দিত হৈঞা ॥ ৬৫
সেবার বৈদগ্ধী দেখি তুষ্ট ক্ষণে ক্ষণে ।
সগোষ্ঠী করিল কৃপা দাস-দাসী সনে। ৬৬
পূর্ব্বেনে আছিলা সবে শ্রীবৈষ্ণব ।
লক্ষ্মীর সহিত নারায়ণ উপাসক ॥ ৬৭
প্রভুর দর্শন স্পর্শ-কৃপামৃত পাইলা ।
রাধাকৃষ্ণ উপাসক সগণে হইলা ॥ ৬৮

* শ্রীবাসাদি—শ্রীবাস পণ্ডিত গৌরাঙ্গ পার্ষদ পঞ্চতত্ত্বের একজন। যাহার ঘরে শ্রীমন্মহাপ্রভু সপার্ষদে সংকীর্ত্তন লীলার প্রকাশ করিয়া জগত উদ্ধারের পথ প্রশস্ত করেন। শ্রীবাস পূর্ব্বাবতারে নারদমুনি ছিলেন। শ্রীহট্টে তাঁহার জন্ম ; নবদ্বীপে আসিয়া বাস করেন। পিতার নাম জলধর পণ্ডিত। নলিনী, শ্রীবাস, রামাই, শ্রীপতি, শ্রীনিধি পাঁচ ভাই। শ্রীগৌরাঙ্গদেবের সন্ন্যাসের পর শ্রীবাস পণ্ডিত হালিসহরে আসিয়া বাস করেন।

মহাপ্রভুর করুণাতে মহাভাবোদয়।
কিছুমাত্র চৈতন্য-চরিতে ব্যক্ত হয় ॥ ৬৯
মধ্যখণ্ড মধ্যে প্রথম পরিচ্ছেদে।
মধ্যলীলা সূত্রগণ বর্ণনা করিতে ॥ ৭০
তার মধ্যে দক্ষিণ ভ্রমণ-প্রকরণ।
তাহাতে প্রভুর রঙ্গক্ষেত্রকে গমন ॥ ৭১
সেখানে ত্রিমল্লভট্ট ঘরে ভিক্ষা লইলা।
ভট্টের প্রার্থনা মতে চাতুর্মাস্য রৈলা ॥ ৭২
নবম পরিচ্ছেদে সেই সূত্র বিস্তারিল।
তাহে তার ছোট ভাই ভেঙ্কট লিখিল। ৭৩
ত্রিমল্ল ভট্টের পুত্রাদি আত্মসাৎ পরিপাটী।
রহি গেল তেকারণে লিখনের ত্রুটি ॥ ৭৪
বেঙ্কটের কনিষ্ঠ প্রবোধানন্দ নাম।
গোপালভট্টের পূর্ব্বে গুরু সে প্রমাণ ॥ ৭৫
অধ্যয়ন উপনয়ন যোগ্য আচরণে।
পূর্ব্বেতে সকল শিক্ষা পিতৃব্যের স্থানে ॥ ৭৬
তারপরে মহাপ্রভুর চরণ দর্শন।
সবারি হইল পূর্ব্ব করিল লিখন ॥ ৭৭
অত্যাদরে বিদ্যাগুরু লিখেন জানিঞা।
যৎকিঞ্চিৎ সম্বন্ধ অধিক মানিঞা ॥ ৭৮
সনাতন গোঁসাঞি কৈল হরিভক্তি বিলাস।
তাহা মঙ্গলাচরণে এ কথা প্রকাশ ॥ ৭৯

—তথাহি—

ভক্তের্বিলাসাংশ্চিনুতে প্রবোধনন্দস্য শিষ্যো
ভগবৎ প্রিয়স্য।
গোপালভট্টো রঘুনাথ দাসং
সন্তোষয়ন্ রূপসনাতনৌ চ। ৮০

অস্যার্থঃ।

সনাতন গোস্বামী কৃত দিক্‌প্রদর্শিন্যাং হরিভক্তি বিলাস টীকায়াং। বিলাসান্ পরমবৈভবরূপা… চিনুতে সমাহরতি। ভক্তের্বিলাসানাং চয়নেনা… গ্রন্থস্য ভক্তিবিলাসেতি সংজ্ঞায়াং কারণমেকমু… ষ্টম্। ভগবৎপ্রিয়স্যেতি বহুব্রীহিণা তৎপুরু… বা সমাসেন তস্য মাহাত্ম্যজাতং প্রতিপাদিতম্… এবং তৎ শিষ্যস্য শ্রীগোপাল ভট্টস্যাপি তাদৃ… বোদ্ধব্যং। শ্রীরঘুনাথদাসোনাম্না গৌড় কায়স্থ… কুলাব্জ-ভাস্কর পরম ভাগবতঃ। শ্রীমথুরাশ্রি… স্তদাদীন নিজসঙ্গিনঃ সন্তোষয়িতুমিত্যর্থঃ ॥ ৮০

এক টীকার অর্থ কহি সংক্ষেপ আখ্যান।
মহান্তের মুখে শুনি সুদৃঢ় বিজ্ঞান ॥ ৮১
শ্রীসনাতন গোসাঞি গ্রন্থ করিল।
সর্ব্বত্র আভোগ ভট্ট গোসাঞির দিল ॥ ৮২
ইহাতে জানিয়ে দোঁহার প্রেমার তরঙ্গ।
যাতে ভেদ নাহি অতি বড় অন্তরঙ্গ ॥ ৮৩
এবে মন দিয়া শুন শ্লোকের অর্থ।
শ্রীসনাতন বাক্য পরম সমর্থ ॥ ৮৪
শ্রীরূপ সনাতন রঘুনাথ দাস।
ইঁহা সভায় সুখ দিতে হরিভক্তি বিলাস ॥ ৮৫
সংগ্রহ করিল শ্রীভাগবত প্রধান।
সর্ব্ব পুরাণের বাক্য করিয়া সন্ধান ॥ ৮৬
ভগবান ভক্তি ভক্তযোগ্য সদাচার।
এ সব তত্ত্বের যাঁহা দেখাইল পার ॥ ৮৭
গ্রন্থকর্ত্তা নাম শ্রীগোপাল ভট্ট কয়।
প্রবোধানন্দের শিষ্য তাহাতেই হয় ॥ ৮৮
সে প্রবোধানন্দ বা কাহার শিষ্য হয়।
ভগবানের প্রিয় ইহা জানিহ নিশ্চয় ॥ ৮৯
ভগবান শব্দে কহে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য।
তাঁহার করুণাপাত্র অতএব ধন্য ॥ ৯০

শ্রীরূপ সনাতন কৃত গ্রন্থচয়।
তাতে সে স্থানে প্রয়োগ মহাপ্রভুর হয়॥ ৯১
সর্ব্বত্র ভগবৎ শব্দ করায় লিখন।
স্বয়ং ভগবান জানি শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য॥ ৯২
সেবিলেন গোপালভট্ট কায় বাক্য মনে।
তেকারণে মহাপ্রভুর কৃপার ভাজনে॥ ৯৩

—তথাহি—

এবং তৎ শিষ্যস্য শ্রীগোপাল ভট্টস্যাপি
তাদৃক বাদ্ধব্য॥ ৯৪

ইহাতে প্রবোধানন্দ প্রভু পার্ষদ হয়।
তেমতি গোপালভট্ট জানিহ নিশ্চয়। ৯৫
অপি শব্দের অর্থ এইত নির্দ্ধার।
সনাতন মুখোদিত সিদ্ধান্তের সার॥ ৯৬
অন্যথা সর্ব্ব মহান্তের আছে পূর্ব্ব গুরু।
কারো জানি কারো না জানি কে গণনা করু॥ ৯৭
শ্রীসনাতন কৈল দশম টিপ্পনী।
তায় মঙ্গলাচরণে এই মত বাণী॥ ৯৮
বিদ্যাবাচস্পতি নিজ গুরু করি লেখে।
তাঁহার শ্রীমুখ বাক্য দেখ পরতেকে॥ ৯৯

—তথাহি—

ভট্টাচার্য্যং সার্ব্বভৌমং বিদ্যাবাচস্পতীন গুরুন্।
বন্দে বিদ্যাভূষণঞ্চ গৌড়দেশ বিভূষণম্॥ ১০০
বন্দে শ্রীপরমানন্দং ভট্টাচার্য্যং রসপ্রিয়ং।
রামভদ্রং তথা বাণীবিলাসং চোপদেশকম্॥১০১

এইমত গোপালভট্টের গুরুর লিখন।
বিচারিয়া দেখ সবে দিয়া নিজ মন। ১০২
সবাই পরম প্রিয় চৈতন্য পার্ষদ।
যা সবার প্রসাদে প্রাপ্তি প্রেমসম্পদ॥ ১০৩
সনাতন রূপ গোপাল তিন দেহভেদমাত্র।
এ তত্ত্ব জানয়ে যে সেই সে কৃপাপাত্র॥ ১০৪

—তথাহি প্রাচীনৈরপ্যুক্তং—

সনাতনপ্রেম পরিপ্লুতান্তরং—
শ্রীরূপ সখ্যেন বিলক্ষিতাখিলং।
নমামি রাধারমণৈক জীবনং
গোপালভট্ট ভজতামভীষ্টদং॥ ১০৫

এ তিনের তিলমাত্র ভেদবুদ্ধি যার।
এই অপরাধে তার নাহিক নিস্তার॥ ১০৬
দ্বিতীয় প্রমাণ কহি শুন মন দিয়া।
তাঁহার শ্রীমুখ-চন্দ্র বাক্যামৃত পায়া॥ ১০৭
শ্রীভট্ট গোসাঞি কর্ণামৃতের টীকা কৈল।
অশেষ বিশেষ ব্যাখ্যা তাহাতে লিখিল॥ ১০৮
যাহার দর্শনে ভক্ত পণ্ডিতে চমৎকার।
রস পরিপাটি যাতে সিদ্ধান্তের সার॥ ১০৯
সে টীকার মঙ্গলাচরণ দুই শ্লোক।
লিখিয়াছে যাহা দেখি শুনি সর্ব্বলোক॥ ১১০
আপনা পাসরে রহে চকিত হইয়া।
পুলকাদি অশ্রু বহে মুখবুক বাঞা॥ ১১১

—তথাহি শ্লোকৌ—

চূড়া চুম্বিত চারুচন্দ্রক চমৎকার ব্রজভ্রাজিতং,
দিবাম্বুজমরন্দ পঙ্কজমুখং ভ্রূনৃর্ত্যাদিন্দিন্দিরং।
রজ্যদ্বেনু সুমুল রোক বিলসৎ বিম্বাধরৌষ্ঠং মহঃ,
শ্রীবৃন্দাবন কুঞ্জকেলি ললিতং রাধাপিয়ং প্রীণয়ে।
কৃষ্ণবর্ণতস্যেতা টীকাং শ্রীকৃষ্ণবল্লভাং।
গোপালভট্টঃ কুরুতে দ্রাবিড়ানিনির্জ্জরঃ॥ ১১৩

ইহাতে লিখনস্থিতি দ্রাবিড় অবনি।
তার ব্যাখ্যা কহি পূর্ব্বাপর বার্ত্তা শুনি॥ ১১৪
ব্রাহ্মণের জাতিভেদ অনেক আছয়।
তার মধ্যে দশঘর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হয়। ১১৫
পঞ্চ গৌড় পঞ্চ দ্রাবিড় কহি যারে।
প্রথম গৌড়ের কহি বিবরণ সারে॥ ১১৬

কান্যকুব্জ মৈথিল গৌড় কামরূপ।
উৎকল জানিহ এই পঞ্চ দ্বিজভূপ॥ ১১৭
পঞ্চ দ্রাবিড় কহি শুন সাবধানে।
যেখানে যাহার সে স্থানের নামে॥ ১১৮
মহারাষ্ট্র, দ্রাবিড় তৈলঙ্গ কর্ণাট।
গুর্জ্জর দেখিয়ে যাঁহা বিপ্ররাজ পাট॥ ১১৯
পঞ্চ দ্রাবিড় মধ্যেতে তৈলঙ্গ হয়।
দ্রাবিড় বনি নির্জ্জর তেকারণে কয়॥ ১২০
এইত ইহার অর্থ জানিহ নির্দ্ধার।
প্রাচীন পরম্পরা শুনি লিখিলাঙ সার॥ ১২১
প্রসঙ্গ পাইয়া ইহা আগে ত লিখিল।
বৃন্দাবন আগমন প্রস্তাব রহিল॥ ১২২
চাতুর্মাস্য অন্তে প্রভু বিদায়ের কালে।
যে শোক হইল তাহা কে লিখিতে পারে॥ ১২৩
গোষ্ঠীসহ ভট্ট সঙ্গে চলে নাহি ফিরে।
ফিরাইতে প্রভু-ভৃত্য হইলা বিকলে॥ ১২৪
অনেক যতনে কিছু ধৈর্য্য করাইয়া।
দক্ষিণ ভ্রমিতে চলে নিরপেক্ষ হৈয়া॥ ১২৫
চলিবার কালে কহে মধুর বচন।
প্রেমাবেশে পুনঃ পুনঃ করি আলিঙ্গন॥ ১২৬
তিন ভাই ভট্টকে কহিল এইখানে।
থাকি সেবা অহর্নিশ করহ ভজনে॥ ১২৭
রহিতে নারিবে যবে উৎকণ্ঠা বাড়িবে।
তবে নিঃসন্দেহ আমা দর্শন পাইবে॥ ১২৮
গোপাল ভট্টেরে কহে প্রেমাবিষ্ট হৈয়া।
এ তিনের সেবা কর সুস্থির হইয়া॥ ১২৯
ইহা সবাসিদ্ধি পাইলে যাইহ বৃন্দাবন।
সেখানে আমার প্রিয় রূপসনাতন॥ ১৩০
অচিরাতে পাঠাইহ নাহিক সংশয়।
দোঁহার সহিত তোমার হইব প্রণয়॥ ১৩১
সে দুই সহিত মিলি করিহ ভজন।
সেবা সুখ দৃষ্টি রস-গ্রন্থ আস্বাদন॥ ১৩২
মধ্যে মধ্যে আমা সহ হইবে মিলন।
সাবধান হৈয়া আজ্ঞা করিহ পালন॥ ১৩৩
এত কহি আলিঙ্গিয়া শক্তি সঞ্চারিল।
নিজ সর্ব্ব তত্ত্ব হৃদয়েতে প্রকাশিল॥ ১৩৪
সেকালে দোঁহার যে যে ভাবের বিকার।
যে দেখিল সে জানে না জানয়ে আর॥ ১৩৫
সে আবেশে মহাপ্রভু প্রমত্ত চলিলা।
গোষ্ঠীর সহিত ভট্ট মৃতকল্প হৈলা॥ ১৩৬
কথোদিন সর্ব্বতীর্থ করিয়া ভ্রমণ।
পুন নীলাচল-চন্দ্র দেখিতে গমন॥ ১৩৭
মূৰ্চ্ছিত পড়িলা ভট্টগোষ্ঠীর সহিতে।
এবং গ্রামী যত লোক তার এই রীতে॥ ১৩৮
ক্ষণেক চেতন পাই বিস্তর কান্দিলা।
আজ্ঞা পালিবারে নিজ নিজ ঘরে গেলা॥ ১৩৯
চৈতন্য বিরহে সদা পোড়য়ে অন্তর।
অহর্নিশ গুণগান অশ্রু নিরন্তর॥ ১৪০
কথোদিন এই মত কৈল কাল যাপ।
গরগর অন্তর ক্ষণে ক্ষণে উঠে তাপ॥ ১৪১
ক্রমে ক্রমে তিন ভাইয়ের সিদ্ধি প্রাপ্তি হৈল।
তা সবার ঘরণী অগ্র পশ্চাৎ পাইল॥ ১৪২
সর্ব্ব সমাধান করি উদাসীন হঞা।
বৃন্দাবনে আইলেন প্রেমে মত্ত হঞা॥ ১৪৩
আসিয়া পাইলা *রূপসনাতন সঙ্গ।
*দুই রঘুনাথ সহ প্রেমার তরঙ্গ॥ ১৪৪

* শ্রীরূপসনাতন—শ্রীরূপসনাতন দুই ভাই শ্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদ ও গৌড়ের নবাব হোসেন শাহের অমা- ছিলেন। উভয়ের নবাবদত্ত নাম দবীর খাস ও সাকর মল্লিক। মহাপ্রভু উভয়ের নাম রূপসনাতন রাখেন

শ্রীজীবে বাৎসল্য কোটি-প্রাণের অধিক।
সদা স্বাদ রাধাকৃষ্ণ বিলাস মাধ্বীক ॥ ১৪৫
যে কালে চৈতন্যলীলা করেন আস্বাদ।
সেকালে সবার হয় মহাপ্রেমোন্মাদ ॥ ১৪৬
শ্রীযুক্ত রাধিকা সহ মদনগোপাল।
বৃন্দাবনেশ্বরী সহ শ্রীগোবিন্দলাল ॥ ১৪৭
বৃষভানুকুমারী সহিত গোপীনাথ।
দর্শনসেবা করি জন্ম মানিল কৃতার্থ ॥ ১৪৮
নিত্যযুক্ত সেবা করিতে উৎকণ্ঠা বাড়িল।
বুঝি গোসাঞি গৌড় হৈতে বস্তু আনাইল ॥ ১৪৯
এক কারিগর মাত্র উপলক্ষ্য করি।
মনের আকৃতি মনে বিচার আচরি ॥ ১৫০

উঁহাদের বংশ বিবরণ—কর্ণাটক অধিপতি যজুর্বেদী ভরদ্বাজ গোত্রীয় সর্ব্বজ্ঞের পুত্র অনিরুদ্ধ। তাঁহার দুই পুত্র রূপেশ্বর ও হরিহর। ভ্রাতৃ বিরোধে রূপেশ্বর পৌলস্ত্য রাজ্যে বাস করেন। রূপেশ্বরের পুত্র পদ্মনাভ নবহট্ট বা নৈহাটীতে বাস করেন। তৎপুত্র মুকুন্দের পুত্র কুমারদেব তৎপুত্র রূপসনাতন, ১৪৩৬ শকাব্দে মহাপ্রভু রামকেলিতে গমন করিলে উভয়ে গোপনে মিলিত হন পরে উভয়ে গৃহত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনে বাস করেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশে লুপ্ত বৃন্দাবনধাম ও শ্রীবিগ্রহ প্রকট করেন এবং প্রভূত ভক্তিশাস্ত্র প্রবর্ত্তন করিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আচার্য্যপদবাচ্য হন।

* দুই রঘুনাথ—দুই রঘুনাথ শ্রীরঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী ও শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীকে বুঝায়। উভয়ে শ্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদ ছয় গোস্বামীর অন্তর্ভুক্ত। (১) শ্রীরঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী কাশীবাসী শ্রীতপন মিশ্রের পুত্র। মহাপ্রভু কাশীতে গমন করিয়া তপন মিশ্রের ভবনে অবস্থান করিতেন। শ্রীরঘুনাথ ভট্ট পিতা-মাতার অদর্শনে মহাপ্রভুর আদেশেবৃন্দাবনে গমন করিয়া শ্রীরূপসনাতন সহ মিলিত হন এবং শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিয়া সকলকে বিমোহিত করিতেন। বৃন্দাবনেই তিনি অপ্রকট হন। (২) শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী হুগলী জেলার আদিসপ্তগ্রামের রাজা শ্রীগোবর্দ্ধন দাসের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। হিরণ্য দাস ও গোবর্দ্ধন দাস দুই ভাই। শৈশবে হরিদাস ঠাকুরের কৃপা ও শ্রীমন্মহাপ্রভু লীলা প্রকাশের কাহিনী শুনিয়া বৈরাগ্যের উদয় হয়। বারে বারে পালিয়ে যান পিতা ধরিয়া আনেন। শেষে পানিহাটী গ্রামে চিড়াদধি মহোৎসব অন্তে নিতাইচাঁদের কৃপাশীষ গ্রহন করিয়া সংসার ত্যাগ করতঃ নীলাচলে প্রভুর সমীপে গমন করেন। স্বরূপ দামোদরের আনুগত্যে শ্রীগৌরাঙ্গ ভজনা করেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুও স্বরূপ দামোদরের অন্তর্দ্ধানের পর বৃন্দাবনে গমন করতঃ শ্রীরূপ সনাতন সহ মিলিত হন এবং রাধাকুণ্ডে সংস্কার করতঃ তথায় অবস্থান করিয়া নিত্যলীলায় প্রবীষ্ট হন।

* শ্রীজীব গোস্বামী শ্রীপাদ জীব গোস্বামীর শ্রীরূপ সনাতন গোস্বামী কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীবল্লভের পুত্র, শ্রীরূপ সনাতনাদির গৃহত্যাগকালে শ্রীজীব শিশু ছিলেন। বড় হইয়া মায়ের মুখে পিতা এবং জ্যেঠাদ্বয়ের গৃহত্যাগ ও বৈরাগ্যের কাহিনী শ্রবণ করতঃ বৈরাগ্যের উদয় হয়। প্রথমে নদীয়ায় শ্রীনিত্যানন্দ সহ মিলন ও কাশীতে মধুসূদন বাচস্পতি সমীপে বিদ্যা অধ্যয়ন পরে বৃন্দাবনে শ্রীরূপ গোস্বামীর পদাশ্রয়

গোপালভট্ট গোসাঞির জানিয়া অভিলাষ।
স্বহস্তে শ্রীরূপ গোসাঞি করিল প্রকাশ॥ ১৫১
সগণ উৎসব করি অভিষেক কৈল।
শ্রীরাধারমন নাম প্রকট করিল॥ ১৫২
মন্দির করাঞা নিজ সেবা করি দিল।
অতি বিলক্ষণ তাহা কহিল নহিল॥ ১৫৩
অদ্যাপি দেখহ সেবা পরম উজ্জ্বল।
ইহা অনুভবি পূর্ব্ব জানিহ সকল॥ ১৫৪
শ্রীরূপ সপরিবার সর্ব্বস্ব যাঁহার।
তাঁ সবার সুখ লাগি এ লীলা প্রচার॥ ১৫৫
সে সম্বন্ধে গুর্ব্বাদি বর্ণন অভিলাষ।
অনুরাগবল্লী কহে মনোহর দাস॥ ১৫৬

ইতি শ্রীমদনুরাগবল্ল্যাং শ্রীগোপালভট্ট চরিতা-স্বাদনং নাম প্রথমোমঞ্জরী।

দ্বিতীয় মঞ্জরী

তথা রাগ।

"প্রণমহগণ সহ শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য।
করুণা অবধি যাঁহা বিনু নাহি অন্য॥ ১
অধমেরে যাচিঞা বিতরে পরমার্থ।
পতিত পাবন নাম এবে সে যথার্থ॥" ২
বৃন্দাবনে রূপসনাতন সর্ব্বাধ্যক্ষ।
সেবক নিমিত্ত কৈল দুইজন মুখ্য॥ ৩
শ্রীগোপাল ভট্ট ভট্টাচার্য্য রঘুনাথ।
দুই দ্বারে শিষ্য দোঁহে করেন সাক্ষাৎ॥ ৪
গোপাল ভট্টের সেবক পশ্চিমা মাত্র।
গৌড়ীয়া আইলে রঘুনাথ-কৃপাপাত্র॥ ৫
এ নিয়ম করিয়াছে দুই মহাশয়।
পরমার্থ ব্যবহারে যেন বিরোধ না হয়॥ ৬
এবে শ্রীনিবাস আচার্য্য ঠাকুরের লীলা।
যেরূপে গোপাল ভট্টের সেবক হইলা॥ ৭
অল্পাক্ষরে কহি কিছু দিগ্‌দরশন।
তাঁহার চরণ মোর, একান্ত শরণ॥ ৮
মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য অবতরী।
শেষ লীলা নীলাচলে প্রকট বিহরি॥ ৯
সেকালে লভিলা জন্ম আচার্য্য ঠাকুর।
বাল্য পৌগণ্ডের রূপ পরম মধুর॥ ১০
প্রথম কৈশোরশুদ্ধ স্বর্ণবর্ণ দেহ।
প্রত্যঙ্গ সৌষ্ঠব কিবা লাবণ্যের গেহ॥ ১১
কুটিল কুন্তল দীর্ঘ নয়ন কমল।
ঊর্দ্ধ তিলকে ভাল করে ঝলমল॥ ১২
ভ্রূযুগ্ম চিক্কন শুক চঞ্চু নাসা-ভাতি।
অধরৌষ্ঠ অরুণ দর্শন মুক্তা পাঁতি॥ ১৩
সুচিবুক সিংহগ্রীব বক্ষঃস্থল পীন।
তথি যজ্ঞসূত্র বেষ্টিত অতি ক্ষীণ॥ ১৪
দুই ভুজ দেখিতে যে মনের আনন্দ।
করিবর উপমা বা দিব কোন মন্দ॥ ১৫
করতল সুরঙ্গ অঙ্গুলি ক্রম কৃশ।
সর্ব্ব সুলক্ষণ নখ মনির সদৃশ॥ ১৬

করিয়া ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন, লিখন ও শ্রীনিবাস নরোত্তম শ্যামানন্দ দ্বারে ভক্তিশাস্ত্র প্রবর্ত্তন করেন, শ্রীমন্মহাপ্রভু তথা শ্রীরূপ সনাতন গোস্বামীর অভিলষিত কর্ম্ম শ্রীজীব গোস্বামীর দ্বারা সুসম্পন্ন হইয়াছে।

ত্রিবলী বলিত মধ্যদেশ তনুতর।
স্থূল জঙ্ঘ ক্রম কৃশ জানু মনোহর॥ ১৭
চরণ জলজ দল অঙ্গুলীর পাঁতি।
তাহাতে শোভয়ে নখ মানিকের কাঁতি॥ ১৮
সূক্ষ্ম যোড় ত্রিকচ্ছ বন্ধানে পরিধান।
উত্তরীয় শোভা করে শ্রীঅঙ্গ সুঠান॥ ১৯
তুলসী নির্ম্মিত কণ্ঠী কণ্ঠের ভূষণ।
শ্রীহস্তে পুস্তকমত্ত-গজেন্দ্র গমন॥ ২০
প্রথমে ঠাকুর এইমত রূপ ছিলা।
মধ্য বয়ঃক্রমে ক্রমে ক্রমে পুষ্ট হৈলা॥ ২১
পৌগণ্ডে আরম্ভে বিদ্যা কথোক দিবসে।
ব্যাকরণ সাহিত্য অলঙ্কারেতে প্রবেশে॥ ২২
অতি অনির্ব্বচনীয় মেধার মাধুরী।
সকৃৎ পড়িলে মাত্র কণ্ঠগত করি॥ ২৩
মহাপ্রভু প্রকট বিহরে নীলাচলে।
মহিমার সীমা শুনি হইলা বিহ্বলে॥ ২৪
সুদৃঢ় বিচার কৈল আপনার মন।
অচিরাতে মহাপ্রভুর চরণে শরণ॥ ২৫
কহিল পড়িব তথা শ্রীভাগবত।
কিরূপে হইব এই চিন্তা অবিরত॥ ২৬
রাত্রি দিবা এইরূপে উৎকণ্ঠা বাড়িল।
নীলাচলে চলিবারে নিশ্চয় হইল॥ ২৭
কহিল সবারে আমি নীলাচলে যাব।
শ্রীজগন্নাথ রায়ের দর্শন পাইব॥ ২৮
বিনয় প্রবন্ধ রূপে আজ্ঞা লইয়া।
মহাপ্রভু পাশ চলে হরষিত হৈয়া॥ ২৯

পথে যাইতে শুনি মহাপ্রভুর অন্তর্দ্ধান।
মূর্চ্ছিত পড়িয়া ভূমে গড়াগড়ি যান॥ ৩০
সে দিবস শোকাকুল সেখানে রহিলা।
প্রভাতে উঠিয়া কিছু ধৈর্য্য করিলা॥ ৩১
একবার জগন্নাথ রায় স্থান যাইয়ে।
দেখি মহাপ্রভুরগণ কেমত আছয়ে॥ ৩২
ইহা মনে করি দক্ষিণ মুখে চলি যায়।
অবিরত অশ্রু পথ দেখিতে না পায়॥ ৩৩
উঠি বসি ক্রমে নীলাচল পুরী আইলা।
দেখিতে শ্রীজগন্নাথ আবিষ্ট হইলা॥ ৩৪
এই মত কথোক্ষণ দর্শন করিল।
পূজারি আনিয়া মালা মহাপ্রসাদ দিল। ৩৫
সেখানে পুছিল *পণ্ডিত গোসাঞির স্থানে।
শুনি গোপীনাথ গৃহ যমেশ্বর পানে॥ ৩৬
যাইঞা দেখিল গোসাঞি বসিঞা আছয়ে।
দণ্ডবৎ প্রণাম করি এক দৃষ্টে চাহে॥ ৩৭
গ্রহগ্রস্ত প্রায় দেখি কিছু নাহি বোলে।
অনুক্ষণ ভিজে বস্ত্র নয়নের জলে॥ ৩৮
পুলকে পূর্ণিত তনু সঘনে হুঙ্কার।
কলার বালটি যে কল্প অনিবার॥ ৩৯
ক্ষণে ক্ষণে বৈবর্ণ্য গদগদ স্বরে কহে।
কি বোলে কি করে তাহা আপনে বুঝয়ে॥ ৪০
কখনো কখনো হাসে দুই এক দণ্ড।
বহয়ে প্রস্বেদ অঙ্গে দহয়ে প্রচণ্ড॥ ৪১
মধ্যে মধ্যে নিস্পন্দ নাসায়ে নাহি শ্বাস।
উঠি ইতি উতি গতি হা হা হুতাশ॥ ৪২

* পণ্ডিত গোসাঞি বলিতে শ্রীগদাধর পণ্ডিতকে বুঝায়। * মাধব মিশ্র শ্রীগদাধর পণ্ডিতের পিতার নাম হওয়ায় তাঁহাকে মাধবনন্দন বলা হইয়াছে।

কেবা আইসে কেবা যায় কিছুই না জানে।
বিরহে ব্যাকুল হইলা *মাধব-নন্দনে॥ ৪৩
দেখি চমৎকার হইলা ভাবের বিকারে।
কহিতে চাহয়ে মুখে বাণী না উচ্চরে॥ ৪৪
সে দিবস তেনমত থাকিলা তথাই।
মহাপ্রসাদান্ন পূজক দিল তাহা পাই॥ ৪৫
প্রাতঃকালে মহোদধি স্নানাদি করিয়া।
শয্যোত্থানে জগন্নাথ দর্শন পাইয়া॥ ৪৬
কিছু বাহ্য দেখি গোসাঞির চরণে ধরিয়া।
নিবেদন করে দুঃখের মুদ্রা উঘারিয়া॥ ৪৭
পূর্ব্বাপর বিবরণ সংক্ষেপে কহিল।
শুনিয়া গোসাঞির প্রেম দ্বিগুণ বাড়িল॥ ৪৮
ক্ষণেকে সম্বিত পাই বাহ্য প্রকাশিল।
শ্রীভাগবত পড়িবার কথন শুনিল॥ ৪৯
মহাপ্রভুর দর্শনের সে পুস্তক আনি।
আচার্য্য ঠাকুর হস্তে দিলেন আপনি॥ ৫০
আশীর্ব্বাদ কৈল এই শ্রীভাগবৎ।
করুন তোমারে কৃপা আপন সম্পদ॥ ৫১
ডোর খুলি দেখিলেন পত্রে পত্রে যুক্ত।
মধ্যে মধ্যে দেখয়ে অক্ষর সব লুপ্ত॥ ৫২
প্রেমাবেশে মহাপ্রভু যবে পুস্তক দেখে।
নিরন্তর অশ্রু পুঁথি উপরি বরিখে॥ ৫৩
তাহাতে লাগিল পত্র মুছিল লিখন।
পণ্ডিত কহয়ে দেখ করিয়া চিন্তন॥ ৫৪
ইহাতে অক্ষর দিতে কেবা শক্তি ধরে।
এক মহাপ্রভু বিনু জগত ভিতরে॥ ৫৫
আমার দেখহ রাত্রি দিন নাহি যায়।
না জানিয়ে ইহা আমি আছিয়ে কোথায়॥ ৫৬
তোমা দেখি আমার প্রসন্ন হৈল মন।
হিত উপদেশ কহি শুনহ বচন॥ ৫৭
মহাপ্রভুর শাখা মধ্যে রূপসনাতন।
অসীম দোঁহার গুণ কে করু কথন॥ ৫৮
মহাপ্রভুর দত্তদেশ শ্রীবৃন্দাবন।
তাঁহা পাঠাইল করি শক্তি সঞ্চারণ॥ ৫৯
প্রেমার সমুদ্রযুক্ত বৈরাগ্য অবধি।
যোগ্যপাত্র দেখি কৃপা কৈল গুণনিধি॥ ৬০
বৃন্দাবনে রহি করে আজ্ঞার পালন।
লুপ্ততীর্থ উদ্ধার আর ভক্তি প্রবর্ত্তন॥ ৬১
সেবার স্থাপন রস সিদ্ধান্তে সার।
অবিরুদ্ধ আচরণ দেখাইল পার॥ ৬২
দোঁহার সমীপে ভট্টাচার্য্য রঘুনাথ।
পাঠাইয়াছেন মহাপ্রভু করি আত্মসাৎ॥ ৬৩
প্রবল পাণ্ডিত্য আর পরম ভাবুক।
অদ্বিতীয় শ্রীভাগবতের পাঠক॥ ৬৪
শুনিল কথোক দিন গোপালভট্ট নাম।
দক্ষিণ হইতে আসিয়াছে দোঁহা বিদ্যমান॥ ৬৫
সম্প্রতি রঘুনাথ দাস গৌরাঙ্গ বিরহে।
তিলার্দ্ধ সম্বিত নাহি নিরন্তর দহে॥ ৬৬
দিনকথো *স্বরূপ গোসাঞি কৈল সন্তর্পণ।
তাঁর অপ্রকটে বৃন্দাবনেরে গমন॥ ৬৭
যদ্যপি তোমার চিত্তে হয়ে পরকাশ।
সেখানে শুনহ ভাগবতের বিলাস॥ ৬৮

* শ্রীস্বরূপ দামোদর গোস্বামী শ্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদ ও সার্দ্ধ তিন বৈষ্ণবের একজন। ইহার পূর্ব্ব না[illegible] শ্রীপুরুষোত্তম পণ্ডিত। নবদ্বীপে আবির্ভাব। পিতার নাম পদ্মগর্ভাচার্য্য। শ্রীহট্টের ভিটাদিয়া গ্রামে[illegible]

*দাস গদাধরে এক কহিও প্রহেলী।
"মিতাকে কহিও মিতা যাবেন ও বাড়ী" ॥ ৬৯
এতেক কহিতে পুনঃ অন্তর্দ্ধান হৈল।
অদ্ভুত দেখিয়া ঠাকুর প্রণতি করিল ॥ ৭০
নির্দ্ধার করিল আশ্রয় শ্রীরূপ চরণ।
রঘুনাথ ভট্ট স্থানে শ্রীভাগবত পঠন ॥ ৭১
সেখানে যেখানে ছিলা পার্যদ সব।
দর্শন করিল এনমন অনুভব ॥ ৭২
চৈতন্য বিচ্ছেদে দেহ কারো বাহ্য নাহি।
অভ্যাসে করয়ে সবা যেবা কিছু চাহি ॥ ৭৩
এই মত কয়েক বৎসর রহি তথা।
সর্ব্বত্র দেখিল যে যে লীলা স্থান যথা ॥ ৭৪
বিদায় কালেতে দেখি শ্রীজগন্নাথ।
গৌড়দেশে আইলা করি দণ্ড প্রণিপাত ॥ ৭৫
গৌড়েতে প্রভুর ভক্ত সবার আশ্রমে।
নিজানন্দে ফিরিতে লাগিলা ক্রমোৎক্রমে ॥ ৭৬
এই মত অনেক দিবস ব্যাজ হৈল।
শ্রীভাগবতাদি একবার পড়ি লৈল ॥ ৭৭
মনেতে করিল যবে যাব বৃন্দাবন।
পুনর্ব্বার না আসিব গৌড়ভুবন ॥ ৭৮

ভালমতে সবাসহ সুখ আস্বাদন।
করিয়া যাইব যেন করিয়ে স্মরণ ॥ ৭৯
শ্রীসরকার ঠাকুর আদি সবাকার পাট।
সর্ব্বত্র দেখিল সর্ব্ব মহান্তের নাট ॥ ৮০
চৈতন্য বিচ্ছেদে যে যে ভাবের বিকার।
দেখিতে শুনিতে চিত্তে হৈলা চমৎকার ॥ ৮১
তাঁহার কহিল এই অতি সুনিকট।
শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীঅদ্বৈত দুই প্রভু অপ্রকট ॥ ৮২
শুনিয়া দোঁহার গুণ ব্যথা বড় পাইলা।
অনুতাপ করি বিস্তর কান্দিতে লাগিলা ॥ ৮৩
কহে অভাগ্যের সীমা দর্শন নহিল।
জন্মদুঃখী করি বিধি আমারে সৃজিল ॥ ৮৪
পণ্ডিত গোসাঞি যেই সন্দেশ কহিল।
দাস গদাধর প্রতি, তাহা পাশরিল ॥ ৮৫
সর্ব্বত্র ফিরিয়া নবদ্বীপ আগমন।
দাস গদাধর দেখি হইল স্মরণ ॥ ৮৬
দণ্ডবৎ প্রণাম করি সঙ্কুচিত মন।
কহিতে লাগিলা অতি মধুর বচন ॥ ৮৭
কহিলা তোমারে কিছু পণ্ডিত গোসাঞি।
তরজা প্রহেলী তাহা আমি বুঝি নাই ॥ ৮৮

বিদ্যাগর্ভাচার্য্য অধ্যয়নের জন্য নবদ্বীপে আসিয়া জয়রাম চক্রবর্ত্তীর কন্যাকে বিবাহ করতঃ শ্বশুরালয়ে অবস্থান করেন। তথায় শ্রীপুরুষোত্তম পণ্ডিতের জন্ম হয়। শ্রীমন্মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে তিনি বিরহে কাশীধামে শ্রীচৈতন্যানন্দ নামক সন্ন্যাসীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া স্বরূপ দামোদর নাম ধারণ করেন। যোগপট গ্রহণ না করায় স্বরূপ' নামে খ্যাত হন। দক্ষিণ ভ্রমণ করিয়া প্রভু নীলাচলে পৌঁছিলে স্বরূপ গিয়া মিলিত হন। তদবধি প্রভুর সমীপে অবস্থান করতঃ রাধাভাবে ভাবিত শ্রীগৌরাঙ্গকে ভাব উপযোগী পদ রচনা করিয়া বিরহের সান্ত্বনা করিতেন। প্রভু ক্ষেত্রলীলাকে কড়চা আকারে লিপিবদ্ধ করেন। তাহাই স্বরূপের কড়চা নামে সর্ব্বজন প্রসিদ্ধ। উক্ত গ্রন্থের কতিপয় শ্লোক শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে উল্লেখ রহিয়াছে, মূল গ্রন্থখানি এখনও দুষ্প্রাপ্য।

"মিতাকে কহিও মিতা যাবেন ও বাড়ী"।
শুনিতেই মাত্র ঠাকুর ভূমে গেলা পড়ি ॥ ৮৯
বহুত বিলাপ করি রোদন করিলা।
কতক্ষণে বাহ্য দশায় কহিতে লাগিলা ॥ ৯০
আরে বিপ্র বালক তোঁ করিলি অকার্য্য।
প্রভুর বিরহ আর এ কথা অসহ্য ॥ ৯১
পণ্ডিত গোসাঞি অপ্রকট সমাচার।
আসিয়াছে দিনা চারি, কি করিব আর ॥ ৯২
আগে যদি জানিতোঁ যাইতো শীঘ্রতরে।
শুনিতো কি মর্ম্ম কথা কহিতা আমারে ॥ ৯৩
তাহার আমার এই সুসত্য বচন।
শেষকালে অবশ্য পাঠাব বিবরণ ॥ ৯৪
যথা তথা থাক আসি হইবা বিদিত।
কতদিন অপেক্ষা করিব সুনিশ্চিত ॥ ৯৫
সে কথা নহিল মোর হৈল বড় দুঃখ।
চলি যাহ পুন মোরে না দেখাইহ মুখ ॥ ৯৬
এতেক শুনিয়া বহু মিনতি করিলা।
উপেক্ষা করিয়া তিহোঁ নিজ ঘর গেলা ॥ ৯৭
বিচারিল যথোচিত অপরাধী হৈল।
যেমত করিল তেন মত শাস্তি পাইল ॥ ৯৮
অপরাধী দেহ রাখিবারে না জুয়ায়।
আত্মঘাত মহাদোষ কি করি উপায় ॥ ৯৯
কিছু না বলিব না লইব অন্ন পান।
ইহা মনে করিয়া পশ্চিমদিগে যান ॥ ১০০
গঙ্গার নিকট ঘাট হৈতে কিছু দূরে।
পড়িয়া রহিলা চেষ্টা নাহিক শরীরে ॥ ১০১
গৌরদেহকান্তি তার করে ঝলমলে।
ধূলায় ধূসর স্বর্ণ প্রতিমার তুলে ॥ ১০২
এইমত প্রহরেক পড়িয়া থাকিতে।
*শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াজীউর দাসী আইলা আচম্বিতে ॥ ১০৩
প্রভু অপ্রকটে বিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণী।
বিরহ সমুদ্রে ভাসে দিবস রজনী ॥ ১০৪
বাড়ীর বাহির দ্বার মুদ্রিত করিয়া।
ভিতরে রহিলা দাসীজনা কথোলগ্ন ॥ ১০৫
দুই দিগে দুই মই ভিতে লাগা আছে।
তাহে চড়ি দাসী আইসে যায় আগে পাছে ॥ ১০৬
ভিতরে পুরুষ মাত্র যাইতে না পায়।
*দামোদর পণ্ডিত যায় প্রভুর আজ্ঞায় ॥ ১০৭
পণ্ডিতের অদ্ভুত শক্তি অদ্ভুত প্রকৃতি।
মহাপ্রভুরগণে নিরপেক্ষ যায় খ্যাতি ॥ ১০৮

---

* দাস গদাধর—প্রভু নিত্যানন্দের শাখা। ২৪ পরগণা জেলার অন্তর্গত এড়িয়াদহে তাঁহার শ্রীপাট। প্রভু নিত্যানন্দ গৌরাঙ্গের আদেশে নীলাচল হইতে গৌড়দেশে আসিয়া রাঘব ভবনে অভিষিক্ত হন। কতেক দিবস সেখানে অবস্থান করিয়া এড়িয়াদহে দাস গদাধর সেবিত শ্রীবালগোপাল মূর্ত্তি লইয়া নৃত্য করিয়াছিলেন, গদাধর ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিয়া স্থানীয় এক কাজীকে কৃষ্ণপ্রেম দান করেন। জীবনের শেষভাগে শ্রীগৌরাঙ্গের সন্ন্যাস স্থানে শ্রীপাট কাটোয়ায় অবস্থান করেন এবং এই স্থানেই কার্ত্তিকের কৃষ্ণাষ্টমী তিথিতে অপ্রকট হন। তৎ শিষ্য শ্রীযদুনন্দন তাঁহার তিরোভাব মহোৎসব তথায় উদ্‌যাপন করেন। শ্রীনিবাস আচার্য্যের নেতৃত্বে তৎ সাময়িক প্রকট সমস্ত শ্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদবর্গের উপস্থিতিতে এই মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। কাটোয়ায় শ্রীগদাধর দাসের সমাধি বিদ্যমান।

কদাচ কেহ করে অল্প মর্য্যাদা লঙ্ঘন।
সেই ক্ষণে দণ্ড করে মর্য্যাদা স্থাপন॥ ১০৯
নিরবধি প্রেমাবেশ যাহার শরীরে।
হেনজন নাহি যে সঙ্কোচ নাহি করে॥ ১১০
গঙ্গাজল ভরি দুই ঘট হস্তে লৈয়া।
সেই পথে লঞা যায় নিলক্ষে চলিয়া॥ ১১১
প্রত্যহ সেবার লাগি লাগে যত জল।
প্রায় দামোদর তত আনয়ে একল॥ ১১২
বহিরাচরণ লাগি দাসীগণ আনে।
কলস লইয়া যবে যায় গঙ্গাস্নানে॥ ১১৩
অন্তঃপুরে ঠাকুরাণী প্রাতঃস্নান করি।
শালগ্রামে সমর্পিয়া তুলসী মঞ্জরী॥ ১১৪
পিঁড়াতে বসিয়া করে 'হরে কৃষ্ণ' নাম।
আতপ তণ্ডুল কিছু রাখে নিজ স্থান॥ ১১৫
ষোল নাম পূর্ণ হৈলে একটি তণ্ডুল।
রাখেন শরাতে অতি হইয়া ব্যাকুল॥ ১১৬
পুলকে পূর্ণিত নেত্রে বহে জলধার।
মধ্যে মধ্যে স্বরভঙ্গ কম্প অনিবার॥ ১১৭
কখন প্রস্বেদ পড়ে বস্ত্র সব ভিজে।
নানা বর্ণ হয় তনু স্তম্ভিত সহজে॥ ১১৮

প্রলয় হইলে মাত্র জিহ্বা নাহি নড়ে।
চীৎকার করিয়া তখনি ভূমে পড়ে॥ ১১৯
নাসিকাতে শ্বাস নাহি উদর স্পন্দন।
দেখি দাসীগণ বেড়ি করয়ে ক্রন্দন॥ ১২০
কতক্ষণ থাকি পুন চেতন পাইয়া।
গড়াগড়ি যায় ধূলি ধূসর হইয়া॥ ১২১
সম্বিত পাইয়া উঠি হাসে খলখলি।
কি বোলে কি করে কিছু বুঝিতে না পারি॥ ১২২
তবে পুনঃ নাম লয়ে ঘর ঘর স্বরে।
দেখি তাঁর অনবস্থা পরাণ বিদরে॥ ১২৩
এইরূপে তৃতীয় প্রহর নাম লয়।
তাহাতে তণ্ডুল সব শরাতে দেখয়॥ ১২৪
তাহা পাক করি শালগ্রামে সমর্পিয়া।
ভোজন করেন কত নির্ব্বেদ করিয়া॥ ১২৫
সেবক লাগিয়া কিছু রাখে পত্র শেষ।
ভক্ত সব আইসে তবে পাইয়া আদেশ॥ ১২৬
বাড়ির বাহিরে চারিদিকে ছানি করি।
ভক্ত সব রহিয়াছে প্রাণমাত্র ধরি॥ ১২৭
কোন ভক্ত গ্রামে কেহ আছে আসপাশে।
একত্র হঞা অভ্যন্তর যান সব দাস॥ ১২৮

* শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া—শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া শ্রীগৌরাঙ্গদেবের দ্বিতীয়া পত্নী। নবদ্বীপবাসী শ্রীসনাতনমিশ্রের কন্যা।

* শ্রীদামোদর পণ্ডিত—শ্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদ। তাঁহারা পাঁচ ভাই। পীতাম্বর, দামোদর, জগন্নাথ, শঙ্কর, নারায়ণ. এই পাঁচ ভাই শ্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদ। শ্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদগণ মধ্যে তাঁহার নিরপেক্ষতা গুণে তিনি মহাপ্রভুর প্রিয় ছিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গসহ পার্ষদগণ তাঁহাকে সদা সম্ভ্রম করে চলতেন। কাহারও কোন ব্যবহারিক দোষ তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইলেই শাসন করিতেন। এমন কি শ্রীমন্মহাপ্রভুকে বলিতে সঙ্কোচ করেন নাই। তাই মহাপ্রভু তাঁহার এই গুণে সুখী হইয়া মধ্যে মধ্যে মায়ের রক্ষণাবেক্ষণের সহায়তায় নবদ্বীপে পাঠাইতেন।

তাবৎ না করে কেহ জলপান মাত্র।
অনন্য শরণ যাতে অতি কৃপাপাত্র॥ ১২৯
পিঁড়াতে কাঁড়ার টানা বস্ত্রের আছয়ে।
তাহার ভিতরে ঠাকুরাণী ঠাড় হয়ে॥ ১৩০
আঙ্গিনাতে সব ভক্ত একত্র হইলে।
দাসী যাই কাঁড়ার রঞ্জেক ধরি তোলে॥ ১৩১
চরণ কমল মাত্র দর্শন পাইতে।
কেহ কেহ ঢলিয়া পড়য়ে কোন ভিতে॥ ১৩২
দেখিতে চরণ-চিত্র করায়ে প্রতীত।
উপমা দিবারে লাগে দুঃখ আর ভীত॥ ১৩৩
তথাপি কহিয়ে কিছু শাখাচন্দ্র ন্যায়।
না কহি রহিতে চাহি রহা নাহি যায়। ১৩৪
উপরে চমকে শুদ্ধ সোনার বরণ।
দশ নখ দশ চন্দ্র প্রকাশে কিরণ॥ ১৩৫
চরণের তল অরুণের পরকাশ।
মধুরিমা সীমা কিবা সুধার নির্য্যাস॥ ১৩৬
তিলার্দ্ধ দর্শন কৈলে কাণ্ডার পড়য়ে।
তবে সেই প্রসাদান্ন বাহির করয়ে॥ ১৩৭
সেবিকা ব্রাহ্মণী দেই এক এক করি।
যে কহু আইসে তার হয়ে বরাবরি॥ ১৩৮
প্রসাদ পাইয়া পুনঃ যথা স্থানে যাইয়া।
রহে যথা কথঞ্চিৎ আহার করিয়া॥ ১৩৯
এইমত প্রত্যহ করে দৈব সেই দিনে।
দেখিয়া নিকট গেলা সব দাসীগণে॥ ১৪০
মহাপ্রভুর বাড়ীর নিকট সেই ঘাট।
স্নানে যাই দাসী দেখে পূর্ব্বকৃত নাট॥ ১৪১
ব্যগ্র হই পুছে কিছু না করে উত্তর।
অবিরত ঝরে মাত্র নয়নের জল॥ ১৪২
মধ্যে মধ্যে "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য" বুলি ডাকে।
অতি আর্ত্ত কণ্ঠস্বর ভেদ হয় শোকে॥ ১৪৩

পুনঃ পুনঃ পুছিতে কহিল এই কথা।
তোমারে কহিলে নির্ব্বাহ নহিব সর্ব্বথা॥ ১৪৪
তাঁরা সব কহে তত্ত্ব কহ দেখি শুনি।
না পারি করিতে কিছু রহিব আপনি॥ ১৪৫
তবে পূর্ব্ব কথা কহে করিয়া বিষাদ।
দাস গদাধর স্থানে হৈল অপরাধ॥ ১৪৬
পণ্ডিত গোঁসাই তারে প্রহেলী কহিল।
পাসরিয়া তাহা আমি কহিতে নারিল॥ ১৪৭
তেঁহো উপেখিল জানি অপরাধ অতি।
অন্ন-জল খাইলে আমার কোন গতি॥ ১৪৮
এতেক কহিয়া পুনঃ মৌন করিল।
দাসী যাই ঠাকুরাণীকে সকল কহিল॥ ১৪৯
শুনিয়া ব্যাকুলতর রহে মৌন করি।
পাক করি শালগ্রামে আগে ভোগ ধরি॥ ১৫০
সর্ব্বভক্ত বাহিরে ঘরে একত্র হইলা।
ভোজন না করি অভ্যন্তরে বোলাইলা॥ ১৫১
গদাধরে কহে একি অপূর্ব্ব কাহিনী।
ব্রাহ্মণ বালক প্রাণ ছাড়ে ইহা শুনি॥ ১৫২
জানিয়া না কহে যদি অপরাধ ভাল।
বিস্মৃতি হইল তাহে কি করু ছাওয়াল॥ ১৫৩
যদি বা আমারে চাহ মোর বোল ধর।
সাক্ষাতে আনিয়া অপরাধ ক্ষমা কর॥ ১৫৪
আমার অগ্রেতে তুমি অকপট হৈয়া।
করহ প্রসাদ অপরাধ ঘুচাইয়া॥ ১৫৫
শুনিয়া শ্রীগদাধর দাস মহাশয়।
আচার্য্য ঠাকুর প্রতি হইলা সদয়॥ ১৫৬
কহিলেক কি করিবেক ব্রাহ্মণ কুমার।
স্বতন্ত্র প্রভুর ইৎসা কি দোষ কাহার॥ ১৫৭
আজ্ঞা দিল লইয়া আইস তিঁহো চলি গেল।
সকল বৃত্তান্ত যাই ঠাকুরে কহিল॥ ১৫৮

শুনি ঠাকুরের হৈল জীবনের আশ।
ধূলা ছাড়ি উঠিলেন ছাড়িয়া নিঃশ্বাস ॥ ১৫৯
এথা ভোগ সরাইয়া ভোজন করিলা।
হেনকালে সেইখানে ঠাকুর আইলা ॥ ১৬০
আসিয়া করিল দণ্ড নিপাত প্রণতি।
পুনঃ উঠে পুনঃ পড়ে করে বহু স্তুতি ॥ ১৬১
অশ্রুকম্প পুলক ভরিল সর্ব্ব গায়।
ভাবাবেশে ঠাকুরাণী কাণ্ডার উঠায় ॥ ১৬২
আচার্য্য ঠাকুর ভাগ্য না যায় বর্ণন।
আপত-মস্তক যেহোঁ পাইল দর্শন ॥ ১৬৩
বাহ্যবৃত্তি গেল পড়ি মূর্চ্ছিত হইলা।
ক্ষণেক সম্বিৎ উঠি চাহিতে লাগিলা ॥ ১৬৪
দেখিল কাণ্ডার টানা তবে আজ্ঞা হৈল।
গদাধর দাসে তুমি দণ্ডবৎ কৈল ॥ ১৬৫
গদাই চরণ ধরি ঠাকুর পড়িলা।
উঠাইয়া আলিঙ্গন প্রসাদ করিলা ॥ ১৬৬
আশীষ করিল "শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু"।
স্ফুরুণ হৃদয়ে তোমা না ছাড়িব কভু ॥ ১৬৭
সর্ব্ব পার্ষদের পায়ে দণ্ডবৎ করি।
উঠিয়া সবার লইল চরণের ধূলি ॥ ১৬৮
তবে প্রসাদান্ন লইয়া আইলা সেখানে।
এক এক করি বাটি দিল সর্ব্বজনে ॥ ১৬৯
কথোদিন রহিলেন তাঁ সবার সঙ্গে।
দেখিল চৈতন্য-ভাব বিরহ তরঙ্গে ॥ ১৭০
শ্রদ্ধা করি এই লীলা শুনে যেই জন।
বৈষ্ণবাপরাধ তার হয় বিমোচন ॥ ১৭১
শ্রীরূপ সপরিবার সর্ব্বস্ব যাঁহার।
তাঁ সবার সুখ লাগি এ লীলা প্রচার ॥ ১৭২
সে সম্বন্ধ গুর্ব্বাদি বর্ণন অভিলাষ।
অনুরাগবল্লী কহে মনোহর দাস ॥ ১৭৩
ইতি—শ্রীমদনুরাগ-বল্ল্যাং শ্রীমদাচার্য্যঠক্কুর চরিত্র বর্ণনে অপরাধ মোচনং নাম দ্বিতীয়া মঞ্জরী।

তৃতীয় মঞ্জরী

তথা রাগ

প্রণমহো গণসহ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য।
করুণা অবধি যাহা বিনু নাহি অন্য ॥ ১
অধমেরে যাচিয়া বিতরে পরমার্থ।
পতিত পাবন নাম এবে সে যথার্থ ॥ ২
এইমতে নবদ্বীপে কথোদিন গেল।
দেখিতে শুনিতে চিত্তে বিস্ময় হইল ॥ ৩
এক ভক্ত ভাব কোটি সমুদ্র গভীর।
সম্যক ইয়ত্তা করিবেক কোন ধীর ॥ ৪
শ্রীগদাধর দাসের কিছু বুঝন না যায়।
বাহিরে না দেখি হিয়া পোড়য়ে সদায় ॥ ৫
কখনো বসিয়া থাকে কিছুই না বোলে।
কভু ইতি-উতি গতি হাসে খলখলে ॥ ৬
কহিতে চৈতন্য কথা উপকথা তোলে।
কখন কি বোলে করে অতি উত্তরোলে ॥ ৭
ক্ষণে অতি সূক্ষ্ম স্বরে মনে মনে কথা।
উত্তর প্রত্যুত্তরে যেন বুঝিয়ে সব্ব থা ॥ ৮
পুলকিত অশ্রুপূর্ণ মন্দ মন্দ হাসে।
ধরনে না যায় অঙ্গ অধিক উল্লাসে ॥ ৯

দশনে রসনা চাপি নেত্র চালাইয়া।
ক্রোধ করি উঠে যেন হুঙ্কার করিয়া ॥ ১০
বদনে অধর খণ্ডি ভ্রূ তরঙ্গিত।
কাতর হইয়া কহে গদ গদ ভাষিত ॥ ১১
ক্ষণেক অন্তরে পুনঃ উন্মত্তের প্রায়।
ঘূর্ণিত অরুণ নেত্রে চতুর্দ্দিকে চায় ॥ ১২
ঘন ঘন শ্বাস ছাড়ে কাহারে না কহে।
অন্তরের দুখে বুক বিদারিতে চাহে ॥ ১৩
অশ্রু আদি কিছুই না দেখি সেই ক্ষণে।
এ ভাবের বিকার জানিব কোন জনে ॥ ১৪
একদিন একজন চরিত্র দেখিয়া।
কিছু মন অন্তরায় হইল চিন্তিয়া ॥ ১৫
চৈতন্য বিরহে সবার দ্রবীভূত মন।
এ ঠাকুর এইমত ফিরেন কেমন ॥ ১৬
দৈবে একদিন তিঁহো নিকট আইলা।
গদাই নিঃশ্বাস তার অঙ্গেতে লাগিলা ॥ ১৭
পুড়িল সে স্থান উঠে চিৎকার করিয়া।
ক্ষণেকে সম্বিৎ পাই পড়িল কান্দিয়া ॥ ১৮
হইয়াছিলা আপনার মনে যে বৃত্তান্ত।
কহিল তাঁহারে সর্ব্ব পাইয়া একান্ত ॥ ১৯
মোর অপরাধ হৈল তোরে না জানিলু
যেন অপরাধ তেনমত শাস্তি পাইলু ॥ ২০
গোসাঞি বোলেন চল কিছু ভয় নাই।
সতত সবার ভাল করুন গোসাঞি ॥ ২১
কখন যদ্যপি তেঁহো থাকেন একান্তে।
বিরহের অত্যন্ত প্রাবল্য হয় চিত্তে ॥ ২২
মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে ভূমির উপরে।
সর্ব্বাঙ্গ স্পন্দন হীন শ্বাস নাহি চলে ॥ ২৩
এইমত কতক্ষণ পড়িয়া থাকিতে।
চেতন পাইয়া উঠি বৈসে আচম্বিতে ॥ ২৪
যেবা বিলপয়ে তাহা কহিল না হয়।
সেইকালে সর্ব্ব মহাভাবের উদয় ॥ ২৫
এ সকল ভাবাবেশ অনুভব করি।
চমৎকৃত হৈয়া মনে বিচার আচরি ॥ ২৬
মহান্তের মুখে আমি যে কথা শুনিল।
অদ্ভুত আখ্যান অতি সংক্ষেপে কহিল ॥ ২৭
ইহারি মধ্যেতে *শ্রীসীতা ঠাকুরাণী
জগত জননী শ্রীঅদ্বৈত গৃহিণী ॥ ২৮
শ্রীযুত *জাহ্নবী সর্ব্ব শক্তি সমন্বিতা।
পতিত পাবনী নিত্যানন্দের বনিতা ॥ ২৯

---

* শ্রীসীতা ঠাকুরাণী—শান্তিপুরনাথ শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্যের পত্নী। আদ্যাশক্তি যোগমায়া ও ব্রজের সুন্দরী সখির মিলনে শ্রীসীতা ঠাকুরাণী অবতীর্ণা হন। সপ্তগ্রামের নারায়ণপুর গ্রামে এক সরো পদ্মপুষ্পের মধ্যে অযোনিসম্ভবা কন্যারূপে তাঁর আবির্ভাব। নারায়ণপুরবাসী শ্রীনৃসিংহ ভাদুড়ী তা আনিয়া পালন করেন। তদবধি শ্রীনৃসিংহ ভাদুড়ীর কন্যারূপে জগতে বিদিত হন। যথাসময়ে শ্রীনৃ ভাদুড়ী স্বীয় কন্যা শ্রী ও সীতা ঠাকুরাণীকে লইয়া শান্তিপুরে আগমন করতঃ শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্যের স বিবাহ দেন। ফুলিয়ার ঘাটে এই বিবাহ কার্য্য সমাধান হয়। তারপর শ্রীসীতা ঠাকুরাণী অদ্বৈত স অবস্থান করতঃ অপ্রাকৃত লীলাপ্রকাশের মাধ্যমে জীবোদ্ধার করেন।

এ দুঁহার চরণ দর্শন পাইল ক্রমে।
আপনাকে মানিলেন সফল জনমে॥ ৩০
বচন না স্ফুরে অশ্রু কম্প পুলকিত।
পুনঃ উঠে পুনঃ পড়ে না পায় সম্বিত॥ ৩১
যে চরণ দরশনে সর্ব্বত্র অভয়।
হেন দরশন পাইল আচার্য্য মহাশয়॥ ৩২
এইমত কতদিন সেখানে রহিলা।
দোঁহার চরণ কৃপা যথেষ্ট লভিলা॥ ৩৩
অতঃপর *অভিরাম গোসাঞির মিলন।
মন দিয়া শুনি সবে অতি বিলক্ষণ॥ ৩৪
শুনি লোকমুখে *কৃষ্ণনগরের কথা।
শ্রীঅভিরাম গোসাঞি প্রকট আছেন তথা॥ ৩৫
নবদ্বীপে বাড়ীর বাহিরে প্রণিপাত।
সর্ব্ব ভক্ত পদধূলি ধরিল সহস্রাত॥ ৩৬
সেকালে বা যেবা হৈল ভাবের বিকারে।
তাহা কি কবির বাপে বর্ণিবারে পারে॥ ৩৭
আবেশে চলিলা তথা দর্শন করিতে।
ক্রমে ক্রমে উত্তরিলা যাইঞা তথাতে॥ ৩৮
দেখিল বসিয়া নিজ পারিষদ সঙ্গে।
আবেশিত চিত্ত কৃষ্ণ কথার তরঙ্গে॥ ৩৯
ইতিমধ্যে যাই কৈল দণ্ডবৎ প্রণাম।
তিঁহো পুছে, "কে তুমি কি তোমার অভিধান" ॥৪০
সবিনয়ে কহে, "মোর নাম শ্রীনিবাস।
বিপ্রবংশে জন্ম প্রভুর দর্শনাভিলাষ" ॥ ৪১

---

* শ্রীজাহ্নবা দেবী—শ্রীজাহ্নবা দেবী প্রভু নিত্যানন্দের পত্নী। শ্রীল সূর্য্যদাসের কন্যারূপে শালিগ্রামে তাঁহার আবির্ভাব। পূর্ব্বাবতারে রেবত রাজার কন্যা বারুণী ও ব্রজের অনঙ্গমঞ্জরীর মিলনেই শ্রীজাহ্নবা নামে প্রকট হন। প্রভু নিত্যানন্দের পর শ্রীজাহ্নবা দেবী তিনবার বৃন্দাবনে গমন এবং গৌরমণ্ডল পরিক্রমা করিয়া প্রভূত জীবের উদ্ধার করতঃ বৈষ্ণব জগতে বহুত কল্যাণ সাধন করেন। খেতুরীর উৎসবে বহু লীলার প্রকাশ করেন। শেষে বৃন্দাবনে গমন করতঃ শ্রীগোপীনাথদেবে অন্তর্দ্ধান করেন।

* অভিরাম গোসাঞি—অভিরাম গোসাঞি প্রভু নিত্যানন্দ পার্ষদ দ্বাদশ গোপালের অন্যতম। ব্রজের শ্রীদাম সখাই ব্রজদেহ লইয়া প্রভু নিত্যানন্দের সঙ্গে গৌড়দেশে আগমন করতঃ শ্রীগৌরাঙ্গসহ মিলিত হন। শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁহার যুগোপযোগী দেহ করাইয়া অভিরাম নাম রাখেন। খানাকুল কৃষ্ণনগরে শ্রীপাট স্থাপন করেন। অভিরামের অপ্রাকৃত লীলা কাহিনী মৎপ্রণীত শ্রীঅভিরাম লীলামৃত দ্রষ্টব্য। অভিরামের অপ্রাকৃত লীলাকীর্ত্তির বহু প্রতীক শ্রীপাট কৃষ্ণনগরে ও অন্যান্য স্থানে অদ্যাপিও বিদ্যমান। তাঁহার প্রণামে বঙ্গদেশ বিগ্রহশূন্য, নিত্যানন্দের ছয় পুত্রের অন্তর্দ্ধান। ষোলসাঙ্গের বংশী দ্বারা বকুলবৃক্ষ সৃষ্টি আদি বহু লীলা করেন। লীলাশেষে নিজ প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মান করাইয়া তাহাতে বিলীন হন। সেই মূর্ত্তি অদ্যাপি শ্রীপাট কৃষ্ণনগরে বিরাজমান।

* কৃষ্ণনগর—হুগলী জেলায় অবস্থিত। হাওড়া—তারকেশ্বর রেলপথে তারকেশ্বর নামিয়া ২০-এ বাসে এখানে যাওয়া যায়।

এত বলি লইলেন চরণের ধূলি।
তিঁহো মাথে হস্ত ধরি হৈলা কুতূহলি ॥ ৪২
কহিল এখানে তুমি রহো কথোদিন।
যে কিছু চাহিবে সব তোমার অধীন ॥ ৪৩
ভাণ্ডারীকে কহিল করিয়া সমাধান।
এত কহি কহে কৃষ্ণ কথার বিধান ॥ ৪৪
ঠাকুর সেদিন সিধা করিল গ্রহণ।
আর দিন হইতে নির্বাহ চিরন্তন ॥ ৪৫
নদী স্নান পুলিনে উদ্যান দরশন।
সেবা অবলোকন কৃষ্ণ কথার শ্রবণ ॥ ৪৬
বাড়ীর পূর্ব্বেতে "রামকুণ্ড" খোদাইতে।
শ্রীমূর্ত্তির ছলে কৃষ্ণ হইলা সাক্ষাতে ॥ ৪৭
শ্রীগোপীনাথ নাম পরম মোহন।
অশেষ বিশেষ রূপে করেন সেবন ॥ ৪৮
সেখানে সুখের সীমা পাইয়া রহিলা।
যে কিছু খরচ ছিল সব নিবাড়িলা ॥ ৪৯
তৎপরে যে পাত্র সঙ্গেতে আছিল।
ক্রমে ক্রমে সেহো সব বিক্রয় হইল ॥ ৫০
পাঁচ গণ্ডা কড়ি সবে রহি গেল শেষ।
সেদিন গোসাঞি কিছু করিল আদেশ ॥ ৫১
অয়ে বাপু, "আজি বড় মনুষ্যের ঘরে।
বিবাহ হইবে তাহা চলয়ে সত্বরে ॥ ৫২
আজি যে খাইয়া তাহা পাইয়া অগ্রেতে।
আর পাঁচদিন নির্বাহ হবে দক্ষিণাতে ॥" ৫৩
শুনিয়া ঠাকুর মৌন করিয়া রহিল।
পুনঃ গোসাঞি সেই কথা কহিতে লাগিল ॥ ৫৪
তবে ঠাকুর কহিলেন খরচ আছয়ে।
কি আছয়ে সত্য কহ গোসাঞি পুছয়ে ॥ ৫৫
পাঁচ গণ্ডা কড়ি আছে শুনিলেন যবে।
বিস্মিত হইয়া মনে বিচারিল তবে ॥ ৫৬
আজি পরীক্ষিব দেখি কি করে ব্রাহ্মণ।
লোকে কহে দেখ কোথা করয়ে রন্ধন ॥ ৫৭
ঠাকুর ষোল কড়া দিয়া তণ্ডুল আনিল।
এক কড়া দিয়া একখানি খোলা নিল ॥ ৫৮
দুই কড়ার কাষ্ঠ এক কড়ার লবন।
লইয়া দারুকেশ্বর নদীতে গমন ॥ ৫৯
বহুত কলার পত্র আছয়ে উদ্যানে।
সহজেই মিলে তাহা কেহ নাহি কিনে ॥ ৬০
তথা স্নান করি যবে পাক চড়াইলা।
চর আসি সব কথা গোসাঞিরে কহিলা ॥ ৬১
গোসাঞি কহিল বৈষ্ণব যাহ চারিজন।
যেখানেতে শ্রীনিবাস করেন রন্ধন ॥ ৬২
লুকাই রহিও আগে দেখা নাহি দিহ।
ভোগ লাগাইলে মাত্র নিকট যাইহ ॥ ৬৩
গোসাঞির আজ্ঞা পাঞা তাহারা চলিল।
ভোগ সারিলেই মাত্র উপস্থিত হৈল ॥ ৬৪
স্ফুট "হরে কৃষ্ণ" নাম কহিতে কহিতে।
উত্তরিলা আসি সবে ঠাকুর অগ্রেতে ॥ ৬৫
বৈরাগীর বেপ ডোর করঙ্গ কৌপীন।
গুদাড় দেখিয়ে অতি বিরক্তের চিহ্ন ॥ ৬৬
তাঁ সবারে দেখি অতি আনন্দিত হৈলা।
বিনয় করিয়া কিছু কহিতে লাগিলা ॥ ৬৭
কৃপা করি যদি ভাগ্যে আইলা আমার।
কিছু এই প্রসাদান্ন কর অঙ্গীকার ॥ ৬৮
তাঁরা কহে, "তাহাই করিব যে কহিলা"।
ঠাকুম কহয়ে, "তবে আমারে কিনিলা" ॥ ৬৯
একদিকে চারি বৈষ্ণবেরে বসাইল।
কলার আঙ্গোট পত্র পাঁচটুক কৈল ॥ ৭০
সমান করিয়া তথি করিল পরোসন।
রঞ্চেক রঞ্চেক করি ধরিল লবন। ৭১

তাঁ সবারে বসাইয়া আপনে বসিলা।
ভোজন করিয়া বড় আনন্দিত হৈলা ॥ ৭২
সন্তোষে বিদায় তাঁরা করিল গমন।
গোসাঞিরে আসি কহে সব বিবরণ ॥ ৭৩
শুনিতেই মাত্র প্রেমে আবিষ্ট হইলা।
গদ গদ স্বরে কিছু কহিতে লাগিলা ॥ ৭৪
চৈতন্যের কালে যেন বৈরাগ্য দেখিল।
আজি সে আছয়ে তাথে আশ্চর্য্য মানিল ॥ ৭৫
মই কহোঁ সব লঞা গেল সেই চোরা।
এ নিমিত্তে পোড়য়ে সতত চিত্ত মোরা ॥ ৭৬
কোন স্থানে কিছু কিছু এখন জানিল।
রাখিয়া গিয়াছে ইহা প্রত্যক্ষ হইল ॥ ৭৭
এতেক কহিতে পূর্ব্ব সুখ স্মৃতি হইলা।
উছলি হুঙ্কার করি ভূমিতে পড়িলা ॥ ৭৮
শ্বাস নাহি চলে কোন অঙ্গ নাহি নড়ে।
দেখিয়া বৈষ্ণব সব হাহাকার করে ॥ ৭৯
আনন্দে মূর্চ্ছিত কতক্ষণ পড়ি আছে।
আচার্য্য ঠাকুর আসি উপনীত পাছে ॥ ৮০
শুনিল বৃত্তান্ত সব অবস্থা দেখিল।
মুখ বুক বহি ধারা পড়িতে লাগিল ॥ ৮১
আর তাঁর প্রেমার বিবর্ত্ত কহি শুন।
মহাপ্রভুর অপ্রকটে উন্মাদালক্ষণ ॥ ৮২
সেরূপ না দেখে কোনখানে প্রেমদান।
নিরানন্দ দেখিয়া সতত দুঃখ পান ॥ ৮৩
"ঘোড়ার চাবুক নাম শ্রীজয়মঙ্গল।"
তাহা মারি করে লোকে প্রেমায় বিহ্বল ॥ ৮৪
তৃতীয় প্রহরে যবে চেতন পাইল।
অষ্ট সাত্ত্বিক ভাব অঙ্গে প্রকট হইল ॥ ৮৫
এই মত কথোক্ষণ অল্প বাহ্য পাইয়া।
সম্মুখ দেখয়ে শ্রীনিবাস দাণ্ডাইয়া ॥ ৮৬
সে চাবুক সেবকের হাত আনাইয়া।
মারয়ে ঠাকুরে যেন ক্রোধ মুখ হঞা ॥ ৮৭
তিনবার যদি সেই চাবুক মারিল।
*মালিনী ব্যাকুল হৈয়া হস্তেতে ধরিল ॥ ৮৮
ভাসাইল কিবা আর করিবারে চাহ।
কি হইল চেষ্টা তাহা বারেক দেখহ ॥ ৮৯
দেখে পুলকিত অশ্রু কম্প থর হরে।
বৈবর্ণ স্বর ভেদ বর্ণ উচ্চারিতে নারে ॥ ৯০
প্রস্বেদ পড়য়ে ক্ষণে হয়ে স্তম্ভাকৃতি।
ক্ষণেকে বঞ্চল প্রায় বাতুলের রীতি ॥ ৯১

---

* মালিনী—ঠাকুর অভিরামের শক্তি ব্রজের বৃন্দাই মালিনীরূপে প্রকট হন। মৎপ্রণীত শ্রীঅভিরাম লীলামৃত গ্রন্থে মালিনীর প্রকট রহস্য বিশেষভাবে বর্ণিত রহিয়াছে। ব্রজের শ্রীদাম সখা ব্রজদেহ লইয়াই গৌড়দেশে আছেন। বৃন্দাবনে অভিরাম স্বশক্তিরূপা এক প্রকাশ করিয়া বাক্সবদ্ধ করতঃ জলে ভাসাইয়া দিলেন। এই বাক্স তাঁহার ইচ্ছা শক্তিতে ভাসিতে ভাসিতে খানাকুলে নদীর পাড়ে ঠেকিল! মালীগণ সেই কন্যা প্রাপ্ত হইলে কাজীর নিকট সংবাদ গেল। কাজী স্বপ্রভাবে সেই কন্যাকে স্বভবনে রাখিলেন এবং কাজীর স্নেহে বর্দ্ধিত হইলেন। এদিকে অভিরাম ভ্রমণ করিতে করিতে খানাকুলের নদীর অপর পাড়ে পৌঁছিলেন। স্নানরতা মালিনী পরপাড়ে অভিরামের ইঙ্গিত পাইয়া তাঁহার সমীপে গমন করতঃ মিলিত হইলেন। তারপর অভিরাম মালিনীসহ খানাকুল কৃষ্ণনগরে শ্রীপাট স্থাপন করিলেন।

যখন সে সঞ্চারি মনেতে আসি হয়।
তখন তেমত করে কহিল না হয়॥ ৯২
পুন কহে মালিনী, গোসাঞি কি কার্য্য করিলা।
ব্রাহ্মণ কুমারের পাঠ বাদ কৈলা॥ ৯৩
কৃপা কর যেন ভক্তি শাস্ত্র অধ্যয়ন।
করিতে না করে বাধ উন্মাদ লক্ষণ॥ ৯৪
ঠাকুর দৈন্য করি পড়ে প্রণতি করিয়া।
গোসাঞি তাঁহার মাথে পদ আরোপিয়া॥ ৯৫
কোলে করি কহয়ে চিবুকে হস্ত দিয়া।
মধুর বচন প্রেমে আবিষ্ট হইয়া॥ ৯৬
কোন চিন্তা নাহি মনে যে ভাবিলা বিধি।
বৃন্দাবন যাহ তাঁহা হবে সর্ব্ব সিদ্ধি॥ ৯৭
এত বলি গলাগলি কান্দিতে লাগিলা।
দোঁহে বিচ্ছেদের লাগি বিকল হইলা॥ ৯৮
এই মত সর্ব্ব ভক্তবর্গ পদধূলি।
লইয়া লইয়া ধরে মস্তক উপরি॥ ৯৯
সে রজনী বঞ্চিলেন ভাবের আবেশে।
উঠিয়া দেখয়ে কিছু রাত্রি আছে শেষে॥ ১০০
চলিয়া আইলা তবে বাড়ীর বাহির।
দণ্ড-পর নাম করে হইয়া অস্থির॥ ১০১
বিস্তর কান্দিলা তথা গড়াগড়ি দিয়া।
সম্বিত পাইয়া বৃন্দাবন মুখী হৈয়া॥ ১০২
সমস্ত দিবস চলে যতেক পারয়ে।
যথা সন্ধ্যা হয় তথা তথ উত্তরয়ে॥ ১০৩
অযাচিত পাইলেই করেন রন্ধন।
ভোজন করয়ে না পাইলে উপসন॥ ১০৪
সদা গর গর তনু মন ভাবোন্মাদে।
নিঃশঙ্কে চলয়ে ক্ষুধা তৃষ্ণা নাহি বাধে॥ ১০৫
স্তম্ভ বা বলয় যবে হয় ভাবোদ্গম।
তবে পড়ি রহে লোকে জানে পথশ্রম॥ ১০৬

কথোদিন উপরান্তে আইলা শ্রীমথুরা।
শোভা দেখিতেই ভাবে আবিষ্ট হইলা॥ ১০৭
সাবধান হঞা তীর্থ আইল বিশ্রান্তি।
স্নান জলপান করি দেহগত শ্রান্তি॥ ১০৮
সেইখানে অন্যোন্যে মাথুর কহে বাত॥
শ্রীরূপের অপ্রাকট্য শুনিল তথাত॥ ১০৯
আস্তে ব্যস্তে যাঞা তাঁরে বার্ত্তা পুছিল।
তিন গোসাঞির তিঁহো নির্বাণ কহিল॥ ১১০
সনাতন অপ্রকট অনেক দিবস।
তারপরে রঘুনাথ ভট্ট স্বেচ্ছাবশ॥ ১১১
সম্প্রতি কথোকদিন রূপ অদর্শন।
কহিল তোমারে এ তিনের বিবরণ॥ ১১২
শুনিতেই মাত্র গাত্রে হইলা বিবর্ণ।
বিলাপ করিতে কণ্ঠে না উচ্চরে বর্ণ॥ ১১৩
পুলকিত অঙ্গ নেত্রে বহে জলধার।
প্রস্বেদ শোভয়ে মুখে মুকুতার বিহার॥ ১১৪
তদুপরি কম্প উঠে হইয়া ব্যাপক।
ক্ষণেক বিবশ কণ্ঠ করে ধক্‌ধক্॥ ১১৫
মূর্চ্ছিত পড়িলা ভূমি হইয়া অচেতন।
নিশ্চল হইল তনু রহে কথোক্ষণ॥ ১১৬
চেতন পাইয়া পুনঃ গড়াগড়ি যায়।
সোনার প্রতিমা যেন ধূলায় লোটায়॥ ১১৭
চিৎকার করিয়া যে করে অনুতাপ।
শুনিয়া ধৈরজ ধরিবেক কার বাপ॥ ১১৮
চৌদিকে কাঁদিয়া লোক পুছে সমাচার।
কে উত্তর দিবে মূলে নাহিক সাস্তার॥ ১১৯
গোসাঞি জীউর সমাচার শুনি মাত্র।
বিকল হইলা ইহা জ্ঞানে বুদ্ধি পাত্র॥ ১২০
সে সময়ে বৃন্দাবনে গমনাগমন।
কেহো নাহি করে, পথ বড়ই বিষম॥ ১২১

দস্যু পশু ভয় পথে যাইতে না পায়।
খরচ বান্ধিলে মাত্র মারিয়া ফেলায়॥ ১২২
তেমত উৎকণ্ঠা যার সে আসিতে পারে।
ঈশ্বরের ইচ্ছা নহে বিচার গোচরে॥ ১২৩
এই ক্রমে সমাচার পাওয়া নাহি যায়।
সব তত্ত্ব মথুরাতে আইলে সে পায়॥ ১২৪
পূর্ব্ব বৃন্দাবন পথ এই মত ছিলা।
কথোদিনে যাতায়াতে সরান হইলা॥ ১২৫
ক্ষণেকে উঠিল ভাব উন্মাদ লক্ষণ!
তারি মধ্যে এই কথা কৈল নির্দ্ধারণ॥ ১২৬
বৃন্দাবন আইলাঙ করিয়া নিশ্চয়।
গত মাত্র করিব রূপ চরণ আশ্রয়॥ ১২৭
রঘুনাথ স্থানে শ্রীভাগবত পঠন।
কায়মনোবাক্যে সনাতনের সেবন॥ ১২৮
সে যদি নহিল তবে যাইয়া কি কাজ।
মরণ না হয় মাথে না পড়য়ে বাজ॥ ১২৯
এতেক চিন্তিতে উঠে উদ্বেগ প্রলয়।
বিবেকের লোপ হৈল পরম চঞ্চল। ১৩০
উলটি চলিলা আগু পাছু না গণিল।
সন্ধ্যা পর্য্যন্ত যত চলিতে পারিল॥ ১৩১
ক্ষুধা তৃষ্ণা শোকাকুল শ্রমযুক্ত হৈলা।
অবশ হইল দেহ পড়িয়া রহিলা॥ ১৩২
চিন্তায় ব্যাকুল রাত্রি নাহি নিদ্রালেশ।
কিছু তন্দ্রা হইল নিদ্রার অবশেষ॥ ১৩৩
সেই স্থানে শ্রীরূপের দর্শন পাইল।
নিরখিতে রূপ নাম যথার্থ জানিল॥ ১৩৪
নহে অতি উচ্চ স্থূল সুবলিত তনু।
বিজুরী চমক জিনি গৌর বরণ॥ ১৩৫
ভ্রভেক শিখামাত্র উড়য়ে বাতাসে।
উচ্চ নাসা অধরে অরুণ পরকাশে॥ ১৩৬
সুরঙ্গ কর চরণতল শোভা করে।
নখচন্দ্র পরকাশ তাহার উপরে॥ ১৩৭
পিরীতে গড়িল দেহ অতি সুকুমার।
বচন রচন কিবা অমৃতের ধার। ১৩৮
কপালে তিলক হরি মন্দির বন্ধান।
কণ্ঠের ভূষণ কণ্ঠী তুলসী নির্ম্মাণ॥ ১৩৯
এই মত দেখি পড়ে দণ্ডবৎ হঞা।
আনন্দ না ধরে অশ্রু পড়ে বুক বাঞা॥ ১৪০
দুই চারি প্রণিপাত করিলা যখন।
তখন করিলা মাথে চরণ অর্পণ॥ ১৪১
উঠাইয়া কোলে করি সুমধুর বাণী।
কহিতে লাগিলা শুনি জুড়ায়ে পরাণী॥ ১৪২
আমার আজ্ঞায় ফিরি যাহ বৃন্দাবন।
ভক্তিগ্রন্থ জীবস্থানে কর অধ্যয়ন॥ ১৪৩
আমার কৃপাতে অর্থ স্ফুরিবে সম্যক।
অল্পদিনে শাস্ত্র পড়ি হইবে অধ্যাপক॥ ১৪৪
উপাসনা করিতে চাহিলা মোর ঠাঞি।
সে আমি গোপাল ভট্ট কিছু ভেদ নাই॥ ১৪৫
তাঁর স্থানে যাঞা তুমি উপাসনা কর।
সর্ব্বসিদ্ধি হবে এই মোর বোল ধর॥ ১৪৬
এত বলি সাশ্রুপাত কৃপাদৃষ্টি করি।
অন্তর্দ্ধান কৈল এথা উঠিলা ফুকারি॥ ১৪৭
'হা রূপ' 'হা রূপ' করি গড়াগড়ি যায়।
সে বিলাপ শুনিতে পরান বাহিরায়॥ ১৪৮
ক্রন্দনের শব্দে লোক বেড়িল ধাইয়া।
পুছিতে লাগিল কত যতন করিয়া॥ ১৪৯
কে তুমি বা কেন কর এতেক প্রমাদ।
শুনিতে বিদরে হিয়া তোমার বিষাদ॥ ১৫০
ভাবাবেশে প্রমত্ত ঠাকুর অবিরত।
কিছু নাহি শুনে কেবা কিবা কহে কত॥ ১৫১

কাতরতা দেখি লোক ব্যাকুল হইয়া।
সবার পড়য়ে অশ্রু বুক বহিঞা॥ ১৫২
কথোক্ষণ এইমত বিলাপ করিতে।
শিথিল হইল দেহ মূর্চ্ছা আচম্বিতে॥ ১৫৩
পড়িয়া রহিলা এক অঙ্গ নাহি নড়ে।
দেখি দুঃখে লোক সব হাহাকার করে॥ ১৫৪
মুহূর্ত্তেক এই রূপে রহিলা স্তব্ধ হঞা॥
পুনরপি উঠি বসি চেতন পাইঞা॥ ১৫৫
বিচারিল গোসাঞি যে কৈল আজ্ঞাদান।
সে মোর অভীষ্ট তথি দেখিয়ে কল্যাণ॥ ১৫৬
উঠি বৃন্দাবন পথে করিল প্রয়াণ।
দেখিতে না পায় অশ্রু ভরিল নয়ান॥ ১৫৭
যবে শ্রীআচার্য্য ঠাকুর মনে কৈল শ্রীবৃন্দাবন।
যাত্রা কৈল প্রেমাবেশে গরগর মন॥ ১৫৮
এথা জীব গোসাঞিরে সেই নিশাভাগে।
স্বপনে শ্রীরূপ কহে করি অনুরাগে॥ ১৫৯
বৈশাখী পূর্ণিমা সন্ধ্যা-আরতির কালে।
গৌড়দেশ হইতে যে বিপ্র আসি মিলে॥ ১৬০
শ্রীগোবিন্দ দরশন সবাকার পাছে।
করিব সে প্রেমাবেশে হেন কথা আছে॥ ১৬১
গৌরবরণ তনু নাম শ্রীনিবাস।
আমার আজ্ঞায় তারে করিহ বিশ্বাস॥ ১৬২
বিরহে গোপাল ভট্ট গোসাঞি রাত্রি-দিনে।
জাগ্রত নিদ্রায় স্ফূর্ত্তো কথা শ্রীরূপ সনে॥ ১৬৩
সে রাত্রি কহিল আজি ব্রাহ্মণ কুমার।
যে আসিব তাঁরে তুমি করিহ অঙ্গীকার॥ ১৬৪
হেন মতে সন্ধ্যা পূর্ব্বে বৃন্দাবন আইলা।
চক্রবেড় দেখি বৃত্তান্ত পুছিলা॥ ১৬৫
লোকে কহে গোবিন্দের আরতি সময়।
ঝাট যাহ দরশনে যদি বাঞ্ছা হয়॥ ১৬৬
শুনিতেই ত্বরাযুক্ত ধাইয়া চলিলা।
মহাভীড় প্রবেশ করিতে না পারিলা॥ ১৬৭
পাছে রহি শ্রীমুখারবিন্দ নিরখিতে।
অশ্রু ভরিল নেত্র না পায় দেখিতে॥ ১৬৮
আরত্তি সারিলে বড় সমৃদ্ধ হইলা।
ঠাকুর যাইয়া এক পাশেতে বসিলা॥ ১৬৯
অশ্রু কম্প পুলক প্রকট দেখি গায়।
শ্রীমুখ দর্শন সুখ অঙ্গে না থাময়ে॥ ১৭০
হেথা শ্রীজীব গোসাঞি সর্ব্বত্র চাহিল।
মহাভীড়ে কোনখানে দেখিতে না পাইল॥ ১৭১
মনে বিচারয়ে অতি বিস্মিত হইয়া।
গোসাঞি কহিল মোরে নিশ্চয় করিয়া॥ ১৭২
সে বচন কখন কি অন্যমত হয়।
ভীড় গেল এখন কি করিয়ে উপায়॥ ১৭৩
এতেক বিচারি জনা পাঁচ সাত লঞা।
আপনে দেখিয়া বুলে স্থানে স্থানে যাঞা॥ ১৭৪
দেখে দ্বার নিকট ভিতরি স্থান হয়।
বসিয়াছে কেহো হেন মোর চিত্তে লয়॥ ১৭৫
সেইখানে যাইয়া আপনে উপনীত।
ভাবাবেশে দেখিয়া হইলা আনন্দিত॥ ১৭৬
শ্রীগোসাঞি জিউর আজ্ঞা অনুরূপ দেখিলা।
নিঃসন্দেহ লাগি তবে পুছিতে লাগিলা॥ ১৭৭
ঠাকুর দেখিতে, জানি শ্রীজীব গোসাঞি।
আস্তে ব্যস্তে অশ্রু মুছি পড়িলা তথাই॥ ১৭৮
সেকালের দৈন্য যেবা শুনিবারে পায়।
আছুক মনুষ্য কাষ্ঠ পাষাণ মিলায়॥ ১৭৯
সম্ভ্রমে উঠায়া গোসাঞি কৈল কোলে।
অশ্রুযুক্ত হৈয়া কিছু গদ্‌গদ্ বোলে॥ ১৮০
তোমা লাগি শ্রীগোসাঞি আমারে কহিল।
ভাল হৈল অচিরাতে দর্শন পাইল॥ ১৮১

ার ভাগ্যে মোর প্রভু সদয় হইয়া ।
তামা হেন বান্ধবেরে দিলা মিলাইয়া ॥ ১৮২
কত্র রহিব কেহো কোথাহ না যাব ।
নিরন্তর কৃষ্ণ কথা আস্বাদ করিব ॥ ১৮৩
াকুর স্বপ্নের কথা সকলি কহিল ।
শুনিয়া আনন্দে পুনঃ পুনঃ আলিঙ্গিল ॥ ১৮৪
াতে ধরি গোবিন্দের রসোইয়া আনিয়া ।
সোইয়া দ্বারায় প্রসাদ পাওয়াইয়া ॥ ১৮৫
াপন বাসাকে আনি দিল বাসস্থান ।
াহাতে হয়েন সর্ব্বরূপে সমাধান ॥ ১৮৬
তনমত সেই স্থানে সে রাত্রি বঞ্চিঞা ।
প্রাতঃকালে যমুনায় স্নানাদি করিয়া ॥ ১৮৭
াকুরকে সঙ্গে লঞা আপনে গোসাঞি ।
াইলেন শ্রীরাধারমনে সুখ পাই ॥ ১৮৮
দখিলা গোপাল ভট্ট আছেন বসিয়া ।
লি চলি সেই স্থানে উত্তরিলা গিয়া ॥ ১৮৯
যাগ্য সম্ভাষ করি আসনে বসিলা ।
র্বাপর সব সমাচার নিবেদিলা ॥ ১৯০
শুনিতেই ভট্ট গোসাঞির হইল আবেশ ।
কহে কালি এমতি হৈয়াছে প্রত্যাদেশ ॥ ১৯১
শ্রীরূপ বিরহে ভট্ট দুঃখিত অপার ।
শিষ্য কি করিব দেহ হইয়াছে ভার ॥ ১৯২
তথাপি স্বপ্নের কথা শুনিয়া দোঁহার ।
নিজ স্বপ্ন চিন্তি বহু করিল সৎকার ॥ ১৯৩
তাঁহার যে আজ্ঞা মোর কর্ত্তব্য সেই সে ।
াবে যে কহিবে তাহা করিব সন্তোষে ॥ ১৯৪
ানিল শ্রীগোসাঞি হইয়া অনুকূল ।
মিলাঞা দিলেন মোরে রতন অমূল ॥ ১৯৫
একথা শুনিয়া আচার্য্য ঠাকুর ।
ও প্রণিপাত করে রহে অশ্রুপুর ॥ ১৯৬

হেনকালে শ্রীজীব গোসাঞি কহে বাণী ।
দ্বিতীয় দিবস কালি ভাল অনুমানি ॥ ১৯৭
তথাস্তু তোমার মুখে যে হইল কথা ।
তাথে কোন দোষ নাই উত্তম সর্ব্বথা ॥ ১৯৮
এত বলি ভট্ট গোসাঞি কাতর বয়ানে ।
গৌড়দেশের বার্ত্তা পুছে হঞা সকরুণে ॥ ১৯৯
মহাপ্রভুর পরিবারের অবস্থা শুনিয়া ।
বিস্তর কান্দিলা তিনে ফুৎকার করিয়া ॥ ২০০
সেকালের বিলাপ কে বর্ণিবারে পারে ।
মনুষ্য থাকুক গাছ পাথর বিদরে ॥ ২০১
এইমত ইষ্টগোষ্ঠী কতক্ষণ কৈল ।
তবে বাসা যাইবারে আজ্ঞা মাগিল ॥ ২০২
গোসাঞি নিসকড়ি প্রসাদ আনাইয়া দিল ।
ঠাকুরের দর্শন করাই বিদায় করিল ॥ ২০৩
দোঁহে নতি কৈল ভট্ট গোসাঞি আলিঙ্গন ।
এইমন সেইদিন বাসারে গমন ॥ ২০৪
প্রাতঃকালে স্নানাদি করিয়া তেন মতে ।
শ্রীজীব গোসাঞির সঙ্গে আইলা ত্বরিতে ॥ ২০৫
ঠাকুর সেবাতে ভট্ট গোসাঞি আছিলা ।
নতি-স্তুতি করি দোঁহে আসনে বসিলা ॥ ২০৬
শ্রীজীব গোস্বামী পূজা সামগ্রী যে কৈলা ।
আচার্য্য ঠাকুর হস্তে দিয়া লৈয়া গেলা ॥ ২০৭
তাহা দিয়া ভট্ট গোসাঞি করিল সেবন ।
করুণা ভরিল অঙ্গে নহে সম্বরণ ॥ ২০৮
প্রথমে করিল কৃপা শ্রীহরি নাম ।
তবে রাধাকৃষ্ণ দুই মন্ত্র অনুপাম ॥ ২০৯
পঞ্চনাম শুনাইয়া সিদ্ধনাম দিল ।
"শ্রীমনিমঞ্জরী" গুরু মুখেতে শুনিল ॥ ২১০
আপনার নাম কহে "গুনমঞ্জরী" ।
শ্রীরূপ স্বাক্ষর গণোদ্দেশ মধ্যে ধরি ॥ ২১১

তথাহি—

লবঙ্গমঞ্জরী রূপমঞ্জরী গুণমঞ্জরী।
ভানুমত্যন্য পর্য্যায়া সুপ্রিয়া রতিমঞ্জরী।
রাগলেখা কলাকেলিমঞ্জুলাদ্যাস্তুদাসিকা॥ ২১২

সেবা পরায়না সখী পরিচর্য্যা প্রধান।
অতএব দাসী বলি কহয়ে আখ্যান॥ ২১৩
এই ব্রজ বৃন্দাবনে পরকীয়া লীলা।
স্মরণ মঙ্গলে শ্রীরূপ দিশা দেখাইলা॥ ২১৪
শ্রীরূপমঞ্জরী যূথে সবার অনুগতি।
যে মত ভাবনা তেমত হয়ে প্রাপ্তি॥ ২১৫
শ্রীরাধারমণ হয় ব্রজের কুমার।
বাসুদেবাদি স্পর্শ নাহিক রাধার॥ ২১৬
তেকারণে শ্রীরূপ গোসাঞি মনোরথ।
কহিল যাহাতে জানি উপসনা পথ॥ ২১৭

তথাহি—শ্রীমদ্রূপচরণৈঃ—

গোপেশৌ-পিতরৌ তবাচলধর শ্রীরাধিকা প্রেয়সী।
শ্রীদামাসুবলাদয় চ সুহৃদো নীলাম্বরঃ পূর্ব্বজঃ॥
বেণুর্ব্বাদ্যমলঙ্কৃতিঃ শিখিদলং নন্দীশ্বরোমন্দিরং।
বৃন্দাটব্যপিনিস্কুটঃ পরমতোজানামিনান্যৎপদে॥২১৮

সে রাধারমণ হয় শচীর নন্দন।
অভেদ করিয়া সদা করিহ ভাবন॥ ২১৯
শ্রীভাগবতের শ্লোক পরিভাষা রূপে।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যাষ্টকে কহিল শ্রীরূপে॥ ২২০

তথাহি—শ্রীভাগবতে—

ইতি দ্বাপর উর্ব্বীশস্তুবন্তি জগদীশ্বরং।
নানাতন্ত্র বিধানেন কলাবপি তথা শৃণু॥
কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদং।
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তিহি সুমেধসঃ॥ ২২১

শ্রীরূপকৃতশ্লোকৌ—

কলৌ যং বিদ্বাংস স্ফুটমভি যজন্তেদ্যুতিভরাদ-
কৃষ্ণাঙ্গং কৃষ্ণং সখাবিধিভিরুৎকীর্ত্তনময়ৈঃ।
উপাস্যঞ্চ প্রাহুর্যামখিল চতুর্থাশ্রম যুষাং,
সদেবশ্চৈতন্যাকৃতিরতিতরাং ন কৃপয়তু॥ ২২২

নপারং কস্যাপি প্রণয়িজনবৃন্দস্য কুতুকী—
রসস্তোমং হৃত্বামধুরমুপভোক্তুংকমাপ যঃ।
রুচং স্বামাবব্রেদ্যুতিমিহ তদীয়াং প্রকটয়ন্
সদেবশ্চৈতন্যাকৃতিরতিতরাং ন কৃপায়তু॥ ২২৩

শ্রীমদ্দাসগোস্বামিনোক্তং ঃ—

ন ধর্ম্মং না ধর্ম্মং শ্রুতিগণনিরুক্তং কিলকুরু
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ প্রচুর পরিচর্য্যামিহতনু।
শচীসুনং নন্দীশ্বর পতিসুতত্বে গুরুবরং
মুকুন্দ শ্রেষ্ঠত্বে স্মর নম তদাত্বং শৃণু মনঃ॥ ২২৪

এই তিন শ্লোকার্থ অভিপ্রায় নির্দ্ধার।
শ্রীশচীনন্দন হয় ব্রজের কুমার॥ ২২৫
শ্রীরাধিকার ভাবকান্তি অঙ্গীকার করি।
শ্রীনবদ্বীপে অবতীর্ণ গৌরহরি॥ ২২৬
ব্রজেন্দ্র নন্দন ব্রজে বহু যত্ন কৈল।
* তিন কার্য্য মনোবাঞ্ছা পূরণ নহিল॥ ২২৭

---

* তিনকার্য্য মনোবাঞ্ছা—তিন বাঞ্ছা সম্পর্কে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে উক্ত শ্রীস্বরূপ দামোদর কড়চার বর্ণন
যথা— শ্রীরাধায়া প্রণয়মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবা স্বাদ্যো. যেনাদ্ভুত মধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ
সৌখ্যং চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বেত্তি লোভাৎ, তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌহরীন্দুঃ॥
এতদনুকরণে পদকর্ত্তা শ্রীবলরাম দাস গাহিয়াছেন :
কৈছন তুয়া প্রেমা, কৈছন মধুরিমা, কৈছন সুখে তুঁহু ভোর॥
এ তিন বাঞ্ছিত ধন, ব্রজে নহিল পূরণ, কি করিব না পাইয়া ওর॥

া বিষয়ক রাধা প্রেমার বিধান।
জাতীয় তাহা যত্নে নাহি হয়ে জ্ঞান ॥ ২২৮
ার মাধুরী কোন প্রকার আস্বাদ।
ত বা রাধিকার হয়ত আহ্লাদ ॥ ২২৯
র স্পর্শে শ্রীরাধিকার যে আনন্দ সিন্ধু।
াদিতে নারি আমি তার এক বিন্দু ॥ ২৩০
এব রাধাভাব না কৈলে অঙ্গীকার।
তিন আস্বাদন না হন সুসার ॥ ২৩১
তারী অবতীর্ণ মূল প্রয়োজন।
ুসঙ্গিক যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তন ॥ ২৩২
সময়ে অবতারী হয়েন প্রকট।
ক যুগ অবতার না রহে নিকট ॥ ২৩৩
তারী মধ্যে অবতারের প্রবেশ।
র্থের সংক্ষেপ সার কহিলাঙ শেষ ॥ ২৩৪
শ্চ গোস্বামী জিউর আশঙ্কা উপজিলে।
মু খ অর্থবাদ মনে পড়ি গেল ॥ ২৩৫
কহে মহাপ্রভু করিয়াছেন সন্ন্যাস।
গ্রহণে হয় নারায়ণ প্রকাশ ॥ ২৩৬
ই লক্ষ্য করি কহে এতেক মহিমা।
অভিপ্রায় হয় পাইলাঙ সীমা ॥ ২৩৭
নহে চতুর্থাশ্রম সন্ন্যাসীর গণ।
সবার উপাস্য ইহোঁ ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥ ২৩৮
্যস্ত রহস্য সার শুনাইল কথা।
ূপ করুণাপাত্র জানিয়া সর্ব্বথা ॥ ২৩৯
াবতা উপাসনা কহিল তোমারে।
মে ক্রমে জ্ঞান হবে হবে ইহার বিস্তারে ॥ ২৪০
ভক্তি বিলাস "রসামৃত সিন্ধু" মাঝে।
বা সাধনের রীত প্রকট বিরাজে ॥ ২৪১

কিন্তু অধিকারী অনুরূপ অধিকার।
সমস্ত দেখিবা পরিপাটি আপনার ॥ ২৪২
ঠাকুর একান্তে বসি ক্রমে মন্ত্রস্মৃতি।
যথাযোগ্য সর্ব্বত্র কৈল দণ্ডবৎ প্রণতি ॥ ২৪৩
এত বলি মধ্যাহ্ণ আরতি করিয়া।
চতুঃসম তুলস্যাদি মঞ্জরী বাঁটিয়া ॥ ২৪৪
অদ্ভুত ঘৃতপক্ক প্রসাদ আনিল।
বিবিধ প্রকার তাহা পরিবেশন কৈল ॥ ২৪৫
ভট্ট গোসাঞি না বসিলে না বৈসয়ে দোঁহে।
ইহা জানি বসিলেন পরিবেশে কেহো ॥ ২৪৬
সেখানে বৈষ্ণব নামা যে কহো আছিলা।
সবাকে আনিয়া আগে বসাইয়া দিলা ॥ ২৪৭
নানাবিধ কৃষ্ণ কথা করি আস্বাদন।
আনন্দে করিল মহাপ্রসাদ ভোজন ॥ ২৪৮
আচমন করি কর্পূর তাম্বূল দিলা।
সর্ব্বাঙ্গে চন্দন গলে প্রসাদী মালা। ২৪৯
পুনঃ সম্ভাষিয়া নিজ নিজ বাসা গেলা।
এই মত বৃন্দাবনে বসতি করিলা ॥ ২৫০
শ্রীরূপ সপরিবার সর্ব্বস্ব যাঁহার।
তাঁ সবার সুখ লাগি এ লীলা প্রচার ॥ ২৫১
সে সম্বন্ধ গুর্ব্বাদি বর্ণন অভিলাষ।
অনুরাগবল্লী কহে মনোহর দাস ॥ ২৫২

ইতি—শ্রীমদনুরাগবল্ল্যাং শ্রীমদাচার্য্য ঠাকুর চরিত্র
বর্ণনে শ্রীগোপাল ভট্ট কারুণ্যং নাম
তৃতীয় মঞ্জরী।

চতুর্থ মঞ্জরী

"প্রণমহো গণসহ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য।
করুণা অবধি যাহা বিনু নাহি অন্য॥ ১
অধমেরে যাচিয়া বিতরে পরমার্থি।
পতিত পাবন নাম এবে সে যথার্থ॥ ২
এইমত *মদনমোহন *গোপীনাথ।
দর্শনাদি করি জন্ম করিল মানিল কৃতার্থ॥ ৩
শ্রীমদনগোপাল *শ্রীগোবিন্দ নিকট।
শ্রীরাধিকাজীউ পূর্ব্ব না ছিলা প্রকট॥ ৪
*প্রতাপরুদ্রের পুত্র পুরুষোত্তম জানা।
একথা শুনিয়া মনে বাড়িল করুণা॥ ৫
অনেক যতন করি অদ্ভুত প্রতিমা।
করি করি পাঠাইল পেল অনুপমা॥ ৬
আগরা পর্য্যন্ত যবে আসি পঁহুছিলা।
মদনমোহন তবে ভঙ্গী উঠাইলা॥ ৭
স্বপ্নে অধিকারী প্রতি কহেন বচন।
"বাহিনী সাজিয়া ত্বরা করহ গমন॥ ৮
দুই বিগ্রহ পাঠাইল রাধিকার ভানে।
সে নহে দোঁহার ভেদ কেহ নাহি জানে॥ ৯

● মদনমোহন—শ্রীমদনমোহন শ্রীবিগ্রহের সেবা শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী প্রকাশ করেন। কুব্জা সেবিত শ্রীমদনমোহন শ্রীবিগ্রহ কালক্রমে কুঞ্জ মধ্যে বিরাজ করিতেছিল। শ্রীগৌরাঙ্গের আবির্ভাবের বহু পূর্ব্বে শ্রীঅদ্বৈত প্রভু তীর্থভ্রমণ উপলক্ষ্যে বৃন্দাবনে উপনীত হইলে শ্রীমদনমোহনদেব স্বপ্নাদেশ প্রদানে প্রকট হন। অদ্বৈত প্রভু কুঞ্জ হইতে শ্রীবিগ্রহ প্রকট করিয়া বর্ত্তমানে শ্রীঅদ্বৈত বটের তলে ঝুপড়ি করিয়া শ্রীমূর্ত্তি স্থাপন করেন। তৎপরে স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া শ্রীদামোদর চৌবের সমীপে শ্রীমূর্ত্তি প্রদান করতঃ গৌড়দেশে আগমন করেন। কিছুকাল পরে শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী ব্রজে গমন করিয়া চৌবে গৃহ হইতে শ্রীমদনমোহনে আনিয়া যমুনার সূর্য্যঘাটের সুরমা টিলার উপর কুটীর নির্ম্মাণ করতঃ সেবা স্থাপন করেন। কতদিন পরে প্রভু মদনমোহন এক অপ্রাকৃত লীলা প্রকাশের মাধ্যমে কৃষ্ণদাস কর্পূর নামক মুলতান দেশীয় এক ক্ষত্রিয়ের দ্বারা মন্দিরাদি নির্ম্মাণ করান। শ্রীসনাতন গোস্বামী এই সেবা শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারীকে অর্পণ করেন। এতৎ বিষয়ে শ্রীসাধন-দীপিকা গ্রন্থের বর্ণন যথা—

"শ্রীল সনাতন গোস্বামিনা স্বস্যাতীবান্তরঙ্গায় শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারীণে শ্রীমদনগোপাল দেবস্য সেবা সমর্পিতা"।

* শ্রীগোপীনাথ—শ্রীরাধাগোপীনাথদেব শ্রীবিগ্রহ বংশীবটতট হইতে শ্রীপরমানন্দ গোস্বামী কর্তৃক প্রকটিত। তথাহি শ্রীসাধন দীপিকা—

"রাধাগদাধর ছাত্রঃ পরমানন্দ নামকঃ।
যস্তে নাস্য প্রকটিতো গোপীনাথোদয়াম্বুধি॥
বংশীবটতটে শ্রীমদ্ যমুনোপতটে শুভে।"

এই সেবা শ্রীমধু পণ্ডিত প্রাপ্ত হন। এতদ্বিষয়ে বর্ণন যথা : তথাহি—শ্রীসাধন দীপিকা—শ্রীগোপীনাথস্য সেবা শ্রীপরমানন্দ গোস্বামীনা শ্রীমধু পণ্ডিত গোস্বামীনে সমর্পিতা।

দোঁহাতে যে বড় তিঁহো হয়েন ললিতা।
ছোট জনা রাধারূপ গুণ সুবলিতা॥ ১০
আমার আজ্ঞায় যাঞা আনহ দোঁহারে।
দক্ষিণ বামেতে রাখ কহিল তোমারে॥ ১১
অদ্ভুত শুনিয়া শীঘ্র অধিকারী গিয়া।
আজ্ঞা প্রতিপালন কৈল সাবধান হঞা॥ ১২
অপরূপ এ কথা শুনিয়া বড় জানা।
কিমিতি কর্ত্তব্য মনে করেন ভাবনা॥ ১৩
ইতিমধ্যে নীলাচল চন্দ্র চক্রবেড়ে।
অত্যদ্ভুত রূপ কেহো বুঝিতে না পারে॥ ১৪
সবে জানে ইঁহো হন লক্ষ্মী ঠাকুরাণী।
মন্দিরের পাছে সেবা পরম মোহিনী॥ ১৫
তিঁহ স্বপ্নে আজ্ঞা দিলা হইয়া প্রকট।
আমি রাধা মোরে পাঠাও গোবিন্দ নিকট॥ ১৬
আজ্ঞা পাইয়া প্রেমানন্দে বিহ্বল হইয়া।
ত্বরা করি গোবিন্দ নিকট পাঠাইলা॥ ১৭
মহা অভিষেক করি বসাইলা বামে।
শ্রীরাধিকা শ্রীগোবিন্দ শোভা অনুপামে॥ ১৮
শ্রীগোপীনাথ নিকটে শ্রীরাধা বিনোদিনী।
বিগ্রহেতে ছোট রূপে পরম মোহিনী॥ ১৯
শ্রীজাহ্নবা ঠাকুরাণী যবে বৃন্দাবন।
আসিয়া করিল সর্ব্ব ঠাকুর দর্শন॥ ২০
গোপীনাথে ঠাকুরাণী ছোট দেখিলেন।
তবহিঁ বিচার মনে দৃঢ় করিলেন॥ ২১
কথোদিন উপরান্তে প্রেমে মত্ত হঞা।
শ্রীগৌড়দেশে শুভাগমন করিয়া॥ ২২
অতি বিলক্ষণ মূর্ত্তি করিয়া প্রকাশ।
তাঁহা লইয়া গোপীনাথে আসি কৈল বাস॥ ২৩
অভিষেক করি বামদিগে বসাইলা।
পূর্ব্ব ঠাকুরাণী দক্ষিণ দিগেতে রাখিলা॥ ২৪
অসীম মাধুরী অনুভবি ক্ষণে ক্ষণে।
রসবেশে মত্ত নাহি নিজানুসন্ধানে॥ ২৫
কথোদিন আপনে পাক সুরস করিয়া।
প্রত্যহ লাগান ভোগ আনন্দিত হৈয়া॥ ২৬
এইত কহিল তিন ঠাকুর বিবরণ।
যাহার শ্রবণে ভক্তগণ রসায়ন॥ ২৭
গোবিন্দ দক্ষিণে মহাপ্রভুর অবস্থান।
যেরূপে হইল আগে কহিব আখ্যান॥ ২৮
শ্রীজীব গোসাঞির স্থানে পড়িতে আরম্ভ।
করিল আচার্য্য ঠাকুর হইঞা নির্দ্দম্ভ॥ ২৯
শ্রীজীব স্বহস্ত সেবা রাধা-দামোদর।
তাঁরে গোসাঞির প্রেমে প্রণাম বিস্তর॥ ৩০
শ্রীভাগবতার্থাদি গোসাঞির গ্রন্থ।
রসামৃতসিন্ধু আদি যতেক প্রবন্ধ॥ ৩১

---

* শ্রীগোবিন্দ—শ্রীগোবিন্দ দেব শ্রীপাদ শ্রীরূপ গোস্বামী কর্ত্তৃক বৃন্দাবনে গোমাটিলা হইতে প্রকটিত। শ্রীরঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী শিষ্য জয়পুর রাজ মানসিংহ শ্রীগোবিন্দের মন্দির নিম্মান করাইয়া মকর কুণ্ডলাদি অর্পণ করেন। শ্রীবিগ্রহগণের রহস্য বিশেষভাবে জানিতে চাহিলে মৎপ্রণীত শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব তীর্থ পর্য্যটন পড়ুন।

* প্রতাপরুদ্র। মহাপ্রভু সন্ন্যাস করিয়া নীলাচলে পৌঁছিলে তাঁহার মহিমা শ্রবণ করিয়া দর্শনে ব্যাকুলিত হন। মহাপ্রভুর দর্শন বিহীন তিনি রাজ্য ছাড়িয়া সন্ন্যাসী হইতে বাসনা করিলেন। প্রভু তাঁহাকে প্রথমে দর্শন প্রদান করিতে না চাহিলেও শেষে তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তির ঐতিহ্য প্রকাশ করাইয়া দর্শন প্রদান করিলেন।

স্নানমন্ত্র জপ ভোজন সময় ছাড়িয়া।
অনীশ গ্রন্থানুভব সাশ্রু-নেত্র হৈয়া ॥ ৩২
পড়িতে পুস্তক দেখি আপনেই যায়।
মধ্যে মধ্যে অর্থ জীব গোসাঞির সুধায় ॥ ৩৩
কয়েক বৎসরে গ্রন্থ সমস্ত পড়িল।
সিদ্ধান্ত-সার রস-সার সকল জানিল ॥ ৩৪
ইতিমধ্যে একদিন আচার্য্য ঠাকুর।
স্নান করিবারে গেলা যমুনার কুল ॥ ৩৫
এথানে শ্রীজীব শ্রীউজ্জ্বল পড়াইতে।
সিদ্ধান্ত উঠিল এক না হয় বিদিতে ॥ ৩৬
মথুরাতে কৃষ্ণ গেলে ব্রজবৃন্দাবনে।
যেমত দেখিল বৃক্ষ রহে তেনমতে ॥ ৩৭
কিন্তু ব্রজদ্বারে এক কদম্বের পোতে।
রোপন করিয়া কৃষ্ণ গেলা মথুরাতে ॥ ৩৮
সে বৃক্ষ লাগিল তাহে লাগি গেল ফুল।
ভ্রমর-ভ্রমরী মধুপানেতে আকুল ॥ ৩৯
ইহা দেখি ব্রজজন না ধরে পরাণ।
একদিন কৃষ্ণ গেলা করে অনুমান ॥ ৪০

তথাহি - শ্রীমদুজ্জ্বলনীলমনৌ উদ্দীপন বিভাবে।
সখি রোপিত দ্বিপত্রঃ শতপত্রাক্ষেণ যো ব্রজদ্বারি।
সোঽয়ং কদম্বডিম্ভঃ ফুল্লো বল্লববধূস্তুদতি ॥ ৪১
ইহার ব্যাখ্যানযোগ্য যোগ্য লোকসঙ্গে।
উঠিল বিরহ সিন্ধু বিচার তরঙ্গে ॥ ৪২
কেহো কোনরূপ কহে স্থাপিতে না পারে।
গোসাঞি ভাবয়ে মনে না হয়ে নির্দ্ধারে ॥ ৪৩
ইতিমধ্যে শ্রীআচার্য্য ঠাকুর আইলা।
পুছে কি বিচার কেনে মধ্যাহ্ন নহিলা ॥ ৪৪
তবে তারে বৃত্তান্ত কহিল গোসাঞি।
শুনি হাসি কহে শ্লোকের অর্থ অবগাই ॥ ৪৫
মোর মনে এক অর্থ স্ফুরিল সম্প্রতি।
গোসাঞি কহয়ে কহ হউ অব্যাহতি ॥ ৪৬
তবে শ্রীআচার্য্য ঠাকুর কহিতে লাগিলা।
আভাস শুনিতে গোসাঞি প্রেমাবিষ্ট হৈলা ॥
কহিল সকল বৃক্ষ যেমত দেখিলা।
তেমত ধ্যান কৃষ্ণ করিতে লাগিলা ॥ ৪৮
তাথে যথাবৎ রূপ সব বৃক্ষ আছে।
দিন দিন বাড়ে যে রোপিয়া আসিয়াছে ॥ ৪৯
যখন রোপিত বৃক্ষ মনেতে পড়য়।
মনে করে আজি বৃক্ষ এত বড় হয় ॥ ৫০
কৃষ্ণ-ধ্যান অনুরূপ বৃক্ষের উন্নতি।
পুষ্পিত হইল মধুপিয়ে অলি তথি ॥ ৫১
আচার্য্য ঠাকুর মুখে এ ব্যাখ্যা শুনিয়া।
কান্দিলা সগণ গোসাঞি বিস্মিত হইয়া ॥ ৫২
স্বপ্নে শ্রীগোসঞিজিউ যে মোরে কহিল।
তাহার প্রত্যক্ষ ফল আজি সে পাইল ॥ ৫৩
জানিল তাঁহার পূর্ণ করুণা তোমাতে।
অন্যথা এ অর্থ স্ফুরে কাহার জিহ্বাতে ॥ ৫৪
দোঁহে দোঁহা দণ্ডবৎ প্রেমে কোলাকুলি।
নেত্রে জলধার অঙ্গে পুলক আঙলি ॥ ৫৫
কথোক্ষণ উপরান্তে স্নানাদি করিয়া।
ভোজন করিল দোঁহে গোবিন্দে যাইয়া ॥ ৫৬
বাসা আসি যথাস্থানে করিল বিশ্রাম।
পুস্তক দর্শন মাত্র নাহি অন্য কাম ॥ ৫৭
গোসাঞি বিচারি মনে করিল নির্দ্ধার।
এহোঁ যোগ্য হয়ে "আচার্য্য" পদবী দিবার।
যাতে রস-সিদ্ধান্তের পাইয়াছে পার।
হেন গ্রন্থ নাহি যার না আইসে বিচার ॥ ৫৯

আরো কথোদিন আমি অপেক্ষা করিব।
যদি পারি তবে গৌড়দেশ পাঠাইব ॥ ৬০
শ্রীগোসাঞিজিউর আজ্ঞা গ্রন্থ প্রচারিতে।
এমত যোগ্যতা কারো না দেখি ত্বরিতে ॥ ৬১
আমা হইতে যে হয় সে হয় ইহাঁ হৈতে।
ইহাতে সন্দেহ নাহি বিচারিল চিতে ॥ ৬২
কিন্তু এ জনের বিচ্ছেদে কোন মতে।
পরাণ ধরিব ইহা নারি দঢ়াইতে ॥ ৬৩
এই মত কথোদিন গেল বিচারিতে।
গ্রন্থানুশীলন কৃষ্ণ-রস আস্বাদিতে ॥ ৬৪
আচার্য্য ঠাকুর ভট্ট গোসাঞির স্থান।
প্রত্যহ আসিয়া করে দণ্ডবৎ প্রণাম ॥ ৬৫
কোন একখানি সেবা অবশ্য করয়ে।
তবে রস-সিদ্ধান্ত নিগূঢ় বিচারয়ে ॥ ৬৬
ক্ষণে ক্ষণে আনন্দ সমুদ্রে মগ্ন হয়।
যে দেখিল সে জানে কহিতে কে পারয় ॥ ৬৭
গোবিন্দ দক্ষিণে মহাপ্রভুর সমাচার।
পূর্ব্ব উট্টঙ্কিত এবে করিয়ে বিস্তর ॥ ৬৮
শ্রীরূপ গোবিন্দ যবে প্রকট করিলা।
অধিকারী নাহি কেহ চিন্তিত হইলা ॥ ৬৯
শ্রীমহাপ্রভু স্থানে পাত্রী পাঠাইল।
অধিকারী পাঠাবারে তাহাতে লিখিল ॥ ৭০
নীলাচলে গৌড়িয়া আছিল যে যে জন।
একে একে সভাকারে করিল চিন্তন ॥ ৭১
শ্রীঈশ্বর-পুরীর শিষ্য মহাভাগ্যবান।
মহাপ্রভুর হয়ে তিঁহো পার্ষদ প্রধান ॥ ৭২
নিরন্তর থাকে মহাপ্রভুর সমীপে।
তাঁহাকে পাঠায় ইহা বুঝি কার বাপে ॥ ৭৩
ডাকি কাশীশ্বরে কহে মোর বল ধর।
বৃন্দাবনে গোবিন্দ সেবনে যাত্রা কর ॥ ৭৪
শুনিতেই মাত্র তিঁহো কান্দিতে লাগিলা।
জানয়ে দুর্লঙ্ঘ্য আজ্ঞা তথাপি কহিলা ॥ ৭৫
নিবেদন করিবারে করিল লজ্জা ভয়।
না কহিলে মার তাথে করিব বিনয় ॥ ৭৬
যদি তিলেক না দেখি তোর চরণারবিন্দ।
জগত বাসিয়ে শূন্য নেত্রে হয়ে অন্ধ ॥ ৭৭
মোয়ে কোনরূপে কহ এই সব কথা।
বুঝিতে না পারি তাথে পাই বড় ব্যথা ॥ ৭৮
হাসি মহাপ্রভু বোলো কহিলা সে সত্য।
আমার মনের কথা সর্ব্বত্র অকথ্য ॥ ৭৯
যে আমি সে গোবিন্দ কিছুই ভেদ নাই।
বিশ্বস্ত হইয়া সেবা করহ তথাই ॥ ৮০
যদি মোরে এইরূপ দেখিবারে চাহ।
এই আপনারে দিল শীঘ্র লঞা যাহ ॥ ৮১
ইহা বুঝি এক গৌর সুন্দর বিগ্রহ।
উঠাইয়া দিল হাথে করিয়া আগ্রহ ॥ ৮২
এই আমি সদা মোর দর্শন পাইবা।
অঙ্গীকার করিব যে সেবন করিবা ॥ ৮৩
ইহা বলি পুনঃ তারে আলিঙ্গন কৈলা।
তিঁহো প্রণিপাত করি কান্দিয়ে চলিলা ॥ ৮৪
কথোদিন উপরান্তে আইলা বৃন্দাবন।
উত্তরিলা আসি যথা রূপ-সনাতন ॥ ৮৫
আদৌ মহাপ্রভুর শ্রীবিগ্রহ দেখাইল।
পাছে সব বিবরণ তাঁহারে কহিল ॥ ৮৬
দেখিল গৌরাঙ্গ-চান্দ পরম মোহন।
আবিষ্ট হইলা প্রেমে নহে সম্বরণ ॥ ৮৭
কষ্টে-শ্রেষ্টে-ধৈর্য্য করি করিলা প্রণাম।
কাশীশ্বরে তেন সম্ভাষণ অনুপাম ॥ ৮৮
তত্তক্ষণে লঞা গেলা গোবিন্দের স্থানে।
অভিষেক করি রাখে গোবিন্দ দক্ষিণে ॥ ৮৯

অদ্যাপিহ সেইরূপ গোবিন্দের কাছে।
আঁখি ভরি দেখয়ে যাহার ভাগ্যে আছে॥ ৯০
কাশীশ্বর গোবিন্দের সেবন করিল।
ভোগ সরাইয়া কর্পূর তাম্বূল সমর্পিল॥ ৯১
এইমত মহোৎসব হইতে লাগিল।
সেদিন আয়তি করি প্রসাদ পাইল॥ ৯২
প্রথমে গোবিন্দের অধিকারী কাশীশ্বর।
শ্রীরূপ কহিলেন বহু আনন্দ অন্তর॥ ৯৩
মনের আকুতি জানি সদা করে সেবা।
অশেষ প্রকার তাহা বর্ণিবেক কেবা॥ ৯৪
কাশীশ্বর গোসাঞি মহাপ্রেমে সদা মত্ত।
সেবার সর্ব্বতোভাবে করিতে নারে তত্ত্ব॥ ৯৫
বিশেষতঃ মহাপ্রভু অন্তর্দ্ধান চিন্তি।
আপনে না জানে আমি আছিয়ে বা কতি॥ ৯৬
তাহার হৃদয় রূপ গোঁসাই জানিঞা।
পুনঃ পুনঃ তাঁর আজ্ঞা সম্মতি লইয়া॥ ৯৭
কাশীশ্বর বিদ্যমানে শ্রীকৃষ্ণ পণ্ডিত।
গোবিন্দ অধিকারী কৈল জগতে বিদিত॥ ৯৮
শ্রীকৃষ্ণ পণ্ডিত গোসাঞি চৈতন্য-পার্ষদ।
যাঁহার কৃপাতে পাই প্রেমসম্পদ॥ ৯৯
শ্রীকাশীশ্বর গোসাঞি হইলে অন্তর্দ্ধানে।
শ্রীআচার্য্য ঠাকুর আইলা শ্রীবৃন্দাবনে॥ ১০০
সম্মান করিল কৃষ্ণ পণ্ডিত গোসাঞি।
তাঁহার সহিত সৌহার্দ্দের অন্ত নাই॥ ১০১
শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোসাঞির সঙ্গে।
সগৌরব সখ্য আস্বাদ রাধাকৃষ্ণ রঙ্গে॥ ১০
*শ্রীলোকনাথ গোসাঞি যবে আইলা বৃন্দা
আসিয়া দর্শন কৈল রূপ-সনাতন॥ ১০৩
দেখিতে দোঁহারে মাত্র প্রেমাবিষ্ট হৈলা।
অতি দীনহীন হৈয়া প্রণতি করিলা॥ ১০৪
দোঁহে নতি আলিঙ্গন করি হৃষ্ট হৈলা।
গোপাল গোবিন্দ গোপীনাথে দেখাইয়া॥ ১
দেখিতে পুলক কম্প ঝরে দুটি আঁখি।
সে আনন্দ যে দেখিল সেই তার সাথী॥ ১
ব্রাহ্মণ কুলীন বড় সবেই জানিয়া।
সেবা করিবারে কহে আগ্রহ করিয়া॥ ১০
অতি উপরোধ জানি কথোদিন করে।
ভাবাবেশে গরগর সদাই অন্তরে॥ ১০৮
সেবা করিবারে নারে বিনয় করিয়া।
শ্রীরাধারমনের উত্তরে স্থান পাইয়া॥ ১০৯
শ্রীমদনগোপালের সেই স্থান হয়।
তথা একান্ত জানিয়া রহিলা মহাশয়॥ ১১০
তিন দেবালয় হৈতে রসোয়া পূজারী।
প্রসাদ আনিয়া দেন সে আহার করি॥ ১১
শ্রীরূপসনাতন সঙ্গেতে অতীশ।
রাধাকৃষ্ণলীলাস্বাদে পরম হরিষ॥ ১১২

* শ্রীলোকনাথ গোসাঞি—শ্রীলোকনাথ প্রভু শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্যের শিষ্য। বর্ত্তমান বাংলাদেশে য
জেলার তালখড়ি গ্রামে আবির্ভাব। পিতা পদ্মনাভ চক্রবর্ত্তী। লোকনাথ মহাপ্রভু সন্ন্যাসের পূ
প্রভুর আদেশে শ্রীভূগর্ভ গোস্বামীর সহিত বৃন্দাবনে গমন করেন। আজীবন প্রবল বৈরাগ্যের প্র
রূপে বৃন্দাবনে অবস্থান করেন। তাঁহার শ্রীরাধাবিনোদ মূর্ত্তি প্রাপ্তি তাঁর প্রেমানুরাগের চরম বৈ
নিত্যানন্দ প্রকাশমূর্ত্তি ঠাকুর নরোত্তম তাঁহার কৃপাধন্য।

এই মতে কথোদিন ব্যতীত হইল।
ভাবাবেশে রাত্রিদিন কিছু না জানিল ॥ ১১৩
সে লোকনাথ গোসাঞির সমীপ যাইয়া।
মিলিলেন সবিনয় প্রণতি করিয়া ॥ ১১৪
তিঁহো হৃষ্ট হঞা কৈল প্রেম আলিঙ্গন।
সেখানে দেখিল শ্রীঠাকুর নরোত্তম ॥ ১১৫
তিঁহো আচার্য্য ঠাকুরের করিল বন্দন।
আচার্য্য ঠাকুর উঠি কৈল আলিঙ্গন ॥ ১১৬
স্বাভাবিক প্রেম দোঁহার উদয় করিলা।
দোঁহে দোঁহা নিরখি পরমানন্দ পাইলা ॥ ১১৭
গদ্‌গদাশ্রু পুলকিত আচার্য্য ঠাকুর।
কহিতে লাগিলা কিছু বচন মধুর ॥ ১১৮
বিধি মোরে আজি কি নয়ন এক দিল।
কিম্বা হস্ত দিয়া অতি আনন্দিত কৈল ॥ ১১৯
কিম্বা এক পাখা দিয়া করিল সন্তোষ।
কিম্বা অমূল্য কণিরত্ন দিয়া তোষ ॥ ১২০
কিম্বা নিজ জীবন আজি সে মোরে দিল।
কিম্বা কি আনন্দময় বুঝিতে নারিল ॥ ১২১
এত কহি পুনর্ব্বার আলিঙ্গন কৈল।
দোঁহে দোঁহা নেত্রজলে সিঞ্চিত করিল ॥ ১২২
শ্রীলোকনাথ গোসাঞির চরিত্র দেখিতে।
আচার্য্য ঠাকুর অতি আনন্দিত চিতে ॥ ১২৩
পরম বিরক্ত কথা নাহি কারো সনে।
যে কিছু কহয়ে অতি মধুর বচনে ॥ ১২৪
কৃষ্ণকথা কথোক্ষণ আস্বাদ করিয়া।
বিদায় হইয়া চলে প্রণতি করিয়া ॥ ১২৫
শ্রীসনাতন কৈল বৈষ্ণবতোষিণী।
তাঁহা মঙ্গলাচরণে সুমধুর বাণী ॥ ১২৬
আপনে গোসাঞি কহে যাঁর গুণগান।
শুনিতেই ভক্ত সবার দ্রবীভূত মন ॥ ১২৭

—তথাহি—

বৃন্দাবন প্রিয়ান্‌বন্দে শ্রীগোবিন্দ পদাশ্রিতান্।
শ্রীমৎ কাশীশ্বর লোকনাথং শ্রীকৃষ্ণদাসকং ॥ ১২৮
এই মত হরিভক্তি-বিলাস প্রথমে।
যা শুনিঞা তদাশ্রিত জুড়ায় শ্রবণে ॥ ১২৯
জীয়াসুরাতাত্তিক ভক্তিনিষ্ঠাঃ
শ্রীবৈষ্ণবা মাথুর মণ্ডলেহত্র।
কাশীশ্বরঃ কৃষ্ণবনেচ কান্তি
শ্রীকৃষ্ণদাসশ্চ স লোকনাথঃ ॥ ১৩০
আচার্য্য ঠাকুরে ঠাকুরের বড় ভক্তি।
ঠাকুরে আচার্য্য ঠাকুরের বড় প্রীতি ॥ ১৩১
দিবসের মধ্যে একবার বাসা যাঞা।
আচার্য্য ঠাকুরের আইসেন দর্শন পাইয়া ॥ ১৩২
কখন গোসাঞির স্থানে আচার্য্য ঠাকুর ॥
যায়েন দর্শন পাঞা আনন্দ প্রচুর ॥ ১৩৩
সেইখানে দোঁহার মিলন হঞা যায়।
এইমতে ইষ্টগোষ্ঠী করিঞা বিদায় ॥ ১৩৪
শ্রীলোকনাথের সেবক *ঠাকুর নরোত্তম।
যে রূপে হইলা তার শুন বিবরণ ॥ ১৩৬

* ঠাকুর নরোত্তম—নিত্যানন্দ প্রকাশমূর্ত্তি ঠাকুর নরোত্তম। বর্ত্তমান বাংলাদেশের খেতুরি নামক স্থানে গরানহাট পরগণার রাজা কৃষ্ণানন্দ দত্তের পুত্ররূপে তাঁহার আবির্ভাব। শৈশবে প্রভু নিত্যানন্দ

লোকনাথ গোসাঞিমূলে না করে সেবক।
নিঃসঙ্গ বিরক্ত তাহে পরম ভাবক॥ ১৩৬
বিশেষ শ্রীরূপ গোসাঞি অপ্রকট হৈলে।
সদা ব্যাগ্রচিত্তকারে কিছুই না বোলে॥ ১৩৭
শ্রীঠাকুর নরোত্তম যবে বৃন্দাবনে আইলা।
সর্ব্বত্র লীলাস্থান দর্শন করিলা ১৩৮
একস্থান দরশনে যে আনন্দ সিন্ধু।
বিস্তারি কহা না যায় তার এক বিন্দু॥ ১৩৯
উপাসনা করিবারে মনোরথ আছে।
সর্ব্বত্র দেখয়ে যায় সবাকার কাছে॥ ১৪০
শ্রীলোকনাথ গোসাঞিরে দেখিলা যখন।
তখনি করিলা মনে আত্ম সমর্পণ॥ ১৪১
তাঁর চেষ্টা মুদ্রা দেখি কহিতে না পারে।
কি মতে হইব তাহা সতত বিচারে॥ ১৪২
রাত্রিদিন সেই স্থানে অলক্ষিতে যাঞা।
বাহিরের টহল করে সাশ্রু নেত্র হঞা॥ ১৪৩
মৃত্তিকা শৌচের তরে সুন্দর মাটি আনে।
ছড়া ঝাটি জল আনে বিবিধ সেবনে॥ ১৪৪
প্রত্যহ গোসাঞি দেখি হয়েন বিস্মিত।
কোন বা সুকৃতি যার এমন চরিত॥ ১৪৫
দেখিবারে যত্ন করে দেখিতে না পায়।
তুচ্ছ সেবা দেখি চিত্তে করুণ হিয়ায়॥ ১৪৬
এই মত কথো দিন সেবন করিতে।
দৈবে একদিন তারে দেখে আচম্বিতে॥ ১৪৭
কহয়ে কে তুমি কেনে কর হেন কাজ।
বন্দিয়া ঠাকুর কহে পাঞা ভয় লাজ॥ ১৪৮

কেবল তোমার প্রসন্নতা চাহি প্রভো।
এই কৃপা কর মোরে না ছাড়িবা কভু॥ ১৪৯
তিঁহো কহে, "এক আমি সেবক না করি।
আর সেই কহ তাহা যে করিতে পারি॥ ১৫০
তোমার সেবনে আমার দ্রবীভূত মন।
আর না করিহ মোরে ছাড় বিরম্বন॥" ১৫১
পড়িয়া কান্দিয়া কহে প্রভুর চরণ।
যখন দেখিলুঁ কৈলুঁ আত্ম-সমর্পণ॥ ১৫২
যে তোমার মনে আইসে তাহা তুমি কর।
মোর প্রভু তুমি মুঞি তোমার কিঙ্কর॥ ১৫৩
শুনিয়া গোসাঞি মৌন করিয়া চলিলা।
আর দিন হইতে স্পষ্ট সেবিতে লাগিলা॥ ১৫৪
গোসাঁই কথনো তাঁরে কিছু নাহি বোলে।
ইচ্ছা অনুরূপ কার্য্য আগে যাই করে॥ ১৫৫
এই মত বৎসরেক করিল সেবন।
নানান প্রকারে তাহা না হয় কথন॥ ১৫৬
তবে এক যুক্তি মনে গোসাঁই করিয়া।
সাক্ষাতেই কহিলেন ঠাকুরে ডাকিয়া॥ ১৫৭
মনে জানে ইহাকে কহিব হেন কথা।
যাহা করিবারে নাহি পারয়ে সর্ব্বথা॥ ১৫৮
অয়ে নরোত্তম এক মোর বোল ধর।
মনে ভাবি দেখ যদি করিবারে পার॥ ১৫৯
তবে আমি উপাসনা করাইব তোরে।
অন্যথা এ কথা আর না কহিও মোরে। ১৬০
ঠাকুর কহয়ে প্রভু যে তুমি কহিবা।
সেই মোর কর্ত্তব্য অন্যথা করে কেবা॥১৬১

রক্ষিত পদ্মাবক্ষে রক্ষিত প্রেমসম্পদ নরোত্তম স্নানকালে প্রাপ্ত হইয়া দিব্য ভাবোন্মাদ গ্রস্থ হ

তবে কহে, "বিষয়েতে বৈরাগী হইবা।
অনুদ্বাহ উঞ্চ-চালু মৎস্য না খাইবা।" ১৬২
একথা শুনিয়া ঠাকুর আনন্দিত হইয়া।
দীঘল হইয়ে পড়ে চরণ ধরিয়া॥ ১৬৩
পুলকে ভরিল তনু আর্ত্তনাদে কান্দে।
অঙ্গ থর থর কাঁপে থির নাহি বান্ধে॥ ১৬৪
তাহাই করিমু প্রভু যে আজ্ঞা হৈল তোর।
মাথে পদ দিয়া কহ নরোত্তম মোর॥ ১৬৫
বিস্মিত হইলা গোসাঞি উৎকণ্ঠা দেখিয়া।
রাখিতে না পারে অশ্রু পড়ে বুক বাইয়া॥ ১৬৬
আরে সে ঠাকুরের মাথে পদ আরোপিয়া।
কোলে করি কহে অতি ব্যাগ্রচিত্ত হৈয়া॥ ১৬৭
জানি জন্ম জন্ম তুমি হও মোর দাস।
অন্যথা এমত আর্ত্তি কেমতে প্রকাশ॥ ১৬৮
ঠাকুর কহয়ে যদি কৃপা হৈল মোহে।
দীক্ষামন্ত্র দেহ প্রভু বিলম্ব না সহে॥ ১৬৯
তবে ঘরে বসিয়া দীক্ষার প্রকরণ।
আনুপূর্ব্ব কহে ভাবে গরগর মন॥ ১৭০
হরিনাম রাধাকৃষ্ণ-মন্ত্র পঞ্চ নাম।
দিয়া কহে সেবা সাধ্য সাধন বিধান॥ ১৭১
মহাপ্রভু শচীপুত্র ব্রজেন্দ্র-কুমার।
নির্য্যাস কহিল সব সিদ্ধান্তের সার॥ ১৭২
সিদ্ধনাম থুইলেন "বিলাস মঞ্জরী"।
আপনার নাম কহিলেন "মঞ্জুনালী"॥ ১৭৩
এতেক সংক্ষেপে কহি কহিল তাঁহারে।
ক্রমে ক্রমে পাবা তুমি ইহার বিস্তারে॥ ১৭৪
ঠাকুর একান্তে মন্ত্র স্মরণ করিয়া।
গুরুকৃষ্ণ সাধু তুলসীরে প্রণমিয়া॥ ১৭৫
আনন্দে পড়িয়া ভূমে গড়াগড়ি যায়।
সর্ব্বাঙ্গে ভরিল ভাবদেহে না আমায়॥ ১৭৬
এইমত কথোক্ষণে সুস্থির হইয়া।
গোসাঁই ভোজন কৈল পাত্র শেষ লৈয়া॥ ১৭৭
রহিলা সেখানে অহর্নিশ সেবা করে।
কায়মনোবচনে সন্তোষে গোসাঁইরে॥ ১৭৮
শ্রীরূপ সপরিবার সর্ব্বস্ব যাঁহার।
তাঁ সবার সুখলাগি এ লীলা প্রচার॥ ১৭৯
সে সম্বন্ধ গুর্ব্বাদি বর্ণন অভিলাষ।
অনুরাগবল্লী কহে মনোহর দাস॥ ১৮০

ইতি—শ্রীমদনুরাগবল্ল্যাং শ্রীমদাচার্য্যঠক্কুর চরিত বর্ণনে শ্রীঠক্কুর নরোত্তম পূর্ণমনোরথো নাম চতুর্থ মঞ্জরী।

তৎপরে গৃহত্যাগ করতঃ বৃন্দাবনে গমন করিয়া প্রভু লোকনাথের চরণাশ্রয় এবং শ্রীজীব গোস্বামী সমীপে শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। কিছুদিন পরে শ্রীনিবাস আচার্য্য সহ গোস্বামী গ্রন্থ লইয়া গৌড়দেশে আগমন করতঃ খেতুরীতে অবস্থান করেন এবং রামচন্দ্র কবিরাজের সহিত মিলনে প্রেমরসে বিভোর রহিলেন। আচণ্ডালে প্রেমদান করিয়া বুধরীর ঘাটে স্নানরত অবস্থায় পদ্মাগর্ভে বিলীন হইয়া যান।

পঞ্চম মঞ্জরী

তথা রাগ :

"প্রণমহোঁগণ সহ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
করুণা অবধি যাহা বিনু নাহি অন্য। ১
অধমেরে যাচিঞা বিতরে পরমার্থ।
পতিত পাবন নাম এবে সে যথার্থ॥" ২
এইমতে কথোককাল হইল ব্যতীত।
শ্রীজীব গোস্বামী সঙ্গে সদা আনন্দিত॥ ৩
ইহারি মধ্যে শ্রীরাধাকুণ্ড দরশন।
শ্রীরঘুনাথ দাস গোসাঁইর মিলন॥ ৪
গোসাঁইকে দেখিয়া শ্রীআচার্য্য ঠাকুর।
দণ্ডবত প্রণতি নেত্রে বহে জলপূর॥ ৫
গোসাঁই উঠাইয়া কৈল প্রেম আলিঙ্গন।
পুলকিত তনু অশ্রু ভরিল নয়ন॥ ৬
কুশল প্রশ্ন ইষ্ট গোষ্ঠী করি কতক্ষণ।
পাক করি সে দিবস নিকটে শয়ন॥ ৭
সে রাত্রিতে যে রহস্য অপূর্ব্ব হইল।
প্রেম পরিপাটি তাহা লিখিতে নারিল॥ ৮
সমস্ত রাত্রি জাগরণ প্রাতঃকালে উঠি।
দন্তধাবনাদি স্নান স্মরণ পরিপাটি॥ ৯
করিয়া গোসাঁই, আচার্য্য ঠাকুর লইয়া।
গোবর্দ্ধন পরিক্রমা চলিলা আগে হৈয়া॥ ১০
লীলাস্থান দেখি যে যে ভাবের উদগম।
সে সকল কথা কহি রস আস্বাদন॥ ১১
সে কেবল হয় অনুভবের গোচর।
তারপর গেলা *নাথজিউ বরাবর॥ ১২
নাথজিউ দেখিয়া যে আনন্দ সাগরে।
উছলিল তরঙ্গ কে যাইবেক পারে॥ ১৩
নিসকাড়ি প্রসাদ পূজারী আনি দিল।
মালা চন্দনাদি সব অঙ্গে পরাইল॥ ১৪
সেখানে বিট্‌ঠলনাথ গোসাঁইর দর্শন।
ইষ্ট গোষ্ঠী করি হৈল আনন্দিত মন॥ ১৫
তথা হৈতে আইলেন পরিক্রমা পথে।
শ্রীকুণ্ড পরিক্রমা করি বসিলা বাসাতে॥ ১৬
এইমতে কথোদিন শ্রীকুণ্ড রহিলা।
শ্রীদাস গোস্বামীর কৃপা যথেষ্ট লভিলা॥ ১৭
তথা হইতে বরষাণ সঙ্কেত বন।
নন্দগ্রাম দেখি প্রেমাবিষ্ট হৈল মন॥ ১৮
সেখানে দেখিল ব্রজরাজ ব্রজেশ্বরী।
মধ্যে কৃষ্ণ বলরাম সর্ব্ব সুখকারী॥ ১৯
এই স্থান দর্শনে ভাব অশেষ প্রকার।
তবে বৃন্দাবনে আইলেন আর বার॥ ২০

* শ্রীনাথজিউ—শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরী কর্ত্তৃক প্রকটিত শ্রীগোপালদেবের নামই শ্রীনাথজিউ। শ্রী মাধবেন্দ্রপুরী তীর্থভ্রমণরত অবস্থায় বৃন্দাবনে আসিয়া গোবর্দ্ধন পরিক্রমা অন্তে গোবিন্দকুণ্ডে স্নান বৃক্ষতলে অবস্থান করিলে শ্রীগোপালদেব দর্শন প্রদান করিয়া প্রকট করিবার নির্দ্দেশ দেন। গ্রাম্য সহ শ্রীবিগ্রহ প্রকট করিয়া গোবর্দ্ধন পর্ব্বত উপরে স্থাপন করেন। শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর স শ্রীবল্লভ ভট্টের পুত্র শ্রীবিট্‌ঠলেশ্বর শ্রীগোপালদেবের সেবাধিকারী হন। সম্ভবতঃ ১৩৯২ শকের ভাগে শ্রীগোপালদেব প্রকট হন॥ ঔরঙ্গজেবের অত্যাচারে গোপালদেব বৃন্দাবন হইতে বর্ত্তমান দ্বারায় বিরাজ করিতেছেন।

*ভূগর্ভ গোসাঞি আদি শ্রীরূপের সঙ্গী।
সবা সনে মহাপ্রেম কৃষ্ণ-কথা রঙ্গী ॥ ২১
মধ্যে মধ্যে আসি দাস গোসাঞির সঙ্গ।
করিয়া না ধরে অঙ্গে প্রেমার তরঙ্গ ॥ ২২
একদিন শ্রীভট্ট গোসাঞির স্থানে যাইয়া।
শ্রীজীব গোসাঞি কহে মনঃকথা বিবরিয়া ॥ ২৩
গোসাঞি তুমি জান মোর প্রভু অদর্শনকালে।
যে করিল আজ্ঞা তাহা সদা মনে পড়ে ॥ ২৪
মহাপ্রভুর আজ্ঞা তারে যেমত আছিল।
তেনমত আজ্ঞা তেঁহ আমারেই দিল ॥ ২৫
ভক্তিগ্রন্থ প্রবর্ত্তন বৈষ্ণব আচার।
মর্য্যাদা স্থাপন যত নিগূঢ় বিচার ॥ ২৬
সে আমি অন্যদেশে যাইতে না পারি।
তাঁর আজ্ঞা ভঙ্গ হয় তাথে ভয় করি ॥ ২৭
মহাপ্রভুর জন্মভূমি শ্রীগৌড়মণ্ডল।
সেখানে চাহিয়ে ভক্তি পাণ্ডিত্য প্রবল ॥ ২৮
এ সকল গ্রন্থ যদি গৌড়দেশে যায়।
আস্বাদন করে মহাপ্রভুর সম্প্রদায় ॥ ২৯
তবে সে সফল শ্রম পূর্ণ মনোরথ।
কেমতে হইবে ইহা না দেখিয়ে পথ ॥ ৩০
কিন্তু এই শ্রীনিবাস ঠাকুর সর্ব্বথায়।
তোমার আজ্ঞায় যদি গৌড়দেশ যায় ॥ ৩১
তবে এ সকল কার্য্য সর্ব্বসিদ্ধি পায়।
তোমা হতে যে হয় সে ইহা হৈতে হয় ৩২
যদি অতি প্রৌঢ় করি কহেন আপনে।
তবে কদাচিত দেশে করে বা গমনে ॥ ৩৩
শ্রীগোসাঞিজীউর আজ্ঞা পালনের ভার।
আমি কি কহিব দেখসকল তোমার ॥ ৩৪
ইহা কহি কথোক্ষণ কৃষ্ণকথা রঙ্গে।
থাকিয়া বাসায়ে গেলা ভক্তগণ সঙ্গে ॥ ৩৫
তার পরদিবস শ্রীআচার্য্য ঠাকুর।
দরশনে আইলেন প্রণতি প্রচুর ॥ ১৩৬
করিয়া বসিল যবে আসন উপরে।
তবে সেই সব কথা কহয়ে তাঁহারে ॥ ৩৭
আচার্য্য ঠাকুর শুনি হইলা স্তম্ভিত।
প্রভু এমত কথন কেন কর আচম্বিত ॥ ৩৮
মোর ইচ্ছা মুই বৃন্দাবনেতে রহিয়া।
তোমার সেবন করোঁ একচিত্ত হৈয়া ॥ ৩৯
ভট্ট গোসাঞি কহে "সেই আমার সেবন।
গৌড়াবনী যাইয়া ভক্তি-শাস্ত্র প্রবর্ত্তন ॥ ৪০
শ্রীগোসাঞিজীউর আজ্ঞাভক্তি প্রবর্ত্তাইতে।
তাহা জানিলাঙ আমি হয় তোমা হৈতে ॥ ৪১
ইহাতে সন্দেহ নাহি কহিল রহস্য।
যদি মোরে চাহ তবে করিবা অবশ্য ॥" ৪২
ইহা শুনি মৌন করি ঠাকুর রহিলা।
চিন্তায় ব্যাকুল চিত্ত কিছু না কহিলা ॥ ৪৩
এথা কহে জীব গোসাঞি সর্ব্ব মহান্তেরে।
শ্রীনিবাস ঠাকুরেরে গৌড় যাইবারে ॥ ৪৪
সবেই কহিও কিছু প্রসঙ্গ পাইয়া।
যেন তার নাহি হয় অপ্রসন্ন হিয়া ॥ ৪৫
আচার্য্য ঠাকুর মনে করেন বিচার।
গুরু আজ্ঞা অলঙ্ঘি কি করি প্রতিকার ॥ ৪৬

*ভূগর্ভ গোসাঞি—শ্রীভূর্ভ গোস্বামী শ্রীগদাধর পণ্ডিতের শিষ্য। শ্রীগৌরাঙ্গদেবের সন্ন্যাসের পূর্ব্বদিনে শ্রীগৌরাঙ্গ কর্ত্তৃক আদীষ্ট হইয়া প্রভু লোকনাথ সহ বৃন্দাবনে গমন করেন। শ্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদগণের মধ্যে সর্বাগ্রে শ্রীভূগর্ভ ও লোকনাথ বৃন্দাবনে গমন করেন। তদবধি ব্রজে বাস করিয়া শ্রীগৌর-গোবিন্দ ভজনানন্দে অতিবাহিত করেন।

যাহারে পুছেন সেই করে অনুমতি।
না পুছিতে কহে কেহ করিয়া পিরীতি॥ ৪৭
একদিন শ্রীজীব কহে, "মধুর বচন।
দিন কত কেনে তোমা দেখিয়ে বিমন॥" ৪৮
তবে কহে ঠাকুর আপন মনদুঃখ।
নয়নের জলে প্রক্ষালন করি মুখ॥ ৪৯
গদ্ গদ্ স্বরে করে বর্ণের উচ্চার।
যাহা শুনি দ্রবীভূত চিত্ত সবাকার॥ ৫০
গোসাঁই দুঃখের সময় জ্ঞান হইল আমার।
মহাপ্রভু অপ্রকটে পড়িল বিথার॥ ৫১
ক্রমে ক্রমে অনেক হইলা অদর্শন।
যেবা কেহোঁ আছে তার নাহিক চেতন॥ ৫২
সে দুঃখ দেখিয়া মোর বিকল হৃদয়।
মনে বৃন্দাবন-বাস শ্রীরূপ আশ্রয়॥ ৫৩
তাঁহারাহো অপ্রকট হইয়াছে আগে।
তথাপি রহিল জিউ এমন অভাগে॥ ৫৪
সবে জন কতক তোমরা বিদ্যমান
ইহা না দেখিলে কোনরূপে ধরি প্রাণ॥ ৫৫
কিন্তু গুরু আজ্ঞা গৌড়দেশে যাইবারে।
যাতে ভাল হয় তাহা আজ্ঞা দেহ মোরে॥ ৫৬
গোসাঁই কহয়ে মোর বহুদিন হৈতে
সদা ইচ্ছা হয় গৌড়দেশে পাঠাইতে॥ ৫৭
শ্রীগোসাঁইজীউ মোরে যে আজ্ঞা কহিল।
তাহা পূর্ণ তোমা হৈতে হয় সে জানিল॥ ৫৮
তথাপি না কহি যে তোমার দুঃখ ভয়ে।
কথোক দিবস আজ্ঞা পালিতে জুয়ায়ে॥ ৫৯
সগণ শ্রীগোসাঁইজীউর করুণা তোমাতে।
কোন বাধা নহিবেক এ নিশ্চয় চিতে॥ ৬০
কথোদিন মধ্যে আজ্ঞা পালন করিয়া।
আসিতে কি লাগে পুনঃ আসিহ চলিয়া॥ ৬১
গোসাঁই প্রবন্ধে যদি এতেক কহিল।
ঠাকুরের মন কিছু শিথিল হইল॥ ৬২
যে তোমার আজ্ঞা সেই কর্ত্তব্য আমার।
দোষ হউ গুণ হউ সব তোমার ভার॥ ৬৩
এতেক কহিয়া যদি প্রনাম করিল।
মহাহৃষ্ট হৈয়া গোসাঁই আলিঙ্গন কৈল॥ ৬৪
আর দিন গোবিন্দ শ্রীভট্ট গোসাঁই সনে।
কহিল যে হৈল সর্ব্ব কথোপকথনে॥ ৬৫
কহিতে করিয়াছি আমি করিয়া নিশ্চয়।
না জানিয়ে তাঁহার বিচ্ছেদে কিবা হয়॥ ৬৬
শুনি ভট্ট গোসাঁইর হর্ষ শোক হৈল।
শ্রীরূপের ইচ্ছা জানি ধৈরজ ধরিল॥ ৬৭
পুনঃ কহে, "কালি তুমি গোবিন্দে আসিবে।
আচার্য্য পদবী দিয়া করুণা করিবে॥" ৬৮
ভট্ট গোসাঁই কহে, "যে ইচ্ছা তোমার।
অবশ্য আসিব সেই কর্ত্তব্য আমার॥" ৬৯
এত কহি দোঁহে নিজ নিজ বাসা গেলা।
পরদিন মধ্যাহ্নেতে আসিয়া মিলিলা॥ ৭০
শ্রীলোকনাথ গোসাঁই আদি সকল মোহান্ত।
বোলাইয়া সব তত্ত্ব কহিল একান্ত॥ ৭১
শুনিয়া পরম প্রীতি সবেই পাইলা।
যোগ্য মনে করিয়াছ বলি প্রশংসিলা॥ ৭২
কর্পূর তাম্বুল সমর্পিয়া সুখ পাই।
রাজভোগের আরত্রিক কৈল অধিকারী গোসাঁই॥
শোভা দেখি আপনা পাসরিয়া তথাই।
গোবিন্দের মুখ সবে একদৃষ্টে চাই॥ ৭৪
আরতি সরিলে দণ্ড পরণাম করি।
শ্রীজীব গোঁসাই ঠাকুরের হস্তে ধরি॥ ৭৫
পূর্ব্বে সবা সনে কথা হইয়া যে ছিল।
সম্প্রতি কেবলমাত্র আজ্ঞা লইল॥ ৭৬

"এক জোড় বস্ত্র সূক্ষ্ম এক চাদর।
ঠাকুরেরে পরাইল করিয়া আদর॥ ৭৭
শ্রীগোবিন্দের প্রসাদী চন্দনসম আনি।
তিলক করিল হৈল জয় জয় ধ্বনি॥ ৭৮
আজি হইতে তোমার পদবী 'আচার্য্য'।
যাহাতে হইবা অনেকের শিরোধার্য্য॥ ৭৯
তোমা হৈতে অনেকের হইব উদ্ধার।
ইহাতে সন্দেহ নাহি সুদৃঢ় বিচার॥" ৮০
একদিন ইঁহার নাম আচার্য্য না ছিল।
আজি সবে মিলিয়া পদবী তাঁরে দিল॥ ৮১
পূর্ব্বে গ্রন্থে আচার্য্য ঠাকুর স্থানে স্থানে।
কেবল লিখিল ঠাকুরে জানিবার কারণে॥ ৮২
সর্ব্বাঙ্গে চন্দন দিলা প্রসাদি মালা।
গোবিন্দের মুখ দেখি আনন্দে ভাসিলা॥ ৮৩
তখন রাধিকাজীউ না ছিলা নিকট।
তাতে রূপ অনুরাগ কহিল প্রকট॥ ৮৪
একান্তে কিশোরী সখী বিশাখারে পাইয়া।
কহয়ে মরম কথা অভেদ জানিয়া॥ ৮৫
শ্রীদাস গোসাঞির স্তব বিশাখানন্দদা।
তাহার প্রথমে কহে স্বরূপে অভেদা॥ ৮৬
তাব নাম গুণাদীনাঐকা শ্রীরাধিকবয়া
কৃষ্ণেন্দোঃ প্রেয়সীমুখ্যা সা বিশাখা প্রসীদতু॥ ৮৭
এই সুখে মগ্ন হঞা আচার্য্য ঠাকুর।
গোবিন্দ দর্শনে প্রেম বাড়িল প্রচুর॥ ৮৮
সেই প্রেমে অনুপম পদ এক কৈলা।
শুনিতেই সবে মেলি দ্রবীভূত হৈলা॥ ৮৯

তথাহি পদং—সুহই রাগ
কোন চান্দ কোন কুন্দারে কুন্দিল গো,
কে না কুন্দিল দুটি আঁখি।
দেখিতে দেখিতে মোর পরাণ যেমন করে,
সেই সে পরাণ তার সাথী॥ ৯০
রতন কাটিয়া কত যতন করিয়া গো,
কে না গড়িয়া দিল কানে।
মনের সহিত মোর এ পাঁচ পরাণী গো,
যোগী হৈল উহার ধেয়ানে॥ ৯১
নাসিকা উপরে শোভে এ গজমুকুতা গো,
সোনায় বান্ধিল তার পাশে।
বিজুড়ি জড়িত কিবা চান্দের কলিকা গো,
মেঘের আড়ালে রহি হাসে॥ ৯২
সুন্দর কপালে শোভে সুন্দর তিলক গো,
তাহে শোভে অলকার ভাঁতি।
হেয়ার ভিতরে মোর ঝলমল করে গো,
চান্দে যেন ভ্রমরার পাঁতি॥ ৯৩
মদন ফাঁদ ও না চূড়ার টালনি গো,
উহা না শিখিয়াছে কোথা।
এ বুক ভরিয়া মুই উহা না দেখিলুঁ গো,
এ বড়ি মরমে মোর ব্যথা॥ ৯৪
কেমন মধুর সে না বোল খানি খানি গো,
হাতের উপরে লাগ পাও।
তেমন করিয়া যদি বিধাতা গড়িত গো,
ভাঙ্গাইয়া ভাঙ্গাইয়া তাহা খাও॥ ৯৫
করিবর কর জিনি বাহুর বলনি গো,
হিঙ্গুলে মণ্ডিত তার আগে।
যৌবন বনের পাখী পিয়াসে মরয় গো,
তাহার পরশ রস মাগে॥ ৯৬
আস্বাদি অন্যোন্য গলা ধরিয়া রোদন।
যে দেখিল সে জানে বর্ণিবে তাহা কোন॥ ৯৭
আচার্য্য ঠাকুর যথাযোগ্য সবাকারে।
দণ্ডবৎ প্রণাম করে প্রেমে গরগরে॥ ৯৮

তবে কেহ আলিঙ্গন কেহো করে নতি।
সবার হইল কৃপা গৌরবের স্থিতি ॥ ৯৯
তবে অধিকারী গোসাঞি শ্রীকৃষ্ণ পণ্ডিত।
গোবিন্দেরে শয়ন করায়ে আনন্দিত ॥ ১০০
পরে সর্ব্ব মোহান্ত বৈষ্ণব বসাইয়া।
প্রসাদ ভোজন কৈল আনন্দিত হৈয়া ॥ ১০১
তাম্বুল চন্দন মালা সবাকারে দিলা।
তবে নিজ নিজ বাসা বিজয় করিলা ॥ ১০২
শ্রীরূপ সপরিবার সর্ব্বস্ব যাঁহার।
তাঁ সবার সুখ লাগি এ লীলা প্রচার ॥ ১০৩
সে সম্বন্ধ গুর্ব্বাদি বহুল অভিলাষ।
অনুরাগবল্লী কহে মনোহর দাস ॥ ১০৪

ইতি—শ্রীমদনুরাগবল্ল্যাং শ্রীমদ্ গোস্বামীভিরাচার্য্য পদবীপ্রদানং নাম পঞ্চম মঞ্জরী।

ষষ্ঠ মঞ্জরী

"প্রণমহোগণ সহ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
করুণা অবধি যাহা বিনু নাহি অন্য ॥ ১
অধমেরে যাচিঞা বিতরে পরমার্থ।
পতিত-পাবন নাম এবে সে যথার্থ ॥" ২
আর এক অপরূপ করিয়ে কথন।
শ্রীঠাকুর মহাশয়ের গৌড়দেশের গমন ॥ ৩
শ্রীলোকনাথ গোসাঞির পূর্ব্ব হৈতে।
আছিল বিচার গৌড়দেশ পাঠাইতে ॥ ৪
যে তিন বস্তু অঙ্গীকার নিষেধিল
সে কেবল গৌড়দেশে অনুভবে জানিল ॥ ৫
এথা থাকিলে সে সহজেই বস্তু তিন।
গোস্বামী সকল পদাশ্রিত পরাচীন ॥ ৬
সম্প্রতি শ্রীআচার্য্য ঠাকুর সঙ্গেতে।
পরম পিরীতি হৈল ইহা জানে চিতে ॥ ৭
আপনেহ অতিশয় স্নেহ করে তাঁরে।
তাথে একা পাঠাইতে নানা বিঘ্ন স্ফুরে ॥ ৮
মনেতে জানয়ে আগে পাছে একবারে।
অবশ্য হইব গৌড়দেশ যাইবারে ॥ ৯
অতএব একান্ত স্থানে তাঁরে বোলাইয়া।
কহয়ে মরম কথা কৃপাদ্র হইয়া ॥ ১০
শুনহ কহিয়ে এক মনের বিচার।
মহাপ্রভু সংকীর্ত্তন কৈল পরচার ॥ ১১
তাহার আস্বাদ গৌড়দেশ বিনা নহে।
রাধাকৃষ্ণ সেবা বৈষ্ণব সেবনের সহে ॥ ১২
ঠাকুর মহাশয় অতি কীর্ত্তন লম্পট।
শ্রীকৃষ্ণ বৈষ্ণব সেবা করিতে প্রকট ॥ ১৩
সতত বিচার রহে এবে গুরু মুখে।
প্রথম শুনিতে মাত্র পাইল বড় সুখে ॥ ১৪
পাছে বৃন্দাবনের আনন্দ সোঙরিয়া।
কহিতে লাগিলা কিছু কান্দিয়া কান্দিয়া ॥ ১৫
প্রভু এখানে থাকিয়া করি তোমার সেবন।
গোপাল গোবিন্দ-গোপীনাথ দরশন ॥ ১৬
বৃন্দাবন বাস তোমা সকলের মুখে।
রাধাকৃষ্ণ লীলা শুনি দরশন সুখে ॥ ১৭
এখন থাকিয়ে যবে হবে মোর মন।
অবিলম্বে আসিয়া করিব নিবেদন ॥ ১৮
গোসাঞি কহে "যদ্যপি অবশ্য যাওয়া আছে।
সচিন্ত্য থাকিব আমি যবে যাও পাছে ॥ ১৯
তাথে আচার্য্যের সঙ্গে না হইব দুঃখী।
আমিহো তাহারে সমর্পিয়া হব সুখী। ২০
এত শুনি নির্ব্বচন হইয়া রহিহা।
দিনান্তরে আচার্য্য ঠাকুর আসিয়া মিলিলা ॥ ২১

গোসাঞি তাঁহারে গৌড়দেশ যাইবার।
কি বিচার হৈল ইহা পুছিল নির্দ্ধার॥ ২২
তিঁহো কহে, "পরিক্রমা শ্রীগোবর্দ্ধন।
ব্রজ মুখ্য মুখ্য স্থান দ্বাদশ বন॥ ২৩
করিয়া আইলে গৌড় চলিব অবশ্য।
ইহাতে সন্দেহ নাহি কহিল রহস্য॥ ২৪
গোসাঞি শুনিয়া ঠাকুরেরে বোলাইল।
বামহস্তে আচার্য্য-ঠাকুর হস্ত লৈল॥ ২৫
দক্ষিণেতে ঠাকুর নরোত্তম হস্ত ধরি।
আচার্য্য ঠাকুরের হস্তে সমর্পণ করি॥ ২৬
সাশ্রু গদগদ কহে মধুর বচন।
"মোর নরোত্তম তুমি দেখিবা প্রাণসম॥ ২৭
ইহোঁ তোমা দেখিবেন আমার সদৃশ।
সেই সে করিবা যাতে মোহোর হরিষ॥" ২৮
এত শুনি দোঁহে গোসাঞিরে প্রণমিল
গোঁসাই উঠাইয়া দোঁহা আলিঙ্গন কৈল॥ ২৯
আচার্য্য ঠাকুরে ঠাকুর প্রণাম কৈল।
আচার্য্য ঠাকুর উঠাইয়া আলিঙ্গিল॥ ৩০
দোঁহার পুলক তনু নেত্রে অশ্রুধার।
দেখিয়া গোসাঞি সুখ পাইল অপার॥ ৩১
প্রাতঃকালে উঠি দোঁহে স্নানাদি করিয়া।
গোসাঞি সকল স্থানে বিদায় হইয়া॥ ৩২
শ্রীজীব গোসাঞি এক প্রাজ্ঞ বৈষ্ণব।
সঙ্গেতে দিলেন দেখাইতে স্থান সব॥ ৩৩
বিকালে রহিলা যাই শ্রীমধুপুরী।
তার প্রাতঃকালে মধুবনে স্নান করি॥ ৩৪
তালবন কুমুদবন দেখিয়া সেখানে।
রহিলেন সেই রাত্রি আনন্দিত মনে॥ ৩৫
প্রভাতে বেহুলা বন করি দরশন।
রাধাকুণ্ড আসিয়া স্নানাদি নির্ব্বাহন॥ ৩৬

শ্রীদাস গোসাঞিরে দণ্ডবৎ প্রণাম।
করিয়া তথাই রাত্রি করিল বিশ্রাম॥ ৩৭
আনুপূর্ব্ব সকল আখ্যান গোসাঁইরে।
কহিল গোসাঁই শুনি আনন্দ অন্তরে॥ ৩৮
কৃষ্ণ কথা আলাপনে ক্ষণ-প্রায় গেল।
প্রাতঃকালে উঠি স্নান স্মরণ করিল॥ ৩৯
শ্রীকুণ্ড দক্ষিণাবর্ত্ত করি গোবর্দ্ধন।
পরিক্রমা চলিলেন গর গর মন॥ ৪০
সদা মুখে নাম রাধাকৃষ্ণ গোবিন্দ।
লীলাস্থান সেবা দেখি যে হইল আনন্দ॥ ৪১
অশ্রুকম্প পুলকাদি ভাবের বিকার।
কতেক লিখিব অতি তাহার বিস্তার॥ ৪২
যে স্থানের যে রহস্য তুঁহে আস্বাদিয়া।
পড়য়ে ধরণী তলে আবিষ্ট হইয়া॥ ৪৩
কথোক্ষণে সম্বিত পাইয়া পুনঃ যান।
অন্য লীলাস্থান যাই দরশন পান॥ ৪৪
এক স্থানে লিখিলাঙ দিগ্ দরশন।
সর্ব্বত্র জানিবা এইমত বিবরণ॥ ৪৫
গোবর্দ্ধন পরিক্রমা করিয়া আইলা।
সে রাত্রি দাস গোসাঁইর চরণে রহিলা॥ ৪৬
অনেক প্রকারে গোসাঁই করিল করুণা।
তাহা বর্ণিবেক হেন আছে কোন জনা॥ ৪৭
বিদায়ের কালে যেবা হইল বিলাপ।
সে দুঃখ কহিতে পাই মনে মহাতাপ॥ ৪৮
তথা হৈতে চলি চলি গেলা পরমন্দলা।
আদি বদরী দেখি প্রণতি করিলা॥ ৪৯
তথা রহি প্রাতঃকালে গেল কাম্যবন।
সর্ব্বত্র দেখিল যথাস্থান অনুক্রম॥ ৫০
সেখান হইতে আইলা বৃষভানুপুর।
সর্ব্বত্র দেখিতে নেত্রে বহে জলপুর॥ ৫১

তখন সেখানে সেবা মন্দির না ছিল।
তেকারণে তাহার প্রসঙ্গ না লিখিল ॥ ৫২
সে রাত্রি রহিয়া প্রেম সরোবর দেখি।
সঙ্কেত দরশনে হইলেন সুখী ॥ ৫৩
সেখানে সে রাত্রি রহি গেলা নন্দগ্রাম।
সগণ ব্রজরাজ দেখি করিল প্রণাম ॥ ৫৪
পাবন সরোবরে স্নানাদি করিল।
কহনে না যায় যে আনন্দ উপজিল ॥ ৫৫
চারিদিকে লীলাস্থান করিল দর্শন।
প্রাতঃকালে চলি চলি গেল খদির বন ॥ ৫৬
সেইখান হৈতে গেলা যার নামে গ্রাম।
লীলাস্থান দেখি তথা করিল বিশ্রাম ॥ ৫৭
প্রাতঃকালে কোকিলা বনকে দেখিতে।
যে আনন্দ হৈল তাহা না পারি কহিতে ॥ ৫৮
বঠেন দেখিয়া দেখে চরণ পাহাড়ি।
চরণাদি চিহ্ন দেখি সুখ পাইলা বড়ি ॥ ৫৯
সঙ্গীজন, যে যে গ্রাম চতুর্দিকে হয়।
পর্ব্বত উপর হৈতে সকল দেখায় ॥ ৬০
সেখানে রহস্য দেখি দহি-গাঁও গেলা।
সে রাত্রি কৃষ্ণ-কথা সুখে তথাই রহিলা ॥ ৬১
প্রাতঃকালে কোটিমণি গ্রামকে যাইতে।
আনন্দ পাইল কদম্ব-খণ্ডি দেখিতে ॥ ৬২
তথা হৈতে চলি-চলি শেষশায়ী গেলা।
ক্ষীর সমুদ্র নাম কুণ্ডে স্নান স্মরণ কৈলা ॥ ৬৩
শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ দর্শন করিলা।
তেনমত সেই রাত্রি তথাই রহিলা ॥ ৬৪
শেষশায়ী লীলা করে ব্রজেন্দ্র নন্দন।
সে কথা কহিয়া দোঁহে সুখ আস্বাদন ॥ ৬৫
তথা হৈতে চলি আইলা খয়বার গ্রাম।
সাঁঝোই দেখিয়া তথা করিল বিশ্রাম ॥ ৬৬

তাহার পরে উজানী করি দরশন।
বিশ্রাম করিল যাইয়া খেলন বন ॥ ৬৭
তারপরে রামঘাট অক্ষয় বট।
গোপীঘাট দেখিলেন যমুনা নিকট ॥ ৬৮
সেইদিন চিরঘাটে যাইয়া রহিলা।
তাহার প্রভাতে নন্দঘাটে উত্তরিলা ॥ ৬৯
স্নানাদি করিয়া সুখে গমন করিলা।
শ্রীযমুনা পার হই ভদ্রবনে গেলা ॥ ৭০
তারপর ভাণ্ডীর বনে স্নানাদি করিয়া।
বেলবন গেলা অতি প্রেমাবিষ্ট হৈয়া ॥ ৭১
যমুনার কুলে বন দেখি আনন্দিত।
পারে বৃন্দাবন শোভা দেখিয়া বিস্মিত ॥ ৭২
সেদিন দর্শন সুখে তথায় রহিলা ॥
পরদিন লোহবনে বিশ্রাম করিলা ॥ ৭৩
মানস সরোবর বৃন্দাবনের ভিতর।
যমুনা বহেন সরোবরের উত্তর ॥ ৭৪
তেকারণে পরিক্রমায় তাহা না লিখিল।
প্রাতঃকালে যমুনার ধারে পথ লৈল ॥ ৭৫
চলিতে চলিতে রাওলগ্রাম পাইয়া।
শ্রীরাধার জন্মস্থান দর্শন করিয়া ॥ ৭৬
যে আনন্দ হৈল তাহা অঙ্গেতে না ধরে।
তথাই রহিলা প্রেমে চলিতে না পারে ॥ ৭৭
তারপর গোকুলেকে করিলা প্রয়াণ।
শোভা দেখি মহাবনে করিলা বিশ্রাম ॥ ৭৮
তথা নন্দ মন্দিরাদি নানা লীলাস্থান।
দেখিয়া যে সুখ হৈল তাঁহারা প্রমাণ ॥ ৭৯
তবে মথুরাতে বিশ্রামান্তে মধ্যাহ্ন।
সেদিন রহিয়া প্রাতে বৃন্দাবন যান ॥ ৮০
সেখানে গোসাঁই সব সহিত মিলন।
তাঁরা গৌড়দেশ যাইদেশ করিল চিন্তন ॥ ৮১

খরচপত্র দিয়া যদি পাঠাইতে চাহে।
কেহ কিছু নাহি লয় কি করে উপায়ে॥ ৮২
তবে মহাজনের গাড়ি আগরা চলিতে।
তাহারে শ্রীজীব গোসাঁই কহিল নিভৃতে॥ ৮৩
আচার্য্য মহাশয়ের হয় পুস্তকাদি যত
সামগ্রী লইয়া তুমি চলহ ত্বরিত॥ ৮৪
সেখানে আপন ঘরে ইহাকে রাখিয়া।
গাড়িতে যে ভাড়া লাগে তাহা তারে দিয়া॥ ৮৫
ইঁহাকে পথের যেবা খরচ চাহিয়ে।
সবে মিলি দিহ যেন আমি সুখ পাইয়ে॥ ৮৬
আমি জানি একথা ইঁহারে না কহিবে।
আমার প্রেরণ জানি কভো না লইবে॥ ৮৭
সে মহাজনে সদা করিত প্রার্থনা।
কভুহ আমারে সেবা আজ্ঞা হইল না॥ ৮৮
এবে আজ্ঞা পেয়ে তাঁর আনন্দ বাড়িল।
গৌড় পাঠাবার ভার অঙ্গীকার কৈল॥ ৮৯
তারপর দিন সেই আচার্য্য ঠাকুরে।
কহিল আগরা চল কৃপা করি মোরে॥ ৯০
সেখানে আমরা অনেক মহাজন হই
যে বিচার হয় তাহা করিব তথাই॥ ৯১
তাহার বিনয়ে ঠাকুর অঙ্গীকার কৈল।
সব সমাচার চাই গোসাঁইরে কহিল॥ ৯২
গোসাঁই শুনিয়া কথা হৃষ্ট হৈল মনে।
তবে সর্ব্ব পুস্তক করিল সমর্পণে॥ ৯৩
কোন পুরাতন কোন নূতন লেখাইয়া।
আগে ধরিয়াছিলেন প্রস্তুত করিয়া॥ ৯৪
সব সমর্পণ কৈল আনন্দ অপার।
তবে বিদায় হইবার করিল বিচার॥ ৯৫
শ্রীআচার্য্য ঠাকুর শ্রীঠাকুর মহাশয়।
সবা সহ বিদায় হৈলা প্রণতি বিনয়॥ ৯৬

সর্ব্বত্র বিদায়কালে যে দশা হইল।
তাহার বিস্তার দুঃখে লিখিতে নারিল॥ ৯৭
মান সরোবর কালি হ্রদ আদি করি।
সর্ব্ব স্থান প্রেমাবেশে দরশন করি॥ ৯৮
গোসাঁই সকলের সমাধি দর্শন করিয়া।
বিস্তর কাঁদিল ভূমি গড়াগড়ি দিয়া॥ ৯৯
সর্ব্ব দেবালয়ে যাইয়া দর্শন করিলা।
বিদায়ের কালে দোঁহে মহাব্যাগ্র হৈলা॥ ১০০
প্রসাদী চন্দনবস্ত্র তুলসী মঞ্জরী।
রাসধূলি চরণধূলি ভরিয়া কুথলী॥ ১০১
বিদায়ের কালে শ্রীগোবিন্দে যখন।
একদৃষ্টে মুখচন্দ্র করে নিরীক্ষণ॥ ১০২
অশ্রু প্রবাহ মার্জ্জন পুনঃ পুনঃ করে।
সে উৎকণ্ঠা বর্ণন করিতে কেবা পারে॥ ১০৩
হেন বোলে গোবিন্দের শ্রীঅঙ্গের মালা।
অতি করুণার ভরে খসিয়া পড়িলা॥ ১০৪
পূজারী মালা আনি আচার্য্য ঠাকুরেরে দিল।
কৃপা মালা পাইয়া প্রেম দ্বিগুণ বাড়িল॥ ১০৫
পুনঃ পুনঃ উঠে পড়ে দণ্ডবৎ করে।
অশ্রুকম্প পুলকাদি ভাবের বিকারে॥ ১০৬
সবার চরণ ধরি বিস্তর রোদন।
সরিল সবেই দ্রবীভূত মন॥ ১০৭
এইমত কথোক্ষণ ব্যতীত হইল।
গোবিন্দের দ্বারে টেরাওট পড়ি গেল॥ ১০৮
তবে সবে মিলি তারে সুস্থির করিল।
ক্রমে সব কথা কহি বিদায় করিল॥ ১০৯
কষ্টেশিষ্টে ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া।
আগরা পর্য্যন্ত আইলা শোকাকুল হৈয়া॥ ১১০
সেখানে সর্ব্ব মহাজন একত্র হইয়া।
গাড়িভাড়া করি দিল বিনয় করিয়া॥ ১১১

অনেক পুস্তক সঙ্গে সামগ্রী না চলে।
এতেক বুঝিয়া তারা সমাধান কৈল ॥ ১১২
যাবার খরচ পথে যতেক লাগয়ে।
বস্ত্র পাত্র সঙ্গে মাত্র যে কিছু চাহিয়ে। ১১৩
সকল দিলেন পাছে রাজ-পত্রী ধরি।
আপন আপন সীমা সবে পার করি ॥ ১১৪
এইমত ক্রমে ক্রমে আইলা গৌড়দেশ।
সূত্ররূপে কহি কিছু তাহার বিশেষ ॥ ১১৫
শ্রীঠাকুর মহাশয় গড়ের হাট গেলা।
সেখানে গুরুদেব আজ্ঞা পালন করিলা ॥ ১১৬
কীর্ত্তন আস্বাদ কৈলা অশেষ বিশেষে।
সেবার সৌষ্ঠব কত কহিবারে আইসে ॥ ১১৭
বৈষ্ণব গোসাঞির সেবা শুনিতে চমৎকার।
আপনি আচরি ভক্তি দেখাইল সার ॥ ১১৮।
আচার্য্য ঠাকুরের শিষ্য বড় কবিরাজ ঠাকুর।
তাঁহার সহিত প্রীতি বাড়িল প্রচুর ॥ ১১৯

সে প্রেম পরিপাটি লোকে না সম্ভবে।
যাহার শ্রবণে সর্ব্বজীব মনোদ্রবে ॥ ১২০
যাঁহার নর্ত্তন আস্বাদন অনুসারে।
"গড়েরহাটি কীর্ত্তন" বলি খ্যাতি হৈল যার
নিরন্তর ভাবাবেশে বিশেষ কীর্ত্তনে।
মূর্ত্তিমন্ত প্রেম যেন ফিরয়ে আপনে ॥ ১২২
এক দিবসের যত ভাবের বিকার।
জন্মাবধি লিখি তভো নাহি পাই পার ॥ ১২
শ্রীআচার্য্য ঠাকুর *যাজিগ্রামেতে রহিলা।
*শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ আদি শিষ্য কত কৈ
যেকালে করিল বড় কবিরাজ শিষ্য।
তবহিঁ তাঁহা কেহো কহিল এ রহস্য ॥ ১২
পরম ভাবুক রূপগুণে বিচক্ষণ।
বৃন্দাবনে তোমা সম পাইল এক লোচন॥
একাক্ষি হইয়া আমি ছিলাম বহুদিন।
অদ্য দ্বিতীয়াক্ষি দিল বিধি সুপ্রবীণ ॥ ১২

* যাজিগ্রাম—হাওড়া—কাটোয়া রেলপথে কাটোয়া ষ্টেশনে নামিয়া যাইতে হয়। কাটোয়া—
বাসে এখানে যাওয়া যায়।

* শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ—শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ শ্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদ শ্রীচিরঞ্জীব সেনের পুত্র। তেলি
গ্রামে বৈদ্যকুলে আবির্ভাব। তিনি দিগ্বিজয়ী চিকিৎসক ও কবি ছিলেন। তাঁহার মাতামহ
দামোদর কবিরাজ। মাতার নাম সুনন্দা দেবী। কনিষ্ঠ ভ্রাতা মহাকবি গোবিন্দ কবিরাজ। য
শ্রীনিবাস আচার্য্য স্বীয় ভবনের পশ্চিমে সরোবর তীরে সপার্ষদ উপবিষ্ট রামচন্দ্র বিবাহ করিয়া
রোহণে প্রত্যাবর্ত্তন পথে ঐ সরোবরের অপর পারে উপবিষ্ট হইলেন। আচার্য্য তাঁহার কন্দর্পমো
দেখিয়া তাঁহার উপলক্ষ্যে বহু উপদেশ বর্ণন করিতে লাগিলেন। তাহা শ্রবণ করিয়া রামচন্দ্রের
দিব্যভাবের উদয় হইল। তিনি গৃহে গিয়া সেই রাত্রেই গৃহত্যাগ করতঃ পদব্রজে হাঁটিয়া পঞ্চম
আচার্য্য সমীপে উপনীত হইলেন এবং আত্মনিবেদন করিয়া তাঁহার চরণাশ্রয় করিলেন। আচার্য্য
গোস্বামী শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া তাঁহার সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। পাছে ঠাকুর নরোত্তমের
মিলনে দোঁহার মধ্যে এক অপ্রাকৃত প্রেমের উদ্ভব হইল। তদবধি তিনি খেতুরীতে অবস্থান ক
নরোত্তমের সঙ্গহীন হইয়া তিনি এক মুহূর্ত্ত থাকিতে পারিতেন না। স্মরণ-দর্পণাদি গ্রন্থ রামচন্দ্রের
প্রতিভার পরিচায়ক।

তেক কহিয়া বলে ধরি কৈল কোলে ।
নিঞ্চিত্ত করিল নিজ নয়নের জলে ॥ ১২৮

কবিরাজ ঠাকুর কৃপা আলিঙ্গন পাইয়া ।
নম্বিত নাহিক প্রেমে দ্রবীভূত হিয়া ॥ ১২৯

এক ভাব হয় কোটি সমুদ্র গম্ভীর ।
বুঝিতে না পারে বর্ণিবেক কোন ধীর ॥ ১৩০

দেখিয়া তত্রস্থ ভাগবত কান্দে ।
আনন্দে ভরিল দেহ থেহ নাহি বান্ধে ॥ ১৩১

প্রথমে তাঁহারে সব গ্রন্থ পড়াইল ॥
নিজ সর্ব্বশক্তি তাথে সঞ্চার করিল ॥ ১৩২

রূপ গুণ বৈষ্ণবতা বিদ্যার অবধি ।
সকলে একত্র করি নিরমিল বিধি ॥ ১৩৩

শ্রীআচার্য্য ঠাকুর অগ্রেতে বাক্য মাত্র ।
না কহে যদ্যপি কহিবার যোগ্য পাত্র ॥ ১৩৪

যবে যেই প্রশ্ন করেন আচার্য্য ঠাকুর ॥
তাহার উত্তর করেন অতি সুমধুর ॥ ১৩৫

যখন যে আজ্ঞা হয় অন্যথা না করে ।
আপনার ভালমন্দ ইহা না বিচারে ॥ ১৩৬

আপনার ভুজা প্রভু যারে বার বার ।
প্রসঙ্গ পাইয়া কহে সন্তোষ অপার ॥ ১৩৭

যার মুখে রাধাকৃষ্ণ কথার শ্রবণে ।
আছুক মনুষ্য কার্য্য দরবে পাষাণে ॥ ১৩৮

শ্রীগৌড় দেশেতে যত আছেন মহান্ত ।
সবার দর্শন গোষ্ঠী করিল একান্ত ॥ ১৩৯

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াজীউ অপ্রকট শুনি ।
বিস্তর কান্দিল নিজ শিরে ঘাত হানি ॥ ১৪০

বিবাহ করিতে যত্ন অনেক প্রকার ।
করিল প্রভৃতি আদি *ঠাকুর সরকার ॥ ১৪১

সবাকার উপরোধে বিবাহ করিল ।
ভক্তিগ্রন্থ অনেক জনেরে পড়াইল ॥ ১৪২

সিদ্ধান্ত-সার রস-সার আচরণ করি ।
রাগানুগামার্গ জানাইল সর্ব্বোপরি ॥ ১৪৩

শ্রীগোসাঞিজীউর আজ্ঞা পালন করিলা ।
এইমত কথোক কাল সেখানে রহিলা ॥ ১৪৪

বৃন্দাবনে যাইবারে উৎকণ্ঠা বাড়িল ।
পুনর্ব্বার নব ছাড়ি যাত্রা করিল ॥ ১৪৫

ক্রমে ক্রমে আইলেন শ্রীবৃন্দাবন ।
প্রথমে শ্রীভট্ট গোসাঞির করিল দর্শন ॥ ১৪৬

দণ্ডবৎ কৈল তেঁহো কৈল আলিঙ্গন ।
প্রেমাবেশে গুরু-শিষ্য দোঁহে অচেতন ॥ ১৪৭

কষ্টে শিষ্টে ধৈর্য্য করি আসনে বসিয়া ।
গৌড়দেশের সর্ব্ব বার্ত্তা সুধাইয়া ॥ ১৪৮

শ্রীরাধারমন দর্শন করাইল ।
দেখিয়া আনন্দ অশ্রু দ্বিগুণ বাড়িল ॥ ১৪৯

পুনঃ প্রশ্ন করিল, "তুমি বিবাহ করিয়াছ" ।
ইঁহ কহে "নহি করি কি কারণে পুছ" ॥ ১৫০

* সরকার ঠাকুর —সরকার ঠাকুর বলিতে শ্রীখণ্ডবাসী গৌরাঙ্গ পার্ষদ শ্রীনরহরি সরকারকে বুঝায়। শ্রীখণ্ডবাসী শ্রীনারায়ণ দাসের তিন পুত্র শ্রীমুকুন্দ, নরহরি ও মাধবদাস। শ্রীমুকুন্দ দাসের পুত্র শ্রীরঘুনন্দন রঘুনন্দনের পুত্র ঠাকুর কানাই। তাঁহার পুত্র বংশী ও মদন। নরহরি সরকার শ্রীগৌরাঙ্গের নদীয়া লীলার সঙ্গী ছিলেন। অগ্রহায়ণ মাসের কৃষ্ণা একাদশীতে শ্রীখণ্ডেই অপ্রকট হন। শ্রীরঘুনন্দন তাঁহার মহোৎসব করেন। মহোৎসবে তিনি প্রকট স্বরূপে প্রসাদ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

তবে শ্রীজীব গোসাঞির করিল দর্শন।
দণ্ডবৎ প্রণতি সাশ্রু বিনয় বচন॥ ১৫১

গোসাঞি কোলে করিলেন প্রেমাবিষ্ট হয়ে।
চিরদিন উপরান্তে মিলন পাইয়ে॥ ১৫২

*শ্রীরাধাদামোদর করাইয়ে দর্শন।
আবেশে অবশ দোঁহে গরগর মন॥ ১৫৩

স্থির হয়ে পুন সর্ব্ববার্ত্তা পুছিল
গৌড়দেশ বিবরণ ঠাকুর কহিল॥ ১৫৪

ভক্তি শাস্ত্র অধ্যাপন ভক্তি প্রবর্ত্তন।
শুনি আনন্দিত হৈল গোসাঞির মন॥ ১৫৫

তবে শ্রীগোবিন্দ গোপাল গোপীনাথ।
দর্শন করিয়া জন্ম মানিল কৃতার্থ॥ ১৫৬

অধিকারী গোসাঞি সবার দর্শন বন্দন।
করিয়া করিল মহাপ্রসাদ ভোজন॥ ১৫৭

শ্রীলোকনাথ গোসাঞি দর্শন করিয়া।
দণ্ডবৎ প্রণাম কৈল প্রেমাবিষ্ট হৈয়া॥ ১৫৮

গোসাঞি সাশ্রুপাত কৈল প্রেম আলিঙ্গন।
তবে কহে শ্রীঠাকুর নরোত্তম বিবরণ॥ ১৫৯

কৃষ্ণ বৈষ্ণব সেবা বৈরাগ্য বিষয়ে।
সযত্ন তোমার আজ্ঞা পালন করয়ে॥ ১৬০

সংকীর্ত্তন আস্বাদ শুনি ভাসয়ে আনন্দে।
সোঙরি তাঁহার গুণ ফুকারিয়া কান্দে॥ ১

এবং সর্ব্ব মহাশয় সহিত মিলিয়া।
কথোদিন থাকিলেন মহাসুখ পাইয়া॥ ১

শ্রীযমুনা স্নান সর্ব্ব ঠাকুর দর্শন।
গোসাঞি সকল স্থানে লীলার শ্রবণ॥ ১

এক দিবসের সুখ কহিতে না পারি।
তবে ভট্ট গোসাঞি ঠাকুরে কৃপা করি॥

কহিলেন রাধারমনের অধিকারী।
করিল তোমারে আমি মনেতে বিচারি॥

আমার অবিদ্যমানে যত অধিকার।
সেবার যে কিছু ভার সকল তোমার॥ ১৬

আজি হইতেই আমি নির্ণয় করিল।
শ্রীজীব গোসাঁই আদি সবারে কহিল॥ ১

সবে শুনি আনন্দিত হইলা অন্তরে।
যোগ্য মনে করিয়াছ সুযুক্তির সারে॥ ১৬

এইমত আনন্দে অনেক দিন গেলা।
তথা * শ্রীঈশ্বরীজিউ চিন্তিতা হইলা॥ ১৬

শ্রীবড় কবিরাজ ঠাকুরে বোলাইল।
সব মন দুঃখ তাঁরে নিভৃতে কহিল॥ ১৭০

* শ্রীরাধাদামোদর—শ্রীরাধাদামোদর শ্রীবিগ্রহ শ্রীধাম বৃন্দাবনে শ্রীপাদ শ্রীজীব গোস্বামী কর্ত্তৃক শ্রীপাদ রূপ গোস্বামী সহস্তে এই শ্রীবিগ্রহ নির্ম্মাণ করেন। এতদ্বিষয়ে শ্রীসাধন দীপিকা গ্রন্থের

শ্রীধাম দামোদর দেবঃ শ্রীরূপকর নির্ম্মিতঃ।
জীব গোস্বামীনে দত্তঃ শ্রীরূপেন কৃপাব্ধিনা॥

তথাহি শ্রীভক্তি রত্নাকরে—
"স্বপ্নাদেশে শ্রীরূপ শ্রীরাধাদামোদরে। স্বহস্তে নির্ম্মাণ করি দিল শ্রীজীবেরে॥"
বর্ত্তমানে শ্রীরাধাদামোদর দেব জয়পুরে বিরাজিত।

* শ্রীঈশ্বরী জীউ—শ্রীঈশ্বরী জীউ শ্রীনিবাস আচার্য্যের প্রথমা পত্নী। যাজিগ্রাম, গ্রামবাসী শ্রী চক্রবর্ত্তীর কন্যা শ্রীদ্রৌপদীই পরবর্ত্তীকালে শ্রীঈশ্বরী জীউ নামে পরিচিত হন।

তুমি বৃন্দাবন গেলে এ সুসার হয়
একবার তাঁর তত্ত্ব কহিতে জুয়ায় ॥ ১৭১

তুমি শ্রীবৃন্দাবন যাইতে চাহিয়াছিলা।
ভাল হৈল কার্য্য একত্র মিলিলা ॥ ১৭২

আজ্ঞা পাইয়া হৈলা অতি হরষিতে।
ঘর যাঞা যাত্রা কৈলা সবার সম্মতে ॥ ১৭৩

কবিরাজ ঠাকুর হয় অতি সুকুমারে।
ধীরে ধীরে চলি যায় যে দিনে সে পারে ॥ ১৭৪

কথোদিন উপরান্তে বৃন্দাবন আইলা।
প্রথমেই ভট্ট গোসাঁই সহিত মিলিলা ॥ ১৭৫

তাঁরে নিবেদন কৈলা সব সমাচার।
শুনিতেই দুঃখ মনে পাইল অপার ॥ ১৭৬

এতেক আমারে কথা মিথ্যা করি বহে।
হেনকার্য্য সেবকের কভো যোগ্য নহে ॥ ১৭৭

তবহিঁ আচার্য্য ঠাকুর বোলায়ে আনিল।
আগে আসি তিঁহো কবিরাজ ঠাকুরে দেখিল ॥১৭৮

তিঁহো দণ্ডবৎ কৈল ঠাকুর চিন্তিত।
তবে ভট্ট গোসাঁইর নিকটে উপনীত ॥ ১৭৯

গোসাঁই কহে, "এত মিথ্যা কহিলা আমারে।
কোন ধর্ম্ম বুঝিয়াছ বুঝিব বিচারে ॥" ১৮০

ঠাকুর কহয়ে, "তোমার চরণ বন্দন।
গোপাল গোবিন্দ গোপীনাথ দরশন ॥ ১৮১

শ্রীজীব গোসাঁই সঙ্গ বৃন্দাবন বাস।
সখার সহিত কৃষ্ণ কথার বিলাস ॥ ১৮২

এত লভ্য হয় এক অসত্য বচনে।
এই লোভে কহিয়াছোঁ সঙ্কোচিত মনে ॥" ১৮৩

এত কহি ঠাকুর দণ্ড-প্রণাম করিল।
হাসি হাসি ভট্ট গোসাঁই আলিঙ্গন কৈল ॥ ১৮৪

মিথ্যা কহিয়াও তুমি জিনিলে আমারে।
কিছু দোষ নাহি ইথি কহিল তোমারে ॥ ১৮৫

কিন্তু শ্রীরাধারমনের অধিকারী।
বৈরাগী নহিলে আমি করিতে না পারি ॥ ১৮৬

এই অতি বড় দুঃখ কহিলে না হয়।
জানিল প্রভুর ইচ্ছা কি করি উপায় ॥ ১৮৭

তবে শ্রীআচার্য্য ঠাকুর সর্ব্বত্র লয়ে সঙ্গে।
কবিরাজ ঠাকুরে দর্শন করাইল রঙ্গে ॥ ১৮৮

সেকালে এমতি এক নিয়ম আছয়ে।
বিভা করি যে আইসে রহিতে না পায়ে ॥ ১৮৯

এ কথা সবেই শুনি অনুমতি দিল।
গৌড়দেশে যাইবারে নিশ্চয় হইল ॥ ১৯০

সে বার *শ্রীব্যাস আচার্য্য ঠাকুর আসিয়াছিলা।
শ্রীজীব গোসাঁই স্থানে দীক্ষা লইতে চাহিলা ॥১৯১

তেঁহো কহে "এই আমি আচার্য্য মহাশয়।
ইহাতে সন্দেহ নাহি কহিল নিশ্চয় ॥ ১৯২

* শ্রীব্যাস আচার্য্য চাকুর—শ্রীব্যাস আচার্য্য শ্রীনিবাস আচার্য্য শিষ্য ছয় চক্রবর্ত্তীর অন্যতম। তিনি বিষ্ণুপুরবাসী, তাঁহার পত্নীর নাম ইন্দুমুখী। পুত্র শ্যামদাস সকলেই শ্রীনিবাসাচার্য্য শিষ্য। শ্রীনিবাস আচার্য্য গ্রন্থ অন্বেষণে বীর হাম্বীরের প্রাসাদে গেলে শ্রীব্যাসাচার্য্যসহ সাক্ষাৎ হয়। ব্যাসাচার্য্য রাজসভার পাঠক ছিলেন। প্রথমে তিনি শ্রীনিবাসাচার্য্য সহ ব্রজে গমন করিয়া শ্রীজীব গোস্বামী সমীপে দীক্ষা বাসনা করিলেন। শ্রীজীব গোস্বামীর উপদেশে তিনি শ্রীনিবাস আচার্য্য সমীপে দীক্ষা গ্রহণ করেন।

একান্তে তাঁহারে সব নিগূঢ় কহিল।
আপনে সাক্ষাৎ থাকি সেবক করাইল॥" ১৯৩

আচার্য্য ঠাকুরের পরমার্থ শ্রীগোপীনাথ পূজারী।
তাহাকে আচার্য্য ঠাকুর করাইল অধিকারী॥ ১৯৪

তাঁহার সহিত বড় প্রণয় আছিল।
তেকারণে গোসাঞি স্থানে নিবেদন কৈল। ১৯৫

পূজারী গোসাঞি ভ্রাতৃ-পুত্রেরে।
শ্রীহরিনাথ গোসাঞিরে দিল অধিকারে॥ ১৯৬

কথোদিন উপরান্তে আইলা তার পিতা।
দামোদর গোসাঞি নাম সর্ব্ব সুখদাতা॥ ১৯৭

তাঁর সঙ্গে দুই পুত্র আইলেন তাঁর।
গোসাঞি হরিরাম মথুরাদাস নাম যার॥ ১৯৮

অদ্যাপি তিন ভায়ের বংশ অধিকারী।
সংক্ষেপে লিখিল লেখা না যায় বিস্তারি॥ ১৯৯

ইঁহারা যেমতে পাইলেন অধিকার।
সে অতি বাহুল্য তাহে কহিলাম সার॥ ২০০

কথোদিন উপরান্তে কবিরাজ লইয়া।
ব্রজ পরিক্রমা কৈলা আনন্দিত হৈয়া॥ ২০১

তবে বিদায় পূর্ব্ববৎ হৈয়া গৌড়দেশ।
কথোক দিবসে আসি হইলা প্রবেশ॥ ২০২

শ্রীজীব গোসাঞি নিকট
* শ্রীশ্যামানন্দ গোসাঞি ছি
তাঁরে আচার্য্য ঠাকুরের সঙ্গে করি দিলা॥ ২০

কহিল তোমার হৈতে উৎকল দেশেতে।
অনেক উদ্ধার হব জানিহ নিশ্চিতে॥ ২০৪

প্রথমে আছিল নাম দুঃখিনী কৃষ্ণদাস।
তৎপশ্চাৎ এই নাম হইল প্রকাশ॥ ২০৫

শ্যামল সুন্দর তনু মগ্ন প্রেম সুখে।
জানিয়া রাখিল নাম শ্রীজীব শ্রীমুখে॥ ২০৬

ইঁহার অসীম গুণ জগৎ বিদিত।
যার নাম লইলে হয় গৌরভক্তে প্রীত॥ ২০৭

এবং ব্যাস আচার্য্য ঠাকুর দুইজন লইয়া।
গৌড়দেশ আইলা কবিরাজ সঙ্গে করিয়া॥ ২

পূর্ব্ববৎ ভক্তিশাস্ত্র কৈল প্রবর্ত্তন।
বীরহাম্বীর আদি শিষ্য হৈল বহুজন॥ ২০৯

---

* শ্যামানন্দ গোসাঞি—শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্যের প্রকাশমূর্ত্তি পূর্ব্বে প্রকট হন। মেদি পুর জেলার ধারেন্দা বাহাদুর গ্রামে সদগোপ কুলে আবির্ভূত হন। তাঁহার পিতার নাম শ্রীকৃষ্ণ মাতার নাম দুরিকা। বাল্যনাম দুঃখী কৃষ্ণদাস। নব্য যৌবনে গৃহত্যাগ করতঃ কালনায় শ্রীগৌ পণ্ডিতের ভবনে উপনীত হন। গৌরীদাস শিষ্য শ্রীহৃদয় চৈতন্য ঠাকুরের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করতঃ দিন তাঁহার সেবাকার্য্য করেন। পরে বৃন্দাবনে গমন করতঃ শ্রীজীব গোস্বামী সমীপে শাস্ত্র করেন। এবং নিকুঞ্জবনে শ্রীমতীর শ্রীচরণের নূপুর প্রাপ্ত হইয়া শ্যামানন্দ নাম প্রাপ্ত হন শ্রীনিবাস নরোত্তম সহ গোস্বামীগণের গ্রন্থ লইয়া গৌড়দেশে আসেন। তৎপরে উৎকলে গমন শ্রীরসিকানন্দাদি অগণিতজনকে দীক্ষা প্রদান করিয়া আচণ্ডালে প্রেম বিতরন করেন। ১৫৫২ আষাঢ়ী কৃষ্ণা প্রতিপদে প্রভু শ্যামানন্দ অপ্রকট হন।

বিষ্ণুপুর মধ্যে এক বাড়ী করি দিলা।
অশেষ প্রকারে রাজা সেবন করিলা ॥ ২১০
এইমত কথোদিন তথাই রহিলা।
পুন বৃন্দাবন যাইতে উৎসব বাড়িলা ॥ ২১১
বড় পুত্র বৃন্দাবন বল্লভ ঠাকুর।
সঙ্গে বড় কবিরাজ আনন্দ প্রচুর ॥ ২১২
বার সম্মতি বৃন্দাবনেরে আইলা।
পূর্ব্ববৎ সবাসহ মিলন করিলা ॥ ২১৩
পথে কবিরাজ সঙ্গে করিল নির্ণয়।
আগে জলপাত্র ভরি যে কেহ আনয় ॥ ২১৪
তাহার যে আচরণ করিতে চাহিয়ে।
নিজপাত্রে আচরিব মোর আজ্ঞা হয়ে ॥ ২১৫
কবিরাজ ঠাকুরের অদ্ভুত চরিত্র।
যা করে আজ্ঞা তাহা করে সুনিশ্চিত ॥ ২১৬
বৃন্দাবনে শুনি সব বৈষ্ণব তাঁহারে।
পুছিল কি কৈল পথে কহ না আমারে ॥ ২১৭
গুরুজন আনিলে শিষ্য করিব আচার।
কহেঁ নাহি শুনি হেন শাস্ত্রের বিচার ॥ ২১৮
তিঁহো কহে, "হয় মোর প্রভু বিদ্যমান।
তাহাকে পুছহ তিঁহো কহিব নিদান ॥ ২১৯
তবে আচার্য্য ঠাকুরেরে সবাই পুছিলা।
শুনিয়া আচার্য্য ঠাকুর হাসিতে লাগিলা ॥
তাঁহাকেই সুধাইহ বলিল বচন।
তাঁরা কহে পুছিলাঙ না কৈল কথন ॥ ২২১
তবে আচার্য্য ঠাকুর কহে কহিয়ো তাঁহারে।
তোমার গুরুদেবের পুছিল সমাচারে ॥ ২২২
তেঁহ কহিলেন কবিরাজেরে পুছিহ।
তবে কহিবেন ইহা নিশ্চয় জানিহ ॥ ২১৩
এইমত কবিরাজ ঠাকুর প্রশ্ন কৈল।
গুরু আজ্ঞা জানি শাস্ত্রে প্রমাণ পড়িল ॥ ২২৪

তথাহি—আগমে—
"আজ্ঞা গুরুণাং হ্যবিচারণীয়া" ২২৫

সবে নির্ব্বাচন হইলেন ইহা শুনি।
কিন্তু অধিকারী প্রতি এসকল বাণী ॥ ২২৬
সর্ব্বত্র করিতে পারে তবে সে নিস্তার।
এক স্থানে না করিলে অপরাধী সার ॥ ২২৭
বড় কবিরাজ ভ্রাতা *গোবিন্দ কবিরাজ নাম।
সংক্ষেপে কহিয়ে কিছু তার গুণ গ্রাম ॥ ২২৮

---

*শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ—শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ শ্রীখণ্ড নিবাসী গৌরাঙ্গ-পার্ষদ চিরঞ্জীব সেনের পুত্র ও রামচন্দ্র কবিরাজের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর শিষ্য প্রখ্যাত অষ্ট কবিরাজের মধ্যে একজন। বুধরীতে তাঁহার শ্রীপাট। তিনি শ্রীখণ্ড মাতামহ গৃহে ভূমিষ্ঠ হন। মাতামহ শাক্তভাবাপন্ন বলিয়া তিনি প্রথম জীবনে দেবীর উপাসক ছিলেন। পরে শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর করুণায় পরম বৈষ্ণব হন। তদবধি বৈষ্ণব সঙ্গীত রচনায় আত্ম-নিয়োগ করেন। নরোত্তমের নবতাল ও গোবিন্দের নবরাগের পদরচনা সমসাময়িক বৈষ্ণব সমাজে নবযুগের সূচনা করিল। শেখর ভূমির রাজা হরিনারায়ণের আদেশে 'শ্রীরামচরিত' গীত রচনা করিয়া রাজাকে অর্পণ করেন। ঠাকুর নরোত্তমের ভ্রাতা রাজা সন্তোষ রায়ের আদেশে তিনি 'সঙ্গীত মাধব' নাটক রচনা করেন।

তিঁহো গীত পাঠাইল শ্রীজীব গোসাঞির স্থান।
যাহা শুনি ভক্তগণের জুড়ায় পরাণ ॥ ২২৯

গোসাঞি সগণ তাহা কৈলা আস্বাদন।
যে প্রেম বাড়িল তাহা না হয়ে লিখন ॥ ২৩০

কিন্তু তার প্রত্যুত্তর যবে পাঠাইল।
শ্রীজীবের সহচর তাহাতে লিখিল ॥ ২৩১

এক শ্লোকে কহিল সকল আস্বাদন।
বিচারিয়া দেখ দিয়া নিজ নিজ মন ॥ ২৩২

তথাহি—শ্লোক—

শ্রীগোবিন্দ-কবীন্দ্র চন্দনগিরেশ্চঞ্চ—
দ্বসন্তানিলে না নীতঃ কবিতাবলী,
পরিমলঃ কৃষ্ণেন্দু সম্বন্ধভাক্।
শ্রীমজ্জীব সুরাংস্ত্রিপাশ্রয় যুযো-
ভৃঙ্গান্ সমুন্মাদয়ন্ সর্ব্বস্থাপি চমৎকৃতিং
ব্রজবনে চন্দ্রে কিমন্যৎপরং ॥ ২৩৩

এইমত পূর্ব্ববৎ কথোক দিবস।
থাকয়া চলিলা গৌড়দেশ আজ্ঞা-বশ ॥ ২৩৪
তিনবার বৃন্দাবন গমনাগমন।
সংক্ষেপে করিয়া কিছু কৈল নিবেদন ॥ ২২৫
শ্রীগোসাঞি জীউর আজ্ঞা করিল পালন।
সর্ব্বত্র স্থাপিল রাধাকৃষ্ণ প্রেমধন ॥ ২৩৬
ভক্তিরস গ্রন্থ যত প্রচার করিল।
অশেষ বিশেষ সংকীর্ত্তন আস্বাদিল ॥ ২৩৭
শ্রীবংশীবদন নাম শালগ্রাম সেবা।
তাহার নিয়ম করি দিয়াছেন যেবা ॥ ২৩৮
তাহা কহি শুন যেই আগে স্নান করে।
সেই সেবা না করিলে দণ্ড ফল ধরে ॥ ২৩৯
কখনো ঠাকুরাণী আপনে কভো পুত্র।
কখনো বা ঘরে থাকে সেবক স্বতন্ত্র ॥ ২৪০

তুলসীচন্দন নানা পুষ্পাদি করিয়া।
ঠাকুর সেবন করে সযত্ন হইয়া ॥ ২৪১
তবে ঠাকুরাণী ঠাকুর ঘরের হাণ্ডীতে।
পাক করে দুই চারি ব্যঞ্জন সহিতে ॥ ২৪২
হাণ্ডী তুলি ঠাকুরের ভোগ লাগাইয়া।
পুন ভোগ সরাইয়া মুখ-বাস দিয়া ॥ ২৪৩
শয়ন করান অতি আনন্দিত মনে।
তবে চড়ে প্রসাদি হাঁড়ীতে রন্ধনে ॥ ২৪৪
বৈষ্ণবের যাতায়াত সতত আছয়ে।
মধ্যাহ্নে একত্র হয়ে মহাপ্রসাদ পায়ে ॥ ২৪৫
ব্যঞ্জন অনেক করি আগেই রাখেন।
কেহ আইলেই অন্ন রন্ধন করেন ॥ ২৪৬
এইমত প্রহরেক রাত্রি যবে যায়।
পুন বৈকালিক করি পাত্র উঠায় ॥ ২৪৭
কতকালে শ্রীহেমলতা ঠাকুরঝি মহাশয়।
সেবায় প্রকাশ লাগি প্রযত্ন করয় ॥ ২৪৮
অনেক প্রয়াসে তার উৎকণ্ঠা জানিয়া।
আজ্ঞা দিল সেবা কর সাবধান হঞা ॥ ২৪৯
আজ্ঞা পাঞা শ্রীবিগ্রহ প্রকাশ করিল।
অঙ্গ সেবা করাইয়া মন্দিরে বসাইল ॥ ২৫০
আচার্য্য ঠাকুরের নিজগুরুর সেবন
তাঁর নামে নাম রাখে "শ্রীরাধারমন" ॥ ২৫১
সর্ব্ব বৈষ্ণব আনি মহা মহোৎসব।
যে করিলা কি কহিব অলৌকিক সব ॥ ২৫২
শ্রীখেতুরী মধ্যে বড় কবিরাজ ঠাকুর
রহিলা শ্রীঠাকুর সহ প্রণয় প্রচুর ॥ ২৫৩
শ্রীআচার্য্য ঠাকুর লাগিয়া সেইখানে।
বিলক্ষণ ঘর করি রাখিল যতনে ॥ ২৫৪
তাথে কেহ নাহি চড়ে দেওয়া রহে দ্বারে।
আচার্য্য ঠাকুর আইলে উত্তরে সে ঘরে ॥ ২৫৫

দোঁহে সেই গৃহ সন্নিধানে ।
করি আইসে প্রেমাবেশ মনে ॥ ২৫৬
ঠাকুর রহে শ্রীযাজিগ্রামে ।
ঞ্চপুর কভু খেতুরি বিশ্রামে ॥ ২৫৭
মহাশয় বড় কবিরাজ ঠাকুর ।
সহ রসাস্বাদ রহে প্রেমপূর ॥ ২৫৮
জ ঠাকুর মহাশয় কার্ত্তিক নিয়মে ।
দর্শনে আইসেন জাজিগ্রামে ॥ ২৫৯
নদী পারে নিয়ম রাখিয়া ।
বিবেদন করে বিনয় করিয়া ॥ ২৬০
র ফিরি যবে খেতুরি যাইব ।
তামা এই স্থানে মাথায় লইব ॥ ২৬১
জ ঠাকুর অপ্রকটে ঠাকুর মহাশয় ।
আসিতেন আচার্য্য ঠাকুর নিলয় ॥ ২৬২
াকুর পুত্র সব অপ্রকট হইলা ।
ণ রক্ষা লাগি উপরোধ কৈলা ॥ ২৬৩
হান্ত মেলি পুনঃ বিবাহ দিলা ।
ত্র শ্রীগোবিন্দগতি ঠাকুর জন্মিলা ॥ ২৬৪
ভদ্র গোসাঁইর বরে জন্ম হৈল ।
হতে সভে মেলি আনন্দ পাইল ॥ ২৬৫
ার্য্য ঠাকুরের দ্বিতীয় পদ হয় ।
সম্পূর্ণ পাই তাঁহার আশয় ॥ ২৬৬
খা প্রতি রাধা অনুরাগ কহে ।
নির্য্যাস রসিকের মন মোহে । ২৬৭

তথাহি—পদং—

অনুক্ষণ কোলে থাকে বসনে আপনা ঢাকে,
দুয়ার বাহির পরবাস ।
আপন বলিয়া বোলে, হেন নাহি ক্ষিতিতলে,
হেন ছারে হেন অভিলাষ ॥ ২৬৮
সজনি, তুয়া পায় কি বলিব আর ।
সে দুলহ জনে অনু, রকত যাহার মন,
কেবল মরণ প্রতিকার ॥ ধ্রু ॥ ২৬৯
কি করিতে কিবা করি, আপনা দঢ়াইতে নারি,
রাতি দিবস নাহি যায় ।
গৃহে যত বন্ধুজন, সব মোর বৈরীগণ,
কি করিব কি হবে উপায় ॥ ২৭০

এই পদ তদাশ্রিত জনের জীবন ।
শ্রবণ সর্ব্বস্ব কিবা কণ্ঠ আভরণ ॥ ২৭১
কিংবা রসের সার অনুরাগ খনি ।
মধুরিমা সীমা কিবা সুধার স্বরধ্বনী ॥ ২৭২
এইত কহিল তাঁরে প্রেমের বিলাস ।
যাহার শ্রবণে ভক্তে সুদৃঢ় বিশ্বাস ॥ ২৭৩
শ্রীরূপ সপরিবার সর্ব্বস্ব যাঁহার ।
তাঁ সবার সুখ লাগি এ লীলা প্রচার ॥ ২৭৪
সে সম্বন্ধ গুর্ব্বাদি বর্ণনে অভিলাষ ।
অনুরাগবল্লী কহে মনোহর দাস ॥ ২৭৫

ইতি—শ্রীমদনুরাগবল্ল্যাং শ্রীমদাচার্য্য ঠাকুর
প্রেমবিলাসো নাম ষষ্ঠী মঞ্জরী ।

সপ্তম মঞ্জরী

তুড়ী রাগ

প্রণমহোগণ সহ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য।
করুণা অবধি যাহা বিনু নাহি অন্য॥ ১
অধমেরে যাচিয়া বিতরে পরমার্থ॥
পতিত পাবন নাম এবে সে যথার্থ॥ ২
আর এক কহি শুন তাহার রহস্য।
দত্ত-চিত্ত হৈলে সুখ পাইবা অবশ্য॥ ৩
শ্রীআচার্য্য ঠাকুর কৈলা সেবকের গণ।
জানিবার লাগি লিখি মুখ্য মুখ্য জন॥ ৪
অগ্র পশ্চাৎ কে হৈয়াছেন নাহি জানি।
সবাকার নাম মাত্র এক ঠাঞি গণি॥ ৫
ইহাতে যদ্যপি মোর অপরাধ হয়।
তথাপি ক্ষমিবা প্রভু সব দয়াময়॥ ৬
যে কৃপাতে নিজগণে দিয়াছ আশ্রয়।
সে করুণা মোর গতি কহিলুঁ নিশ্চয়॥ ৭
তোমা সবার চরণ মোর একান্ত শরণ।
অনন্ত প্রণাম করো অপরাধ-ভঞ্জন॥ ৮
শ্রীঈশ্বরীজীউ বড় ঠাকুরাণী নাম।
ঠাকুরের কৃপাতে সর্ব্ব সদ্ গুণধাম॥ ৯
রাধাকৃষ্ণ লীলাস্বাদ যাঁহার সহিত।
এই গুণে অতিশয় প্রভুর পিরীত॥ ১০
ছোট ঠাকুরাণীর নাম শ্রীগৌরাঙ্গ প্রিয়া।
প্রভু সদা সুখী যাঁর চরিত্র দেখিয়া॥ ১১
বৃন্দাবন বল্লভ ঠাকুর বড় পুত্র
তাঁর ছোট শ্রীরাধাকৃষ্ণ ঠাকুর পুত্র॥ ১২
শ্রীহেমলতা ঠাকুরঝি ভগিনী তাঁহার।
শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়া ঠাকুরঝি ভগিনী যাঁহার॥ ১৩
শ্রীকাঞ্চন ঠাকুরঝি যমুনা অভিধান।
সর্ব্ব কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীগোবিন্দ গতি নাম॥ ১৪
শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ সর্ব্ব সদ্‌গুণ খনি।
নিজ দক্ষিণ ভুজা প্রভু কহিয়াছে আপনি॥ ১৫
তাঁহার কনিষ্ঠ গোবিন্দ কবিরাজ নাম।
যার দ্বারে পদ প্রভু করে অনুপাম॥ ১৬
এক শাখা ঠাকুরের শ্রীব্যাস আচার্য্য।
তাঁহার মিলন ষষ্ঠ মঞ্জরী বিচার্য্য॥ ১৭
তাঁর পুত্র শ্যামদাস আচার্য্য মহাশয়।
তাঁহাকে করুণা করিয়াছে দয়াময়॥ ১৮
শ্রীরামকৃষ্ণ চট্টোরাজ মহাশয়।
তার ভাই শ্রীকুমুদ চট্টোরাজ হয়॥ ১৯
প্রভুর অত্যন্ত প্রেমপাত্র দুইজন।
দোঁহার সর্ব্বস্ব প্রভুর কমল চরণ॥ ২০
মহাপ্রস্তৃত এ দুহার পরিবার।
যাঁ সবারে সর্ব্বতোভাবে প্রভুর অঙ্গীকার॥ ২১
শ্রীরাধাবল্লভ, শ্রীগোপীজনবল্লভ।
শ্রীগোবিন্দ রায়, শ্রীগৌরাঙ্গ বল্লভ॥ ২২
শ্রীচৈতন্য দাস, শ্রীবৃন্দাবন দাস।
শ্রীকৃষ্ণদাস আদি প্রভুর চরণে বিশ্বাস॥ ২৩
চট্টোরাজ ঠাকুরের গোষ্ঠী সবে চট্টোরাজ।
যা সবার নিকট সদা বৈষ্ণব সমাজ॥ ২৪
মালতী ঠাকুরঝি ফুল্ল ঠাকুরঝি মহাশয়।
সবারে করুণা করিয়াছে দয়াময়॥ ২৫
রাজেন্দ্র বাড়ুয্যে চট্টরাজ ঠাকুরের জামাতা।
প্রভুর কৃপার পাত্র শুদ্ধ বৈষ্ণবতা॥ ২৬

শ্রীশ্যামদাস চক্রবর্ত্তী মহাশয়।
[illegible]র ছোট শ্রীরামচরণ চক্রবর্ত্তী হয়॥ ২৭
[illegible]রমার্থে দুই ভাই প্রভুর সেবক॥
[illegible]বহার ক্রমে দোঁহে হয়েন শ্যালক॥ ২৮
[illegible]হাটক্ষন ভক্তি গ্রন্থ পড়িবারে সঙ্গে।
[illegible]রদিন ছিলা রাধাকৃষ্ণ লীলা রঙ্গে॥ ২৯
[illegible]বাস চলিলে মাত্র বন্ধন করয়।
[illegible]রমার্থ ব্যবহারে যেন বিরোধ না হয়॥ ৩০
কাঞ্চনগড়িয়া মধ্যে শ্রীগোকুল দাস।
[illegible]হার কনিষ্ঠ ভাই ঠাকুর শ্রীদাস॥ ৩১
[illegible]কুল নন্দন কৃষ্ণবল্লভ চক্রবর্ত্তী।
[illegible]হার প্রভুর পদে পরম পিরীতি॥ ৩২
[illegible]দাসের তিন পুত্র বড় জয়কৃষ্ণ আচার্য্য।
[illegible]র ছোট ভাই শ্রীজগদীশ আচার্য্য॥ ৩৩
[illegible]মবল্লভ চক্রবর্ত্তী তাঁর ভাই ছোট।
[illegible]প্রেমের বিগ্রহ সবে দেখিয়ে প্রকট॥ ৩৪
শ্রীনৃসিংহ দাস কবিরাজ মহাশয়।
[illegible]রায়ণ কবিরাজ তাঁর ছোট ভাই হয়॥ ৩৫
[illegible]রিবল্লভ সরকার মথুরানাথ মহাশয়।
শ্রীগোপাল দাস কাঞ্চনগড়িয়া নিলয়॥ ৩৬
[illegible]জিগ্রাম নিবাসী রূপ ঘটক মহাশয়।
[illegible]র্দ্ধেক বাড়িতে করিয়া দিলেন নিলয়॥ ৩৭
শ্রীরাধাবল্লভ দাস রমনদাস মহাশয়।
[illegible]মদেব মণ্ডলের যুগল তনয়॥ ৩৮
শ্রীযুক্ত গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী মহাশয়
[illegible]বুক চক্রবর্ত্তী বলি প্রভু যারে কয়॥ ৩৯
শ্রীকর্ণপুর কবিরাজ মহামতি।
শ্রীগোপাল দাস ঠাকুর পরম সুকৃতি॥ ৪০

শ্রীকৃষ্ণ পুরোহিত গৌর ঠাকুরের পূজারী।
সুধাকর মণ্ডল নারায়ণ মণ্ডল দোঁহে সহচরী॥ ৪১
নারায়ণ মণ্ডল ভ্রাতা শ্রীগোপাল মণ্ডল।
প্রভুর করুণা পাত্র ভজন প্রবল॥ ৪২
শ্রীনারায়ন চৌধুরী মহাশয়।
গোয়াস পরগণা রায়পুর বাড়ী হয়॥ ৪৩
সেবা লীলা গোবিন্দের পরম মধুর।
যাঁর অভিষেক কৈল আচার্য্য ঠাকুর॥ ৪৪
শ্রীবল্লবী দাস কবিরাজ মহাশয়।
শ্রীবনমালী কবিরাজ প্রেমরসময়॥ ৪৫
শ্রীরঘুদাস ঠাকুর শ্রীমোহন দাস।
প্রভুর করুণা পাত্র শ্রীরাম দাস॥ ৪৬
শ্রীশ্যামভট্ট আর শ্রীআত্মারাম।
শ্রীনাড়িক মহাশয় প্রেম উদ্দাম॥ ৪৭
শ্রীগোপীরমন কবিরাজ তাঁর ভাই দুর্গাদাস।
রাজা বীর হাম্বীর শ্রীরাধাকৃষ্ণ দাস॥ ৪৮
কানসোনার শ্রীজয়রাম দাস ঠাকুর।
শ্রীগোকুলদাস কবিরাজ প্রেমপুর॥ ৪৯
পূর্ব্ব বাড়ী তাঁহার কড়ুই মধ্যে হয়।
পঞ্চকুট সেরগড় সম্প্রতি নিলয়॥
শ্রীবংশীদাস ঠাকুর প্রভুর কৃপাপাত্র।
পূর্ব্ব বাড়ী বুধৈার বাহাদুরপুর মাত্র॥ ৫১
আশ্রয় শ্রীগোপীরমন জিউর সেবা।
তাঁহার ভাগ্যের সীমা কহিবেক কেবা॥ ৫২
সম্প্রতি বাড়ী হয় আমিনা বাজার।
জগৎ বিখ্যাতগণ কে পাইব পার॥ ৫৩
বীরভূমি মধ্যে বৈদ্যরাজ তিনজন।
তার মধ্যে ভগবান কবিরাজ অগ্রগণ্য॥ ৫৪

• কাঞ্চনগড়িয়া—মুর্শিদাবাদ জেলায় অবস্থিত। কাটোয়া—আজিমগঞ্জ রেলপথে বাজারসাহু ষ্টেশন হইতে এক মাইল।

তাঁর ছোট শ্রীরূপ কবিরাজ নাম।
ভগবানসুত নিমু কবিরাজ সদ্গুণধাম ॥ ৫৫
এইত লিখিল নাম জানিয়া যাঁহার।
বিচারিতে আর কত আছয়ে তাঁহার ॥ ৫৬
সবে শ্রীআচার্য্য ঠাকুরের কৃপাপাত্র।
ইহাতে যে অন্য বুদ্ধি করে তিলমাত্র ॥ ৫৭
এই অপরাধে তার নাহিক নিস্তার।
সাবধান হয়ে শুন সিদ্ধান্তের সার ॥ ৫৮
গুরু কৃষ্ণ বৈষ্ণব তিন এক বস্তু হয়।
একে দ্বেষ থাকিলে তিনে করেন প্রলয় ॥ ৫৯
প্রভুর কৃপাতে সবার প্রেমা অনর্গল।
কি কহিব পৃথিবীতে বিদিত সকল ॥ ৬০
আমার প্রভুর প্রভু সবে পরমার্থ।
এ বড়ি ভরসা মনে রাখিয়ে সর্ব্বার্থ ৬১
পতিত পাবন সবে সবে দীনবন্ধু ॥
সবে কৃপা মূর্ত্তি সবে অনাথের বন্ধু ॥ ৬২
অনায়াসে পাতকীর করিলা উদ্ধার।
আয়াস করিয়া মোরে কর অঙ্গীকার ॥ ৬৩
অবিচারে সবে মেলি কর কৃপা কণ।
অনেক জন্মের বাঞ্ছা হউক পূরণ ॥ ৬৪
শ্রীরূপ পরিবার সর্ব্বস্ব যাঁহার।
তাঁ সবার সুখ লাগি এ লীলা প্রচার ॥ ৬৫
সে সম্বন্ধ গুর্ব্বাদি বর্ণন অভিলাষ।
অধরাগবল্লী কহে মনোহর দাস ॥ ৬৬

ইতি—শ্রীমদনুরাগবল্ল্যাং শ্রীমদাচার্য্য ঠক্কুর-শাখা বর্ণনং নাম সপ্তম মঞ্জরী।

অষ্টম মঞ্জরী

বসন্ত সৌরাষ্ট্রী

প্রণমহো গণসহ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য।
করুণা অবধি যাহা বিনু নাহি অন্য ॥ ১
অধমেরে যাচিয়া বিতরে পরমার্থ।
পতিত পাবন নাম এবে সে যথার্থ ॥ ২
আর এক বিচার উঠিল মোর মনে।
তেকারণে যত্ন করি করিয়ে লিখনে ॥ ৩
শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু ব্রজেন্দ্র নন্দন।
গুরু করিবার তাঁর কোন প্রয়োজন ॥ ৪
যদি কহ ঈশ্বর করয়ে ভক্তিরীত।
লোক আচরি তাহা করিয়া প্রতীত ॥৫
এই হেতু হয় তবে কেনে অসম্প্রদায়।
গুরু করিবেন জগদ্গুরু গোরা রায় ॥ ৬
সনাতন ধর্ম্ম প্রভু করেন স্থাপনে।
পদ্মপুরাণের বাক্য তাহা সব জানে ॥ ৭
যে প্রভুর দাসানুদাসের করুণা হইলে।
অন্তর্য্যামী আদি শক্তি সেবা করি ফিরে ॥ ৮
সে প্রভু আপনে হৈয়া সর্ব্ব অবতারী।
যখন যেখানে সাঙ্গোপাঙ্গ লীলাকারী ৯
সে খণ্ডিত করিবেন ভক্তি আচরণে।
ভাবিতে বিস্ময় বড় হইলাঙ মনে ॥ ১০
তবে শ্রীবৃন্দাবন মথুরায় চারি।
সম্প্রদায় তাঁ সবারে করিল পুছারি ॥ ১১
তিন সম্প্রদায় আপন গুরুর প্রণালী ॥
আনিয়া দিলেন তাহা দেখিল সকলি ॥ ১২

মহাপ্রভুর সম্প্রদায় বিবরণ না পাঞা।
সর্ব্বত্র তল্লাস করি চিন্তিত হইয়া ॥ ১৩
এইমত কথোদিন ঢুঁড়িতে ঢুঁড়িতে।
আচম্বিতে পাইলাঙ প্রভুর কৃপাতে ॥ ১৪
শ্রীজীব গোস্বামীর কুঞ্জে একজন।
*শ্রীগোপাল গুরু গোসাঁইর পরিবার হন ॥ ১৫
রাধাবল্লভ দাস নাম প্রাচীন বৈষ্ণব।
তাঁরে নিবেদন কৈলোঁ এ আখ্যান সব ॥ ১৬
তিহোঁ কহেন, "শ্রীগোপাল গুরু গোসাঞি।
ইহার নির্ণয় করিয়াছেন চিন্তা নাঞি ॥" ১৭
এত কহি মোরে এক পত্র পুরাতন।
কৃপা করি দিয়া কৈল সন্দেহ ছেদন ॥ ১৮
মহাপ্রভুর পার্ষদ পণ্ডিত বক্রেশ্বর।
তাঁহার সেবক শ্রীগোপাল-গুরু বর ॥ ১৯
শ্রীহরিনাম ব্যাখ্যা সম্প্রদায় নির্ণয়।
আগেই করিয়া রাখিয়াছেন মহাশয় ॥ ২০
তাঁর পাট নীলাচলে রাধাকান্তের সেবা।
অতি মনোহর তাহা বর্ণিবেক কেবা ॥ ২১

শ্রীহরিনাম ব্যাখ্যা :

হরিনাম মধ্যে তিন নামের কথন।
হরে কৃষ্ণ রাম ব্যাখ্যা শুন দিয়া মন ॥ ২২
'হরি' শব্দে সম্বোধনে হ হয় 'হরে'।
'হরা' শব্দে সম্বোধনে হ হয় 'হরে' ॥ ২৩
তাথে 'হরে' শব্দের ব্যাখ্যা দুই শ্লোকে কয়।
"কৃষ্ণ-রাম" নাম অর্থ দুই শ্লোকে হয় ॥ ২৪
এই চারি শ্লোকে করি হরিনাম ব্যাখ্যা।
মহাপ্রভুর পরিবার প্রতি দিল শিক্ষা ॥ ২৫

তথাহি শ্লোকা—

বিজ্ঞাপ্যভগবত্তত্বং চিদ্‌ঘনানন্দ বিগ্রহং।
হরত্যবিদ্যাং তৎকার্য্যমতোহরিরিতিস্মৃতঃ ॥ ২৬
হরতি শ্রীকৃষ্ণমনঃ কৃষ্ণাহ্লাদস্বরূপিনী।
অতো হরেত্যনেনৈব শ্রীরাধাপরিকীৰ্ত্তিতা ॥ ২৭
আনন্দৈক সুখ স্বামী শ্যামঃ কমল-লোচন।
গোকুলানন্দনো নন্দনন্দনঃ কৃষ্ণ ঈর্য্যতে ॥ ২৮
বৈদগ্ধ্যসারসর্ব্বস্ব মূৰ্ত্তিঃ লীলাধিদেবতাং।
রাধিকাং রময়েন্নিত্যং রাম ইত্যভিধীয়তে ॥ ২৯

এই অর্থ হয় ভক্তবর্গ প্রাণধন।
কিম্বা তনু মহোৎসব কর্ণ-রসায়ন ॥ ৩০
সম্প্রদায় নির্ণয় যে পত্র আছিল।
ভাগ্যবশে সেই পত্র সেখানে পাইল ॥ ৩১
সে পত্র পাইয়া মোর আনন্দ হইল।
নূতন পত্রেতে তাহা লিখিয়া লইল ॥ ৩২
মহাপ্রভুর সম্প্রদায় বিচারিয়া দেখি।
বৃন্দাবনে গৌড়োৎকলে অনেক পাইল সাথী ॥ ৩৩
শ্রীবল্লভ আচার্য্য কৈল যে ভাষ্য স্থাপন।
তাথে চারি সম্প্রদায় করিল লিখন ॥ ৩৪
তাহাতেও এই শ্লোক প্রমাণ পাইল।
পদ্মপুরাণের বাক্য সুদৃঢ় জানিল ॥ ৩৫

* গোপাল গুরু—প্রভু নিত্যানন্দ শিষ্য শ্রীপুরুষোত্তম পণ্ডিতের শিষ্য। তাঁহার পিতার নাম মুরারি পণ্ডিত। তাহার নাম মকরধ্বজ ছিল। মহাপ্রভু তাঁহার নাম গোপাল গুরু রাখেন।

তথাহি—শ্রীপদ্মপুরাণে :—

সম্প্রদায়বিহীনা যে মন্ত্রা স্তে নিষ্ফলামতাঃ ॥ ৩৬

অতঃ কলৌভবিষ্যন্তি চত্বারঃ সম্প্রদায়িনঃ ।
শ্রীব্রহ্ম-রুদ্র-সনকা বৈষ্ণবা ক্ষিতিপাবনা ॥ ৩৭

চত্বার স্তে কলৌভাব্যাঃ সম্প্রদায় প্রবর্ত্তকাঃ ।
ভবিষ্যন্তি প্রসিদ্ধাস্তে হ্যৎকলে পুরুষোত্তমাৎ ॥ ৩৮

গুরুরেকঃ কৃষ্ণমন্ত্রে বৈষ্ণবঃ সাম্প্রদায়িকঃ ।
তস্য ত্যাগাদিষ্টত্যাগশ্চবতে পরমার্থতঃ ॥ ৩৯

'অদৌ শ্রীসম্প্রদায়' তবে 'ব্রহ্ম সম্প্রদায়' ।
তবে 'রুদ্র' তবে 'সনক' সম্প্রদা লেখায় ॥ ৪০

শ্রীসম্প্রদায়—

'শ্রী' শব্দে 'লক্ষ্মী' কহি তাহাতে হইতে ।
সম্প্রদায় চলিয়াছে কহিল নিশ্চিতে ॥ ৪১

আগে এই সম্প্রদায়ী বৈষ্ণব জন ।
'শ্রী' সম্প্রদায় বলি করিয়া কথন ॥ ৪২

তাঁর শাখা উপশাখা ক্রমেতে অনেক ।
তাঁর পাছে শ্রীরামানুজ হৈল পরতেক ॥ ৪৩

'শ্রীলক্ষ্মণ আচার্য্য' নাম তাঁর হয় ।
অত্যাদরে 'রামানুজ আচার্য্য' সবে কয় ॥ ৪৪

'রামানুজ ভাষ্য' যেহোঁ করিল রচন ।
জ্ঞান কর্ম্ম খণ্ডি ভক্তি তত্ত্বের স্থাপন ॥ ৪৫

রামানুজ আচার্য্য বিশ্ববিখ্যাত হইলা ।
তাঁর নামে সম্প্রদায় কতক কাল চলিলা ॥ ৪৬

শাখা উপশাখা ক্রমে অনেকে পাছে ।
"শ্রীরামানন্দ আচার্য্য" বিখ্যাত হইয়াছে ॥ ৪৭

সেই হৈতে হয় "রাম নন্দী" সম্প্রদায়ে ।
সংক্ষেপে কহিলা অতি বিস্তারের ভয়ে ॥ ৪৮

ব্রহ্ম সম্প্রদায়—

শ্রীমন্নারায়ণোব্রহ্মা নারদো ব্যাস এব চ ।
শ্রীলমধ্বঃ পদ্মনাভো নরহরির্মাধব স্তথা ॥ ৪৯

অক্ষোভো জয়তীর্থশ্চ জ্ঞানসিন্ধুর্মহানিধিঃ ।
বিদ্যানিধিশ্চ রাজেন্দ্রো জয়ধর্ম্ম মুনিস্তথা ॥ ৫০

পুরুষোত্তমশ্চব্রহ্মণো ব্যাসতীর্থমুনিস্তথা ।
শ্রীমান্ লক্ষ্মিপতি শ্রীমন্মাধবেন্দ্র পুরীশ্বরঃ ॥ ৫১

ততঃ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যঃ প্রেমকল্পদ্রুমোভুবি ।
নিমানন্দাখ্যয়া যোহসৌ বিখ্যাতঃ ক্ষিতিমণ্ডলে ।
শ্রীনিত্যানন্দ প্রিয় *শ্রীপুরুষোত্তম মহাশয় ।
*শ্রীদেবকীনন্দন ঠাকুর তার শিষ্য হয় ॥ ৫৩

* শ্রীপুরুষোত্তম—প্রভু নিত্যানন্দের শিষ্য দ্বাদশ গোপালের একজন । নবদ্বীপে বাস । সপ্তম বৎস বয়সে তাঁহার শ্রীকৃষ্ণ ভাবোন্মাদ ঘটে । একশত ঘট জলে অভিষিক্ত হন । কর্ণেস্থিত করবী মঞ্জ হইতে পদ্মগন্ধ বাহির হইয়াছিল । গৌরীদাস পণ্ডিতের কেশে ধরিয়া নিত্যানন্দ স্তব করাইয়া ছিলেন ।

* দেবকীনন্দন—গৌরাঙ্গ লীলায় শ্রীবাস গৃহে ভবানীপূজনকারী চাপাল-গোপালই পরবর্ত্তীকালে দেবক নন্দন নামে পরিচিত হন । শ্রীবাস সমীপে অপরাধ করিয়া কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্থ হন । বৃন্দাবন যাত্রা উপলক্ষে শ্রীগৌরাঙ্গ গৌড়দেশে আসিয়া কানাইর নাটশালা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করতঃ কুলিয়ায় মাধব দাসের ভব পৌঁছিলে চাপালগোপাল প্রভুর চরণে লুণ্ঠিত হইলেন । প্রভু করুণা পরবশ হইয়া শ্রীবাস সমীপে অপরা জানাইয়া ক্ষমা চাহিতে বলিলেন এবং বৈষ্ণব বন্দনা করিতে বলিলেন তখন তিনি শ্রীবাস সমীপে গিয় ক্ষমা ভিক্ষা করিলে শ্রীবাস তাহাকে ক্ষমা করিয়া শ্রীপুরুষোত্তম পণ্ডিতের চরণে আশ্রয় লইতে বলিলেন

তিঁহো যে করিল বড় বৈষ্ণব বন্দন।
তাথে চারি সম্প্রদায় করিল লিখন ॥ ৫৪
তাহাতেহোঁ 'মাধ্ব সম্প্রদায়' এই রীত।
এসব শ্লোকের ভাষা করিল বিদিত ॥ ৫৫
সর্ব্বদেশে স্থানে স্থানে ইহার প্রচার।
দেখিহ শুনিহ তাথে জানিহ নির্দ্ধার ॥ ৫৬
আদৌ শ্রীমাধ্বাচার্য্য ভাষ্যকার হয়।
'মাধ্ব ভাষ্যে' ভক্তিতত্ত্ব করিয়াছে নির্ণয় ৫৭
*শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী গোসাঞি পর্যান্ত এইমতে।
"মাধব সম্প্রদায়" বলি জগত বিখ্যাতে ॥ ৫৮
শ্রীমহাপ্রভু যবে প্রকট হইলা।
সর্ব্বনাম পূর্ব্বে নাম নিমাই পাইলা ॥ ৫৯
সেই নামে মহাপ্রভুর স্বেচ্ছানুক্রমে।
"নিমানন্দী সম্প্রদায়" হইল নিয়মে ॥ ৬০
পূর্ব্ব উপাসনা ছিল ঐশ্বর্য্য প্রধান।
এ মাধুরী চিরকাল নাহি করে দান ॥ ৬১
তবে কৃষ্ণ অনাদি 'নিমাই' নাম ধরি।
চতুর্ব্বিধ ভক্তিরস দিয়া বিশ্বভরি ॥ ৬২
*নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী জানিয়া অন্তর।
নাম করণের কালে কহে 'বিশ্বম্ভর' ॥ ৬৩
বিশেষ উজ্জ্বলরস অনন্য প্রকাশ।
তাহা সমর্পিতে কলি প্রথমে বিলাস ॥ ৬৪
শুদ্ধ স্বর্ণ যিনি কান্তি অঙ্গীকার করি।
নবদ্বীপ মাঝে অবতীর্ণ গৌরহরি ॥ ৬৫

* শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী—শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী কলিযুগপাবন শ্রীশ্রীনিতাই গৌরাঙ্গদেবের দীক্ষাগুরু এবং শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য। প্রাচীন কুমারহট্ট বর্ত্তমান হালিসহর গ্রামে তাঁহার আবির্ভাব। পিতা শ্রীশ্যামসুন্দর আচার্য্য। তিনি মাধবেন্দ্রপুরীর চরণাশ্রয় করতঃ সন্যাস গ্রহণ করেন। ১৪০৭ শকাব্দে একচাক্রার হাড়াই পণ্ডিতের গৃহ হইতে তীর্থসেবক হিসাবে প্রভু নিত্যানন্দকে গ্রহণ করিয়া তীর্থ ভ্রমণ করেন। দক্ষিণ দেশে পাণ্ডুপুরে মহাপ্রভুর ভ্রাতা বিশ্বরূপ অন্তর্দ্ধানকালে স্বশক্তি ঈশ্বরপুরীতে আরোপ করিলে তাঁহার নির্দ্দেশ অনুরূপ নিত্যানন্দে দীক্ষা প্রদানে সেই শক্তি অর্পণ করেন। এইভাবে বিশ্বরূপ-নিত্যানন্দ একাত্ম হইল। তারপর মাধবেন্দ্রসহ মিলিত হইয়া তাঁহার অন্তর্দ্ধানকালে রেমুনায় যেভাবে তাঁহার সেবা করিলেন যে, মাধবেন্দ্র অন্তর্দ্ধানকালে নিজের সমস্ত সাধনশক্তি তাহাকে অর্পণ করেন। সেই শক্তি গৌরাঙ্গে দীক্ষা প্রদানের মাধ্যমে অর্পণ করেন। রেমুনায় মাধবেন্দ্র অন্তর্দ্ধান করিলে বিরহ বিক্ষেপে নবদ্বীপে প্রথমে শ্রীঅদ্বৈত পরে গৌরাঙ্গসহ মিলিত হন এবং স্বরচিত শ্রীকৃষ্ণলীলামৃত গ্রন্থের বিচার মাধ্যমে শ্রীগৌরাঙ্গের বিদ্যাগর্ব্ব সঙ্কোচ করান। তৎপরে গয়াধামে গৌরাঙ্গ দীক্ষা দিয়া বৃন্দাবনে গমন করতঃ নিত্যানন্দকে গৌরাঙ্গ সমীপে পাঠাইয়া ১৪৩৩ শকাব্দে শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী অপ্রকট হন।

* শ্রীনীলাম্বর চক্রবর্ত্তী—শ্রীনীলাম্বর চক্রবর্ত্তী শ্রীগৌরাঙ্গের মাতামহ। শ্রীহট্ট হইতে নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী নবদ্বীপে আসিয়া বেলপুকুরিয়া গ্রামে বাস করেন। তাঁর দুই পুত্র ও দুই কন্যা। যোগেশ্বর পণ্ডিত, রত্নগর্ভাচার্য্য, দুই পুত্র। সর্ব্বজায়া ও শচী দুই কন্যা। সর্ব্বজায়া চন্দ্রশেখর আচার্য্য ও শচীর জগন্নাথ মিশ্রসহ বিবাহ হয়। তিনি জ্যোতিষ-শাস্ত্র বিশারদ ছিলেন।

সে হরি স্ফুরন সবার হৃদয় কন্দরে।
কলি-গজ-মদ নাশ যঁাহার হুঙ্কারে ॥ ৬৬
শ্রীরূপ গোসাঞি ইহা বিদগ্ধ মাধবে।
মঙ্গলাচরণে করাইল অনুভবে ॥ ৬৭

তথাহি ॥—

অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ।
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তি শ্রিয়ং ॥
হরিঃ পূরট সুন্দর দ্যুতি কদম্ব সন্দীপিতঃ।
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ ॥ ৬৮

আসমুদ্র পর্য্যন্ত বৈষ্ণব নাম যঁার।
'নিমানন্দী' শুনি পূজ্য বুদ্ধি সবাকার ॥ ৬৯
অনন্ত পরিবার তাঁর সর্ব্ব সদ্‌গুণধাম।
তার মধ্যে এক শ্রীগোপালভট্ট নাম ॥ ৭০
ইহার অনেক শিষ্য কহিল না হয়।
এক লিখি শ্রীনিবাস আচার্য্য মহাশয় ॥ ৭১
ইহার যতেক শিষ্য কহিতে না শকি।
এক শ্রীরামচরণ চক্রবর্ত্তী লিখি ॥ ৭২
ইঁহার অনেক হয় শিষ্যের সমাজ।
তার মধ্যে এক শ্রীরামশরণ চট্টরাজ ॥ ৭৩
শ্রীআচার্য্য ঠাকুরের সেবক প্রধান।
শ্রীকৃষ্ণদাস চট্টরাজ ঠাকুর নাম ॥ ৭৪
তাঁর পুত্র হন ইঁহ পরম সুশান্ত।
তাঁহার চরণ মোর শরণ একান্ত ॥ ৭৫
তিঁহো মোর গুরু তাঁর পদপ্রাপ্তি আশ।
তাঁর দত্ত নাম মোর মনোহর দাস ॥ ৭৬
কাটোয়া নিকট বাগানকোলা পাটবাড়ী।
সেখানে বসতি আর সর্ব্ববাড়ী ছাড়ি ॥ ৭৭
তেঁহ কৈল মো অধমে যেন মতে।
যেরূপ করুণা তাঁর আছিল জীবেতে ॥ ৭৮
যেরূপ করিল সংকীর্ত্তনের বিলাস।
যেমত তাঁহাতে কৃষ্ণ কথার প্রকাশ ॥ ৭৯
রূপগুণ বদান্যতা বৈষ্ণবতা তাঁর।
দেখিতে শুনিতে লোকে লাগে চমৎকার।
ইহা বর্ণিবারে যদি সংক্ষেপে চাহিয়ে।
স্বতন্ত্র পুস্তক এক তথাপিহ হয়ে ॥ ৮১
তাথে মোর বৃন্দাবনে বিদায় যেরূপে।
দিল তাহা কহি কিছু অতি অপরূপে ॥ ৮২
বিদায়ের কালে মোর মাথে শ্রীচরণ।
করিয়া কহিল এই মধুর বচন ॥ ৮৩
তুমি আগে চল আমি আসিছি পশ্চাৎ।
সর্ব্বথা পাইবে বৃন্দাবনেতে সাক্ষাৎ ॥ ৮
তাঁর আজ্ঞা ক্রমে অবিরোধে বৃন্দাবন।
চলিয়া আইলাঙ আসি পাইল দরশন ॥ ৮
এই মতে রাধাকুণ্ডে রহিলাঙ তখন।
দ্বিতীয় বৎসর রাত্রে দেখিয়ে স্বপন ॥ ৮৬
মোর প্রভু শ্রীকুণ্ডে আইলা যথাবৎ।
সম্ভ্রমে উঠিয়া মুই কৈলু দণ্ডবৎ ॥ ৮৭
সমাচার পুছিতে কহিল তিঁহো মোরে।
পাসরিলা যে আসিতে কহিলাঙ তোরে।
আগে চল তুমি আমি আসিছি পশ্চাৎ।
সে আমি আইলাঙ এই দেখহ সাক্ষাৎ ॥
স্বপ্ন দেখি মোর আনন্দিত হৈল মন।
জানি অবিলম্বে প্রভুর হব আগমন ॥ ৯০
এইমত কথোদিন অপেক্ষা করিতে।
প্রভুর অপ্রকট বার্ত্তা আইল আচম্বিতে ॥
যদ্যপি অতি কঠোর তবু তাঁর গুণ।
সোঙরিতে বিকল হইল আমার মন ॥ ৯২
কথোদিনে সে করুণা ভাবিতে ভাবিতে।
দশ শ্লোক উপস্থিত হৈল তেনমতে ॥ ৯৩

নির্লজ্জ হইয়া লিখি মনে করি ভয়।
না লিখিলে কৃতঘ্নতা অপরাধ হয়॥ ৯৪

তথাহি॥—

গৌরাঙ্গস্য দয়ানিধের্মধুরিম স্বারাজ্যরূপো মহান॥
বিশ্বপ্লাবন কর্ম্মঠৈকন শ্রীকীর্ত্তনৈকাশ্রয়ঃ।
তত্তদ্ভাব বিভাবিতেন্দ্রিয়বপু প্রাণাশয়ঃ সর্ব্বদা॥
হা চট্টাধিপ কিং ময়া পুনরাপি প্রেক্ষিষ্যসে ত্বং
প্রভো॥ ৯৫

উৎসর্গৎ করপল্লবং মৃদুল্লুদন্ নামানিজল্পন হরে।
রুদ্ধ্যদগদ্‌গদ কম্পসদভিতঃ ক্ষিপ্রং ভ্রমন্মত্তবৎ॥
স্তম্ভাশ্রু শ্রমবিন্দু সন্দিত তনুঃ সঙ্কীর্ত্তনান্তে পতন।
হা চট্টাধিপ কিং ময়া পুনরাপি প্রেক্ষিষ্যসে ত্বং
প্রভো॥ ৯৬

স্থিতা স্তব্ধতয়াক্ষণাদ্বিরচয়ন্ হুঙ্কার মূর্চ্ছৈর্হঠা,
থায়াভিনয়ৈঃ সসংধৃতিকণামালবা নৃত্যোৎসবং
নির্বাণ তদ্রসমাধুরী পরিমলাস্বাদাতিরেকান্তরো,
হা চট্টাধিপ কিং ময়া পুনরাপি প্রেক্ষিষ্যস্তে ত্বং
প্রভো॥ ৯৭

কদাচিৎ কাঞ্চনবঞ্চি কুঞ্চিত কচান ভালোর্দ্ধ
পুণ্ড্রদ্যুতিং
নেত্রে কোকনদশ্রিণী শ্রবণয়ো রান্দোলিতে কুণ্ডলে।
যুগ্মং মিলিত প্রদেশ সুভগং বিভ্রৎসুনাসোন্নতিং
হা চট্টাধিপ কিং ময়া পুনরাপি প্রেক্ষিষ্যসে ত্বং
প্রভো॥ ৯৮

বল্লাম্ভোজসম প্রসন্ন বদনো দন্তাবলীমুজ্জ্বলং
বানৌষ্ঠাধর মাধুরীং স্ফুটমহোকণ্ঠিকনামাক্ষরীং।
ভাবা সিংহতুলাং দধানঃভবৎ প্রোদ্দামদোঃ সৌষ্ঠবো
হা চট্টাধিপ কিং ময়া পুনরপি প্রক্ষিষ্যসে ত্বং
প্রভো॥ ৯৯

দানে বক্ষসি যজ্ঞসূত্রমমলং মালাং মনোহারিণীং
হিন্দান্দোলন তৎপরামবিরতং বিভ্রাজ মানোবহন্।
সূক্ষ্মং বস্ত্র চতুষ্টয়ঞ্চ রুচিরা পাদারবিন্দ প্রভাং
হা চট্টাধিপ কিং ময়া পুনরপি প্রক্ষিষ্যসে ত্বং
প্রভো॥ ১০০

গঙ্গায়াঃ সবিধে কৃপাজলনিধেগৌরস্য পাদাজয়ো-
মাসং কেবলমাগ্রহেণবিদবৎ স্নানাবলোকেচ্ছয়া।
ক্ষেত্রপ্রস্থিত বৈষ্ণবান্ প্রতিদিনং সন্তোষয়ন্
বাঞ্ছিতৈ—
হা চট্টাধিপ কিং ময়া পুনরপি প্রেক্ষিষ্যসে ত্বং
প্রভো॥ ১০১

মাণ্ড্রবচর্চ্চিতা নখশিখঃ শ্লিষ্টোপধানীয়ঃ স্বং
সাক্ষাদ ভিতস্থিতানিজপদে প্রেমাশ্রিতান্
সজ্জানান্।
রাধাকৃষ্ণ কথামৃতামরধুনীবীচীতি রামজ্জয়ন্
হা চট্টাধিপ কিং ময়া পুনরপি প্রেক্ষিষ্যসে ত্বং
প্রভো॥ ১০২

শ্রীমচ্চরন-প্রভাবভরতো মাং নীচ সেবপেরং
ত্বা তত্র শিখাগ্রহণে বিতরন্ বাসং স্ববৃন্দাবনে।
সন্তৎ কিং কথয়ামি দীনজনতা কারুণ্য পূর্ণান্তরো
তা চট্টাধিপ কি ময়া পুনরপি প্রক্ষিষ্যসে ত্বং
প্রভো॥ ১০৩

যঃ স্বৈস্যেব কৃপামৃতঃ প্রতিপদং সঞ্চার্য্য জীবন্মৃতং
নামপ্যাগত জীবনং প্রকটয়ন্ কাংন ব্যথাদীশতাং।
য স্যৈবানবলোকনাত্তর জবাদ্বৈফল্য মত্রাপ্যগাং
হা চট্টাধিপ কিং ময়া পুনরপি প্রক্ষিয্যসে ত্বং
প্রভো ॥ ১০৪

শ্রীচট্টাধিপরূপ সূচকমিদং সাদ্‌গুণ্যলেশান্বিতং যঃ
প্রাতর্দ্দশকং পঠেদনুদিনং সোৎকণ্ঠ চেতাজনঃ।
তস্যোদার মতে হৃদিস্থিতবতীমীপ্সা মলভ্যাং চিরা
দারাৎ সাধয়তাৎ স এব করুণা পীযূষপুরাম্বুধি ॥
১০৫

ইতি শ্রীমদ্রামশরণ চট্টরাজপ্রভো গুণরূপ
লেশ সূচকং সম্পূর্ণ ॥

রুদ্র সম্প্রদায় :—

তৃতীয় শ্রীরুদ্র সম্প্রদায় বিখ্যাত দক্ষিণে।
গোকুল দ্বারের গোসাঞিই করেন আরোপণে॥১০৬
শ্রীমহারুদ্র হইতে শ্রীবিষ্ণু স্বামী।
তাঁর পরিবার তাঁ সবার মুখে শুনি॥ ১০৭
তাঁর শাখা-প্রশাখাদি অনেক জন্মিলা।
'শ্রীবল্লভাচার্য্য' নাথজিউর অধিকারী হইলা ॥১০৮
তখন 'বল্লভী' বলি সম্প্রদায় চলিলা।
তাঁর পুত্র শিষ্য শ্রীবিট্‌ঠলনাথ হইলা ॥ ১০৯
তাঁহা হইতে সম্প্রদায় কহে 'বিট্‌ঠলেশ্বরী'।
সংক্ষেপে কহিলা কহা না যায় বিস্তারি ॥ ১১০

শ্রীসনক সম্প্রদায় :—

প্রথম শ্রীনারায়ণ আদি পরকাশ।
তাঁহাতে হইতে শ্রীহংস বিগ্রহ বিলাস॥ ১১১
তাঁর শিষ্য সনকাদি চতুর্থ গণনা।
নারদ তাঁহার শিষ্য অতুল মহিমা॥ ১১২
তাঁর শিষ্য শ্রীনিবাস আচার্য্য মহাশয়।
বিশ্বাচার্য্য হইলেন তাঁর চরণ আশ্রয়॥ ১১৩
তাঁর শিষ্য পুরুষোত্তম আচার্য্য মহামতি।
তাঁর শিষ্য বিলাসাচার্য্য জগতে খ্যাতি॥ ১১
তাঁর শিষ্য শ্রীস্বরূপ আচার্য্য বিদিত।
শ্রীমাধবাচার্য্য তাঁর শিষ্য সুনিশ্চিত॥ ১১৫
তাঁর শিষ্য বলভদ্র আচার্য্য জানিয়ে।
পদ্মাচার্য্য তাঁর শিষ্য সম্মতি মানিয়ে॥ ১১৬
শ্রীশ্যামাচার্য্য শিষ্য তাঁহার প্রধান।
গোপালাচার্য্য তাঁর শিষ্য গুনের নিধান॥ ১১
তাঁর শিষ্য কৃপাচার্য্য পরম সুকৃতি।
তাঁর শিষ্য দেবাচার্য্য গুরুতে ভকতি॥ ১১৮
তাঁর শিষ্য শ্রীসুন্দর ভট্ট মহাশয়।
তাঁর শিষ্য পদ্মনাভ ভট্ট দয়াময়॥ ১১৯
তাঁর শিষ্য উপেন্দ্র ভট্ট মহাভাগ্যবান।
সর্ব্ব বৈষ্ণবের তিঁহো প্রীতি ভক্তি স্থান॥ ১২
রামচন্দ্র ভট্ট তাঁর শিষ্য অনুপাম।
তাঁর শিষ্য শ্রীবামন ভট্ট গুণধাম॥ ১২১
শ্রীকৃষ্ণ ভট্ট শিষ্য হয়েন তাহার।
পদ্মাকর ভট্ট শিষ্য হয়েন যাঁহার॥ ১২২
তাঁহার সেবক শ্রীশ্রবণ ভট্ট হয়।
তার শিষ্য শ্রীনিম্বাদিত্য মহাশয়॥ ১২৩
ইঁহার নাম নিম্বাদিত্য হইল যেনমতে।
তার বিবরণ কহি শুন সাবহিতে॥ ১২৪
একদিন একদণ্ডী সন্ন্যাসী নিমন্ত্রণ।
করিয়াছিল তিঁহো বহু বিনয় যতন॥ ১২৫
অনেক সংঘট্ট রসোই সন্ধ্যা পর্য্যন্ত।
প্রস্তুত হইল ভোগ লাগাইল মোহান্ত॥ ১২৬
সন্ন্যাসীকে বোলাইতে সে কহে বচন।
সূর্য্য অস্ত হৈলে আমি না করি ভোজন॥ ১২
ব্যস্ত হঞা কহে "আসি দেখহ সত্বর।
সূর্য্যদেব রহিয়াছেন নিম্বের উপর॥" ১২৮

তাঁর আঙ্গিনাতে এক নিম্ব বৃক্ষ ছিল।
তাঁরে তদুপরি সূর্য্য প্রকট দেখাইল ॥ ১২৯
প্রত্যয় করিয়া তিঁহো ভোজন করিল।
তাঁর ভক্তি মুদ্রা দেখি বড় সুখ পাইল ॥ ১৩০
বসিলে বাজিল রাত্রি হৈল ছয় দণ্ড।
বুঝিল সন্ন্যাসী তাঁর প্রতাপ প্রচণ্ড ॥ ১৩১
নিম্বের উপরে আদিত্যেরে দেখাইল।
'নিম্বাদিত্য' নাম তাঁর সেকারণে হৈল ॥ ১৩২
শ্রীভুবি ভট্ট তাঁর করুণা ভাজন।
শ্রীমাধবভট্ট তাঁর চরণে শরণ ॥ ১৩৩
তাঁহার চরণাশ্রিত শ্যামভট্ট জানি।
শ্রীগোপাল ভট্ট তাঁর সেবক বাখানি ॥ ১৩৪
বলভদ্র ভট্ট তাঁর সেবক প্রধান
তাঁর সেবক গোপীনাথ ভট্ট অভিধান ॥ ১৩৫
শ্রীকেশব ভট্ট তাঁর শিষ্য মহামতি।
শ্রীগঙ্গল ভট্ট তাঁর শিষ্য অনন্য গতি ॥ ১৩৬
শ্রীকেশব কাশ্মিরী তাঁর শিষ্য কহি।
তাঁহার করুণা পাত্র শ্রীভট্ট সহি ॥ ১৩৭
তাঁহার শিষ্য শ্রীহরি ব্যাস অধিকারী।
তাঁহার যুগল শিষ্য সর্ব্ব সুখকারী ॥ ১৩৮
শ্রীপরশুরাম আর শ্রীশোভুরাম।
দোঁহার অতিশয় ভক্তি প্রতাপ গুণগ্রাম ॥ ১৩৯
একের সলেমাবাদে পাট বাড়ী হয়।
দ্বিতীয়া বুড়িয়া পাটবাড়ী সুনিশ্চয় ॥ ১৪০
পরশুরাম শিষ্য স্বামী শ্রীহরি বংশ।
ভাগবত মণ্ডলিতে যাঁর সদ্‌গুণ প্রশংস ॥ ১৪১
তাঁর শিষ্য শ্রীনারায়ণ দাস মহামতি।
তাঁর শিষ্য শ্রীবৃন্দাবন দাস পরম সুকৃতি ॥ ১৪২
শোভুরাম শিষ্য শ্রীবহুর দাস।
তাঁর শিষ্য হয়েন শ্রীনারায়ণ দাস ॥ ১৪৩

শ্রীপরমানন্দ দাস শিষ্য হন তাঁর।
অসীম সদগুণগণ কে পাইবে পার ॥ ১৪৪
তাঁর প্রিয় শিষ্য নাগা শ্রীচতুর দাস।
কৃষ্ণের আজ্ঞাতে ব্রজে করিল আবাস ॥ ১৪৫
তাঁর শিষ্য স্বামী শ্রীমোহন দাস।
মহাভাগবত ভক্তে সুদৃঢ় বিশ্বাস ॥ ১৪৬
তাঁর শিষ্য স্বামী শ্রীজগন্নাথ মহাশয়।
তাঁর শিষ্য শ্রীমাখন দাস ভক্তিরসময় ॥ ১৪৭
এ সম্প্রদায়ে শাখা প্রশাখা অসংখ্য বৈষ্ণব।
এ দুই শাখার বিস্তার লেখা না যায় সব ॥ ১৪৮
তাহাতে সংক্ষেপে হৈল যে কিছু লিখন।
এইমত আর সর্ব্ব শাখার বর্ণন ॥ ১৪৯
শ্রীসনক সম্প্রদায় চতুর্থ গণনা।
প্রথমে সনক সম্প্রদায় বলিয়া ঘোষণা ॥ ১৫০
শ্রীনিম্বাদিত্য অনেক শাখা উপরান্ত।
মহাভাগবত তিঁহো হইলা মহান্ত ॥ ১৫১
সেই হইতে "নিম্বাদিত্য সম্প্রদায়" বলি।
কথোক সময় হেনমতে গেল চলি ॥ ১৫২
ক্রমে কথোক কাল পাছে শ্রীহরি-ব্যাস।
মহান্ত হইলা ভক্তে সুদৃঢ় বিশ্বাস ॥ ১৫৩
সেই হৈতে "হরি-ব্যাসী সম্প্রদায়" কহে ॥ ১৫৪
এই চারি সম্প্রদায় দিগ দরশন।
ইহা বিচারিতে পাবে সর্ব্ব বিবরণ ॥ ১৫৫
শ্রীরূপ পরিবার সর্ব্বস্ব যাঁহার।
তা সবার সুখ লাগি এ লীলা প্রচার ॥ ১৫৬
সে সম্বন্ধে গুর্ব্বাদি বর্ণন অভিলাষ।
অনুরাগবল্লী কহে মনোহর দাস ॥ ১৫৭

ইতি শ্রীমদনুরাগবল্ল্যাং সম্প্রদায় চতুষ্টয়
নির্ণয়ো নামাষ্টমী মঞ্জরী।

শ্রীমহাপ্রভু কৃষ্ণ চৈতন্য চরণে।
পাঠরূপ যে করে অষ্টমঞ্জরী অর্পণে ॥ ১৫৮
তাঁহার অমল প্রেম প্রভুর শ্রীপদে।
চৈতন্য পরিকর প্রাপ্তি হয় নির্ব্বিরোধে ॥ ১৫৯
অতএব পড় শুন না কর অলস।
দেখিতে রহস্য মনে যদ্যপি লালস ॥ ১৬০
শ্রীগুরু পদারবিন্দ মস্তক ভূষণ।
করি, অনুরাগবল্লী কৈলা সমাপণ ॥ ১৬১
সে চরণ সেবন সতত অভিলাষ।
নিজ মনোরথ কহে মনোহর দাস ॥ ১৬২

সমাপ্তেয়মনুরাগবল্লী।

রামবাণাশ্ব চন্দ্রাদিমিতে সম্বৎসরে গতে।
বৃন্দাবনান্তরে পূর্ণাযাতাঽনুরাগ-বল্লিকা ॥ ১৬৩
বসুচন্দ্রকলাযুক্তে য়াকে চৈত্র সিতেঽমলে।
বৃন্দাবনে দশম্যন্তে পূর্ণানুরাগ-বল্লিকা ॥ ১৬৪

রাম (৩) বাণ (৫) অশ্ব (৭) ও চন্দ্র (১) অর্থাৎ ১৭৫৩ সম্বৎসর গত হইলে শ্রীবৃন্দাবন মধ্যে পূর্ণতা লাভ করিল ॥ ১

বসু (৮) চন্দ্র (১) ও চন্দ্রকলা (১৬) অর্থাৎ ১৬১৮ শকাব্দের চৈত্রমাসে শুক্লা দশমী তিথিতে শ্রীধাম বৃন্দাবনে গ্রন্থ সমাপ্ত হইল ॥

—•—

শ্রীশ্রীনিবাস আচার্য্য শাখা বিবরণ

তথাহি—শ্রীপ্রেমবিলাস—২০ বিলাস

শ্রীদাস গোকুলানন্দৌ শ্যামদাসস্তথৈব চ।
শ্রীব্যাসঃ শ্রীল গোবিন্দ শ্রীরামচরণস্তথা ॥
ষট চক্রবর্ত্তীনঃ খ্যাতাভক্তিগ্রন্থানুশীলনাঃ।
নিস্তারিতাখিজনাঃ কৃত বৈষ্ণব সেবনাঃ ॥
শ্রীরামচন্দ্র গোবিন্দ কর্ণপুর নৃসিংহকাঃ।
ভগবান বল্লবীদাসো গোপীবমনগোকুলৌ ॥
কবিরাজো ইমে খ্যাতা জয়ন্ত্যষ্টৌ মহীতলে।
উত্তমা ভক্তি সদ্রত্ন সালা দান বিচক্ষণঃ ॥
চট্টরাজ ইতি খ্যাতা রাধা কৃষ্ণাভিধানকঃ।
কুমুদানন্দ সংজ্ঞাক কুলরাজঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥
রাধাবল্লভ খ্যাতা মণ্ডলঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
চক্রবর্ত্তী সমাখ্যাতো জয়রামাভিধানকঃ ॥
শ্রীরূপ ঘটকশ্চাপি সর্ব্ব বিখ্যাত এব চ।
শ্রীমৎ ঠাকুরো দাসাখ্যো ঠক্কুর পরকীর্ত্তিতঃ ॥
মহারাজাধিরাজ শ্রীবীর হাম্বীর সিংহকঃ।
মল্লভূপ কুলোৎপন্নো ভক্তিমান প্রনাপবান ॥
এবমষ্টৌ করি নৃপা দ্বাদশৈতে ধরা মরাঃ।
মল্লাবনি পতিস্ত্বেকঃ শাখা ইত্যেকবিংশতি ॥
শ্রীশ্রীনিবাস কল্পদ্রোঃ শাখা বর্ণন মেব চ।
শ্রীগোবিন্দ কবীন্দ্র চন্দন গিরেশ্চঞ্চদ্বসন্তা নিলেনানীতঃ।
কবিতাবলী পরিমলঃ কৃষ্ণেন্দু সম্বন্ধভাক্ ॥
শ্রীমজ্জীব সূরাঙ্ঘ্রি পাশ্রয়কুষো ভৃঙ্গন্—
সমুন্মাদয়ন্ সর্ব্বস্যাপি চকৎকৃতিং
ব্রজবনে চক্রে কিমন্তৎ পরং ॥

শ্রীদাস গোকুলানন্দ আর শ্যামদাস।
শ্রীগোবিন্দ রামচরণ আর শ্রীব্যাস॥
এই ছয় চক্রবর্ত্তী আচার্য্যের গণ।
ভক্তি শাস্ত্র আস্বাদিয়া তারিল ভুবন॥
শ্রীগোবিন্দ রামচন্দ্র নৃসিংহ কবিরাজ।
কর্ণপুর ভগবান বল্লবী কবিরাজ॥
গোপীরমন গোকুল এই অষ্টজন।
আচার্য্য শাখায় কবিরাজেতে গণন॥
এই অষ্ট ধরা মাঝে করি আগমন।
উত্তমা ভক্তি রত্ন দানে তারিল ভুবন॥
শ্রীরাধাকৃষ্ণ নাম চট্টরাজ খ্যাতি।
কুমুদানন্দ কুলরাজ নামেতে আখ্যাতি॥
শ্রীরাধবল্লভ মণ্ডল নাম মহাজন।
চক্রবর্ত্তী জয়রাম খ্যাত সর্বজন॥
শ্রীরূপ ঘটক ঠাকুর দাস ঠক্কুর।
এই ছয় আচার্য্য শাখা মহাভক্তি শূর॥
মহারাজাধিরাজ শ্রীবীর হাম্বীর।
শ্রীনিবাস আচার্য্য শাখা মহাভক্ত ধীর॥
এই একবিংশতিজন আচার্য্যের গণ।
যত যত গণ তাঁর শুন সর্ব্বজন॥
শ্রীগোপাল ভট্ট হন শ্রীগুণ মঞ্জরী।
শ্রীনিবাস আচার্য্য ঠাকুর শিষ্য হন তাঁরি॥
শ্রীনিবাসের সিদ্ধ নাম শ্রীমণি মঞ্জরী।
শ্রীনিবাস রূপ বৃক্ষের শাখা বহু তরি॥
শ্রেষ্ঠ শাখা রামচন্দ্র কবিরাজ হয়।
নরোত্তম সঙ্গে যাঁর প্রীতি অতিশয়॥
শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ সাধক উত্তম।
যাঁর গীতামৃতে হয় ভুবন পাবন॥
দুই কবিরাজের হয় দুই ত ঘরণী।
তাহারে করিলা দয়া আচার্য্য গুণমণি॥
রামচন্দ্র পত্নী রত্নমালা অভিধান।
গোবিন্দের পত্নীর হয় মহামায়া নাম॥
গোবিন্দের পুত্র দিব্য সিংহ নাম হয়।
তাহারে করিল দয়া আচার্য্য মহাশয়॥
শ্রীনিবাস আচার্য্য নিজপত্নী দুইজনে।
দীক্ষামন্ত্র দিলা অতি আনন্দিত মনে॥
আচার্য্যের জ্যেষ্ঠ পত্নীর দ্রৌপদী নাম ছিলা।
পরে তিঁহ ঈশ্বরী নামেতে ব্যক্ত হৈলা॥
আচার্য্যের কনিষ্ঠ পত্নী পদ্মাবতী নাম।
পরে তার গৌরাঙ্গ প্রিয়া হৈল অভিধান॥
আচার্য্যের তিন পুত্র কন্যা তিন জনে।
মন্ত্র প্রদান করিলেন আনন্দিত মনে॥
জ্যেষ্ঠ বৃন্দাবন মধ্যম রাধাকৃষ্ণাচার্য্য।
কনিষ্ঠ গোবিন্দ গতি সর্বগুণে বর্য্য॥
জ্যেষ্ঠ বৃন্দাবন মধ্যম রাধাকৃষ্ণাচার্য্য।
কাঞ্চন লতিকা কন্যা কনিষ্ঠা কহয়॥
ইহাদের শাখা উপশাখা হবে যত।
ভাগবন্ত জনে তাহা করিবে বেকত॥
কাঞ্চন গড়িয়াবাসী হরিদাসাচার্য্য।
শ্রীমহাপ্রভুর শাখা সর্বগুণে বর্য্য॥
তার পুত্র গোকুলানন্দ আর শ্রীদাস।
শ্রীনিবাসাচার্য্য স্থানে কৈলা বিদ্যাভ্যাস॥
জ্যেষ্ঠ গোকুলানন্দ কনিষ্ঠ শ্রীদাস।
পিতৃ আজ্ঞার দীক্ষা নিলা শ্রীনিবাস পাশ॥
আচার্য্যের এ শাখাদ্বয় ভক্তি রসময়।
যাঁহারে দেখিলে পাষণ্ডীর লাগে ভয়॥

গোকুলানন্দের পুত্র কৃষ্ণবল্লভ হয়।
তাহারে করিল কৃপা আচার্য্য মহাশয়॥
নরসিংহ কবিরাজ রঘুনাথ কয়।
তাহারেকরিলা কৃপা আচার্য্য মহাশয়॥
রামকৃষ্ণ চট্ট শাখা গুণের আলয়।
তার পুত্র গোপীবল্লভ চট্ট শাখা হয়॥
গোপীবল্লভ চট্ট হয় কুলীন প্রধান
হেমলতা কন্যা আচার্য্য তাঁরে কৈলা দান॥
শ্রীকুমুদ চট্ট শাখা সর্ব্ব গুণধার।
তার পুত্র চৈতন্য কৃষ্ণপ্রিয়ার ভাতার॥
কলানিধি চট্ট আর তাহার জামাতা।
শ্রীরাজেন্দ্র বন্দ্য নাম সর্ব গুণাযুক্তা॥
কলানিধির দুই কন্যা রাজেন্দ্র ঘরণী।
শ্রীমালাবতী আর ফুলঝি ঠাকুরাণী॥
তাহারে করিলা দয়া আচার্য্য ঠাকুর।
বৃন্দাবন চট্ট শাখা প্রেমরসপুর॥
আর শাখা হয় শ্রীগোবিন্দ চক্রবর্ত্তী।
ভজনে যাহার নাম ভাবুক চক্রবর্ত্তী॥
তাহার বসতি হয় বোরাকুলি গ্রাম।
আর শাখা গোপাল দাস সর্ব্বগুণ ধাম॥
গোবিন্দ চক্রবর্ত্তীর পুত্র শ্রীরাজ বল্লভ।
আচার্য্যের শাখা ইহঁ জগত দুর্ল্লভ॥
কর্ণপুর কবিরাজ বংশীদাস ঠাকুর।
আচার্য্যের শাখা বাড়ী বাহাদুরপুর॥
বুঁধই পাড়াতে বাড়ী পোপালদাস ঠাকুর।
আচার্য্যের শিষ্য কৃষ্ণ কীর্ত্তনেতে শূর॥
শ্রীরূপঘটক শাখা রঘুনন্দন দাস।
ঘটক উপাধিতে তেঁহ হইলা প্রকাশ॥

সুধাকর মণ্ডল শ্যামপ্রিয়া পত্নী সহ।
শ্রীনিবাস আচার্য্য তাহে হৈলা অনুগ্রহ॥
তাঁর পুত্র রাধাবল্লভ কামদেব গোপাল।
আচার্য্যের শাখা হয় পরম দয়াল॥
ঈশ্বরীর পিতা নাম শ্রীগোপাল চক্রবর্ত্তী।
আচার্য্যের শ্বশুর যার সর্ব্বত্র সুকীর্ত্তি॥
তার দুই পুত্র শাখা আচার্য্যের শ্যালক হয়।
শ্যামদাস রামচরণ আখ্যা তার হয়॥
তাহারে করিল দয়া আচার্য্য গুণময়।
আর শিষ্য রঘু চক্রবর্ত্তী যারে কয়॥
গৌরাঙ্গ প্রিয়ার পিতা আচার্য্য শ্বশুর।
আচার্য্য চরণ বিনা নাহি জানে ওর॥
কৃষ্ণদাস চট্ট শিষ্য বাস ফরিদপুর।
মোহনদাস বনমালী দাস বৈদ্য ভক্তি শূর॥
রাধাবল্লভ দাস শাখা আর মথুরাদাস।
রাধাকৃষ্ণ দাস শিষ্য আর রমনদাস॥
রামদাস কবিবল্লভ মহা আঁখরিয়া।
আচার্য্যকে বহু পুঁথি দিয়াছে লিখিয়া॥
বনমালী দাসের পিতা নাম গোপালদাস।
আত্মারাম নকড়ী শাখা চট্ট শ্যামদাস॥
দুর্গাদাস গোপীরমন দাস বৈদ্যজাতি।
রঘুনাথ দাস শ্রীদাস কবিরাজ খ্যাতি॥
গোকুলানন্দ চক্রবর্ত্তী গোকুলানন্দ দাস।
গোপালদাস ঠাকুর আর চট্ট শ্যামদাস॥
রাধাকৃষ্ণ দাস আর রামদাস ঠাকুর।
মুকুন্দ ঠাকুর শাখা মহাভক্তি শূর।
বনবিষ্ণুপুরবাসী ব্যাস চক্রবর্ত্তী।
নিজ প্রভুর কৃপায় পায় আচার্য্য খেয়াতি॥

তার পত্নী শিষ্য হয় ইন্দুমুখী নাম ।
আর শাখা তার পুত্র শ্যামদাস অভিধান ॥
বীর হাম্বীর রাজা শাখা যে গ্রন্থ কৈল চুরি ।
জীব গোসাঞি নাম রাখে চৈতন্য দাস তারি ॥
রাজপত্নী সুলক্ষণা তারে কৃপা কৈল ।
রাজপুত্র ধাড়ি হাম্বীর তারে দীক্ষা দিলা ॥
করণকুলোদ্ভব করুণাদাস মজুমদার ।
তার দুই পুত্রে কৃপা করিল প্রচার ॥
ব্রাহ্মণ হরিবল্লভ সরকার ঠাকুর ।
কৃষ্ণবল্লভ চক্রবর্ত্তী শাখা ভক্তিপুর ॥
গৌরদেশবাসী কৃষ্ণ পুরোহিত ঠাকুর ।
আর শাখা শ্যাম চট্ট যার শিষ্য প্রচুর ॥
গৌড় দেশবাসী জয়রাম চক্রবর্ত্তী ।
ঠাকুরদাস ঠাকুর যার সংকীর্ত্তনে প্রীতি ॥
শ্যামসুন্দর দাস মথুরা দাস আর আত্মারাম ।
মথুরা নিবাসী তারা ব্রাহ্মণ সন্তান ॥
শ্রীগোবিন্দ রাম আর শ্রীগোপাল দাস ।
আচার্য্য প্রভুর শাখা শ্রীকুণ্ডেতে বাস ॥
মোহনদাস ব্রজানন্দদাস আর হরিরাম ।
হরিপ্রসাদ সুখানন্দ আর মুক্তারাম ॥
ধঙ্গদেশী কলানিধি আচার্য্য মহাশয় ।
যাঁর প্রতি আচার্য্যের কৃপা অতিশয় ॥
রামশরণ রসিকদাস আর প্রেমদাস ।
তাঁহারে করিলা শিষ্য আচার্য্য শ্রীনিবাস ॥

ইতি শ্রীনিবাস আচার্য্যের শাখার বর্ণন ॥”

—০—

শ্রীকর্ণানন্দ গ্রন্থ বিষয়ক বিবরণ

শ্রীকর্ণানন্দ গ্রন্থখানি শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর জ্যেষ্ঠকন্যা শ্রীহেমলতা ঠাকুরাণীর শিষ্য শ্রীযদুনন্দন দাস কর্তৃক বিরচিত ।

তথাহি শ্রীগোবিন্দ লীলামৃতের বঙ্গানুবাদে—

বন্দ গুরু পদতল, চিন্তামণি স্থল, সর্বগুণ খনি দয়ানিধি ।
আচার্য্য প্রভুর সুতা, নাম শ্রীহেমলতা, তাহার স্মরণে সর্বসিদ্ধি ॥

আলোচ্য গ্রন্থখানি শ্রীনিবাস আচার্য্যের শাখা ও প্রশাখা বর্ণনই মূল প্রতিপাদ্য বিষয় । শ্রীহেমলতা ঠাকুরাণীর নির্দ্দেশেই আলোচ্য গ্রন্থখানি বিরচিত হয় । শ্রীনিবাস আচার্য্যের শাখা বর্ণন বিষয়ে শ্রীনরোত্তম ঠাকুর ও কর্ণপুর কবিরাজ সংস্কৃত ভাষায় রচনা করায় সর্বজন পক্ষে আস্বাদন করা অতীব কষ্টসাধ্য । তাই শ্রীহেমলতা ঠাকুরাণী যদুনন্দন দাসকে বাংলাভাষায় পয়ার ছন্দে রচনার নির্দ্দেশ প্রদান করেন । এতদ্বিষয়ে কর্ণানন্দ গ্রন্থের প্রথম নির্য্যাসের বর্ণন ।

এবে কহি শ্রীআচার্য্য প্রভুর শাখাগণ । তা সবার নাম স্মৃতে প্রেম উদ্দিপন ॥
শ্রীআচার্য্য প্রভুর যত শাখাগণ । শ্লোক ছন্দে দোঁহে তাহা করিল বর্ণন ॥

ঠাকুর মহাশয় যেবা করিল বর্ণন ॥ কর্ণপুর কবিরাজ যে কৈল বর্ণন ॥
এই দুই মহাশয়ের শ্লোক অনুসারে। মোর প্রভুর আজ্ঞা তাহা পয়ার করিবারে ॥
প্রভু আজ্ঞা শিরে ধরি গেলা কথোদিন। বৈষ্ণব রূপেতে প্রভু কহিলেন পুনঃ ॥
আজ্ঞা বলবান ইহা বর্ণনা করিতে। ইহা ভালমন্দ কিছু না পারি বুঝিতে ॥
বুঁধই পাড়াতে রহি শ্রীমতী নিকটে। সদাই আনন্দে ভাসি জাহ্নবীর তটে ॥
পঞ্চদশ শত আর বৎসর উনত্রিশে। বৈশাখ মাসেতে আর পূর্ণিমা দিবসে ॥
নিজ প্রভুর পাদপদ্ম মস্তকে ধরিয়া। সম্পূর্ণ করিল গ্রন্থ শুন মন দিয়া ॥
গ্রন্থ শুনি ঠাকুরাণী মনের আনন্দ। শ্রীমুখে রাখিলা নাম গ্রন্থ কর্ণানন্দ ॥
শুন শুন অহে পুত্র কহি যে তোমারে। বড়ই আনন্দ মোর তাহা শুনিবারে ॥
কবিরাজের গণ আর চক্রবর্ত্তীগণ। ব্যবস্থা করিয়া মোরে করাহ শ্রবণ ॥
প্রভু আজ্ঞা শিরে ধরি আনন্দিত মন। লিখিয়ে প্রভুর আজ্ঞা করিতে পালন ॥

শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজাদির মহিমা বর্ণন বিষয়ে কর্ণানন্দ গ্রন্থের তৃতীয় নির্য্যাসের বর্ণন—

শুন শুন ভক্তগণ রামচন্দ্রের মহিমা। যার গুণ কীর্ত্তনে চিত্তে উপজয়ে প্রেমা ॥
একদিন মদীশ্বরী শ্রীল হেমলতা। কহিতে লাগিলা মোরে করি প্রসন্নতা ॥
শ্রীমতীর মুখে আমি যে কথা শুনিল। শুনিয়া ত মোর চিত্ত প্রসন্ন হইল ॥
শ্রীরামচন্দ্র মহিমা সিন্ধু শ্রবণ পরশে। আনন্দে ভাসিল আমি মহাসুখোল্লাসে ॥

এইভাবে যদুনন্দন এই কর্ণানন্দ গ্রন্থখানি রচনা করেন। শ্রীনিবাস আচার্য্যের শাখা বর্ণন প্রসঙ্গে শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ, ছয় চক্রবর্ত্তী ও অষ্ট কবিরাজাদির শাখা বর্ণন আলোচ্য গ্রন্থের চরম বৈশিষ্ট। ইহা ব্যতিরেকে শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর বিরচিত শ্রীগোবিন্দ লীলামৃত শ্রীরূপ গোস্বামীর চাটু পুষ্পাঞ্জলী, হংসদূত, জগন্নাথ বল্লভ নাটক প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থাবলীর পয়ার ছন্দে বঙ্গানুবাদ করিয়া বৈষ্ণব জগতের অশেষ কল্যাণ সাধন করেন। পদকল্পতরু গ্রন্থে যদুনন্দন নামে বহু পদাবলী পরিদৃষ্ট হয়। যদুনন্দন দাস মালিহাটী গ্রামের বৈদ্যকুলে আবির্ভূত হন। এতদ্বিষয়ে কর্ণানন্দ গ্রন্থের ২ নির্য্যাসের বর্ণন।

দীন যদুনন্দন দাস বৈদ্য যার নাম। মালিহাটী গ্রামে স্থিতি প্রেমহীন ছার ॥

কর্ণানন্দ গ্রন্থের বর্ণনে যদুনন্দন ও যদুনাথ দুই নাম ভনিতায় পরিলক্ষিত হয়। এতদ্বিষয়ে কর্ণানন্দ গ্রন্থের ষষ্ঠ নির্য্যাসের বর্ণন—

সেই দুই চরণ পদ্ম হৃদয় বিলাস। কর্ণানন্দ কথা কহে যদুনাথ দাস ॥

এতদ্বিষয়ে ২য় বিলাসের বর্ণন—

সেই দুই চরণপদ্ম হৃদয়ে বিলাস। কর্ণানন্দ রস কহে যদুনন্দন দাস ॥

কর্ণানন্দ

॥ প্রথম নির্য্যাস ॥

শ্রীশ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য চন্দ্র জয়তী।

অনর্পিত চরীং চিরাৎ করুণায়াবতীর্ণ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বল রসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্।
হরিপুরট সুন্দর-দ্যুতিকদম্ব-সন্দীপিতঃ
সদা হৃদয় কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ ॥ ১
শ্রীকৃষ্ণঃ কৃষ্ণচৈতন্যঃ সসনাতন রূপকঃ
গোপাল রঘুনাথাপ্ত ব্রজবল্লভ পাহি মাং ॥ ২

সনাতন প্রেম পরিপ্লুতান্তরং
শ্রীরূপ সখ্যেন বিলক্ষিতাখিলঃ।
নমামি রাধারমণৈক-জীবনং
গোপাল ভট্টং ভজতামভীষ্টদং ॥ ৩

শ্রীরাধারমণ প্রেষ্ঠং রসশাস্ত্র প্রবর্ত্তকং
শ্রীনিবাস প্রভুং বন্দে পরকীয়া রসার্থিনং ॥ ৪

জয় জয় মহাপ্রভু জয় কৃপাসিন্ধু।
জয় জয় নিত্যানন্দ জয় দীনবন্ধু ॥ ৫
জয় জয় অদ্বৈতচন্দ্র দয়ার সাগর।
জয় জয় শ্রীবাসাদি প্রভু পরিকর ॥ ৬
জয় শ্রীরূপ সনাতন প্রেমময় রূপ।
জয় জয় শ্রীগোপাল ভট্ট প্রেম ভক্তি কূপ ॥ ৭
জয় শ্রীল রঘুভট্ট দয়া কর মোরে।
জয় রঘুনাথ দাস রাধাকুণ্ড তীরে ॥ ৮
জয় জয় জীব গোসাঞি করুণার নিধি।
জয় শ্রীআচার্য্য প্রভু গুণের অবধি ॥ ৯

জয় জয় রামচন্দ্র কবিরাজ গোবিন্দ।
দোঁহার চরিত্র রসে জগৎ আনন্দ ॥ ১০
জয় শ্রীবৈষ্ণব গোসাঞি পতিত পাবন।
দয়া কর প্রভু মোরে লইনু শরণ ॥ ১১
শুন শুন ভক্তগণ করি এক মন।
দুই শক্তি মহাপ্রভু কৈলা প্রকটন ॥ ১২
নিজ মনোভীষ্ট তাহা করিতে প্রকাশ।
পৃথিবীতে ব্যক্ত লাগি মনের উল্লাস ॥ ১৩
গ্রন্থ প্রকটিলা তাথে শ্রীরূপে শক্তি দিয়া।
আনন্দ হইল চিত্তে এক শক্তি প্রকাশিয়া ॥ ১৪
হেন মহা মহা বল কৈল প্রকটন।
লক্ষ গ্রন্থ প্রকাশিলা যাহার কারন ॥ ১৫
হেন সে দুর্লভ ধন প্রকাশ লাগিয়া।
শ্রীনিবাসে শক্তি হেতু প্রচারিলা গিয়া ॥ ১৬
দুই শক্তি প্রকাশিয়া মনের আনন্দ।
যাহা আস্বাদিয়া জীব হইল স্বচ্ছন্দ ॥ ১৭
হেন শ্রীনিবাস প্রভু মোর আচার্য্য ঠাকুর।
কল্পবৃক্ষাশ্রয় করি জীবে তাপ কৈলা দূর ॥ ১৮
শ্রীনিবাস কল্প বৃক্ষরূপে অবতার।
করুণা করিয়া জীবে করিলা নিস্তার ॥ ১৯
শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ যে বৃক্ষের শাখা।
তাহার অনন্ত গুন কি করিব লেখা ॥ ২০
মধুর মূরতি শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ।
বৃক্ষসম গুন যার সতের সমাজ ॥ ২১

তাহার অনুজ হয় অতি গুণবান।
শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ যাহার আখ্যান ॥ ২২
আর শাখা তাথে শ্রীগোবিন্দ চক্রবর্ত্তী নাম।
তিনজন শাখা যাথে সব গুণের নির্বাণ ॥ ২৩
এ আদি করিয়া যত বৃক্ষের শাখা।
অনন্ত অপার তার কে করিব লেখা ॥ ২৪
এবে কহি বৃক্ষের উপশাখাগণ।
শ্রীবলরাম কবিরাজাদি উপশাখাগণ ॥ ২৫
শাখা অনুশাখা যার জগত ব্যাপিল।
করুণা কটাক্ষ যাতে বৃক্ষ নিকসিল ॥ ২৬
নানান সৎ ভাবাবলি যাতে পুষ্প বিকসিত।
শুদ্ধ পরকীয়া যাতে গন্ধ আমোদিত ॥ ২৭
এইমতে বৃক্ষ অতি সৌগন্ধী হইল।
নিরমল প্রেম ভক্তি ফল উপজিল ॥ ২৮
শুন শুন ভক্তগণ করি নিবেদন।
শ্রবণাদি জলে কর বৃক্ষের সেচন ॥ ২৯
কর্ম্ম জ্ঞানাদি সবে দূরে তেয়াগিয়া।
ফল আস্বাদিহ সবে আকণ্ঠ পুরিয়া ॥ ৩০
হেন শ্রীনিবাসরূপে বৃক্ষের সাজন।
গৌড় দেশে লক্ষ গ্রন্থ কৈল প্রকটন ॥ ৩১
শ্রীরূপ গোস্বামী কৃত যত গ্রন্থগণ।
যত গ্রন্থ প্রকটিলা গোস্বামী সনাতন ॥ ৩২
শ্রীভট্ট গোসাঞি গ্রন্থ যাহা করিলা প্রকাশ।
শ্রীরঘুনাথ ভট্ট আর রঘুনাথ দাস ॥ ৩৩
শ্রীজীব গোসাঞি কৃত যত গ্রন্থচয়।
শ্রী কবিরাজ গ্রন্থ যেবা কৈল্যা রসময় ॥ ৩৪
সেই সব গ্রন্থ লইয়া গৌড়েতে স্বচ্ছন্দে।
বিতরিলা প্রভু তাহা মনের আনন্দে ॥ ৩৫

শ্রীনিবাস বায়ুরূপে গ্রন্থ মেঘ লইঞা।
লইয়া আইলা যিঁহো যতন করিয়া ॥ ৩৬
ব্রজগিরি মাঝ হইতে গ্রন্থ মেঘ আনি।
গৌড় দেশে কৃষি সিঞ্চি দিয়া প্রেম পানি ॥ ৩৭
কলি-রবি-তাপে দগ্ধ জীব শস্যগণ।
কৃষ্ণ প্রেমামৃত বৃষ্টে পাইল জীবন ॥ ৩৮
প্রেমে বাদল হইল পৃথিবী ভরিয়া।
ভকত ময়ূর নাচে মাতিয়া মাতিয়া ॥ ৩৯
যাজি গ্রামে বসতি করিলা প্রভু যবে।
প্রত্যহ বৈষ্ণবগণ আসি মিলে তবে ॥ ৪০
তাসবাকে গ্রন্থ কথা কহে প্রেম যোগ।
ঘুচাইল তা সভার জ্ঞান কর্ম্মাদি রোগ ॥ ৪১
এইরূপে কথোক দিন প্রেমানন্দে যায়।
কৃষ্ণ প্রেমরসে ভাসে ভাবময় গায় ॥ ৪২
বৈষ্ণবের উপরোধে বিবাহ করিল।
কথোক দিন রহি পুন আর বিভা কৈলা ॥ ৪৩
ভক্তি রসামৃতসিন্ধু উজ্জ্বল দেখয়।
বিদগ্ধ মাধব ললিত মাধবাদি ময় ॥ ৪৪
হরিভক্তি বিলাস আর ভাগবতামৃত।
দশম টিপ্পনী আর দশম চরিত ॥ ৪৫
মথুরা মাহাত্ম্য আর বহু স্তবাবলি।
হংসদূত উদ্ধব সন্দেশ সকলি ॥ ৪৬
ষট সন্দর্ভ দর্শন ভাগবত দশম।
গীতাবলী বিরুদাবলী পাঢ় করি ক্রম ॥ ৪৭
মুক্তা চরিত আর কৃষ্ণ কর্ণামৃত।
ব্রহ্ম সংহিতাদি আর গোপী প্রেমামৃত ॥
কত নাম জানি আমি লক্ষ গ্রন্থ যত।
মাধব মহোৎসবাদি দেখি অবিরত ॥ ৪৯

পড়ি শুনাইল গ্রন্থ বৈষ্ণবের গণে ।
প্রেমামৃতে ডুবি রহে রাত্রি আর দিনে ॥ ৫০
সংখ্যা করি হরি নাম লয় প্রহরেক ।
গ্রন্থ দরশনে যায় আর প্রহরেক ॥ ৫১
রাধাকৃষ্ণ গোবিন্দ কীর্ত্তনে দুই যাম ॥
স্মরণ বিলাস প্রেমে ভাবে অবিরাম ॥ ৫২
চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি শ্রীগীত গোবিন্দ ।
রায়ের নাটক গ্রন্থ গান পরামন্দ ॥ ৫৩
রজনীতে ভক্ত সঙ্গে রসাদি বিলাস ।
গান শিক্ষা দিল ভক্তি প্রেমের উল্লাস ॥ ৫৪
দিনে শালগ্রামে সেবা তুলসী সেবন ।
পরম ভক্তিতে করে জলের সিঞ্চন ॥ ৫৫
রাধাকৃষ্ণ ধ্যান নাম মন্ত্র দোহাকার ।
এইমত স্মরণ লীলা স্থিতি সর্ব্বকাল ॥ ৫৬
শ্রীরূপ সনাতন বলি সঘনে হুঙ্কার ।
শ্রীগোপাল ভট্ট বলি করেন ফুৎকার ॥ ৫৭
শ্রীরাধা কুণ্ড বলি ক্ষণে মূর্চ্ছা যায় ।
শ্রীগিরি গোবর্দ্ধন বলি করে হায় হায় ॥ ৫৮
সেই রূপে রাত্রি দিনে প্রেমানন্দে যায় ।
প্রেমামৃত আস্বাদনে আনন্দ হিয়ায় ॥ ৫৯
সুকৃতি বাসয়ে ভাল দুষ্কৃতি হাসয় ।
ইবে সেই লোক সভে আনন্দে ভাসয় ॥ ৬০
গৌরগুণ গান প্রভু নিত্যানন্দ গুণ ।
এই মতে দিবা রাত্রি উভয় করুণ ॥ ৬১
এবে কহি শ্রীআচার্য্য প্রভুর শাখাগণ ।
যা সভার নাম স্মৃতে প্রেম উদ্দীপন ॥ ৬২

অত প্রমাণ শ্লোকঃ ॥

বন্দে শ্রীল শ্রীনিবাস প্রভূ শাখাগণাণ মহান্ ।
যন্নাম স্মৃতিমাত্রেণ কৃষ্ণ প্রেমোদয়োভবেৎ ॥ ৬৩
শ্রীআচার্য্য প্রভুর যত শাখা গুণগণ ।
শ্লোকছন্দে দোহে তাহা করিল বর্ণন ॥ ৬৪
ঠাকুর মহাশয় যাহা করিলা বর্ণন ।
কর্ণপুর কবিরাজ যেবা করিলা রচন ॥ ৬৫
এই দুই মহাশয়ের শ্লোক অনুসারে ।
মোর প্রভুর আজ্ঞা তাহা পয়ার করিবারে ॥ ৬৬
প্রভু আজ্ঞা শিরে ধরি গেলা কথোদিন ।
বৈষ্ণব রূপেতে প্রভু কহিলেন পুন ॥ ৬৭
আজ্ঞা বলবান ইহা বর্ণনা করিতে ।
ইহা ভালমন্দ কিছু না পারি বুঝিতে ॥ ৬৮
মুঞি ছার হীনবুদ্ধি কি জানি বর্ণন ।
অপরাধ ক্ষম প্রভূ লইনু শরণ ॥ ৬৯
প্রভূ আজ্ঞা বাণী আর বৈষ্ণব আদেশ ।
মনোমাঝে ইহা আমি বুঝিনু বিশেষ ॥ ৭০
অজ্ঞবর শ্রেষ্ঠ আমি আর কি কহিয়া ।
বৈষ্ণব গোসাঞি মোরে সকল ক্ষেমিবা ॥ ৭১
তুমা সভার পদরজ মস্তকে করিয়া ।
কিছুমাত্র কহি ইহা পয়ার করিয়া ॥ ৮২
অগ্রপশ্চাৎ বর্ণনের না লইবে দোষ ।
সভার চরণ বন্দ্যো হইয়া সন্তোষ ॥ ৭৩
এবে কহি প্রভুর শাখা উপশাখাগণ ।
অপরাধ ক্ষেমি ইহা করহ শ্রবন ॥ ৭৪
একদিন নিজ বাটির পশ্চিম দিশাতে ।
সরবর তট আছে বসিলা তাহাতে ॥ ৬৫

হেনকালে দোলাতে চড়ি আইল একজন।
পথে যায় বিবাহ করি বাজায় বাজন ॥ ৭৬
মন্মথ সমান রূপ দেখি প্রভু ভাবে।
এমন অপূর্ব্ব রূপ দেখিলাও তবে ॥ ৭৭
সুবর্ণ কেতকীপুষ্প সমান বরণ।
সুবিস্তীর্ণ কক্ষস্থল অতি মনোরম ॥ ৭৮
সিংহস্কন্ধ মহাভুজ অতি সুলক্ষণ।
নাভি গম্ভীর আর ত্রিবলী মনোরম ॥ ৭৯
লোম শ্রেণীযুক্ত তাতে প্রকৃষ্ট উদর।
রক্তবর্ণ তুল্য যার পদ আর কর ॥ ৮০
পূর্ণিমার চন্দ্র যিনি সুন্দর বদন।
উন্নত নাসিকা আর সুন্দর দশন ॥ ৮১
বিম্ব ফল জিনিঞা অধর মনোরম।
মনোহর শোভিয়াছে এ পদ্মলোচন ॥ ৮২
কম্বু গ্রীবা ক্ষীণমধ্যা সঙ্কুচিত কেশ।
উলটা কদলী উরু জানু সন্নিবেশ ॥ ৮৩
পটবস্ত্র পরিধান গলে পুষ্পমালা।
চন্দনের পঙ্ক গায় দেখি সুধাইলা ॥ ৮৪
ইহো কিবা কামদেব অশ্বিনী কুমার।
কিবা কোন দেব গন্ধর্ব পুত্র আর ॥ ৮৫
এই রূপে তার রূপ দেখি পুন পুন।
কহিতে লাগিলা প্রভু কৃপা বাঢ়ে তুন ॥ ৮৬
হেন এ শরীর পেয়ে যদি কৃষ্ণ ভজে।
তবে ত সফল তনু নহে বৃথা মজে ॥ ৮৭
কহে তার সঙ্গী লোকে কহ দেখি ভাই।
কোন গ্রামে বাটী ইহার রহে কোন ঠাঞি ॥ ৮৮
কোন জাতি কিবা নাম কহ বিবরিয়া।
তারা সব কহে কথা প্রণাম করিয়া ॥ ৮৯

শ্রী রামচন্দ্র কবিরাজ পরম পণ্ডিত।
ইহো বাচস্পতি সম সরস্বতী খ্যাত ॥ ৯০
সদ্বৈদ্য কুলোদ্ভব যশস্বী প্রধান।
মহা চিকিৎসক ইহোঁ দিগ্বিজয়ী নাম ॥ ৯১
কুমার নগরে বাটী খ্যাতি কীর্ত্তি নাম।
শুনি প্রভু হর্ষে গেলা আপন ভবন ॥ ৯২
প্রভু যত কহিলেন গাঢ় কর্ণ করি।
শুনি কবিরাজ গেলা হর্ষে নিজপুরী ॥ ৯৩
পরম সুধীর কিছু উত্তর না দিলা।
প্রভুর চরণ মনে ভাবিতে লাগিলা ॥ ৯৪
এই মতে কষ্টে দিন গোঙাইলা ঘরে।
রাত্রিকালে আইলেন প্রভুর দুয়ারে ॥ ৯৫
এক দ্বিজ গৃহে রাত্রি কষ্টে গোঙাইয়া।
প্রভাতে প্রভুর পদে পড়িলা আসিয়া ॥ ৯৬
কান্দিতে কান্দিকে ভূমে কড়াগড়ি যায়।
ছিন্নমূল বৃক্ষ যেন ভূমিতে লোটায় ॥ ৯৭
গদগদ নাদে কহে দেহ পদছায়া।
মোর উত্তাপিত প্রাণে না করিহ মায়া ॥ ৯৮
প্রভু উঠি তার বাহুলতা উঠাইয়া।
হর্ষে গাঢ় আলিঙ্গন দিল করি দয়া ॥ ৯৯
কৃষ্ণ ভক্তি হউক বলি আশীর্ব্বাদ কৈল।
প্রেমে গদগদ কিছু কহিতে লাগিল ॥ ১০০
জন্মে জন্মে তুমি মোর বান্ধব সহায়।
বিধাতা সহায় আনি দিলেন তোমায় ॥ ১০১
এত বলি রাধাকৃষ্ণ মন্ত্র দিল তারে।
শুনাইল রাধাকৃষ্ণ লীলা বারে বারে ॥ ১০২
পড়াইল গ্রন্থগণ অল্প দিবসে।
আশীর্বাদ করি তারে আজ্ঞা দিল শেষে ॥ ১০৩

তুমিহ আমার স্বরূপ সর্বথায় ।
প্রেমময় হও তুমি গোবিন্দ কৃপায় ॥ ১০৪
বৃন্দাবনে তোমার সদৃশ একজন ।
বিধি আনি দিল নিধি নাম নরোত্তম ॥ ১০৫
চিরদিন একত্রেতে করিলাঙ বসতি ।
তোমা দিয়া দুই চক্ষু দিল দয়া অতি ॥ ১০৬
এইরূপ করি তারে শিখাইলা ।
নরোত্তম ঠাকুর তার সঙ্গ করি দিলা ॥ ১০৭
নরোত্তম সঙ্গে তার প্রেম বাঢ়ি গেলা ।
একপ্রাণ ভিন্ন দেহ হেন প্রীত হৈলা ॥ ১০৮
তবে প্রভু শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ প্রতি ।
দয়া হৈল শিষ্য কৈল অর্পিয়া শকতি ॥ ১০৯
তাহার অনুজ হয় পরম পণ্ডিত ।
মহাভাগবত দোহে প্রেমময় চিত ॥ ১১০
রাধাকৃষ্ণ বিরহ গীত রসপদ্যমতে ।
শ্রী কবিরাজ আজ্ঞা দিল অতি কৃপা যাতে ॥ ১১১
তিঁহ রস পদ্যগীত হৈল বহুরীতে ।
পৃথিবী ভাসিল যার প্রেমামৃত গীতে ॥ ১১২
দুই কবিরাজের দুইত ঘরণীতে ।
তাহারে করিলা দয়া সদয় অন্তরে ॥ ১১৩
তবে প্রভু দিব্য সিংহ প্রতি দয়া কৈল ।
প্রভু কৃপা পাইতে তেহো ধন্য হৈল ॥ ১১৪
তারপর সুচরিতা দুই প্রভুর ঘরণী ।
দোহারে করিলা দয়া প্রভু গুণমণি ॥ ১১৫
জ্যেষ্ঠা শ্রীমতী ঈশ্বরী ঠাকুরাণী নাম ॥
কি কহিব তার গুণ অতি অনুপাম ॥ ১১৬
কনিষ্ঠা শ্রীমতী গৌরাঙ্গ প্রিয়া ঠাকুরাণী ।
তাহার চরিত্র আমি কি বলিতে জানি ॥ ১১৭
দুইজনে মহাপ্রীত অতি গুণবান ।
দোহে বিদগ্ধ দোহে রসের নিধান ॥ ১১৮
ভজন পরকাষ্ঠা দোহার না পারি কহিতে ।
পরম সুধীর দোহে মধুর চরিতে ॥ ১১৯
প্রভুর পরম প্রিয়া অতি গুণবতী ।
বৈদগ্ধি অবধি দোহে মধুর মূরতি ॥ ১২০
শুদ্ধরাগানুগা যার ভজন একান্ত ।
পরকীয়া ভাব দোঁহার ভজন নিতান্ত ॥ ১২১
কি কহিব দোঁহাকার নৈষ্ঠিক ভজনে ।
কর্ম জ্ঞানাদি কভু নাহি শুনে কানে ॥ ১২২
আমি হীনছার কিবা করিব ব্যাখ্যান ।
প্রভুরপ্রেয়সী দোহে প্রভুর সমান ॥ ১২৩
দোঁহাকার শিষ্যোপশিষ্যে ভাসিল ভুবন ।
আগে বিস্তারিব তাহা করি কিছু ক্রম ॥ ১২৪
জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীবৃন্দাবন আচার্য্য নাম ।
তাহারে করিলা দয়া প্রভু গুণধাম ॥ ১২৫
মধ্যম পুত্র প্রভুর শ্রীরাধা কৃষ্ণ আচার্য্য ।
তার গুণ কি কহিব সকল আশ্চর্য্য ॥ ১২৬
তাহারে করিল দয়া প্রভু গুণনিধি ।
পরম আশ্চর্য্য যেঁহো গুণের অবধি ॥ ১২৭
শ্রীগোবিন্দ গতি নামে কনিষ্ঠ তনয় ।
তারে কৃপা কৈল প্রভু সদয় হৃদয় ॥ ১২৮
শ্রীগোবিন্দ গতি প্রভু শ্রীগুরু প্রণালী ।
লিখিয়াছেন নিজ শ্লোকে হইয়া কৌতূহলী ॥ ১২৯

তথাহি শ্লোকঃ ॥

শ্রীচৈতন্য পদারবিন্দ-মধুপো গোপাল ভট্ট প্রভু ।
শ্রীমাংস্তস্য পদাম্বুজস্য মধুলিট শ্রীশ্রী নিবাসাহ্বয়ঃ ॥

আচার্য্য প্রভু সংজ্ঞকোটনুখিল জনৈঃ সর্ব্বৈস্তুনীবৃৎস্থ যঃ
খ্যাতস্তৎপদপঙ্কজাশ্রয়মহো গোবিন্দ গত্যাখ্যাকঃ ॥ ১৩১
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যপাদপদ্মের আশ্রয়।
মধুকর হৈয়া যিহো সদা বিলসয় ॥ ১৩২
শ্রীগোপাল ভট্ট গোসাঞিঃ হইয়া সদয়।
শ্রীআচার্য্য প্রভুকে কৃপা কৈল অতিশয় ॥ ১৩৩
শ্রীআচার্য্য প্রভুর পাদপদ্মের আশ্রয়।
শ্রীগোবিন্দগতি প্রভু ইহা নিজশ্লোকে কয় ॥ ১৩৪
মহাদাতাময় তিঁহো মহান্ত গুণবান।
তার শিষ্যোপোশিষ্যে ভাসিল ভুবন ॥ ১৩৫
সে সকল কথা আগে কহিব বিস্তারি।
এবে কহি প্রভুর শাখা সংক্ষেপ আচরি ॥ ১৩৬
তবে প্রভু নিজ কন্যা শ্রীল হেমলতা।
তাহারে করিলা দয়া হঞা প্রসন্নতা ॥ ১৩৭
তার শিষ্য উপশিষ্য অনেক হইল।
তিহোঁ প্রেমামৃতে সব মহী ভাসাইল ॥ ১৩৮
আর কন্যা শ্রীকৃষ্ণ প্রিয়া ঠাকুরাণী।
তারে নিজ পদাশ্রয় দিলা দয়ামণি ॥ ১৩৯
আর কন্যা শ্রীকাঞ্চন লতিকা যার নাম।
তারে নিজ আশ্রয় দিলা দয়াবান ॥ ১৪০
তবে প্রভু কাঞ্চন গড়িয়া প্রতি দয়া।
শ্রীদাস ঠাকুরকে দয়া করিল আসিয়া ॥ ১৪১
তেঁহো মহা মহাশয় পরম পণ্ডিত।
প্রভুর নিকটে যার সদা ছিল স্থিত ॥ ১৪২
জয় শ্রীকৃষ্ণ জগদীশ শ্যাম বল্লভাচার্য্য।
তাহার তনয় তিন গুণে মহা আর্য্য ॥ ১৪৩
শ্রীঈশ্বরীর কৃপা পাত্র তিন মহাশয়।
মহাভাগবত হয় প্রেমের পালয় ॥ ১৪৪
তথাই তাহার জ্যেষ্ঠ শ্রীগোকুল দাস।
ঠাকুর করিলা কৃপা পরম উল্লাস ॥ ১৪৫
মস্তকে বহিয়া জল কৃষ্ণসেবা করে।
তার প্রেম চেষ্টা বুঝিতে না পারে ॥ ১৪৬
তার পুত্র শ্রীকৃষ্ণ বল্লভ ঠাকুরে।
সুন্দর দেখিয়া কৃপা করিলে প্রচুরে ॥ ১৪৭
বালক কালেতে কৃপা তাহারে হইল।
তেঁহো মহাভাগবত বহু শিষ্য কৈল ॥ ১৪৮
তথাই শ্রীনৃসিংহ কবিরাজ প্রতি।
দয়া হৈল মন্ত্র দিল অর্পিয়া শকতি ॥ ১৪৯
পরম পণ্ডিত তিঁহো প্রভুরে ধিয়ায়।
তাঁর প্রেম চেষ্টা গুণ বুঝন না যায় ॥ ১৫০
তাঁর শিষ্য উপশিষ্য অনেক হইল।
তবে প্রভু শ্রীরঘুনাথদাস করে কৃপা কৈল ॥ ১৫১
শ্রীরামকৃষ্ণ চট্টরাজ প্রভুর এক শাখা।
তাহার মহিমা গুণ কে করিবে লেখা ॥ ১৫২
হরিনামে রত সদা লয় হরিনাম।
সংখ্যা করি লয় নাম সদা অবিশ্রাম ॥ ১৫৩
তার পুত্র শ্রীগোপীজন বল্লভ চট্টরাজে।
বিখ্যাত হইয়াছেন যেঁহো জগতের মাঝে ॥ ১৫৪
প্রভুতে পরম প্রীতি প্রভু দয়া করে।
তাহার মহিমা কিছু নারি বর্ণিবারে ॥ ১৫৫
তারে কৃপা করি প্রভু হইলা প্রসন্নতা।
যাকে সমর্পিল কন্যা শ্রীল হেমলতা ॥ ১৫৬
শ্রীকুমুদ চট্টরাজ প্রভুর প্রিয় ভৃত্য।
প্রভুর পদ বিনু যার নাহি আর কৃত্য। ১৫৭

তার পুত্র শ্রীচৈতন্যাক্ষান নাম চট্টরাজ।
প্রভুর কৃপা পাত্র যিঁহো মহাভক্ত রাজ ॥ ১৫৮
তাহারে করিলা দয়া সদয় হইয়া।
যারে সমর্পিল কন্যা শ্রীল কৃষ্ণপ্রিয়া ॥ ১৫৯
শ্রীরাজেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় চট্টরাজের জামাতা।
তাহারে করিলা দয়া হয়্যা প্রসন্নতা ॥ ১৬০
তাহার অনন্ত গুণ না পারি লিখিতে।
সদাই নিমগ্ন যিহ রাধাকৃষ্ণের লীলামৃতে। ১৬১
প্রভুর পরম প্রীতি প্রভু প্রাণ তার।
সদা হরিনাম যেঁহো করে অনিবার ॥ ১৬২
দুই কন্যা চট্টরাজের দুই গুণবন্ত।
সুস্নিগ্ধ মূরতি দোঁহে অতি সুশান্ত ॥ ১৬৩
শ্রীমালতী প্রীতি তরে প্রভু দয়া কৈল।
প্রভু কৃপা পাই যিহো অতি ধন্য হৈল ॥ ১৬৪
আর কন্যা শ্রীফুলঝি নাম ঠাকুরাণী।
তাহারে করিলা কৃপা প্রভু দয়া গুণমণি। ১৬৫
তবে সেই কলানিধি চট্টরাজ নাম।
সদা হরিনাম জপে এই তার কাম ॥ ১৬৬
প্রভু কহে তুমি চৈতন্যের প্রিয়তম ॥
লক্ষ হরিনাম জপে করিয়া নিয়ম ॥ ১৬৭
প্রভুর পরম প্রিয় সেবক প্রধান।
শ্রীবৃন্দাবন চট্টরাজ প্রিয় ভৃত্য নাম ॥ ১৬৮
কি কহিব ইহা সবার ভজন প্রসঙ্গ।
কহিতে বাঢ়য়ে চিত্তে সুখাব্ধি তরঙ্গ। ১৬৯
তথা বর্ণ বিপ্রপ্রতি অতি শুদ্ধ দয়া।
তাহারে করিলা দয়া সদয় হইয়া ॥ ১৭০
নাম শ্রীগোপাল দাস তারে কৃপা কৈলা।
নিজ জাতি উদ্ধারিতে তারে আজ্ঞা দিলা ॥ ১৭১
কাঞ্চন গড়িয়াতে প্রভুর যত ভক্তগণ।
এক এক লক্ষ হরিনাম করিলা নিয়ম ॥ ১৭২
দিবসে না লয় নাম রাত্রিকালে বসি।
কেশে ডোর চালে বান্ধি লয় নাম বসি ॥ ১৭৩
ইহার সভার ভজন রীত কহিব বা কত।
অলৌকিক রীত সভার জগতে বিখ্যাত ॥ ১৭৪
সবেই প্রভুর প্রাণ সবার প্রাণ প্রভু।
অতি প্রিয় স্থান সেই না ছাড়য়ে কভু ॥ ১৭৫
গোকুল দাস ঠাকুরের শিষ্য মহাশয়।
শ্রীগোপীমোহন দাস মির্জাপুরালয় ॥ ১৭৬
তিঁহো মহা ভাগবত কি তার কথন।
যার শিষ্য শ্যাম দাস খড়গ্রাম ভবন ॥ ১৭৭
তবে প্রভু কৃপা কৈল গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী নাম।
বাল্যকালে প্রবল ভজন যিঁহো অনুপাম ॥ ১৭৮
প্রেমমূর্তি কলেবর বিখ্যাত যার নাম।
ভাবক চক্রবর্ত্তী বলি খ্যাতি বোরাকুলি গ্রাম ॥ ১৭৯
তার শিষ্য উপশিষ্যে জগৎ ব্যাপিল।
আগে তাহা বাখানির খ্যাতি যাহা হৈল ॥ ১৮০
তাহার ঘরণী সুচরিতা বুদ্ধিমন্তা।
শ্রীঈশ্বরীর কৃপা পাত্র অতি সুচরিতা ॥ ১৮১
লক্ষ হরিনাম যেঁহো করেন গ্রহণ।
ক্ষেণে ক্ষেণে মহাপ্রভুর চরিত্র কথন ॥ ১৮২
শ্রীভট্ট গোসাই আর শ্রীরূপ সনাতন।
শ্রীআচার্য্য প্রভুর পদ সদাই ভাবন ॥ ১৮৩
ঠাকুরাণীর গুণ ব্যাখ্যা কহিব বা কত।
যাহার ভজন রীত জগতে বিখ্যাত ॥ ১৮৪
জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীরাজবল্লভ চক্রবর্ত্তী নাম।
তার গুণ কি কহিব অতি অনুপাম ॥ ১৮৫

তাহার চরিত্র কথা না পারি কহিতে।
প্রভুর পদ বিনু যার অন্য নাহি চিতে ॥ ১৮৬
আর দুই পুত্র মাতার সেবক হইলা।
শ্রীরাধাবিনোদ কিশোরী দাস ভক্তিপরা ॥ ১৮৭
শ্রীকর্ণপুর কবিরাজে প্রভু দয়া কৈলা।
সেখানে অনেক শিষ্য প্রকাশ হইলা ॥ ১৮৮
তবে আচার্য্য ব্যাস প্রতি দয়া কৈলা।
তাহাকে সেবক করি বহু শিখাইলা ॥ ১৮৯
সে সব রহস্যগণ কহনে না যায়
তেহোঁ মহাবিজ্ঞ অতি প্রেমে মহাশয় ॥ ১৯০
তার শাখা উপশাখা অনেক হইলা।
তাঁরা মহাভাগবত জগৎ তারিলা ॥ ১৯১
শ্রীবংশী দাস ঠাকুর যেই মহাশয়।
প্রভুর প্রিয় শাখা হয় মধুর আশয় ॥ ১৯২
হরিনামে রত সদা লয় হরিনাম।
সংখ্যা করি জপে নাম সদা অবিশ্রাম ॥ ১৯৩
শ্রীগোপাল দাস ঠাকুর প্রভুর এক শাখা।
প্রভুর পরম প্রিয় গুণের নাহি লেখা ॥ ১৯৪
বুঁধাই পাড়াতে বাড়ী শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তনীয়া।
যাহার কীর্ত্তনে যায় পাষাণ গলিয়া ॥ ১৯৫
শ্রীরূপ ঘটক নাম প্রভুর প্রিয় ভৃত্য।
রাধাকৃষ্ণ নাম বিনু নাহি যার কৃত্য ॥ ১৯৬
তারপর দয়া হৈল শ্রীরঘুনন্দন দাসে।
ঘটক বলিয়া নাম দিলেন সন্তোষে ॥ ১৯৭
দুই ঘটক হয়েন মহা গুণবানে।
প্রভুর চরণ দুঁহে সর্বস্ব করি জানে ॥ ১৯৮
শ্রীসুধাকর মণ্ডল প্রভুর ভৃত্য একজন।
তার স্ত্রী শ্যামপ্রিয়া তবে কৃপায় ভাজন ॥ ১৯৯
তার পুত্র শ্রীরাধাবল্লভ মণ্ডল সুচরিত।
হরিনাম বিনা যার নাহি কৃত্য ॥ ২০০
তবে প্রভু কামদেব মণ্ডলে কৃপা কৈল।
প্রভু কৃপা পাঞা যিহো ধন্য অতি হৈল ॥ ২০১
নিগূঢ় তাহার ভাব কে কহিতে পারে।
সদা রাধাকৃষ্ণ লীলা স্ফূর্তি যাহার অন্তরে ॥ ২০২
সদা হরিনাম যিহোঁ করেন গ্রহণ।
প্রভুর চরণ দুটি অন্তরে স্ফুরণ ॥ ২০৩
তবে প্রভু কৃপা কৈলা গোপাল মণ্ডলে।
প্রভুর পদে নিষ্ঠা যার অতি নিরমলে ॥ ২০৪
প্রভুর শ্বশুর দুই অতি বিচক্ষণ।
দুহার চরিত্র কিছু না যায় বর্ণন ॥ ২০৫
দুহে অতি শুদ্ধাচার নিরনল তনু
সদা প্রভুর পদ ধ্যান নাহি ইহা বিনু ॥ ২০৭
শ্রীগোপাল চক্রবর্ত্তী নাম প্রভুর প্রিয় ভৃত্য।
অবিশ্রাম ঝরে আঁখি করে কীর্ত্তনেতে নৃত্য ॥ ২০৭
আর শ্বশুর শ্রীরঘুনন্দন চক্রবর্ত্তী।
প্রভু কৃপা পাইয়া যিঁহো হৈলা কৃত কীর্ত্তি ॥ ২০৮
দুই শালক প্রভুর কহি তাহা শুন।
দুইজনে হৈলা প্রভুর কৃপার ভাজন ॥ ২০৯
জ্যেষ্ঠ শ্যামদাস চক্রবর্ত্তী মহাশয়।
প্রভুর কৃপা পাঞা হয় সদয় হৃদয় ॥ ২১০
তিহোঁ পণ্ডিত হয় মহাভাগবতে।
শ্রীভাগবতে পাঠে তিহোঁ প্রেমে মহামত্ত ॥ ২১১
তাহার অনুজ অতি ভক্ত মহাশয়।
ফরিদপুর বাসী কহি তাহার আলয় ॥ ২১২
তবে শ্রীরামচরণ চক্রবর্ত্তী প্রভুর সেবক।
তার যত ভৃত্যগণ কহিব অনেক ॥ ২১৩

লক্ষ হরিনাম জপে সংখ্যা করিয়া।
রাধাকৃষ্ণ লীলা কথা কহে আস্বাদিয়া ॥ ২১৪
কীর্ত্তন লম্পট বড় সদা নাচে তথা।
সদা অশ্রুঝরে আঁখি প্রেমপূর্ণ যথা ॥ ২১৫
বৈষ্ণব গণের প্রাণ স্নিগ্ধ পাত্র মত।
তাহার অনন্ত গুণ কে গুনিবে কত ॥ ২১৬
প্রভুর কৃপা পাত্র এক চট্ট কৃষ্ণদাস।
লক্ষ হরিনাম জপে নামেই বিশ্বাস ॥ ২১৭
তাহার সেবক যত নাহি তার অন্ত।
সবে হরিনামে রত সবে গুণবন্ত ॥ ২১৮
বনমালী দাস নাম বৈদ্যকুলে জন্ম।
প্রভুর প্রিয় সেবক কেবা জানে তার মর্ম্ম ॥ ২১৯
শ্রীমোহন দাস নাম জন্ম বৈদ্যকুলে
নৈষ্ঠিক ভজন যার অতি নিরমলে ॥ ২২০
তিহো মহাশয় অতি মধুর আশয়।
প্রভুর পরম প্রিয় অতি সদয় হৃদয় ॥ ২২১
শ্রীরাধা বল্লভ দাস নাম প্রভুর সেবক।
মহা ভাগবত তিঁহো ভজন অনেক ॥ ২২২
প্রভুর পরম প্রিয় শ্রীমথুরা দাস।
হরিনাম জপে সদা পরম উল্লাস ॥ ২২৩
শ্রীরাধাকৃষ্ণ দাস প্রভুর প্রিয় ভৃত্য।
অবিশ্রাম ঝরে প্রেমে যবে কীর্ত্তনেতে নৃত্য ॥ ২২৪
শ্রীরমণ দাস হয় প্রভুর কৃপা পাত্র।
মুখে সদা রহে যার হরি নামামৃত ॥ ২২৫
আর ভৃত্য হয় প্রভুর রামদাস নাম।
সদা প্রেমোন্মাদে নাচে হরিনাম ॥ ২২৬
শ্রীকবি বল্লভ নাম প্রভুর নিজ দাস।
প্রেমে রাধকৃষ্ণ নাম লয় গান মহোল্লাস ॥ ২২৭

অনেক পুস্তক প্রভুকে দিয়াছে লেখিয়া।
যেন মুক্তাপাঁতি লেখা মহা আখরিয়া ॥ ২২৮
বনমালী দাসের পিতা শ্রীগোপাল দাস।
প্রভুর সেবক হয় অতি শুদ্ধ দাস ॥ ২২৯
তারপর শ্রীশ্যামদাস চট্টে কৃপা কৈল।
তিহোঁ মহাভাগবত প্রভু কৃপা পাইল। ২৩০
তথা শ্রীআত্মারাম প্রভুর প্রিয় দাস।
সদা হরিনাম জপে সংসারে উদাস ॥ ২৩১
শ্রীনকড়ি দাস প্রতি অতি কৃপা কৈল।
প্রভুর চরণ তিঁহো সর্ব্বস্ব করিলা ॥ ২৩২
শ্রীগোপীরমন দাস বৈদ্য মহাশয়।
তাহারে প্রভুর কৃপা হৈলা অতিশয় ॥ ২৩৩
হরিনামে প্রীতি তার বলয়ে লক্ষ নাম।
রাধাকৃষ্ণ লীলা গান মহাপ্রেম ধাম ॥ ২৩৪
গোয়াসে তাহার বাড়ী বড়ই রসিক।
সদা কৃষ্ণ রস কথা যাতে প্রেমাধিক ॥ ২৩৫
শ্রীদুর্গাদাস নাম প্রভুর নিজ দাস।
সদা হরিনাম জপে অন্তরে উল্লাস ॥ ২৩৬
তবে কৃপা কৈলা শ্যামদাস কবিরাজে।
তাহার ভজন ব্যক্ত জগতের মাঝে ॥ ২৩৭
তবে প্রভু কৃপা কৈলা শ্রীরঘুনাথ দাসে।
প্রভু কৃপা পাইয়া তিঁহো অন্তর উল্লাসে ॥ ২৩৮
তবে শ্রীকুমুদানন্দ ঠাকুরে প্রভু দয়া কৈল।
প্রভু কৃপা পাইয়া যিঁহো কৃতার্থ হইলা ॥ ২৩৯
শ্রীরাম দাস ঠাকুর প্রভুর প্রিয় ভৃত্য।
রাধাকৃষ্ণ ধ্যান বিনে যার নাহি কৃত্য ॥ ২৪০
শ্রীরাধাবল্লভ ঠাকুর সরল উদার।
প্রভুর চরণ ধ্যানে অন্তর যাহার ॥ ২৪১

শ্রীগোকুলানন্দ দাস চক্রবর্ত্তী মহাশয়।
প্রভু কৃপা কৈল তারে সদয় হৃদয়॥ ২৪২
আর সেবক শ্রীগোকুলানন্দ দাস।
সদা হরিনাম জপে নামেই বিশ্বাস॥ ২৪৩
তবে শ্রীগোপাল ঠাকুরে দয়া কৈলা।
প্রভু কৃপা পাইয়া যিঁহো ধন্য অতি হৈলা। ২৪৪
তবে প্রভু কৃপা কৈলা শ্রীশ্যামদাস প্রতি।
চট্টবংশে ধন্য তিঁহো পরম ভকতি॥ ২৪৫
তবে শ্রীপুরুষোত্তম দর্শনে প্রভু যাত্রা কৈলা।
বনপথে পথে প্রভু আনন্দে চলিলা॥ ২৪৬
একদিন একগ্রামে রাত্রিতে রহিলা।
দস্যুগণ রত্ন বলি গণি হাতে পাইলা॥ ২৪৭
চোরগণ পুস্তক হরিয়া নিল পথে।
তবে রাজা পাশ গেলা পুস্তক নিমিত্তে॥ ২৪৮
হেনকালে বিপ্র এক শ্রীব্যাস চক্রবর্ত্তী।
পুরাণ শুনায় রাজাকে করি মহা আর্ত্তি॥ ২৪৯
পুরাণ শ্রবণ হেতু রাজা আচার্য্য নাম দিল।
এই হেতু আচার্য্য নাম সংসারে হইল॥ ২৫০
হেনই সময়ে বিপ্র ভ্রমর গীতা পড়ে।
ব্যাখ্যা শুনি প্রভু হাসে থাকি কিছু আরে॥ ২৫১
তবে প্রভু সভামধ্যে যাইয়া বসিলা।
বসিয়াত সেই ব্যাখ্যা সকলি খণ্ডিলা॥ ২৫২
তবে রাজা চিত্তে কিছু হরিষ হইল।
ব্যাখ্যা শুনিবার তরে চিত্তমগ্ন হইল॥ ২৫৩
রাজা নিবেদন করে বিনয় করিয়া।
আপনে করহ ব্যাখ্যা করুণা করিয়া॥ ২৫৪
প্রভু ব্যাখ্যা কৈল শ্লোক গোস্বামীর মত।
শুনিয়া হইল রাজা যেন উনমত॥ ২৫৫
প্রণাম করিয়া পায় পড়িল তখন।
প্রভু কৃপা কর মোরে লইনু শরণ॥ ২৫৬
হায় হায় হেন ব্যাখ্যা কভু নাহি শুনি।
ফুকরি ফুকরি কান্দে পড়িয়া ধরণী॥ ২৫৭
গদ গদ নাদে কহে শুন মহাশয়।
করুণা করহ মোরে হইয়া সদয়॥ ২৫৮
প্রভু কহে এই বিপ্রের নাম কি বা হয়।
শ্রীব্যাস আচার্য্য বলি রাজা নিবেদয়॥ ২৫৯
প্রমাণ ইহার নাম আচার্য্য যে হয়।
প্রভু কহে আচার্য্য নাম হইল নিশ্চয়॥ ২৬০
তবে রাজা প্রতি প্রভু কহেন বচন।
তোমারে কৃপা করুন ব্রজেন্দ্র নন্দন॥ ২৬১
মল্ল ভূপতি নাম শ্রীবীর হাম্বীর।
কৃপা কৈল প্রভু তারে সদয় গম্ভীর॥ ২৬২
কৃষ্ণপদে নৈষ্ঠিকতা ভকতি হৈল তাহার।
প্রভুকে সঁপিলা সব রাজ্য ব্যবহার॥ ২৬৩
কি কহিব সেই প্রভুর পদাশ্রয় কথা।
যে পদ শরণে হয় বাঞ্ছা সুসর্ব্বদা॥ ২৬৪
সে পদ দর্শন স্পর্শে আশ্রয় সেবন।
অনায়াসে মিলে তারে কৃষ্ণ প্রেমধন॥ ২৬৫
যে বনবিষ্ণুপুর দেশের বহুজন।
অনেক হৈল শিষ্য না লিখন॥ ২৬৬
ব্যক্ত করিয়া নাম গ্রন্থে না লেখিল।
শ্রীমতীর মুখে আমি যে কিছু শুনিল॥ ২৬৭
শ্রী করণ কুলেতে জন্ম অতি শুদ্ধাচার।
করুণা করহ দাসের পুত্র দুই সহোদর॥ ২৬৮
প্রভু গেহে পত্রি দোহে সদাই লিখয়।
এই হেতু বিশ্বাস নাম দিল দয়াময়॥ ২৬৯

জ্যেষ্ঠ শ্রী জানকীরাম দাস মহাশয়।
তারে কৃপা করিলেন প্রভু দয়াময় ॥ ২৭০
তাহার অনুজ প্রসাদ দাসে কৃপা কৈলা।
প্রভুর কৃপা পাইয়া দোঁহে মহাভক্ত হৈলা ॥ ২৭১
পূর্বে ইহাদের ছিল মজুমদার পদবী।
প্রভু দত্ত এবে ভেল বিশ্বাস পদবী ॥ ২৭২
তথাই করিলা দয়া শ্রী বল্লভী কবি প্রতি ॥
পদাশ্রয় পাই যিঁহো হইলা সুকৃতি ॥ ২৭৩
হরিনাম লয় সদা করিয়া নিয়ম।
লক্ষ হরিনাম বিনে জল নাহি করে গ্রহণ ॥ ২৭৪
প্রভুর নিকটে রহে প্রভু প্রাণ তার।
প্রভুরে সপিলা যিহো গেহো পরিবার ॥ ২৭৫
তার জ্যেষ্ঠ সহোদর তুই মহাশয়।
জ্যেষ্ঠ শ্রীরামদাস প্রতি হইলা সদয় ॥ ২৭৬
মধ্যম শ্রীগোপাল দাসে কৃপা কৈলা।
তিন সহোদরে প্রভুর বড় দয়া হৈলা ॥ ২৭৭
দেউলি গ্রামেতে স্থিতি শ্রীকৃষ্ণ বল্লভ ঠাকুর।
তাহারে করিলা দয়া কৃপা করিয়া প্রচুর ॥ ২৭৮
যাহার গৃহে আসি প্রভু প্রথমে রহিলা।
তাহাতে প্রভুর প্রীতি অধিক জন্মিলা ॥ ২৭৯
যার মুখে শুনিলেন গ্রন্থ প্রাপ্তিবাণী।
হৃত গ্রন্থ পাই প্রভুর জুড়াইল পরানি ॥ ২৮০
যার সঙ্গে রাজা পাশ করিলা গমন।
যাহার আদেশে পাইলা গ্রন্থ মহাধন ॥ ২৮১
এই হেতু প্রভু তারে কৃপাত করিয়া।
কহিতে লাগিলা তার মাথে পদ দিয়া ॥ ২৮২
তোমারে করুন দয়া শ্রীরাধা রমণ।
শ্রীগোবিন্দ জীউ আর শ্রীমদন মোহন ॥ ২৮৩
শ্রীগোপীনাথ আর শ্রীরূপ সনাতন।
শ্রীগোপাল ভট্ট আর শ্রীজীব চরণ ॥ ২৮৪
শ্রীরঘুনাথ ভট্ট আর রঘুনাথ দাস।
তোমারে করুন দয়া পরম উল্লাস ॥ ২৮৫
শ্রীকৃষ্ণদাস আর শ্রীগোসাঞি লোকনাথ।
করুণা করিয়া তোরে করুন আত্মসাৎ ॥ ২৮৬
তোমার বাঞ্ছা পূর্ণ করুন এই সব জন।
অনায়াসে পাবে তুমি প্রেম মহাধন ॥ ২৮৭
তাহারে সদয় হইয়া প্রভু স্থির হইলা।
আনন্দে তাহার কৃহে বসতি করিলা ॥ ২৮৮
বল্লবী কবিরাজ আদি সঙ্গেতে করিয়া।
রাজার আলয়ে প্রভু গেলা হৃষ্টচিত্ত হইয়া ॥ ২৮৯
রাজা প্রভু দেখিয়া তবে আনন্দে উঠিয়া।
অষ্টাঙ্গ হইয়া পড়ে ভূমি লোটাইয়া ॥ ২৯০
প্রভু নিজ পদ তার মস্তকেতে দিল।
আনন্দিত হইয়া প্রভু আসনে বসিল ॥ ২৯১
পার্ষদগণের পরিচয় সকল করিয়া।
যথাযোগ্য সম্ভাব করে আনন্দ পাইয়া ॥ ২৯২
কৃষ্ণকথা আলাপন করি কতক্ষণ।
শুনিয়া রাজার চিত্ত উলসিত মন ॥ ২৯৩
আনন্দের সিন্ধু রাজা উলসিত মনে।
কে কে বলি প্রভুর ধরিল চরণে ॥ ২৯৪
জন্ম সার্থক হইল পাইল দরশন।
যে পদ দর্শনে হয় বাঞ্ছিত পূরণ ॥ ২৯৫
এই মত কতক্ষণ সভাতে রহিয়া।
বাসায় আইলা প্রভু প্রসন্ন হইয়া ॥ ২৯৬
রাজা নিজালয়ে যাই বিশ্রাম করিলা।
শয়নে থাকিয়া রাজা ভাবিতে লাগিলা ॥ ২৯৭

মনে করে সেবা করিব প্রকাশ।
স্বপ্নে কালাচাঁদ রূপে দেখে সুপ্রকাশ ॥ ২৯৮
তথা নিজ প্রভু রূপ রাজা যে দেখয়।
দুই প্রভু শোভা দেখি অন্তরে ভাবয় ॥ ২৯৯
দেখিতেই শোভা দোঁহার বর্ণন আচরে।
সুধারাশি খসে যার অক্ষরে অক্ষরে ॥ ৩০০
দুই প্রভুর দুই পদ করিল বর্ণন।
যে পদ আস্বাদে বাঢ়ে প্রেমানন্দ ॥ ৩০১
স্বপ্নে পদ পড়ে রাজা রাণী শুনিয়া।
গোঙাইল সব নিশি কান্দিয়া কান্দিয়া ॥ ৩৭২
কিবা অদভূত করিয়া শ্রবণ।
ভাবিতে আবিষ্ট হইল পট্ট দেবীর মন ॥ ৩০৩
তবে রাজা জাগিলেন শয্যাতে বসিয়া।
নিজ প্রভুর পাদপদ্ম হৃদয়ে ভাবিয়া ॥ ৩০৪
শ্রীরূপ সনাতন বলি সঘনে ফুৎকার।
শ্রীভট্ট গোসাঞি বলি করে হাহাকার ॥ ৩০৫
জাগরণে মহারাজের স্থির নহে মন।
যে দেখিল সেইরূপ অন্তরে স্ফুরণ ॥ ৩০৬
ক্ষণে হাহাকার করে ক্ষণে মনে ভাবে।
স্বপ্ন ভঙ্গ হৈলা কাহা গেল হেন লাভে ॥ ৩০৭
জাগরণে মহারাজ সেইরূপ দেখে।
নিজ প্রভুর রূপ শোভা আনন্দ বিলোকে ॥ ৩০৮
দেখিতেছে প্রভু কহে এই সেবা কর।
দেখিবে অপূর্ব্ব রূপ হইয়া সুস্থির ॥ ৩০৯
আনন্দিত মহারাজ সুখাবিষ্ট হইয়া।
হেনকালে পট্ট দেবী চরণে পড়িয়া ॥ ৩১০
কি আশ্চর্য্য পদ রাজা করিলে বর্ণন।
কৃতার্থ করাহ মোরে করাহ শ্রবণ ॥ ৩১১
রাজা কহে পদ আমি না করি বর্ণন।
রাণী কহে রাজা তুমি না কর বঞ্চন ॥ ৩১২
বঞ্চন না কর রাজা তুষ্ট মন।
অন্যথা শরীরে মোর না রবে জীবন ॥ ৩১৩
তবে রাজা জানিলেন প্রভু কৃপা বিনে।
এমন অদভূত ভাব জন্মিব কেমনে ॥ ৩১৪
তবে রাজা তুষ্ট হইয়া কহিল বচন।
আনন্দে করহ তুমি এ পদ শ্রবণ ॥ ৩১৫

তথাহি পদম্।

প্রভু মোর শ্রী নিবাস, পুরাইল মোর আশ
তুয়া বিনে গতি নাহি আর।
আছিলুঁ বিষয় কীট বড়ই লাগিত মিঠ
ছুটাইলে রাজ অহঙ্কার ॥ ৩১৬

করিতু গরল পান সে ভেল ডাহিন বাম
দেখাইলে অমিয়ার ধার।
পিবু পিবু করে মন সব ভেল উচাটন
এ সব তোমার ব্যবহার ॥ ৩১৭

রাধা পদ সুখরাশি সে পদে করিলে দাসী
গোরাপদে বান্ধি দিলে চিত।
রাধিকা রমণ সহ দেখাইলে কুঞ্জ গেহ
দেখাইলে দুহুঁ প্রেম প্রীত ॥ ৩১৮

যমুনার কুলে যাই তীরে সখী ধাওয়া ধাই
রাধা কানু বিলসই সুখে।
এ বীর হাম্বীর হিয় ব্রজপুর সদা ধিয়া
যাঁহা অলি ফিরে লাখে লাখে। ৩১৯

শুন গো মরম সখি কালিয়া কমল আঁখি
কি বা কৈল কিছুই না জানি।
কেমন কেমন করে মন সব লাগে উচাটন
প্রেম করি খোয়ানু পরানি ॥ ৩২০

শুনিয়া দেখিলু কালা দেখিতে পাইনু জ্বালা
নিভাইতে নাহি পাই পানি।
অগুরু চন্দন আনি দেহেতে লেপিনু ছানি
না নিভায় হিয়ার আগুনি ॥ ৩২২

বসিয়া থাকিয়ে যবে আসিয়া উঠায় তবে
লঞা যায় যমুনার তীরে।
কি করিতে কি না করি সদাই ঝুরিয়া মরি
তিলেক নাহিক রহি স্থিরে ॥ ৩২৩

শাশুড়ী ননদী মোর সদাই বাসয়ে চোর
গৃহপতি ফিরিয়া না চায়।
এ বীর হাম্বীর চিত্ত শ্রীনিবাসে অনুগত
মজি গেলো কালাচন্দের পায় ॥ ৩২৩

শুনিয়া শুনিয়া রাণীর আনন্দ বাড়িল।
ভাবাবেশে অবশ তনু প্রেম বাঢ়ি গেল ॥ ৩২৪
সদা গর গর চিত্ত ধরণে না যায় ॥
কি শুনিল বলি রাণী করে হায় হায় ॥ ৩২৫
তবে রাণী ধৈর্য্য মন হইল যখন।
রাজারে কহয়ে রাণী বহু নিবেদন ॥ ৩২৬
মহারাজ তুমি মোরে কর অঙ্গিকারে।
শ্রীনিবাস পদে প্রিয় করাহ আমারে ॥ ৩২৭
রাজা ত জানিল মনে প্রভু কৃপা বিনে।
এমন অপূর্ব ভাব জন্মিবে কেমনে ॥ ৩২৮
রাণী ভাগ্য ইহা রাজা ভাবে মনে মনে।
সুপ্রসন্ন বিধি বুঝি হইলা এতদিনে ॥ ৩২৯
ভাগ্যের অবধি নাহি করে বার বার।
চিত্তেতে জানিল রাজা প্রভুর ব্যবহার ॥ ৩৩০
তবে রাজা তুষ্ট হইয়া প্রভুরে লইয়া।
ভূমে পড়ি গড়ি যায় আনন্দ হইয়া ॥ ৩৩১
নিবেদিল প্রভুর পদে যতেক বৃত্তান্ত।
শুনিয়াত প্রভু মনে বুঝিলা নিতান্ত ॥ ৩৩২
তবে পট্ট মহাদেবী নিকটে আসিয়া।
কহিতে লাগিলা রাণী রচণে পড়িয়া ॥ ৩৩০
মোরে প্রভু অঙ্গীকার কর এইবার ॥
ক্ষেম অপরাধ প্রভু কর অঙ্গীকার ॥ ৩৩৪
পতিত উদ্ধার হেতু তোমার অবতার।
জানি প্রভু উদ্ধারিবে মো হেন দুরাচার ॥ ৩৩৫
রাণীর আর্তি দেখি প্রভু সুপ্রসন্ন হইয়া।
সুখাবিষ্ট হইয়া প্রভু দিল পদছায়া ॥ ৩৩৬
আগে হরিনাম মন্ত্র করাই শ্রবণ।
তবে তো যুগল মন্ত্র করায় গ্রহণ ॥ ৩৩৭
তবে কাম গায়ত্রী কাম বীজে উপাসনা দিয়া।
মঞ্জরীর যূথের কথা কহে বিবরিয়া ॥ ৩৩৮
পরকীয়া লীলা এই মঞ্জরী যুথ বিনে।
পরকীয়া রস তার না মিলে কখনে ॥ ৩৩৯
ইহা সভার অনুগা বিনে ব্রজপ্রাপ্তি নহে।
নিশ্চয় করিয়া আমি কহিলাম তোঁহে ॥ ৩৪০
এই ভাব শুদ্ধ মত্ত অতি নিরমলে।
জাম্বুনদ হেন যেন পরম উজ্জ্বলে ॥ ৩৪১
নিজ মনঃ কথা তোরে কহিল বিবরি।
ভজহ কৃষ্ণের পদ কর্মাদি দূর করি ॥ ৩৪২

সিদ্ধি দেহে কর তুমি মানস সেবন।
অনায়াসে পাবে তুমি প্রেম মহাধন ॥ ৩৪৩
বাহ্য দেহে কর সদা শ্রবণ কীর্ত্তন।
শুদ্ধভাবে ভজ সদা বৈষ্ণব চরণ ॥ ৩৪৪
এতেক বৃত্তান্ত প্রভু উপাসনা দিয়া।
প্রসন্ন হইল চিত্ত আনন্দিত হিয়া ॥ ৩৪৫
তবে রাজপুত্রে প্রভু করিলেন দয়া।
আনন্দিত হইয়া প্রভু দিল পদছায়া ॥ ৩৪৬
শ্রীরাজ হাম্বীর নাম হয় যুবরাজ।
প্রভু কৃপা পাত্র যিহোঁ মহাভক্ত রাজ ॥ ৩৪৭
তবে রাজা কালাচান্দের সেবা প্রকাশিলা।
শ্রীঅঙ্গের শোভা দেখি আনন্দে মজি গেলা ॥ ৩৪৮
কালাচান্দ রূপ শোভা আনন্দে বিলোকে।
আপনি আনন্দে প্রভু যার কৈলা অভিষেকে ॥ ৩৪৯
বৈষ্ণবের সেবা রাজা করে অনিবার।
এইত কহিল যত রাজার ব্যবহার ॥ ৩৫০
রাজার পরমার্থ শুনি শ্রীজীব গোসাঞি।
নাম শ্রীগোপাল দাস থুইল তথাই ৩৫১
শ্রীব্যাস প্রতি কৃপা আগে ত লিখিল।
নিজ পুরোহিত প্রভু তাহারে কহিল ॥ ৩৫২
তারপর ব্যাস আচার্য্যের ঘরণী।
তাহারে করিলা কৃপা প্রভু গুণমণি ॥ ২৫৩
নাম তার শ্রীইন্দুমুখী ঠাকুরাণী।
তাহার পরমার্থ রীত কি বলিতে জানি ॥ ৩৫৪
তার পুত্র শ্রীশ্যামদাস চক্রবর্ত্তী মহাশয়।
তাহারে করিলা দয়া প্রভু দয়াময় ॥ ৩৫৫
তবে প্রভু কৃপা ভগবান কবি বরে।
পণ্ডিত রসিক তিঁহো হয় মহা ধীরে ॥ ৩৫৬

তবে প্রভু শ্রীনারায়ণ কবি প্রতি দয়া।
শরণ লইয়া তিঁহো প্রভু দিল পদছায়া ॥ ৩৫৭
শ্রীনৃসিংহ কবিরাজের হয় সহোদর।
তাহার মহিম সিন্ধু বাক্য অগোচর ॥ ৩৫৮
শ্রীবাসুদেব কবিরাজ বড় গুণবন্ত।
কৃষ্ণপদে নৈষ্ঠিক চিত্ত যাহার নিতান্ত ॥ ৩৫৯
তাহারে করিলা দয়া সদয় হইয়া।
কৃতার্থ করিলা তারে দিয়া পদছায়া ॥ ৩৬০
তবে প্রভু কৃপা কৈল শ্রীবৃন্দাবন দাসে।
কবিরাজ খ্যাতি তার জগৎ প্রকাশে ॥ ৩৬১
তবে প্রভু কৃপা কৈলা নিমাই কবিরাজে।
রূপ কবিরাজের ভ্রাতা খ্যাত জগতের মাঝে ॥ ২৬২
লক্ষ হরিনাম জপে সংখ্যা করিয়া।
সংকীর্ত্তনে নৃত্য করে সুখাবিষ্ট হইয়া ॥ ৩৬৩
আবেশে অবশ তনু সঘনে ফুৎকার।
লম্ফ লম্ফ করে ক্ষণে ক্ষণেতে হুংকার ॥ ৩৬৪
নয়নের ধারা যার বহে অবিশ্রাম।
পুলকে আবৃত তনু সদা বহে ঘাম ॥ ৩৬৫
তারপর কৃপা কৈল শ্রীমন্ত চক্রবর্ত্তী।
পদাশ্রয় পাইয়া যিঁহো হইল কৃতকীর্ত্তি ॥ ৩৬৬
লক্ষ হরিনাম লয় নামেতে বিশ্বাস।
বড়ই রসিক তিঁহো সংসারে উদাস ॥ ৩৬৭
তবে প্রভু কৃপা কৈলা ঠাকুর রঘুনন্দনে।
যারে কৃপা কৈলা প্রভু সুখাবিষ্ট মনে ॥ ৩৬৮
তারপর কৃপা কৈলা গৌরাঙ্গ দাসেরে।
তাহার অনন্ত গুণ কে বর্ণিতে পারে ॥ ৩৬৯
সদা হরিনাম যিঁহো করেন গ্রহণ।
রাধা কৃষ্ণ লীলা তার সদাই স্মরণ ॥ ৩৭০

শ্রীরূপ সনাতন বলি সঘনে ফুৎকার।
ভট্ট গোসাঞি বলিতেই বহে অশ্রুধার ॥ ৩৭১
শ্রীগৌরাঙ্গ বলিতে যিঁহো ভাবাবিষ্ট মনে।
নিজ প্রভুর পাদপদ্ম সদা চিন্তে মনে ॥ ৩৭২
শ্রীমন্ত ঠাকুর এক বিপ্রকুলে জন্ম।
তারে কৃপা কৈল প্রভু সুখাবিষ্ট মন ॥ ৩৭৩
শ্রীগোপীজন বল্লভ প্রতি প্রভু দয়া কৈল।
মহা ভাগবত তিহোঁ জগৎ ব্যাপিল ॥ ৩৭৪
তাহার ভজন কথা কহনে না যায়।
মহামগ্ন রহে যিঁহো মানস সেবায় ॥ ৩৭৫
তবে প্রভু কৃপা কৈল গৌরাঙ্গ দাসে।
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য বলিতেই পড়ে ভাবাবেশে ॥ ৩৭৬
তবে প্রভু কৃপা কৈল শ্রীতুলসী রামে।
শ্রীগৌরাঙ্গ বলিতেই হয় প্রেমোদ্দামে ॥ ৩৭৭
তন্তুবায় কুলোদ্ভব তুলসীরাম দাসে।
সদা প্রভুর পদ চিন্তে পরম লালসে ॥ ৩৭৮
উৎকল দেশেতে জন্ম শ্রীবলরাম দাস।
বিপ্র কুলোদ্ভব তিহো সংসারে উদাস ॥ ৩৭৯
তবে প্রভু কৃপা কৈলা চৌধুরী দয়ারামে।
ব্রাহ্মণ কুলেতে জন্ম দুঁহে রহে এক গ্রামে ॥ ৩৮০
দুই জনে মহাপ্রীত কহনে না যায়।
সর্ব্বস্ব সপিলা যিঁহো প্রভুর পায় ॥ ৩৮১
আর ভক্তরাজ এক শ্রীহরি বল্লভ।
সরকার খ্যাতি তিঁহো জগত দুর্লভ ॥ ৩৮২
প্রভুত করিলা কৃপা হইয়া সদয়।
যাহার ভজন নীতি কহন না যায় ॥ ৩৮৩
আর শিষ্য প্রভুর কৃষ্ণবল্লভ চক্রবর্ত্তী।
প্রভু কৃপা পাইয়া যিঁহো হৈলা মহামতি ॥ ৩৮৪
গৌড়দেশ বাসী শ্রীকৃষ্ণ পুরোহিতে।
তাহারে করিলা দয়া হৈয়া কৃপান্বিতে ॥ ৩৮৫
সেই দেশ বাসী শ্যাম চট্টে কৃপা কৈলা।
দুই জনার শিষ্যে প্রশিষ্যে জগৎ ব্যাপিলা ॥ ৩৮৬
একত্র নিবাসী শ্রীজয়রাম চক্রবর্ত্তী।
প্রেমে জয়রাম বলি যার হৈল খ্যাতি ॥ ৩৮৭
তবে কৃপা কৈল প্রভু ঠাকুর দাস ঠাকুরে।
তাহার ভজন রীতি বড়ই গম্ভীরে ॥ ৩৮৮
শ্রীমথুরা নিবাসী শ্রীমথুর দাস।
বিপ্রকুলে জন্ম তেহ মহা সুখোল্লাস ॥ ৩৮৯
শ্রীশ্যাম সুন্দর দাস সরল ব্রাহ্মণ।
লক্ষ হরিনাম যিঁহো করেন গ্রহণ ॥ ৩৯০
শ্রী আত্মারাম প্রতি প্রভু দয়া কৈল।
একত্র নিবাসী তিনে মহাপ্রীত হৈল ॥ ৩৯১
শ্রীবৃন্দাবন বাসী হয় মহা সুখরাশি।
বৃন্দাবন দাস নাম মহাগুণ রাশি ॥ ৩৯২
তাহারে করিলা দয়া প্রভু গুণনিধি।
তার গুণ কি কহিব মুঞি হীনবুদ্ধি ॥ ৩৯৩
তবে ত করিল দয়া শ্রীগোবিন্দরাম প্রতি।
আত্মসাৎ কৈল প্রভু করি মহা আর্ত্তি ॥ ৩৯৪
তারপর কৃপা কৈলা শ্রীগোপাল দাসে।
একত্র স্থিতি তিনে মহানন্দে ভাসে ॥ ৩৯৫
শ্রীকুণ্ড নিবাসী তিন মহাভক্ত ধীর।
প্রভু কৃপা কৈল তিনে হইয়া সুস্থির ॥ ৩০৬
শ্রীমোহন দাস আর ব্রজানন্দ দাস।
শ্রীরামদাস হয় প্রভুর নিজ দাস ॥ ৩৯৭
শ্রীগোবর্দ্ধনবাসী শ্রীরসিকানন্দ দাস।
শ্রীহরিপ্রসাদ আর সুখানন্দ দাস ॥ ৩৯৮

প্রেমী হরিরাম আর মুক্তারাম দাস।
প্রভুপদে নিষ্ঠা সদা অন্তর উল্লাস ॥ ৩৯৮
সবে মিলি একত্রেতে করিলা ভোজন।
লক্ষ হরিনাম সবে করেন গ্রহণ ॥ ৩৯৯
ভজন হরিনাম যার না পারি কহিতে।
আবেশে রহেন সদা মানস সেবাতে ॥ ৪০০
বঙ্গদেশে স্থিতি রাম কলানিধি।
বিপ্রকুলে জন্ম তার আচার্য্য উপাধি ॥ ৪০১
তবে কৃপা কৈল প্রভু হইয়া কৃপাবান।
আর শিষ্য এক শ্রীরামশরণ নাম ॥ ৪০২
প্রেম দাস রসিক দাস দুই সহোদর।
বৈষ্ণবের সেবাতে দু'হে বড়ই তৎপর ॥ ৪০৩
বিষ্ণুপুর দেশে রহে কত কত জন ॥
অনেক হইল শিষ্য না যায় লিখন ॥ ৪০৪
স্বকীয় দেশেতে কৈল শিষ্য বহুতর।
না জানি এ নাম তার আমি অজ্ঞ বর ॥ ৪০৫
নানা দেশ বিদেশ হইতে কত কত জন।
আইলেন সবে হৈলা কৃপার ভাজন ॥ ৪০৬
রাঢ় বঙ্গদেশ যত গৌড়দেশ আর।
ব্রজভূমি মগধ উৎকল দেশ আর ॥ ৪০৭
বড় গঙ্গা পার আর বিন্ধ্য কঙ্খাল।
গঙ্গা মধ্যে দেশ হয় যত কিছু আর ॥ ৪০৮
যার শিষ্য উপশিষ্য তার উপশিষ্যে।
সকল আশ্রিত হইল কহিলাঙ উদ্দেশ্যে ॥ ৪০৯
কে পারে কহিতে তার শিষ্যগণ যত।
দিক দেখাইতে কিছু কহিলাঙ বিখ্যাত ॥ ৪১০
শিষ্য উপশিষ্য যত কে পারে গণিতে।
সহস্র বদন যদি পারে কোন রীতে ॥ ৪১১
সংক্ষেপে কহিল কিছু প্রভুর শাখাগণ।
কৃষ্ণ প্রেম মিলে যার করিলে স্মরণ ॥ ৪১২
কৃষ্ণ কিবা কৃষ্ণভক্ত সমান চরিত।
আপনা আপনি হেতু গাও তার গীত ॥ ৪১৩
ইহা যেই পড়ে শুনে সেই ভাগ্যবান।
অনায়াসে কৃষ্ণপ্রেম হয় বিদ্যমান ॥ ৪১৪
কর্ণানন্দ কথা এই সুধার নির্য্যাস।
শ্রবণ পরশে ভক্তের জন্মে প্রেমোল্লাস ॥ ৪১৫
শ্রী আচার্য্য প্রভুর কন্যা শ্রীল হেমলতা।
প্রেম কল্পবল্লী কিবা নিরমিল ধাতা ॥ ৪১৬
সেই চরণ পদ্ম করিয়া হৃদয় বিলাস।
কর্ণানন্দ রস কহে যদুনন্দন দাস ॥ ৪১৭

—•—

ইতি শ্রী কর্ণানন্দে শ্রী নিবাসাচার্য্য প্রভু শাখা বর্ণন নাম প্রথম নির্য্যাস।

। দ্বিতীয় নির্য্যাস ।

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দ ।
জয়াদ্বৈত চন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ১
এবে কহি শুন প্রভুর উপশাখাগণ ।
প্রধান প্রধান কিছু করিয়ে গণন ॥ ২
রামচন্দ্র কবিরাজ ঠাকুরের শাখা ।
কিছু মাত্র কহি আগে করি দিক লেখা ॥ ৩
শ্রীবল্লভ মজুমদার বিপ্রকুলে জন্ম ।
কবিরাজ দয়া কৈল হৈয়া কৃপাধীন ॥ ৪
সদাকাল যার যায় কৃষ্ণ পরসঙ্গে ।
আনন্দে অবশ যিঁহো প্রেমাদির তরঙ্গে ॥ ৫

আর সেবক তার শ্রীহরিনাম আচার্য্য ।
পরম পণ্ডিত বড় সর্বগুণে আর্য্য ॥ ৬
তাহার নন্দন শ্রী গোপীকান্ত চক্রবর্তী ।
তেহোঁ হরিনামে রত প্রেমময় কীর্ত্তি ॥ ৭
পিতার সেবক তিহোঁ অতি ভক্তিরাজ ।
তাহার কতেক শিষ্য লিখিতে হয় ব্যাজ ॥ ৮
কবিরাজের শিষ্য শ্রীবলরাম কবি পতি ।
প্রেমময় চেষ্টা যার অলৌকিক রীতি ॥ ৯
কবিরাজের শিষ্যোপশিষ্যে জগৎ ব্যাপিল ।
তারা সব ভাগবত জীবে কৃপা কৈল ॥ ১০
না পারি বর্ণিতে কবিরাজের শিষ্যগণ ।
আপন পবিত্র হেতু কহিল কথোজন ॥ ১১
শ্রীঈশ্বরীর শিষ্য এবে কহি শুন ।
আপন পবিত্র হেতু গাও যার গুণ ॥ ১২
জয় কৃষ্ণাচার্য্য আর শ্রীজগদীশাচার্য্য ।
শ্যাম বল্লভাচার্য্য আর তিন মহা আর্য্য ॥ ১৩

আর শিষ্য ঈশ্বরীর অতি পুণ্যবান ।
দুই বধূ গুণবতী অতি গুণ ধাম ॥ ১৪
দুয়েরে পরম প্রীত প্রেম চেষ্টাময় ।
নিস্তারিতে জীব সব করুণা হৃদয় ॥ ১৫
হরিনাম লয় দুঁহে সদা অবিরাম ।
রাত্রি দিনে জপে নাম সংখ্যা অবিশ্রাম ॥ ১৬
লক্ষ নাম না লইলে জল নাহি খায় ।
অশ্রু পুলক বহে সদা আনন্দ হিয়ায় ॥ ১৭
দুই বধূর নাম শুন করি এক মন ।
যে নাম শ্রবণে হয় বাঞ্ছিত পূরণ ॥ ১৮
জ্যেষ্ঠা বধূ শ্রীসত্যভামা ঠাকুরাণী ।
আর বধূ শ্রীচন্দ্রমুখী নাম গুণমণি ॥ ১৯
একত্র দুইজনে সদা ভজন প্রসঙ্গ ।
প্রেমেতে পূরিত দেহ প্রফুল্লিত অঙ্গ ॥ ২০
নিজেশ্বরী মুখে যেবা করিল শ্রবণ ।
সুখাবিষ্ট হইয়া করে স্তবের পঠন ॥ ২১
শ্রীরূপ গোসাঞি আর শ্রীদাস গোসাঞি ।
বলিয়াছে দুই প্রভু আনন্দিত হই ॥ ২২
মহাপ্রভুর অষ্টক আর চৈতন্য কল্পবৃক্ষ ।
আনন্দে পড়েন স্তব পাইয়া সুখ ॥ ২৩
কার্পন্য পঞ্জিকা আর হরি কুসুমাঞ্জলি ।
বিলাস কুসুমাঞ্জলি পড়ে হইয়া কুতুহলি ॥ ২৪
প্রেমাম্ভোজমকন্দাখ্য চাটুপুষ্পাঞ্জলি ।
মনঃ শিক্ষা আদি করি পাড়েন সকলি ॥ ২৫
স্তব পাঠকালে হয় আনন্দে বিভোল ।
ক্ষেণে ক্ষেণে কহে দুঁহে শ্রীরাধা গোবিন্দ ॥ ২৬

পরমানন্দে দুই জনের ভজন প্রসঙ্গ।
দুহাকার শিষ্যে উপশিষ্যে জগত ব্যাপিল।
তা সভার নাম কিছু লিখিতে নারিল॥ ২৭
শ্রীরাধা বল্লভ চক্রবর্তী আর বৃন্দাবন।
চক্রবর্তী মহাশয় ভকত প্রধান॥ ২৮
বৃন্দাবনী ঠাকুরাণী সেবক তাহার।
রাধাবিনোদ চক্রবর্তী কিশোরী চক্রবর্তী আর॥ ২৯
মাতার সেবক তেহ ঈশ্বরীর অনুসেবক।
ইহা নবার যত শিষ্য সকলি অনেক॥ ৩০
এবে কহি ঠাকুরঝি শ্রীল হেমলতা।
শ্রীমতীর শিষ্যগণে আছে যার কথা॥ ৩১
শ্রীসুবল চন্দ্র ঠাকুর সদানন্দময়।
তার ভ্রাতুষ্পুত্র তাঁর শিষ্য মহাশয়॥ ৩২
শ্রীগোকুল চক্রবর্তী সেবক তাহার।
মহামাতা প্রেমময় গম্ভীর আচার॥ ৩৩
তার শিষ্য তার শ্রীরাধাবল্লভ ঠাকুর।
মণ্ডল গ্রামবাসী তিঁহো হয় ভক্ত শূর॥ ৩৪
শ্রীবল্লভ দাস আর সেবক তাহার।
গোসাঞি নিবাসী তিঁহো অনুরক্ত সার॥ ৩৫
দীনহীন যদুনন্দন বৈদ্যদাস তার।
মালিহাটি গ্রামে স্থিতি প্রেমহীন ছার॥ ৩৬
করুণা চাহিয়ে তাঁর প্রেমহীন হইয়া।
কভু যদি দয়া হয় হৃদয়ে ভাবিয়া॥ ৩৭
সেবকাভাস কভু সেবা না করিল।
তথাপি তাহার গুণে সে পদ ধরিল॥ ৩৮
কানুরাম চক্রবর্তী সেবক তাহার।
দর্পনারায়ণ চণ্ডী দুই ভৃত্য তার॥ ৩৯
রামচরণ মধু বিশ্বাস রাধাকান্ত বৈদ্য।
কতেক কহিব আমি নাহি আর বেদ্য॥ ৪০
জগদীশ কবিরাজ আর শিষ্য তার।
রাধাবল্লভ কবিরাজের ভ্রাতা ভক্ত সার॥ ৪১
শ্রীগতি প্রভুর শিষ্য প্রধান তনয়।
শ্রীকৃষ্ণ প্রসাদ ঠাকুর গভীর আশয়॥ ৪২
শ্রীসুন্দরানন্দ আর শ্রীহরি ঠাকুর।
তিন পুত্র শিষ্য তার তিন ভক্ত শূর॥ ৪৩
দুই পত্নী মধ্যে কনিষ্ঠা যেই জন।
তিঁহো তো হইলা প্রভুর কৃপার ভাজন॥ ৪৪
সর্বজ্যেষ্ঠের নাম শ্রীসত্যভামা যিঁহো।
শ্রীরাধা মাধবকে কৃপা করিয়াছেন তিঁহো॥ ৪৫
শ্রীজগদানন্দ ঠাকুর গতি প্রভুর সেবক।
পরম মধুরাশয় গুণেতে অনেক॥ ৪৬
তুলসীরাম দাসের পুত্র শ্রীঘনশ্যাম।
তাহারে করিল কৃপা প্রভু দয়াবান॥ ৪৭
শ্রীকন্দর্প রায় চট্টপতি প্রভুর দাস।
তার কীর্তি গুণাগুন জগৎ প্রকাশ॥ ৪৮
এতাদি করিয়া জামাতা চারি অতি ধন্য।
প্রভু পদসেবা বিনে নাহি জানে অন্য॥ ৪৯
পঞ্চ কন্যা প্রভুর পঞ্চ মহাসতী।
প্রভুপদ সেবে সদা পাইয়া পিরীতি॥
শ্রীবাসের কন্যা শ্রীকনক প্রিয়া ঠাকুরাণী।
তাহারে করিলা দয়া প্রভু গুণমণি॥ ৫১
শ্রীজানকী বিশ্বাসের পুত্র শ্রীহরি বিশী গোবিন্দ।
কায়মনে সেবে দুহে প্রভুর পদদ্বন্দ্ব॥ ৫২
শ্রীপ্রসাদ বিশ্বাস পুত্র শ্রীবৃন্দাবনদাস।
প্রভুপদে নিষ্ঠারতি পরম বিশ্বাস॥ ৫৩

শ্রীব্রজমোহন চট্টরাজ তাঁর শিষ্য আর।
শ্রীপুরুষোত্তম চক্রবর্ত্তী আর শিষ্য তার॥ ৫৪
আর শিষ্য প্রভুর জয়রাম দাস নামে।
মধুর চরিত্র বৈসে সনাবলি গ্রামে॥ ৫৫
তার শিষ্য রাধাকৃষ্ণ দাস ঠাকুর।
ভজন পরাকাষ্ঠা বড় গুণের প্রচুর॥ ৫৬
শ্রীকৃষ্ণ প্রসাদ চক্রবর্ত্তী শ্রীগতি প্রভুর শিষ্য।
রাধাকৃষ্ণ লীলা রসে রহেন অবশ্য॥ ৫৭
তার ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীমদন চক্রবর্ত্তী।
রাধাকৃষ্ণ লীলারসে সদা যার আর্ত্তি॥ ৫৮
শ্রীবল্লভী কান্ত চক্রবর্ত্তী তার এক শিষ্য।
মধুর রসেতে পূর্ণ রহেন অবশ্য॥ ৫৯
শ্রী ঘনশ্যাম কবিরাজ তার কৃপা পাত্র।
রাধাকৃষ্ণ লীলারসে স্নিগ্ধ যার চিত্ত॥ ৬০
শ্রী অনন্তরাম দাস নামে বৈদ্যকুলে জন্ম।
হরিনামে যিহোঁ রহে সদাই নিমগ্ন॥ ৬১
তার যত শাখা আছে না জানি এ তত্ত্ব।
উদ্দেশ লাগিয়া দিগ দেখাই মাত্র॥ ৬২
অশেষ সেবক শ্রীগতির ভক্তরাজ।
না জানিয়ে নাম তার লিখিতে হয় ব্যাজ॥ ৬৩
প্রভুর উপশাখা গণের না যায় লিখন।
কিছুমাত্র দেখাইলা দিগ দরশন॥ ৬৪
আমি অতি মন্দ বুদ্ধি না জানি মহিমা।
অপরাধ না লইবে জন্মাবে করুণা॥ ৬৫
আগে পাছে নাম লিখি না লইবে দোষ।
সবার চরণ বন্দি হইবে সন্তোষ॥ ৬৬
কর্ণানন্দ কথা এই রসের নির্য্যাস।
শ্রবণে পরশে ভক্তের জন্মে প্রেমোল্লাস॥ ৬৭
শ্রীআচার্য্য প্রভুর কন্যা শ্রীল হেমলতা।
প্রেম কল্পবল্লী কিবা নিরমিল ধাতা॥ ৬৮
সেই দুই চরণপদ্ম হৃদয়ে বিলসে।
কর্ণানন্দ কহে যদুনাথ দাসে॥ ৬৯

—০—

ইতি শ্রীকর্ণানন্দ শ্রীআচার্য্য প্রভুর উপশাখা বর্ণনং নাম দ্বিতীয় নির্য্যাস॥ ২॥

॥ তৃতীয় নির্য্যাস।

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈত চন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥ ১
আর এক কথা কহি শুন মন দিয়া।
কহিব রহস্য কথা শুন শ্রবণ পূরিয়া॥ ২
যে কথা শ্রবণে হয় হৃদয়ে আনন্দ।
কি কহিব সেই কথা মুঞি অতি মন্দ॥ ৩
শুন শুন ভক্তগণ রামচন্দ্রের মহিমা।
যার গুণ কীর্ত্তনে চিত্তে উপজয়ে প্রেমা॥ ৪

এক দিন মদীশ্বরী শ্রীল হেমলতা।
কহিতে লাগিলা মোরে করি প্রসন্নতা ॥ ৫
শ্রীমতীর মুখে আমি যে কথা শুনিল।
শুনিয়া ত মোর চিত্ত প্রসন্ন হইল ॥ ৬
শ্রীরামচন্দ্র মহিমা সিন্ধু শ্রবণ পবনে।
আনন্দে ভাসিল আমি মহাসুখোল্লাসে ॥ ৭
প্রভু রামচন্দ্র যেন একই শরীর।
গম্ভীর আশয় যার গম্ভীর শরীর ॥ ৮
কিবা সে মাধুর্য্য রূপ চরিত্র মাধুর্য্য।
যতেক শুনিল গুণ সকল আশ্চর্য্য ॥ ৯
প্রভু মনোবেদ্য শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ।
ব্যক্ত হইয়া আছে ইহা জগতের মাঝ ॥ ১০
জগতে বিখ্যাত শ্রীরামচন্দ্র কীর্ত্তিগণে।
সুশীল গাম্ভীর্য্য অতি বিখ্যাত ভুবনে ॥ ১১
ইহা কিছু ব্যক্ত করি করিব বর্ণন।
আপন পবিত্র হেতু স্পর্শী এক কণ ॥ ১২
একদিন প্রভু বিষ্ণুপুরের বাড়ীতে।
বসিয়া আসেন প্রভু অতি উল্লসিত চিত্তে ॥ ১৩
দুই ঈশ্বরী দুই পাশে বসিয়া আছয়।
আনন্দে প্রভুর রূপ নয়নে দেখয় ॥ ১৪
আপনার ভাগ্য দুহে বহু প্রশংসিলা।
হেন প্রভুর পাদপদ্ম বহু ভাগ্যে পাইলা ॥ ১৫
তবে প্রভু কৃষ্ণকথা পরানন্দে।
শুনিতেই ঈশ্বরীর বাড়িল আনন্দে ॥ ১৬
এই মতে কৃষ্ণকথা পরানন্দ রসে।
নিমগ্ন হইলা প্রভু মহাপ্রেমোল্লাসে ॥ ১৭
ভাবে গর গর মন স্থির নাহি হয়।
অশ্রু কম্প পুলকে শরীরে ব্যাপয় ॥ ১৮
ক্ষেণে হুলংকার ছাড়ে ভূমে গড়ি যায়।
ক্ষেণেক ফুৎকার করি ডাকে উভরায় ॥ ১৯
শ্রীগৌরচন্দ্র বলি প্রেমে মূর্চ্ছা যায়।
আবেশে অবশ হইয়া করে হায় হায় ॥ ২০
শ্রীরূপ সনাতন বলি ক্ষণে ডাকে মুখে।
শ্রীভট্ট গোসাঞি বলি ভাসে প্রেম সুখে ॥ ২১
এই মত প্রভুর ঘরে কতক্ষণ গেল।
অন্য কথালাপে প্রভুর কথোক্ষণ গেল ॥ ২২
তারপর কথোক্ষণ স্নান করিয়া।
শুভ্র বস্ত্র পরি তবে আসনে বসিয়া ॥ ২৩
তিলক অর্পিয়া তালে গাত্রে নামাক্ষর।
স্তব পাঠ করে প্রভু করিয়া সুস্বর ॥ ২৪
কিবা সে কণ্ঠের ধ্বনি কোকিল জিগ্যা।
স্তব পাঠ করে প্রভু হৃষ্ট চিত্ত হইয়া ॥ ২৫
আনন্দিত চিত্ত প্রভুর বসিয়া আসনে।
শ্রীবংশীবদন সেবা করেন যতনে ॥ ২৬
চন্দন তুলসী দিলা সেবা যে করিলা।
সেবা সমর্পিয়া প্রভু ধ্যানে বসিলা ॥ ২৭
নিজাভিষ্ট সিদ্ধ দেহে আরোপন করি।
দেখে রাধাকৃষ্ণ লীলা আশ্চর্য মাধুরী ॥ ২৮
রাধাকৃষ্ণ জলকেলি করে দরশন।
দেখিয়া ত সেই লীল সুখাবিষ্ট মন ॥ ২৯
যমুনাতে জলকেলি রচিয়া সুঠাম।
অন্যান্যেতে জলযুদ্ধ করিলা পণ ॥ ৩০
বেড়িয়া ও কৃষ্ণচন্দ্রে যত গোপীগণ।
মেঘেতে বেড়িল যেন তড়িতের গণ ॥ ৩১
শ্রী অঙ্গে অলঙ্কার যত দাসীগণে দিল।
জিনিব কৃষ্ণেরে বলি জলে প্রবেশিল ॥ ৩২

সেবা পরা সখীগণ তীরেতে রহিয়া।
অঙ্গের শোভা দেখে তুঁহার নয়ন ভরিয়া॥ ৩৩
শ্রীরূপ মঞ্জুরী আর শ্রীলবঙ্গ মঞ্জুরী।
শ্রীগুণ মঞ্জুরী আর শ্রীরতি মঞ্জুরী॥ ৩৪
ইহা সভার পাছে রহি করে দরশন।
সুস্থির হইয়া করে লীলা নিরীক্ষণ॥ ৩৫
কটি আঁটি সবে মিলি বসন পড়িল।
অতি দৃঢ় করি সবে বেশ যে বান্ধিল॥ ৩৬
প্রথমে যুদ্ধের আরম্ভ হইতে।
শ্রীকৃষ্ণের মুখে জল দেন অলখিতে॥ ৩৭
কিবা সে অঙ্গের গতি কটির চালনি।
কিবা সে হস্তের গতি কি ভ্রূ ধুলায়নি॥ ৩৮
কিবা গতিভঙ্গি কিবা পদের সঞ্চার।
নিমগ্ন হইয়া জল বরিখে অপার॥ ৩৯
কিবা অদ্ভুত গতি কুচের চালনি
কি মাধুর্য্য তাহে অতি গ্রীবা ধুলায়নি॥ ৪০
মধ্যে মধ্যে ভুরু ভঙ্গি বাক্যের তরঙ্গ।
সুধাব্ধি জিনিয়া কিবা কণ্ঠের তরঙ্গ॥ ৪১
রাধা সুধা মুখ তবে সখীগণ লইয়া।
জল বরিষয়ে কৃষ্ণের নয়ন তাকিয়া॥ ৪২
তার মধ্যে কত শত চাতুরী অপার।
বৈদগ্ধী অবধি কিবা জলের সঞ্চার॥ ৪৩
জল বরিষয়ে সবে আনন্দিত মনে।
শ্রাবণের মেঘ যেন করে বরিষণে॥ ৪৪
মুখে হাস্য কিবা তাহে লাবণ্যের সিন্ধু।
সুধার সমুদ্রে মগ্ন হৈলা কৃষ্ণ ইন্দু॥ ৪৫
কভু জানু জলে যুদ্ধ কভু কটি জলে।
কভু বক্ষ জলে কভু কণ্ঠসম জলে॥ ৪৬
কভু যুদ্ধ মুখামুখী কভু বক্ষাবক্ষি।
কভু নেত্রে নেত্রে যুদ্ধ কভু নখানখি॥ ৪৭
বাক যুদ্ধ নেনে যুদ্ধ কভু কাড়াকাড়ি।
আনন্দ আবেশে সবে আপনা পাসরি॥ ৪৮
এই মত জলযুদ্ধ বাড়িল অপার।
বিক্রম করিয়া করে জলের সঞ্চার॥ ৪৯
তবে কৃষ্ণ প্রকারে ভার হরিল বসন।
নির্মল যমুনা জলে করে অঙ্গ নিরীক্ষণ॥ ৫০
কিবা সে সৌষ্ঠব অঙ্গ লাবণ্য তরঙ্গ।
হৃদয়ে আনন্দ বাঢ়ে সুখের তরঙ্গ॥ ৫১
জলকেলি লীলা এই অগাধ ব্যাপার।
জীব ক্ষুদ্র বুদ্ধি তাহা পাইবে পার॥ ৫২
ইহার বিস্তার লীলা শ্রীগোবিন্দ লীলামৃতে।
কবিরাজ গোস্বামী তাহা করিলা বেকতে॥ ৫৩
আনন্দে আবেশে রাধা আপনা পাশরে।
খসিয়া পড়িল তাহা নাসার বিসরে॥ ৫৪
লীলা সমাপিয়া সবে তীরেতে উঠিলা।
সেবা পরা সখীগণ আনন্দিত হইলা॥ ৫৫
যার যেই বস্ত্রালঙ্কার সবে পড়াইয়া।
অঙ্গ শোভা নিরীখয়ে আনন্দিত হইয়া॥ ৫৬
তবে ধনি সুধামুখী সখীগণ লইয়া।
কুঞ্জ সঙ্গে কুঞ্জগৃহে প্রবেশিলা গিয়া॥ ৫৭
বৃন্দা কৃত ভক্ষ্য যত আনিল তখন।
সামগ্রী দেখিয়া সবার আনন্দিত মন॥ ৫৮
নানা জাতি ফল তাহা করিয়া রচনা।
ভক্ষ্যের সামগ্রী দেখি আনন্দে নিমগ্না॥ ৫৯
কত প্রকার মিষ্টান্ন তাহ অন্ন ব্যঞ্জন।
আস্বাদয়ে তাহা দুহে আনন্দিত মন॥ ৬০

সেবা পরা সখীগণ সেবা যে করয়।
যার যেই সেবা তাহা সবেই রচয় ॥ ৬১
দেখি সখীগণ দুঁহার অঙ্গের মাধুরী।
রূপ নিরখিয়া সবে আপনা পাসরি ॥ ৬২
কিবা সে লাবণ্য রূপ নিরমিল বিধি।
কি মাধুর্য্য সুধাসিন্ধু নাহিক অবধি ॥ ৬৩
আনন্দ অমৃত কিবা চাতুর্য্যের সীমা।
গুণ রত্নখানি সিন্ধু কি দিব উপমা ॥ ৬৪
কিবা দিয়া দিব ভাই রূপের উপমা।
মাধুর্য্য অবধি কিবা অঙ্গের সুষমা ॥ ৬৫
উপমা দিবারে চাহি নাহিক উপমা।
যাহার শ্রীঅঙ্গ শোভা তাহার তুলনা ॥ ৬৬
অমৃতের সার বিধি তাহারে ছাড়িয়া।
কোটি চন্দ্র মুখ শোভা ফেলয়ে নিছিয়া ॥ ৬৭
তবে রাধা মুখচন্দ্র করি নিরীক্ষণ।
নাস শূন্য দেখি কোথা নাসা আভরণ ॥ ৬৮
বিলাস বিভ্রমে কিবা পড়িয়াছে জলে।
আভরণ লাগি সবে হইলা বিকলে ॥ ৬৯
অন্যান্য মনেতে সবে যুকতি করিল।
নাসার বেসর লাগি ব্যগ্রচিত্ত হইল ॥ ৭০
ইঙ্গিতে কহয়ে তবে শ্রীরূপ মঞ্জুরী।
শ্রীগুণ মঞ্জরী প্রতি কটাক্ষ সঞ্চারী ॥ ৭১
শ্রীগুণ মঞ্জরী তবে ইঙ্গিত করিয়া।
মণিমঞ্জরীরে কহে প্রসন্ন হইয়া ॥ ৭২
তুমি ধনি গুণবতী রাধাচিত্ত জান।
কতবার আনিয়াছ রাধা আভরণ ॥ ৭৩
কভু কুণ্ডজলে লীলা কভু যমুনার জলে।
দিবসেই লীলা কভু হয় নিশাকালে ॥ ৭৪
এইমত কতবেরি আনিলে অলঙ্কার।
এবে তুমি খুঁজি আন কহিলাম সার ॥ ৭৫
তবে সেই মণিমঞ্জরী আদেশ পাইয়া।
অন্বেষিতে গেলা ধনি আনন্দিত হইয়া ॥ ৭৬
যমুনার তীরে যাই আসিয়া দেখিল।
তটে নাহি পাই তবে জলে প্রবেশিল ॥ ৭৭
নির্মল যমুনার জলে করে নিরীক্ষণ।
দেখিতে না পায় তাতে নাসার আভরণ ॥ ৭৮
দর্পণের প্রায় নীর দেখিতে উজ্জ্বল।
রবির কিরণ তাতে করে ঝলমল ॥ ৭৯
কতক্ষণ অণ্বেষিয়া না পায় দেখিতে।
না পাইয়া চিত্তে তবে হইলা ব্যথিতে ॥ ৮০
লীলা কালে দুহে জলে হইলা বহুরণ।
দুঁহে বিদগ্ধ দুঁহে অতি বিচক্ষণ ॥ ৮১
যমুনাতে পদচিহ্ন অতি মনোহর।
তার মাঝে পড়িয়াছে নাসার বেসর ॥ ৮২
তাতে ঢাকিয়াছে পদ্মপত্র না হল বিদিত।
না পাইয়া আভরণ হইলা চিন্তিত ॥ ৮৩
শুভ্র বর্ণ বালি আর পদ্মপত্র।
ঢাকিয়াছে তেঁই তাহা না হয় বিদিত ॥ ৮৪
এই মত কত কত করি অণ্বেষণ।
দুঃখ চিত্ত হইয়া তবে করেন ভাবন ॥ ৮৫
তথা শ্রীঈশ্বরী দুই প্রভুয়ে দেখিয়া।
কহিতে লাগিলা দুহে অতি ব্যগ্র হইয়া ॥ ৮৬
প্রহরেক দিবস হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত।
এতক্ষণ গেল প্রভুর ধ্যান নহে অন্ত ॥ ৮৭
দেখিলেন অঙ্গ সব জড়িমা হইল।
মহাপ্রভুর ভাব দুঁহার মনে পড়ি গেল ॥ ৮৮

শ্বাস-প্রশ্বাস নাহি হয় উদর স্পন্দন।
দেখিতেই দুই জনার উড়িল জীবন ॥ ৮৯
কর্ণে উচ্চ করি কত করিলেন ধ্বনি।
না হয় চেতন তাতে হরিধ্বনি শুনি ॥ ৯০
এ মতে রাত্রি যবে হইলা প্রহরেক।
মনেতে ঈশ্বরীর তবে বাড়ি গেল শোক ॥ ৯১
অনিষ্ট আশঙ্কা কত উঠি গেল মনে।
এবে বুঝি বিধি মোরে হইলা নিষ্করুণে ॥ ৯২
বক্ষে করাঘাত মারে ভূমে গড়ি যায়।
কি করিলে ! বলি করে হায় হায় ॥ ৯৩
ক্ষণে স্থির হই দুঁহে মনে স্থির করি।
বসনে বাতাস দুঁহে করে ধীরি ধীরি ॥ ৯৪
প্রভু ধ্যান ভঙ্গ নহে রাজাত শুনিয়া।
শীঘ্র করি আইলেন ত্বরাযুক্ত হইয়া ॥ ৯৫
প্রভু গৃহ আইলেন রাজা হৃদয় কাতর।
অষ্টাঙ্গ প্রণাম কত ভূমির উপর ॥ ৯৬
দেখিলেন রাজা তবে ভাব গাঢ়তর।
ভাব দেখি রাজা তবে অন্তরে কাতর ॥ ৯৭
হেনক্রি ভাব চেষ্টা না শুনি কোথায়।
নাসাতে অঙ্গুলি ধরি করে হায় হায় ॥ ৯৮
ঠাকুরাণী পাশে রাজা আসিয়া বসিল।
শ্রীমতী দোহারে তবে কহিতে লাগিল ॥ ৯৯
ঠাকুরাণী কহে শুন কহিয়ে বচন।
লাগিলা কহিতে তারে ভাব বিবরণ ॥ ১০০
প্রহরেক দিন যবে ধ্যানেতে বসিলা।
শ্রীমতীর মুখে রাজা সব তত্ত্ব পাইলা ॥ ১০১
রাজা মহা ব্যগ্র হইলা কি করে উপায়।
দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়ি রাজা করে হায় হায় ॥ ১০২
সেই কালে শ্রীবল্লভী কবিরাজ আসিয়া।
ঈশ্বরীরে প্রণমিঙ ভূলে লোটাইয়া ॥ ১০৩
তবে শ্রীব্যাসাচার্য্য আর শ্রীকৃষ্ণ বল্লভ।
জানকীদাস প্রসাদদাস আইলেন সব ॥ ১০৪
প্রভু দেখি সবে তবে বিষণ্ণ হইয়া।
ভাবিতে লাগিলা সবে অধোমুখ হইয়া ॥ ১০৫
নানা যতন করে সবে না হয় চেতন।
ধ্যান ভঙ্গ নহে দেখি উড়িল জীবন ॥ ১০৬
তৃতীয় প্রহর রাত্রি গেল যে বহিয়া।
নিকটে বসিয়া সবে ভাবিত হইয়া ॥ ১০৭
তবে দুই ঈশ্বরী রোদন করিয়া।
হায় হায় কি করি কত বিলাপ করিয়া ॥ ১০৮
হায় হায় নিদারুণ বিধি কি করিলে তুমি।
বুকে করাঘাত মারে লোটাইয়া ভূমি ॥ ১০৯
এতদিনে বিধি মোরে হইলা নিদারুণ।
হায় হায় করি কত করয়ে ক্রন্দন ॥ ১১০
তবে প্রভু ভক্তগণ একত্র হইয়া।
কহিতে লাগিল সবে মহাব্যগ্র হইয়া ॥ ১১১
শুন শুন ঠাকুরাণী স্থির কর চিত্ত।
প্রভু মোর ভাবে মগ্ন পাইব সম্বিত ॥ ১১২
কিছু স্থির হইলা দুঁহে বিষাদ সম্বরি।
প্রভুর নিকটে বসিলেন মন ধৈর্য্য করি ॥ ১১৩
একত্রে হইয়া সবে মনেতে ভাবয়।
কোন প্রকারে প্রভুর ধ্যান ভঙ্গ হয় ॥ ১১৪
এই মতে রাত্রি গেল দিবস প্রবেশ।
ধ্যান ভঙ্গ করিতে চিন্তা পাইল অশেষ ॥ ১১৫
রাজা আদি করি যত প্রভু ভক্তগণ।
দুঃখিত চিত্ত হইয়া সভে করেন চিন্তন ॥ ১১৬

এই মতে কত চিন্তা করিতে লাগিলা।
তৃতীয় প্রহর বেলা প্রবেশ করিলা ॥ ১১৭
তবু ত না হয় চেষ্টা বিষাদ অন্তর।
অনিষ্ট আশঙ্কা মনে সদা নিরন্তর ॥ ১১৮
হায় হায় কি করিব কোথাকারে যাব।
এমন গুণের নিধি কোথা গেলে পাব॥ ১১৯
অন্তরে ব্যথিত সবে করেন বিষাদ।
বিধি নিদারুণ বুঝি পাড়িল প্রমাদ ॥ ১২০
এই মতে সেই দিন গেল যে বহিয়া।
তৃতীয় দিবস এবে প্রবেশিল গিয়া ॥ ১২১
উঠিল ক্রন্দন ধ্বনি অতি উচ্চতর।
আছাড় খাইয়া পড়ে ভূমের উপর॥ ১২২
সম্বরিয়া ঠাকুরাণী ধৈর্য্য করি মনে।
নাসা তুলা আরোপিয়া করে নিরীক্ষণে ॥ ১২৩
তুলা নাহি চলে নাসায় দেখিল যখন।
কেশ ছিড়ি আছাড় খাই পড়িল তখন ॥ ১২৪
গড়াগড়ি যায় ভূমে করে হায় হায়।
বক্ষে করাঘাত মারি কান্দে উভরায়॥ ১২৫
ক্ষেণে উঠে ক্ষেণে পড়ে ক্ষেণে অচেতন।
ক্ষেণে হাহাকার করি করেন ক্রন্দন ॥ ১২৬
এই মত সভে বিলাপ করিতে লাগিলা।
আকুল-হইয়া সবে হইলা বিকলা ॥ ১২৭
হা হা বড় নিকরুণ নিদারুণ বিধি।
কেন বা হরিয়া নিলে সুখের অবধি ॥ ১২৮
দিয়া বিধি দয়া নিধি কেন হরি নিলে।
মহারত্ন দিয়া পুন কাড়িয়া লইলে ॥ ১২৯
তবে ত শ্রীমতী জিউ ভাবে মনে মনে।
ভাবিতেই এক বার্ত্তা পড়ি গেল মনে॥ ১৩০
প্রফুল্ল হইল চিত্ত প্রফুল্ল বদন।
কহিতে লাগিলা তবে হইয়া হৃষ্ট মন ॥ ১৩১
ভক্তগণ সবে মিলি করে নিবেদন।
কহ কহ ঠাকুরাণী অদ্ভুত কথন ॥ ১৩২
রাজা আদি করি সবে আইলা নিকটে।
বার্ত্তা কহি স্থির কর এড়াই সঙ্কটে ॥ ১৩৩
তবে ত শ্রীমতী জীউ কহেন আনন্দে।
প্রসন্ন হইয়া শুন যত ভক্তবৃন্দে ॥ ১৩৪
পূর্ব্বে আমি প্রভুমুখে যে কথা শুনিল।
সেই সব কথা এবে মনেতে পড়িল ॥ ১৩৫
শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ প্রভুতত্ত্ব জানে।
প্রভুর মনের বার্ত্তা অন্যে নাহি জানে ॥ ১৩৬
তিনি যদি আইসেন তবে সে আনন্দ।
কহিতে লাগিলা কথা করি মন্দ মন্দ ॥ ১৩৭
ঠাকুরাণী কহেন শুন প্রভু একদিনে।
কবিরাজের গুণ কথা করেন ব্যাখ্যানে। ১৩৮
পরম সুধীরা বধি ভজন গম্ভীর।
তার মনোবৃত্তি জানে সেই মহাবীর॥ ১৩৯
আমার চিত্ত বৃত্তি সব কবিরাজ জানে।
কবিরাজ আসিব আজি দেখিনু স্বপনে॥ ১৪০
এই কথা বার বার কহেন আনন্দে।
হেনকালে রামচন্দ্র আইলা পরানন্দে ॥ ১৪১
প্রভু দেখি ভূমে পড়ে প্রণাম আচরি।
বহু স্তুতি করি কহে জোড় হস্ত করি ॥ ১৪২
প্রভু উঠি তবে গায় আলিঙ্গন কৈল।
কুশল বার্ত্তা প্রভু তবে কহিতে লাগিল ॥ ১৪৩
কবিরাজ কহেন তোমার দরশন বিনে।
পদ দরশন বিনে কুশল কেমনে ॥ ১৪৪

এখন মঙ্গল হৈল দরশনে।
কৃতার্থ হইলাম পাইল দরশনে ॥ ১৪৫
হাতে ধরি প্রভু তবে কবিরাজে লঞা।
নিকটে বসাইল প্রভু আনন্দিত হইয়া ॥ ১৪৬
কৃষ্ণকথা আলাপনে কতক্ষণ গেল।
দুঁহে দোঁহা দরশনে আনন্দ বাড়িল ॥ ১৪৭
তবে কতক্ষণে দুঁহে স্নানাদি করিয়া।
রূপ সনাতন বলি অশ্রুযুক্ত হইয়া ॥ ১৪৮
শ্রীভট্ট গোসাঞি বলি করেন ফুৎকার।
মধ্যে মধ্যে রাধাগোবিন্দ করেন উচ্চার ॥ ১৪৯
হেনকালে আইলা প্রভু স্নান যে করিয়া।
শ্রীবংশীবদনে আসি প্রণাম করিয়া ॥ ১৫০
বস্ত্র পরিবর্ত্তন করি তিলক অর্পণ।
শ্রীকুণ্ড গোবর্দ্ধন বলি ডাকে ঘন ঘন ॥ ১৫১
তবে নিজ কৃত্য করি আনন্দিত হইয়া।
তুলসীতে জল দিতে গেলা হৃষ্ট হইয়া ॥ ১৫২
তবে শালগ্রাম সেবা প্রভু করিলা যতনে।
নানান মিষ্টান্নাদি করিয়া যত নিবেদনে ॥ ১৫৩
মুখবাস দিয়া তবে আরতি করিল।
অঙ্গনে আসিয়া বহু পরণাম কৈল ॥ ১৫৪
গৃহেতে আসিয়া প্রভু প্রসাদ সেবা করি।
কবিরাজ শেষ দিল বহু কৃপা করি ॥ ১৫৫
তবে দুঁহে বসিলেন মহানন্দ সুখে।
আশ্চর্য্য সে সব কথা কহিব বা কাকে ॥ ১৫৬
তবে ত আমরা দুঁহে রন্ধন করিয়া।
নানান ব্যঞ্জন কৈল আনন্দ পাইয়া ॥ ১৫৭
রন্ধন প্রস্তুত হইল প্রভুকে কৈল নিবেদন।
শালগ্রাম আনি তারে করাইল ভোজন ॥ ১৫৮
মন্দিরে লইয়া পুন করাইল শয়ন।
মন্দ মন্দ করি তবে করেন ব্যজন ॥ ১৫৯
তারপরে প্রভু তবে অঙ্গনে আসিয়া।
পরণাম কৈল বহু ভূমে লোটাইয়া ॥ ১৬০
আনন্দে নিরখে যত বৈষ্ণবের গণ।
বৈষ্ণবের শোভা দেখি মহাহৃষ্টমন ॥ ১৬১
বৈষ্ণবের গণে তবে প্রভু নিবেদিল।
প্রসাদ ভোজন লাগি প্রভু জানাইল ॥ ১৬২
সব বৈষ্ণব কহিলেন যে আজ্ঞা তোমার।
অনুমতি পাই প্রভুর আনন্দ অপার ॥ ১৬৩
স্থান সংস্থান করাইল আনন্দিত মনে ॥
আসিয়াত বৈষ্ণবগণ বসিল ভোজনে ॥ ১৬৪
বৈষ্ণব সব বসিলেন হয়ে সারি সারি।
দেখিয়াত প্রভু সবে আপনা পাসরি ॥ ১৬৫
আপনে প্রভু পরিবেশন করিতে লাগিলা।
আমি সব আনি দিয়ে অন্ন ব্যঞ্জনের থালা ॥ ১৬৬
আকণ্ঠ করিয়া বৈষ্ণব করিল ভোজন।
আর কিছু চাহি প্রভু করে নিবেদন ॥ ১৬৭
কিছু আর না চাহিয়ে শুন দয়ার নিধি।
পাইলাম প্রসাদ মোরা ভাগ্যের অবধি ॥ ১৬৮
ভোজন সমাপিয়া তবে আচমন কৈল।
মুখশুদ্ধি করি তবে আসনে বসিল ॥ ১৬৯
তারপরে প্রভু তবে আইলা গৃহমাঝে।
আনন্দে নিমগ্ন হৈলা দেখি কবিরাজে ॥ ১৭০
তবে আমরা স্থান সংস্কার করি।
পিঠের উপরে তবে উন বস্ত্র ধরি ॥ ১৭১
প্রভু আসি বসিলা তবে করিতে ভোজন।
আমরা দুহে মিলি করি পরিবেশন ॥ ১৭২

জিজ্ঞাসিলু কবিরাজ বসুন ভোজনেতে।
প্রভু কহে প্রসাদ ইঁহো পাইব পশ্চাতে ॥ ১৭৩
এত বলি প্রভু প্রসাদ পান হর্ষান্বিত মনে।
উঠি কবিরাজ তবে করেন ব্যজনে ॥ ১৭৪
ভোজন সমর্পিয়া উঠিলেন তবে।
আজ্ঞা দিল রামচন্দ্র ভোজন কর এবে ॥ ১৭৫
আচমন করি প্রভু বসিলা সেইখানে।
উঠিলেন কবিরাজ করিতে ভোজনে ॥ ১৭৬
প্রভুর আসন আর ভোজনের পাত্র।
ব্যঞ্জনের বাটি আর প্রভু জলপাত্র ॥ ১৭৭
বসিয়া প্রসাদ পান আনন্দিত হইয়া।
প্রভু আজ্ঞা বলি তাহা মস্তকে বান্ধিয়া ॥ ১৭৮
করিতে ভোজন যত ভাবের সঞ্চার।
পুলকে পূর্ণিত দেহ নেত্রে জলধার ॥ ১৭৯
এইমতে কবিরাজ ভোজন করিয়া।
উঠিলেন কবিরাজ সমস্ত যাইয়া ॥ ১৮০
আচমন করি প্রভুর নিকটে বসিঞা।
চর্বিত তাম্বুল তাহা লইল মাগিঞা। ১৮১
প্রভু যাইত শয্যায় করেন গমন।
শয়ন কৈল রামচন্দ্র চাপেন চরণ ॥ ১৮২
তবে প্রভু কতক্ষণ শয়ন করিয়া।
উঠিলেন প্রভু হরিধ্বনি উচ্চারিয়া ॥ ১৮৩
তবে আমরা প্রভুকে নিভৃতে পাইয়া।
নিবেদিনু প্রভুপদে বিনতি করিয়া ॥ ১৮৪
নিরন্তর কবিরাজের প্রশংসা কর প্রভু।
হেন পাত্র হেন কার্য্য নাহি দেখি কভু ॥ ১৮৫
গুরুর আসন আর ভোজনের পাত্র।
ব্যঞ্জনের বাটি আর সব জলপাত্র ॥ ১৮৬
কেমতে কসিয়া ইহোঁ করিলা ভোজন।
মনেতে সন্দেহ প্রভু কৈল নিবেদন ॥ ১৮৭
প্রভু কহে রামচন্দ্র গুণের সাগর ॥
ইহার মনোবৃত্তি নহে তোমার গোচর ॥ ১৮৮
পশ্চাতে জানিবা ইহা শুন মন দিয়া।
দেখিবে তোমরা সব নয়ন ভরিয়া ॥ ১৮৯
প্রভু আজ্ঞা শিরে করি আনন্দিত মন।
চর্বিত তাম্বুল লইয়া করিল ভোজন ॥ ১৯০
তার পর দিনে প্রভু রামচন্দ্র লইয়া।
আইলেন তবে দুঁহে আনন্দিত হইয়া ॥ ১৯১
অঙ্গনে আসিয়া ফিরি একত্র হইয়া।
কবিরাজে লইয়া ফিরি মহাহৃষ্ট হইয়া ॥ ১৯২
আগে প্রভু পিছে কবিরাজ করেন গমন।
হাত ধরাধরি দুঁহে ফিরেন অঙ্গন। ১৯৩
মধ্যে আঙ্গিনাতে এক বড় আছয়ে পড়িয়া।
কহিতে লাগিলা প্রভু ত্রাসযুক্ত হইয়া ॥ ১৯৪
লঙ্ঘিয়া পড়িলা প্রভু সর্প বলিয়া।
সর্প দেখ কবিরাজ নয়ন ভরিয়া ॥ ১৯৫
কবিরাজ কহে প্রভু সর্প এহি হয়।
দেখিল দেখিল প্রভু করিয়া নিশ্চয় ॥ ১৯৬
তারপর কতক্ষণ ভ্রমণ করিয়া।
সর্প নহে দেখ এই বড় নিরখিয়া ॥ ১৯৭
কবিরাজ কহে ইহা সত্য হয় প্রভু।
বড় হয়ে সর্প ইহা নাহি হয় কভু ॥ ১৯৮
আমরা বসিয়া ইহা করি নিরীক্ষণ।
দুঁহু রূপ শোভা দেখি জুড়ায় নয়ন ॥ ১৯৯
এই মতে দুইজনে আনন্দিত হৈয়া।
গৃহমাঝে দুইজন বসিলেন গিয়া ॥ ২০০

আমরা দুঁহে মিলি করি অনুমান।
বুঝিলাম রামচন্দ্র গুণের নিধান ॥ ২০১
তারপরে আমরাও আছিয়ে নির্জনে।
হেনকালে প্রভু তথা করিলা গমনে ॥ ২০২
আসিয়া কহেন কথা মধুর করিয়া।
শুন শুন তোমা দুঁহে কহি বিবরিয়া ॥ ২০৩
নয়নে দেখিলে এবে রামচন্দ্রের গুণ।
ইহার দৃষ্টান্ত কহি শুন দিয়া মন ॥ ২০৪
পূর্ব্বে দ্রোণাচার্য্য সব শিষ্যগণ লইয়া।
অস্ত্রশিক্ষা করায়েন আনন্দে বসিয়া ॥ ২০৫
দুর্য্যোধন আদি করি শত সহোদর।
যুধিষ্ঠির আদি করি পঞ্চ সহোদর ॥ ২০৬
কতক দিন সবাকারে অস্ত্র শিক্ষা দিয়া।
আজি পরীক্ষা নিব সবার কহিল আসিয়া ॥ ২০৭
এত বলি এক বৃক্ষ অতি উচ্চতর।
এক পক্ষী রাখিলেন তাহার উপর ॥ ২০৮
ক্রমে ক্রমে সবারে গুরু কহেন ডাকিয়া।
অস্ত্র মারহ পক্ষীর নয়ন তাকিয়া ॥ ২০৯
এক চক্ষে মার বাণ আর চক্ষে যায়।
এই মত কথা গুরু কহেন সবায় ॥ ২১০
দুর্য্যোধন আদি করি শত সহোদর।
ধনুর্ব্বাণ লইয়া আইলা হরিষ অন্তর ॥ ২১১
একে একে তবে সব ধনুর্ব্বাণ লৈয়া।
বিন্ধিবার তরে আইলেন সন্ধান পুরিয়া ॥ ২১২
ধনুকে সন্ধান বাণ ধরিলেন যবে।
কি দেখিতে পাও দ্রোণ ডাকি কহে তবে ॥ ২১৩
ধনুর্ব্বাণ হাতে করি কহে শিষ্যগণে।
বৃক্ষ দেখি ডাল দেখি কহিল বচনে ॥ ২১৪
ক্রুদ্ধ হঞা দ্রোণ তবে কহেন উত্তর।
বসিয়াত রহ গিয়া লৈয়া ধনু শর ॥ ২১৫
এই মতে সবাকারে করিয়া পরীক্ষা।
তোমাদের নহিবেক ধনুকের শিক্ষা ॥ ২১৬
পশ্চাতে ডাকিয়া দ্রোণ বলিয়া অর্জ্জুনে।
সন্ধান পুরিয়া বীর আইল ততক্ষণে ॥ ২১৭
গুরু প্রণমিয়া বীর ধনুক লইয়া।
বিন্ধিবারে তবে গেলা আনন্দিত হইয়া ॥ ২১৮
ডাকিয়া কহেন বীর অর্জ্জুনের প্রতি।
কি দেখিতে পাও তাহা কহ শুদ্ধমতি ॥ ২১৯
অর্জ্জুন কহেন গুরু পক্ষ মাত্র দেখি।
এবে পক্ষ নাহি দেখি দেখি মাত্র আঁখি ॥ ২২০
দ্রোণ কহে মার বাণ পূরিয়া সন্ধান।
তাকিয়া মারহ বাণ পুরিয়ে নয়ান। ২২১
তবে ত অর্জ্জুন বীর বাণ ছাড়ি দিল।
এক নেত্রে ফুটি বাণ অন্য নেত্রে বাহির হইল ॥ ২২২
ধন্য ধন্য বলি দ্রোণ কহেন ডাকিয়া।
কহিতে লাগিলা সব শিষ্য নিরখিয়া ॥ ২২৩
বৃক্ষ নাহি দেখে বীর দেখে মাত্র পক্ষ।
পক্ষ নাহি দেখে বীর দেখে মাত্র চক্ষ ॥ ২২৪
আমি যে কহিলান তাহা দেখিতে সে পায়।
বৃক্ষকে না দেখিবেক বৃক্ষের কি দায় ॥ ২২৫
তবে ত অর্জ্জুন পুন গুরুকে প্রণমিয়া।
শিষ্যগণ মাঝে যাই বসিলেন গিয়া ॥ ২২৬
আনন্দে পূর্ণিত হইলা দ্রোণাচার্য্যের মন।
পুনঃ পুনঃ এই বাক্য কহে ঘনে ঘন ॥ ২২৭
তুমিহ আমার সম হয় সর্ব্বথায়।
এমন অদ্ভুত কাজ না দেখিয়ে কায়। ২২৮

সব হইতে প্রিয় শিষ্য তুমি আমার।
অন্যথা নাহিক আমি কৈল সারোদ্ধার ॥ ২২৯
শুনি দুর্য্যোধন বিষণ্ণ হইলা মনে।
দুঃখ চিত্ত হৈলা রাজা ভাবে মনে মনে ॥ ২৩০
ইহা কহি কভু আনন্দ পাইলা মনে।
রামচন্দ্র গুণগান বুঝি দেখ মনে ॥ ২৩১
আমি যে কহিল তাতে নাহি অন্যথায়।
ভোজন করিলা আজ্ঞা মানিঞা সর্ব্বথা ॥ ২৩২
আর দেখ বড় এক আছিল অঙ্গনে।
সর্প কহিলাম তাহা সর্প করি মনে॥ ২৩৩
পুনঃ কহিলাম সর্প নহে বড় এই হয়।
কবিরাজ কহে বড় এইত নিশ্চয় ॥ ২৩৪
তোমরা দুইজন ইহা বুঝ মন দিয়া।
কহিতে লাগিলা প্রভু আনন্দ পাইয়া ॥ ২৩৫
সন্দেহ ঘুচিল এবে কহ বিবরণ।
প্রভু কৃপায় হইল মোর সন্দেহ ছেদন ॥ ২৩৬
তোমার কৃপা বিনে ইহা জানিব কেমতে।
জানিলাম এবে চিত্তের সহিতে॥ ২৩৭
প্রভু কহে আজি হৈতে তোমরা ভাগ্যবান।
দেখিলে শুনিলে রামচন্দ্রের গুণগ্রাম ॥ ২৩৮
দ্রোণাচার্য্য শিষ্য মধ্যে যেমন ফাল্গুনী।
তেমনি মোর রামচন্দ্র বুঝ অনুমানি ॥ ২৩৯
রামচন্দ্র গুণসিন্ধু মহিমা অপার।
কহিলাম তোমারে আমি করি সারোদ্ধার ॥ ২৪০
মোর গণে যে লইবে রামচন্দ্রের মত।
সেইত আমার গণে হইব মহত॥ ২৪১
রামচন্দ্র নরোত্তম নয়ন যুগল।
নেত্র বিনা শরীরের সকল নিষ্ফল ॥ ২৪২
যেন রামচন্দ্র গুণ তেন নরোত্তম।
দুইজনে ভেদ নাহি দুঁহে একমন ॥ ২৪৩
এ দোহার মর্ম্ম জানে কবিরাজ গোবিন্দ।
আর সে জানিল ইহা চক্রবর্ত্তী গোবিন্দ ॥ ২৪৪
যেই জন লইবে রামচন্দ্র অনুসার।
সেই সে পাইবে রাধা কৃষ্ণ লীলাপার ॥ ২৪৫
মঞ্জরীর যূথ মধ্যে পরকীয় মতে।
বৃন্দাবন ধাম প্রাপ্তি হইব নিশ্চিন্তে। ২৪৬
তোমরা শুনহ ইহা মনের সহিতে।
নিশ্চয় করিয়া ইহা কহিলাম তোতে ॥ ২৪৭
কহিতে কহিতে প্রভুর বাঢ়ে অতি সুখ।
রামচন্দ্র গুণ কহে হইয়া পঞ্চমুখ ॥ ২৪৮
এইমত কত প্রভু করেন আখ্যান।
আমরা শুনিয়ে তাহা পাতি দুই কান ॥ ২৪৯
ভক্তগণে ঠাকুরাণী ইহা কহিতে কহিতে।
আর এক অপূর্ব্ব কথা পড়িলেন চিতে ॥ ২৫০
তোমরা শুনহ ইহা সভে হঞা একমন।
গাঢ় শ্রদ্ধা করি শুন করিয়া যতন ॥ ২৫১
হেন অদভূত কথা শ্রবণ মঙ্গল।
পরম পবিত্র কথা অতি নিরমল ॥ ২৫২
একদিন পূর্ব্বে প্রভু করেন ভোজন।
দক্ষিণ বামেতে তবে বসিলা দুইজন ॥ ২৫৩
এক ভিতে রামচন্দ্র আর ভিতে নরোত্তম।
ভোজন করয়ে তিনি অতি মনোরম॥ ২৫৪
ভোজন আনন্দ কথা কহিতে না পারি।
দেখিয়া আমরা সভে আপনা পাসরি ॥ ২৫৫
কৃষ্ণকথা রসাবেশে মনের আহ্লাদ।
দুই জনে পরশিয়া দিচ্ছেন প্রসাদ ॥ ২৫৬

পুনঃ পুনঃ পরশিয়া দিচ্ছেন ব্যঞ্জন।
আমরা থাকিয়া তাহা করি নিরীক্ষণ॥ ২৫৭
সেব্য হইয়া সেবকেরে পরশে কি মতে।
মনেতে সন্দেহ মোর বাঢ়ি গেল চিতে॥ ২৫৮
তারপর সকলে ভোজন সমাপিয়া।
আচমন করিলেন মহাহৃষ্ট হইয়া॥ ২৫৯
তবে আসি তিনজনে বসিয়া নিভৃতে।
কৃষ্ণের চরিত্র কথা লাগিল কহিতে॥ ২৬০
কহিতে কহিতে কথা কৃষ্ণের প্রসঙ্গ।
আনন্দে অবশ তিনে প্রফুল্লিত অঙ্গ॥ ২৬১
প্রেমে গড়গড় চিত্ত নাহি হয় স্থির।
পুলকে পূরিত দেহ নেত্রে বহে নীর॥ ২৬২
আর কত বহে তাতে প্রেমের সঞ্চার।
কত শত ভাব তাতে না জানিয়ে পার॥ ২৬৩
এই মতে কতক্ষণে কৃষ্ণের প্রসঙ্গে।
আর কত বহে তাতে সুখের তরঙ্গে॥ ২৬৪
তারপর কতক্ষণ অবসর পাইয়া।
জিজ্ঞাসিলু প্রভুকে আমি বিনতি করিয়া॥ ২৬৫
প্রভু কহে শুন শুন কহিয়ে বচন।
তবে প্রভুপদে মুঞি করিনু নিবেদন॥ ২৬৬
রামচন্দ্র নরোত্তম ভোজন করিতে।
পরশিলে ইহা আমি দেখেছি সাক্ষাতে॥ ২৬৭
কৃপা করি কহ প্রভু ইহার কারণ।
গুরু হইয়া শিষ্যে পরশি করিলা ভোজন॥ ২৬৮
প্রভু কহে শুন শুন সাবধান হইয়া।
দুইজনে দুই হস্ত কহি বিবরিয়া॥ ২৬৯
কি বা দুইজন হয় আমার নয়ন।
অভেদ দুই শরীর মোর রামচন্দ্র নরোত্তম॥ ২৭০
নিশ্চয় জানিহ ইহা শুনহ কারণ।
নিজ অঙ্গ পরশিলে দোষ কি কারণ॥ ২৭১
ইহা আমি দেখিলাম শুনিলা শ্রবণে।
মনোমধ্যে তোমরা এবে কর অনুমানে॥ ২৭২
এই সব কথা ঈশ্বরী কহিতে কহিতে।
আচম্বিতে বামচক্ষু লাগিলা নাচিতে॥ ২৭৩
বাম উরু বাম অঙ্গ করয়ে নর্ত্তন।
রামচন্দ্রে আগমন জানিলা কারণ॥ ২৭৪
নিজেশ্বরী মুখে সব বচন শুনিয়া।
দেখিব যে রামচন্দ্র নয়ন ভরিয়া॥ ২৭৫
এইমতে সভে ভেল আনন্দে পূরিতে।
সবাকার দক্ষিণ চক্ষু লাগিল নাচিতে॥ ২৭৬
জানিলাম বিধি এবে পুরাবে মনোরথ।
একত্র হইয়া সবে নিরখয় পথ॥ ২৭৭
সবেই আনন্দ হইলা ভাবে মনে মনে।
হেনকালে রামচন্দ্রের হৈল আগমনে॥ ২৭৮
দূর হইতে সবে রামচন্দ্রেরে দেখিয়া।
আনিবারে গেলা সবে হৃষ্ট চিত্ত হইয়া॥ ২৭৯
আপনি ঈশ্বরী তুই করিলা গমন।
রামচন্দ্রে দেখে তুঁহে ভরিয়া নয়ন॥ ২৮০
ঈশ্বরী দেখিয়া রামচন্দ্র কবিরাজ।
পুলকে পূরিত দেহ অশ্রু নেত্র মাঝ॥ ২৮১
কবিরাজ তবে ঠাকুরাণীকে দেখিয়া।
কত পরণাম করে ভূমে লোটাইয়া॥ ২৮২
দেখি রামচন্দ্র সবে উল্লাস হৃদয়।
অন্ধকার নাশি যেন রবির উদয়॥ ২৮৩
উঠে কবিরাজ তবে করযোড় করি।
বিষণ্ণ দেখিয়ে কেন কহত ঈশ্বরী॥ ২৮৪

প্রভুভক্ত গণ সবে ব্যাকুল দেখিয়া।
কি লাগি বিষণ্ণ ইহা কহ বিবরিয়া ॥ ২৮৫
ঠাকুরাণী কহে তবে প্রভুর সমাচার।
বুঝিলেন রামচন্দ্র প্রভুর বিচার ॥ ২৮৬
তবে ঠাকুরাণী তারে গৃহেতে লইয়া।
আনিলেন তারে অতি যতন করিয়া ॥ ২৮৭
হাতে ধরি লইলেন হৃষ্টচিত্ত হইয়া।
ভক্তগণ আইলেন পাছে ত লাগিয়া ॥ ১৮৮
ঠাকুরাণী বলে শুন পুত্র রামচন্দ্র।
আইলে তুমি যবে হইবে সবার আনন্দ ॥ ২৮৯
প্রভুরে যাইয়া তবে পরণাম করে।
লোটাঞা লোটাঞা পরে ভূমের উপরে ॥ ২৯০
প্রণাম করিয়া তবে পুছিলা কারণ।
ঠাকুরাণী কহে তবে সব বিবরণ ॥ ২৯১
তিনদিন তোমার প্রভু বসিয়া সমাধি।
তোমা দেখি গেল মোর হৃদয়ের ব্যাধি ॥ ২৯২
তোমার নিমিত্তে প্রাণ ধরিয়া আছিয়ে।
শুন শুন ওহে পুত্র নিশ্চয় কহিয়ে ॥ ২৯৩
তোমার যত গুণ পুত্র প্রভু মুখে শুনি।
তোমা দেখি অহে পুত্র জুড়ায় পরাণি ॥ ২৯৪
যত যত শুনি পুত্র তোমার গুণগান।
প্রভু মুখে তাহা আনন্দিত মন ॥ ২৯৫
তোমার গুণ আমি কত করিব ব্যাখ্যান।
আমরা নহিয়ে পুত্র তোমার সমান ॥ ২৯৬
তুমি সে জানহ পুত্র প্রভুর হৃদয়।
অন্যথা নাহিক ইথে কহিনু নিশ্চয় ॥ ২৯৭
ধন্য ধন্য আছে পুত্র তুমি ভাগ্যবান।
প্রভু সদা তোমার গুণ করেন ব্যাখ্যান ॥ ২৯৮
ঈশ্বরীর মুখে রামচন্দ্র বচন শুনিয়া।
পরণাম করে কত ভূমে লোটাইয়া ॥ ২৯৯
উঠি রামচন্দ্র তবে যোড় হাত করি।
শ্রীমতীর আজ্ঞা লইয়া ধরে শিরোপরি ॥ ৩০০
তবে শ্রীমতী রামচন্দ্রের হস্তেতে ধরিয়া।
লইলেন যথা প্রভু ধ্যানেতে বসিয়া ॥ ৩০১
রামচন্দ্র যাই তবে প্রভুরে দেখিয়া।
ভাবেতে নিমগ্ন দেখে নয়ন ভরিয়া ॥ ৩০২
জড়প্রায় বসিয়াছে নাহিক চেতন।
শ্বাস-প্রশ্বাস নাহি দেখে উদর স্পন্দন ॥ ৩০৩
দেখি রামচন্দ্র তবে নাসায় হাত দিয়া।
কহিতে লাগিলা কথা মধুর করিয়া ॥ ৩০৪
হেন অদভূত ভাব না দেখি নয়নে।
পূর্ব্বে মহাপ্রভুর ভাব শুনেছি শ্রবণে ॥ ৩০৫
এবে তাহা সাক্ষাতে দেখিল নয়নে।
প্রগাঢ় প্রগাঢ় ভাব জানিলেন মনে ॥ ৩০৬
বস্ত্রেতে আবৃত তবে প্রভুরে করিয়া।
শ্রীমতীর পাদপদ্ম মস্তকে বন্দিয়া ॥ ৩০৭
বস্ত্রেতে আবৃত তাতে করিলা প্রবেশ।
জানেন সর্ব্ব কার্য্য ইথে অন্য নয় ॥ ৩০৮
প্রভুদত্ত সিদ্ধদেহ করি আরোপিত।
জানিল সকল কার্য্য যেবা মনোনীত ॥ ৩০৯
তবে রামচন্দ্র কহে শ্রীমতীর প্রতি।
দণ্ড দুই অবধি প্রভু করিবে সম্প্রীতি ॥ ৩১০
দুই দণ্ড ব্যতীত তবে উচ্চ করিয়া।
শুনাইবেন হরিনামে শ্রবণ পর্শিয়া ॥ ৩১১
ধ্যান ভঙ্গ হইবেক কহিল নিশ্চয়।
জানিবেন সব কাজ ইথে অন্য নয় ॥ ৩১২

যমুনাতে আভরণ পদচিহ্ন পড়ে।
পদ্মপত্র ঢাকিয়াছে তাহার উপরে ॥ ৩১৩
তাহা না পাইয়া এবে হৃদয়ে চিন্তিত।
হেনকালে সেই স্থানে গেলা আচম্বিত ॥ ৩১৪
শ্রীমনি মঞ্জরী তবে তাহারে দেখিয়া।
আইস আইস বলি কহে উল্লাসিত হইয়া ॥ ৩১৫
হবে সে পাইলাম রাধার আভরণ।
তোমারে দেখিয়া আমি হইলাম প্রসন্ন ॥ ৩১৬
তবে দুইজনে করে জল নিরীক্ষণ।
পদ্মপত্র ঢাকা যথা আছে আভরণ ॥ ৩১৭
পত্র দূর করি তানে পাইলা আভরণ ॥
পাইয়াত আভরণ তবে হাতেতে লইয়া।
মনের আনন্দে তাহা লইল হাসিয়া ॥ ৩১৮
ধন্য ধন্য তুমি সখি অতি ভাগ্যবান।
এইমত কত কত করেন ব্যাখ্যান ॥ ৩১৯
জল হইতে উঠিলেন আভরণ লইয়া।
তীরে ত আইলা দুহে মহাহৃষ্ট হইয়া ॥ ৩২০
তথায় রাধাকৃষ্ণ ভোজন সমাপিয়া।
শুতি আছেন দুইজন আনন্দ পাইয়া। ৩২১
সেবা পরা সখী সবে হৃদয়ে চিন্তিত।
না পাইয়া আভরণ অন্তরে ভাবিত ॥ ৩২২
কুঞ্জদ্বারে সবে মেলি নয়ন অর্পিয়া।
বসিয়াছেন সবে তাহা পথ নিরখিয়া ॥ ৩২৩
হেনকালে পথে আইসেন দেখিতে পাইল।
পাইলেন আভরন মনেত জানিল। ৩২৪
মন্থর গমনে আইসে প্রসন্ন বদন।
কত ভাব তরঙ্গ তাতে চঞ্চল লোচন। ৩২৫
নিকটে আইলা দুহে আনন্দিত হইয়া।
দেহ আভরণ যাহা পাইল খুঁজিয়া ॥ ৩২৬
শ্রীরূপ মঞ্জরী আর শ্রীগুন মঞ্জরী।
কহিতে লাগিলা তাতে বচন চাতুরী ॥ ৩২৭
তুমি সতী কুলবতী রাধা চিত্ত জান।
তোমার সঙ্গের সখী তোমার সমান ॥ ৩২৮
রাধা মনো বেদ্য তুমি ইহা আমি জানি।
মণি মঞ্জরী নাম তাতে সবে অনুমানি ॥ ৩২৯
তুমি মণি মঞ্জরী জান রাধার বেদন।
এই মত কত শত করেন ব্যাখ্যান ॥ ৩৩০
গুন মঞ্জরী হাতে দিল নাসার বেসরে।
দিলা আভরণ ভাসি আনন্দ সাগরে ॥ ৩৩১
শ্রীগুন মঞ্জরী দিল রূপ মঞ্জরী হাতে।
পাইয়াত আভরণ পূরিল মনোরথে ॥ ৩৩২
আভরণ লইয়া সবে করেন গমন।
দেখিলেন দুইজনে কর্যা ছিল শয়ন ॥ ৩৩৩
কৃষ্ণভুজ দেশে রাধা মস্তক অর্পিয়া।
উলসিত হঞা দুহের আছেন শুতিয়া ॥ ৩৩৪
নিরখিয়া মুখশোভা মনের উল্লাস।
আভরণ পড়াইতে হৃদয় অভিলাষ ॥ ৩৩৫
পরাইল আভরণ নাসা ছিদ্র দেখিয়া।
শ্রীরূপ মঞ্জরী পরাইল কৌশল করিয়া ॥ ৩৩৬
কিবা বৈদগ্ধী ইহার কহনে না যায়।
মনের কৌতুকে বেসর পরাইল নাসায় ॥ ৩৩৭
নিঃশ্বাসে দুলিছে তাতে অতি মন্দ মন্দ।
মুখচন্দ্র শোভা দেখি মনের আনন্দ ॥ ৩৩৮
তবে রূপ মঞ্জরীর শ্রীচরণ দেখিয়া।
শ্রীপদ সেবা করে চিত্তে আনন্দ পাইয়া ॥ ৩৩৯

শ্রীগুন মঞ্জরী তবে একপদ লইয়া।
আপনার জানু পরে অর্পণ করিয়া ॥ ৩৪০
মন্দ মন্দ করিছেন পাদ সম্বাহন।
সেবন করয়ে দুঁহে সুখাবিষ্ট মন। ৩৪১
কতক্ষণ ব্যতিরেকে শ্রীগুণ মঞ্জরী।
শ্রীমণি মঞ্জরী প্রতি কটাক্ষ সঞ্চারি ॥ ৩৪২
ইঙ্গিতে কহিলেন তুমি পদসেবা কর।
আইস আইস সখি বলি কহেন বার বার॥ ৩৪৩
তবে মণি মঞ্জরী শ্রীচরণ স্পর্শিয়া।
পদসেবা করে চিত্তে সন্তোষ পাইয়া ॥ ৩৪৪
দেখিয়া শ্রীগুণ মঞ্জরী হৃদয়ে আনন্দ।
কহিতে লাগিলা কথা অতি মন্দ মন্দ ॥ ৩৪৫
তোমার নিমিত্ত রাধা চর্বিত তাম্বুলে।
বান্ধা আছে এই দেখ আমার আঁচলে ॥ ৩৪৬
লইলা অধর শেষ সযত্ন করিয়া।
কত সুখ উপজিল প্রসাদ পাইয়া ॥ ৩৪৭
নিজ সখী লাগি কিছু আঁচলে বান্ধিল।
শ্রীগুণ মঞ্জরী দেখি সন্তোষ পাইল ॥ ৩৪৮
এথা শ্রীমতী দণ্ড দুই অপেক্ষা করিয়া।
বস্ত্রেতে আবৃত তাঙে প্রবেশিলা গিয়া ॥ ৩৪৯
বাহিরে রহিল যত প্রভুর ভক্তগণ।
শ্রীমতী সবার প্রতি কহেন বচন ॥ ৩৫০
সবে মিলি উচ্চ করি কর হরিধ্বনি।
আনন্দিত হইয়া এই কহিলেন বাণী ॥ ৩৫১
তবে ঠাকুরাণী দুইজনেরে দেখিয়া।
দুইজনে ভাবে মগ্ন আছেন বসিয়া ॥ ৩৫২
মনেত জানিল দুহার অদ্ভুত চরিত।
দেখিয়াত ঠাকুরাণী পাইলা বহু প্রীত॥ ৩৫৩

তবে শ্রীমতী প্রভুর কর্ণে উচ্চত করিয়া।
হরিধ্বনি করে চিত্তে আনন্দ পাইয়া ॥ ৩৫৪
বাহিরেতে সবে মিলি করে হরিধ্বনি।
হরিধ্বনি বিনা আর কিছু নাহি শুনি ॥ ৩৫৫
এই মত বহু বেরি করিতে করিতে।
হরিধ্বনি প্রবেশিলা প্রভুর কর্ণেতে ॥ ৩৫৬.
প্রবেশিতে হরিনাম বাহ্য পাইল চিত্তে।
হুহুঙ্কার করি প্রভু উঠে আচম্বিতে ॥ ৩৫৭
বাহ্য যে পাইয়া প্রভু ইতি উতি চায়।
দেখিতে চাহে তাহে দেখিতে না পায় ॥ ৩৫৮
বাহ্যবেশে প্রভু তবে গরগর মন।
নিতান্ত বাহ্য হইল যেন হারাইল ধন ॥ ৩৫৯
প্রভু ভক্তগণ তবে বস্ত্র দূর করি।
দেখিলেন অঙ্গশোভা অপূর্ব মাধুরী ॥ ২৬০
আনন্দ অবধি সবার নাহি কিছু ওরে।
ডুবিলেন সবে যেন আনন্দ সাগরে ॥ ৩৬১
তবে প্রভু ক্ষণে ধৈর্য্য ক্ষণেতে অস্থির।
স্তম্ভপ্রায় ক্ষণে রহে ক্ষণেতে গম্ভীর ॥ ৩৬২
এই মতে প্রভু নিজ ভাব সম্বরিয়া।
কহিতে লাগিলা কিছু সব নিরখিয়া ॥ ৩৬৩
রামচন্দ্র আদি করি প্রভুর ভক্তগণ।
শুনিয়া প্রভুর বাক্য হরষিত মন ॥ ২৬৪
আনন্দের অবধি কিছু নাহিক সবার।
যে আনন্দ হৈল তাহা কে পারে বর্ণিবার ॥ ৩৬৫
আনন্দের সিন্ধু মাঝে ডুবিয়া রহিলা।
প্রায় ছাড়ি গেল দেহে আসিয়া বসিলা ॥ ৩৬৬
কত কত আনন্দ সিন্ধু কহনে না যায়।
রামচন্দ্রে দেখে সবে হরিষ হিয়ায় ॥ ৩৬৭

তবে রামচন্দ্রের প্রভু লইয়া নিভৃতে।
হাতে ধরি তারে কিছু লাগিলা কহিতে॥ ৩৬৮
শুন শুন রামচন্দ্র গুণের সাগর।
প্রভুর চিত্তবৃত্তি পুত্র তোমার গোচর॥ ৩৬৯
পূর্বে মহাপ্রভু প্রিয় যেন রামানন্দ।
প্রভুপ্রিয় তেন তুমি হও রামচন্দ্র॥ ৩৭০
শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় যেন সুবল মহাশয়।
তেন তুমি প্রভুপ্রিয় জানিল নিশ্চয়॥ ৩৭১
প্রাণ দান দিলে পুত্র কহ সমাচার।
বিবরি কহ পুত্র প্রভুর ব্যবহার॥ ৩৭২
তিনদিন ধ্যানে বসি ছিল প্রভু তোর।
কারণ কহ রামচন্দ্র গোচর নহে মোর॥ ৩৭৩
তবে রামচন্দ্র কহে জোরহস্ত করি।
প্রভুর ভাবের কথা কহেন বিবরি॥ ৩৭৪
ঈশ্বরী প্রভু তুমি শুনহ কারণ।
তিনদিন ধ্যানে ছিলা যাহার কারণ॥ ৩৭৫
রাধাকৃষ্ণ জলকেলি মনেতে চিন্তিয়া।
যমুনাতে দেখি লীলা সুখাবিষ্ট হইয়া ৩৭৬
এইমত যত কথা কহে বিবরিয়া।
শুনিয়াত ঠাকুরাণী আনন্দিত হিয়া॥ ৩৭৭
যত কিছু বিবরণ সকল কহিলা।
অনন্ত প্রভুর ভাব নিশ্চয় জানিলা॥ ৩৭৮
নানান তরঙ্গে লীলা কথনে না যায়।
উন্মত হইয়া যুদ্ধ করে যমুনায়॥ ৩৭৯
কত কত ভাব সিন্ধু তাতে প্রকাশিয়া।
নাসার বেসর তাতে পড়িল খসিয়া॥ ৩৮০
রাধার বেসর পড়িল যমুনার জলে।
না পাইয়া আভরণ হইলা ব্যাকুলে॥ ৩৮১

ধন্য ধন্য রামচন্দ্র তুমি গুণসিন্ধু।
কহিতে না পারি কিছু তার একবিন্দু॥ ৩৮২
পূর্বে আমি প্রভু মুখে শুনিল তব গুণ।
তোমার গুণকীর্তি পুত্র করিয়াছি শ্রবণ॥ ৩৮৩
শুন শুন রামচন্দ্র তুমি গুণনিধি।
তোমা পুত্র পাইয়া মোরা ভাগ্যের অবধি॥ ৩৮৪
এই মতে রামচন্দ্রে বহু প্রশংসিয়া।
নয়নে ঝরয়ে নীর মুখ বুক বৈয়া॥ ৩৮৫
সুখের অবধি কিছু কহনে না যায়।
রামচন্দ্র রামচন্দ্র বলি করে হায় হায়॥ ৩৮৬
নিছনি যাইয়ে পুত্র ইয়ে কিবা দায়।
বাহিরে আইলা তবে রামচন্দ্রে লইয়া।
সবেত আনন্দ পাইলা প্রভুকে দেখিয়া॥ ৩৮৭
সেবা সুখ উপজিল প্রভুর মন্দিরে।
সহস্র মুখে তাহা কে পারে বর্ণিবারে॥ ৩৮৮
রামচন্দ্র কবিরাজে দেখি সবে চমৎকার।
যিঁহো প্রভুর অতি প্রিয় জানিল নির্দ্ধার॥ ৩৮৯
তবে শ্রীমতী দুই মহানন্দ পাঞা।
রামচন্দ্র গুণকথা কহে ফুকরিয়া॥ ৩৯০
শুন শুন ভক্তগণ শুনহ বচনে।
রামচন্দ্র চরিত্রগুণ দেখিল নয়নে॥ ৩৯১
অদ্ভুত কার্য্য ইহার বাক্য অগোচর।
কি কহিব রামচন্দ্র গুণের সাগর॥ ৩৯২
তবে শ্রীমতী রামচন্দ্রে পাইয়া যতনে।
সঙ্গেত হইলা আর যত ভক্তগণে॥ ৩৯৩
নিকটে প্রভুর যাই করে নিবেদন।
এই রামচন্দ্র পাইনু অমূল্য রতন॥ ৩৯৪

যেন তুমি তেন হই সমান চরিত্র।
মনোমাঝে ইহা আমি জানিলু নিশ্চিত ॥ ৩৯৫
শুন প্রভু দয়ামন্ত গুণের সাগর।
না জানি চরিত্র তোমার বাক্য অগোচর ॥ ৩৯৬
দয়া কর ওহে প্রভু লইনু স্মরণ।
ভালমন্দ না জানিয়ে কৈল নিবেদন ॥ ৩৯৭
আপনার হিতাহিত কিছুই না জানি।
কেবল ভরসা তোমার পাদ দুইখানি ॥ ৩৯৮
পতিত পাবন হেতু তোমার অবতার।
বারেক করুণা করি কর অঙ্গীকার ॥ ৩৯৯
আমি অতি হীনবুদ্ধি কি বলিতে জানি।
নিজগুণে দয়া কর তুমি গুণমনি ॥ ৪০০
বহু ভাগ্যে দেখিলাম তোমার চরণ।
কৃতার্থ করহ প্রভু লইল স্মরণ ॥ ৪০১
রামচন্দ্রে হেন দয়া মোরে কর প্রভু।
এমন্ত গুণের নিধি দেখি নাই কভু ॥ ৪০২
এইমত বহু স্তুতি করিতে করিতে।
প্রসন্ন হইয়া প্রভু মনের সহিতে ॥ ৪০৩
তবে প্রভু রামচন্দ্র আর শ্রীমতী লইয়া।
আপন মনের কথা কহে নিভৃতে বসিয়া ॥ ৪০৪
শ্রীরাধার অধর সুধা রামচন্দ্রে লাগিয়া।
রাখিয়াছি আমি তাহা অঞ্চলে বান্ধিয়া ॥ ৪০৫
এত বলি প্রভু নিজ অঞ্চল খুলিয়া।
দিলেন অধর সুধা আনন্দ পাইয়া ॥ ৪০৬
আগে রামচন্দ্রে দিল তবে ঈশ্বরী দুজনে।
মহানন্দে তিনজনে করিলা ভোজনে ॥ ৪০৭
প্রসাদ মাধুরী গন্ধ অতি মনোহরে।
প্রসাদ সৌরভ পাইয়া আপনা পাসরে ॥ ৪০৮
আবেশে অবশ তনু নাহি কিছু ওর।
ভাবেতে নিমগ্ন হইয়া নাহি রহে স্থির ॥ ৪০৯
পুলকে পূর্ণিত দেহ সঘনে হুঙ্কার।
নয়নেতে প্রেমধারা বহে অনিবার ॥ ৪১০
হায় হায় কি মাধুর্য্য কৈল আস্বাদন।
সুধা গর্ব্ব খর্ব্ব যাতে করয়ে নিন্দন ॥ ৪১১
প্রভু কহে শুন দুঁহে সাবধান হৈয়া।
আনিনু প্রসাদ রামচন্দ্র লাগিয়া ॥ ৪১২
দুর্ল্লভ এই প্রসাদ করিলে ভোজন।
আজি হইতে ভাগ্যবতী তোমরা দুইজন ॥ ৪১৩
শুন শুন তুমি দুহে মহাভাগ্যবান।
আজি হইতে হৈলা দুঁহে রামচন্দ্র সমান ॥ ৪১৪
ব্রহ্মার দুর্ল্লভ এই শ্রীরাধাধরামৃত।
তাহা পান কৈলা এবে হৈলা কৃতার্থ ॥ ৪১৫
অন্যের আছুক দায় শ্রীকৃষ্ণের দুর্ল্লভ।
রামচন্দ্র হৈতে তুমি পাইলা এই সব ॥ ৪২৬
শুন শুন প্রিয়া মোর কহিয়ে বচন।
রামচন্দ্র হয় মোর জীবনের জীবন ॥ ৪১৭
রামচন্দ্র হয় মোর নয়নের তারা।
এ দেহে আত্মা রামচন্দ্র বিনে নাহি মোরা ॥ ৪১৮
রামচন্দ্র নরোত্তম দুঁহে এক দেহ।
নিশ্চয় কহিলা ইহা নাহিক সন্দেহ ॥ ৪১৯
আর আমি কি কহিব ইথে নাহি দায়।
দুইজনে মোর প্রাণ ভিন্ন মাত্র কায় ॥ ৪২০
নিশ্চয় নিশ্চয় এই কহিয়ে নিশ্চয়।
দুইজনে মোর প্রাণ ইথে অন্য নয় ॥ ৪২১
তবে প্রভু ভক্তগণেরে লইয়া।
এই মতে সব জনে কহেন ভাবিয়া ॥ ৪২২

সবেই শুনিল রামচন্দ্রের গুণগণ।
কৃতার্থ করিয়া তবে মানিল সর্বজন ॥ ৪২৩
নিশ্চয় জানিলাম এবে রামচন্দ্র বিনে।
প্রভুর মনের বেদ্য নহে কোন জনে ॥ ৪২৪
তবে সব ভক্ত প্রভুরে বিনতি করিয়া।
নিবেদন করে সবে চরণে পড়িয়া ॥ ৪২৫
অহে রামচন্দ্র নাথ দয়া কর মোরে।
করুণা করিয়া এবে করহ উদ্ধারে ॥ ৪২৬
তুমি বিনা অন্য নাহি আমা সবার গতি।
রামচন্দ্র হেন দয়া কর মহামতি ॥ ৪২৭
বহু জন্ম ভাগ্যে মিলে তোমার চরণ।
করুণা করহ মোরে লইনু শরণ ॥ ৪২৮
কৃতার্থ করহ প্রভু তুমি দয়ানিধি
পতিতের ত্রাণ হেতু তুমি গুণনিধি। ৪২৯
দন্তে তৃণ করি মাগো দেহ পদছায়া।
দয়া কর ওহে প্রভু না করহ মায়া ॥ ৪৩০
দুর্গতির ত্রাণ হেতু তোমার অবতার।
নিশ্চয় জানিল প্রভু এই সারাৎসার ॥ ৪৩১
হেন প্রভু তেন রামচন্দ্র কবিরাজ।
বিখ্যাত হইয়াছে ইহা জগতের মাঝ ॥ ৪৩২
দুয়া পদে ওহে প্রভু নিবেদিব কত।
তার কৃপা পাত্র রামচন্দ্র মহাভাগবত ॥ ৪৩৩
হেন দয়ার পাত্র জগতে নাহি আর।
নিবেদিব কত প্রভু কর অঙ্গীকার ॥ ৪৩৪
এতেক ভক্তগণের বিনতি শুনিয়া।
আতুল করুণা চিত্তে উল্লাসিত হইয়া ॥ ৪৩৫
প্রভু কহে তুমি সব আমার নিজ দাস।
তোমা সব দেখি মোর চিত্তের উল্লাস ॥ ৪৩৬

ইতেক প্রভুর মুখে বচন শুনিয়া।
আনন্দ হইলা সবে কহে বিবরিয়া ॥ ৪৩৭
তিনদিন ধ্যানে প্রভু আছিলা বসিয়া।
ইহার কারণ প্রভু কহ বিবরিয়া ৪৩৮
প্রভু কহে শুন শুন করি এক মন।
রামচন্দ্র জানে মোর মনের বেদন ॥ ৪৩৯
ইহার স্থানে পারে মোর চিত্তের বিশেষ।
রামচন্দ্র কহিবেন ইহার উদ্দেশ ॥ ৪৪০
এত বলি রামচন্দ্রে ইঙ্গিত করিয়া।
জানিল কারণ সবে প্রসন্ন হইয়া ॥ ৪৪১
তিনজনে ইহা সবার কহিবে কারণ।
এত শুনি সবাকার আনন্দিত মন ॥ ৪৪২
ভক্তগণে তিন জনে কহেন বচন।
পশ্চাতে তোমা সবার কহিব কারণ ॥ ৪৪৩
নিজেশ্বরী মুখে সব বচন শুনিয়া।
শুনিব যে প্রভুর ভাব শ্রবণ পূরিয়া ॥ ৪৪৪
এইত কহিল প্রভুর ভাবের মহিমা।
সহস্র মুখে কহি যদি নাহি পাই সীমা ॥ ৪৪৫
মহাশ্চর্য্য প্রভুর ভাব মহিমার সিন্ধু।
আপন পবিত্র হেতু স্পর্শি একবিন্দু ॥ ৪৪৬
তবে সবে প্রভু গৃহে হইয়া আনন্দ।
পরম আনন্দে সবে রহিলা স্বচ্ছন্দ ॥ ৪৪৭
তবে শ্রীমতী প্রভুর ইঙ্গিত পাইয়া।
স্নান করি গেলা দুঁহে রন্ধন লাগিয়া ॥ ৪৪৮
তার পর প্রভু রামচন্দ্র আদি করি।
স্নানার্থে চলিলা সবে মহাকুতুহলি ॥ ৪৪৯
স্নান করি আসি সবে আইলা স্বচ্ছন্দ।
প্রভু নিজ কৃত্য করে হইয়া আনন্দ ॥ ৪৫০

রন্ধন প্রস্তুত হইল কৃষ্ণে কৈল নিবেদন।
তবে বৈষ্ণবগণের করাইল ভোজন ॥ ৪৫১
তারপর প্রভু নিজ ভক্তের সহিতে।
বসিলেন সবে মিলি ভোজন করিতে ॥ ৪৫২
রামচন্দ্রে বসাইয়া মনের হরিষে।
আর যত ভক্তগণ বসিলা তার পাশে ॥ ৪৫৩
তারপর দুই ঈশ্বরী প্রসাদ লইয়া।
প্রভুরে আনিয়া দিলেন মহাহৃষ্ট হইয়া ॥ ৪৫৪
তবে সবে ভক্তগণে দিলেন প্রসাদ।
পরিবেশন করে দুঁহে পাইয়া আহ্লাদ ॥ ৪৫৫
প্রভু বসিলেন তবে ভোজন করিতে।
শ্রীমতী যাইয়া তবে পাতিলেন হাতে ॥ ৪৫৬
প্রভু অধর শেষ লইয়া কৌতুকে।
সবাকারে দিলা তাহা মহানন্দ সুখে ॥ ৪৫৭
সবেই প্রসাদ পায় পরানন্দ সুখে।
তিনদিন বহি অন্নজল নিলা মুখে। ৪৫৮
এই মতে সবেই ভোজন সমাপিয়া।
আচমন করি সবে বসিলেন আসিয়া ॥ ৪৫৯
মুখশুদ্ধি করিলেন মনের আনন্দে।
শয্যালয়ে গমন তবে করিলা স্বচ্ছন্দে ॥ ৪৬০
তবে প্রভু শয্যায় যাই করিলা শয়ন।
রামচন্দ্র করিতেছেন পাদ সম্বাহন ॥ ৪৬১
রাজা আদি করি যত প্রভুর ভক্তগণ।
প্রভু রামচন্দ্র রূপ করে নিরীক্ষণ ॥ ৪৬২
পশ্চাতে শ্রীমতী দুই প্রসাদ পাইয়া।
বসিয়াছেন দুইজনে আনন্দ হইয়া ॥ ৪৬৩
নিদ্রাতে আবেশ প্রভু হইলা যখন।
রামচন্দ্র লইয়া তবে আইলা তখন ॥ ৪৬৪
শ্রীমতীর নিকটেতে সবেই আসিয়া।
কহিতে লাগিলা সবে বিনয় করিয়া ॥ ৪৬৫
এইমতে দেখিল যত প্রভুর ভক্তগণ।
জানিলেন শ্রীমতী যে লাগিয়া গমন ॥ ৪৬৬
রামচন্দ্র মুখে যাহা করিয়াছি শ্রবণ।
সাবধান হইয়া শুন করি একমন ॥ ৪৬৭
শুন শুন ভক্তগণ শ্রবণ পূরিয়া।
ধ্যানে বসিয়াছিলা প্রভু যাহার লাগিয়া ॥ ৪৬৮
পরম আনন্দ এই রাধাকৃষ্ণের লীলা।
কহিতে না পারি তা অতি নিরমলা ॥ ৪৬৯
কে কহিতে পারে তাহা করিয়া বিস্তার।
সংক্ষেপে কহিয়ে কিছু যেবা বার্ত্তা তার ॥ ৪৭০
অদ্ভুত এই জলকেলি সুবিহার।
পরম আশ্চর্য্য লীলা কে কহিবে পার ॥ ৪৭১
যমুনাতে যে মতে শ্রীরাধার বেসর।
জলযুদ্ধে পড়িল নহে তাহার গোচর ॥ ৪৭২
তাহার প্রাপ্তি লাগিয়া শ্রীগুণ মঞ্জরী।
শ্রীমণি মঞ্জরী প্রতি কটাক্ষ সঞ্চারী ॥ ৪৭৩
তোমার প্রভুরে তবে লইতে আভরণ।
তাহা আনি দেহ তুমি করিয়া যতন ॥ ৪৭৪
যমুনাতে পদচিহ্ন উপরে আভরণ।
তাহাতে ঢাকিল পুষ্প পত্র বিলক্ষণ ৪৭৫
পদ্মপত্রে ঢাকা আছে না পায় দেখিতে।
না পাইয়া আভরণ মহাব্যগ্র চিত্তে ॥ ৩৭৬
শ্রীরামচন্দ্র জানেন প্রভুর অন্তর।
খুঁজি আনি দিল তাতে নাসার বেসন ॥ ৪৭৭
এই হেতু তিনদিন বসিয়া ধেয়ানে।
রামচন্দ্র বিনা ইহা জানিব কোন জনে ॥ ৪৭৮

এই আদি করিয়া যত যতেক প্রকার।
কহিলেন সব কথা করিয়া নির্দ্ধার ॥ ৪৭৯
শুনিয়া সবার মনে সন্তোষ অপার।
রামচন্দ্র হেন রত্ন জগতে নাহি আর ॥ ৪৮০
রাজা আদি করি যত প্রভু ভক্তগণ।
পুলকে পূরিত দেহ আশ্রু যে নয়ান ॥ ৪৮১
স্তম্ভ কম্প আদি করি ভাবের তরঙ্গ।
পূরিত হইল তাতে বিপরীত রঙ্গ ॥ ৪৮২
ভাব সম্বরিয়া তবে প্রভু ভক্তগণ।
রামচন্দ্রে কহে তব ধরিয়া চরণ ॥ ৪৮৩
যেন প্রভু গুণাশ্চার্য্যা তেন তুমি মহিমার সিন্ধু।
তোমার চরিত্রার্ণবের না পাই একবিন্দু ॥ ৪৮৪
কাতর হইয়া মোরা করি নিবেদন।
স্মরণ লইনু পদে কর কৃপা নিরীক্ষণ ॥ ৪৮৫
তোর প্রভু বন্ধু হও তুমি রামচন্দ্র।
মহারত্ন নিধি পাইনু মোরা পরানন্দ ॥ ৪৮৬
রাজা আদি করি আর শ্রীব্যাস আচার্য্য।
দেখিয়া রামচন্দ্র গুণ মানিলা আশ্চর্য্য ॥ ৪৮৭
তথা প্রভু নিজ শয্যা হইতে উঠিয়া।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শব্দ কহেন ডাকিয়া ॥ ৪৮৮
তাহা শুনি ভক্তগণ মনের আনন্দে।
প্রভুর নিকটে আইলা হৈয়া পরানন্দে ॥ ৪৮৯
প্রভু স্থানে তবে সবে সম্মতি লইয়া।
চলিলেন সবে প্রভুর চরণ বন্দিয়া ॥ ৪৯০
সুখের অবধি নাই উল্লাসিত হইয়া।
শ্রীমতীর নিকটে আইলা কবিরাজে লইয়া ॥ ৪৯১
আজ্ঞা হয় গৃহে এবে করিয়ে গমন।
অনুমতি দিলেন তবে করিয়া যতন ॥ ৪৯২
তারপরে রামচন্দ্রের লইয়া সম্মতি।
তিনজনে প্রণমিলা পরম ভকতি ॥ ৪৯৩
শ্রীমতী দুই রামচন্দ্রে করি নিরীক্ষণ।
চলিলেন সবে মিলি আপন ভবন ॥ ৪৯৪
এইত কহিল প্রভুর আশ্চর্য্য ভাবকথা।
যাহা শুনি প্রেমভক্তি মিলয়ে সর্ব্বথা ॥ ৪৯৫
শ্রীরামচন্দ্রের গুণ শ্রীমতীর মুখে।
ইহা যেই শুনে সেই ভাসে প্রেমসুখে ॥ ৪৯৬
শ্রদ্ধা করি শুনে যেই করি একমন।
সেই সে হইবে প্রভুর কৃপার ভাজন ॥ ৪৯৭
গাঢ় শ্রদ্ধা করি যেই শুনে কর্ণদ্বারে।
তার কর্ণতৃষ্ণা কভু ছাড়িতে না পারে ॥ ৪৯৮
কর্ণানন্দ কথা তাই সুধার নির্য্যাস।
শ্রবণ পরশে ভক্তের জন্মে প্রেমোল্লাস ॥ ৪৯৯
শ্রীআচার্য্য প্রভুর কন্যা শ্রীল হেমলতা।
প্রেম কল্পাবলী কিবা বর্ণিয়াছে ধাতা ॥ ৫০০
সেই দুই চরণপদ্ম হৃদয়ে বিলাস।
কর্ণানন্দ রস কহে যদুনন্দন দাস ॥ ৫০১

—০—

ইতি শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ মহিমা বর্ণন নাম তৃতীয় নির্য্যাস।

॥ চতুর্থ নির্য্যাস ॥

জয় জয় মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য।
পতিত পাবন যাহা বিনা নাহি জানে॥ ১
আর এক কথা শুন করিয়া যতন।
মদীশ্বরী মুখে যাহা করিয়াছি শ্রবণ॥ ২
রাজাত যাইয়া তবে আপনার ঘরে।
রামচন্দ্র গুণকথা চিন্তেন অন্তরে॥ ৩
সদা গর গর রাজা ভাবে মনে মনে।
রামচন্দ্র চরিত্ত কথা চিন্তে নিশি দিনে॥ ৪
রামচন্দ্র হেন রত্ন নাহি পৃথিবীতে।
জানিলাম ইহা আমি চিত্তের সহিতে॥ ৫
মনেতে বিচারি ইহা জানিল নিশ্চয়।
ইহার মুখে শুনি সাধন যদি ভাগ্যে হয়॥ ৬
তবেত রাজা প্রভুর গৃহেতে যাইয়া।
প্রণাম করে বহু ভূমিতে লোটাইয়া॥ ৭
আপনি প্রভুরে তবে উঠাইয়া যতনে।
করুণা করিয়া কৈল গাঢ় আলিঙ্গনে॥ ৮
শ্রীমতীরে যাইয়া তবে পরণাম করি।
তবে রামচন্দ্রে যাই প্রণাম আচারি॥ ৯
প্রভুর নিকটে রাজা অতি দীন হইয়া।
করজোড়ে কহে কিছু বিনয় করিয়া॥ ১০
পতিলের ত্রাণ হেতু তোমার অবতার।
করুণা করিয়ে মোরে কর অঙ্গীকার॥ ১১
দন্তে তৃণ ধরি প্রভু করহ করুণা।
মো ছার অধমে প্রভু না করিবে ঘৃণা॥ ১২
করুণা করিয়া যদি দিলে পদছায়া।
ত্রিতাপ তাপিত আমি না করিহ মায়া॥ ১৩
এতদিন কাল মোর ব্যর্থ রহি গেল।
রামচন্দ্র দেখি চিত্ত নির্মল হইল॥ ১৪
সাধ্য সাধন আমি কিছুই না জানি।
নিজগুণে দয়া কর তুমি গুণমণি॥ ১৫
ব্যাসের মুখেতে আমি যে কিছু শুনিল।
তাহা শুনি মোর চিত্ত প্রসন্ন হইল॥ ১৬
রাজা কহে প্রভু তুমি হও দয়াময়।
মোর প্রতি কৃপা কর হইয়া সদয়॥ ১৭
তুমিত দয়ার সিন্ধু পতিত পাবন।
করুণা করহ প্রভু লইনু শরণ॥ ১৮
অঙ্গীকার কর প্রভু আপন জানিয়া।
এত বলি রাজা পড়ে ভূমে লোটাইয়া॥ ১৯
আপনি প্রভু তবে উঠাইল যতনে।
করুণা করিয়া কৈল গাঢ় আলিঙ্গনে। ২০
সাধ্য সাধন এই গোস্বামীর মতে।
শুনাইতে রামচন্দ্র করিয়া বেকতে॥ ২১
এত বলি প্রভু রামচন্দ্রেরে ডাকিয়া।
রাজায় সমর্পিল তার হাতে ত ধরিয়া॥ ২২
শুন রামচন্দ্র তুমি এই কার্য্য কর।
ছোট ভ্রাতা বলি ইহার কর অঙ্গীকার॥ ২৩
এত শুনি রামচন্দ্র যে আজ্ঞা বলিয়া।
শুনাইব কৃষ্ণকথা বিশেষ করিয়া॥ ২৪
পুনঃ রামচন্দ্রে রাজা পরণাম করি।
বিনয় করিয়া তবে বহু স্তুতি করি॥ ২৫
তাহা দেখি প্রভু তবে আনন্দিত হইয়া।
রাজায় কহিতেছেন সন্তোষ হইয়া॥ ২৬

শুন শুন রাজা তুমি করি একমন।
তোমারে কৃপা করিলেন রূপ সনাতন ॥ ২৭
অনুগ্রহ তোমার যে কর যার তরে।
গ্রন্থরূপী মহাপ্রভু প্রবেশিলা ঘরে ॥ ২৮
তুমি মহারাজা হও মহাভাগ্যবান।
পৃথিবীতে ভাগ্য নাহি তোমার সমান ॥ ২৯
মহারত্ন গ্রন্থ এই পরম উজ্জ্বল।
প্রবেশিতে মোর চিত্তে হইল নির্ম্মল ॥ ৩০
কিবা ছিলে তুমি দেখ মনেতে বুঝিয়া।
হেনজনে কৃপা কৈল শক্তি সঞ্চারিয়া ॥ ৩২
মোর প্রভু আর শ্রীরূপ সনাতনে।
তোমারে করিলা কৃপা আনন্দিত মনে ॥ ৩২
ছয় গোসাঞি তোমায় করিতে অঙ্গীকার।
চুরিচ্ছলে তোমারে কৃপা করিলা নির্ভর ॥ ৩৩
ইহা শুনি মহারাজ গরগর মন।
পুলকে পূরিত দেহ সজল নয়ন ॥ ৩৪
প্রেমে গদ গদ কহে আধ আধ বাণী।
ফুকারি ফুকারি কান্দে লোটায় ধরণী ॥ ৩৫
তবে প্রভু তাহারে যতনে উঠাইয়া।
হর্ষে গাঢ় আলিঙ্গন নিল করি দয়া ॥ ৩৬
রাজারে লইয়া পুনঃ রামচন্দ্র হাতে।
সমর্পণ কৈল তারে হরষিত চিত্তে ॥ ৩৭
পুন পুন কহে প্রভু অতি ব্যগ্রচিত্তে।
সাধ্য সাধন কহ হইয়া গোস্বামীর মতে ॥ ৩৮
আর এক কথা ইহার করাহ শ্রবণ।
যেহেতু তোমার প্রতি গোস্বামী লিখন ॥ ৩৯
রামচন্দ্র প্রভু আজ্ঞা লইয়া সেইক্ষণে।
রাজারে কহিল কিছু আনন্দিত মনে ॥ ৪০

কিবা কহিব তোমায় সাধনের কথা।
তোমা প্রতি গোস্বামী কৃপা হইয়াছে সর্ব্বথা ॥ ৪১
মোর প্রভু পদাশ্রয় করে যেইজন।
আগে কৃপা করে তারে রূপ সনাতন ॥ ৪২
ব্রজ হইতে গ্রন্থ গৌড়ে প্রচার লাগিয়া।
লইয়া আইলা প্রভু যতন করিয়া ॥ ৪৩
গোস্বামী সকল তোমায় পাইয়া পিরীতি।
গ্রন্থ রূপ তোমার ঘরে করিলা বসতি ॥ ৪৪
জানিল তোমার শুদ্ধ হইল মতি।
এতেক প্রভুর দয়া তোমার উপরে।
তোমার ভাগ্যের সীমা কে করিতে পারে ॥ ৪৫
প্রথমেই তোমার ঘরে গোস্বামী সকল।
তাহাতে তোমার চিত্ত হইয়াছে নির্ম্মল ॥ ৪৬
তুমি মহাভাগ্যবান বুঝি নিজ চিত্তে।
তোমার মহিমা ভাই কে পারে কহিতে ॥ ৪৭
এবে তোমায় কহি আমি করিয়া নিশ্চয়।
সাধনাঙ্গ শুনিতেই যদি চিত্ত হয় ॥ ৪৮
বৈষ্ণব সেবন কর আর তুলসী সেবন।
অনায়াসে পাবে তবে কৃষ্ণের চরণ ॥ ৪৯
মোর প্রভুর ধর্ম্ম দেখ বৈষ্ণব সেবন।
শ্রী বিগ্রহ সেবা ছাড়ি এই নির্ব্বন্ধ পণ ॥ ৫০
অতএব প্রভুর ধর্ম্ম এহ সুনিশ্চয়।
করহ বৈষ্ণব সেবা আনন্দ হৃদয় ॥ ৫১
একান্ত করহ তুমি বৈষ্ণব সেবন।
চরণামৃত পান আর মহাপ্রসাদ ভক্ষণ ॥ ৫২

বৈষ্ণবের পদরজ কর মস্তকে ভূষণ।
নিষ্কপটে বৈষ্ণবের সেবন অনুক্ষণ ॥ ৫৩
নিরপরাধ হইয়া বৈষ্ণব সেবা কর তুমি।
অনায়াসে কৃষ্ণ পাবে কহিলাম আমি ॥ ৫৪
বৈষ্ণবের স্থানে হয় ক্ষুদ্র অপরাধ।
মহাপ্রেম ভক্তের তার প্রেমে পড়ে বাধ ॥ ৫৫
কৃষ্ণ দিতে নিতে পারে বৈষ্ণবের শক্তি।
হেন বৈষ্ণব সেবা ভাই করি মহা আর্ত্তি ॥ ৫৬
কৃষ্ণ কৃষ্ণভক্ত, দুই সমান গুণগণ।
ইহাতে প্রমাণ আছে পুরাণ বচন ॥ ৫৭

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে—

যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্য কিঞ্চিনা
সর্ব্বৈগু ণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ।
হরাভক্তস্য কুতো মহদ্‌গুণা
মনোরথেনা সতি ধাবতে বহিঃ ॥ ইতি ৫৮

এই সব মহাগুণ বৈষ্ণব শরীরে।
কৃষ্ণের যতক্ষণ সব ভক্তেতে সঞ্চারে ॥ ৫৯
এই সব গুণ হয় বৈষ্ণব লক্ষণ।
কিছুমাত্র কহি নিজ পবিত্র কারণ ॥ ৬০
কৃপালু অকৃত দ্রোহ সত্য বাক্যসম।
নির্দোষ দান্ত মৃদু শুচি অনিঞ্চন ॥ ৬১
সর্ব্বপোকারক শান্ত কৃষ্ণৈক স্মরণ।
অকামি নিরীহ স্থির বিজিত সদগুন ॥ ৬২
মিতভুক অপ্রমত্ত মানদ অমানী মানী।
গম্ভীর করুণ মৈত্র কবি দক্ষ মৌনী ॥ ৬৩
কৃষ্ণপ্রেম জন্মাইতে ইহ মুখ্য অঙ্গ।
অতএব সব ছাড়ি কর বৈষ্ণব সঙ্গ ॥ ৬৪

অসৎ সঙ্গ ত্যাগ সদা বৈষ্ণব আচার।
এই সব বস্তু তোমায় কহিলাম সার ॥ ৬৫
এইত কহিলাম ভাই বৈষ্ণব সেবন।
এবেত কহিয়ে তোমায় তুলসী সেবন ॥ ৬৬
নয় প্রকার তুলসী সেবা করে যেই জন।
সেই সে হয়েন কৃষ্ণের কৃপার ভাজন ॥ ৬৭
তুলসী দর্শন স্পর্শ আর কর ধ্যান।
সদাই করহ ইহা হৈয়া সাবধান ॥ ৬৮
তুলসীর নাম লও আর নমস্কার।
তুলসীর নাম শ্রবণ কর অনিবার ॥ ৬৯
তুলসী রোপণ কর তুলসী সেবন।
তুলসীর সর্ব্বদা নিত্য পূজন অনুক্ষণ ॥ ৭০
এই নব প্রকারে যেই করে তুলসীর সেবা।
তাহার মহিমা গুণ কহিবেক কেবা ॥ ৭১
শ্রীকৃষ্ণ তবে প্রীত করেন সুনিশ্চিত।
শ্রীকৃষ্ণের স্থানে সেই রহে পাইয়া প্রীত ॥ ৭২

তত্র প্রমাণং ॥

তথাহি।

দৃষ্টা পৃষ্টা তথা ধ্যাতা কীর্তিতা নমিতা শ্রুতা
রোপিতা সেবিতা নিত্যং পূজিতা তুলসী শুভা।
নবধা তুলসী দেবীং যে ভজন্তী দিনে দিনে।
যুগ কোটি সহস্রানি তে বসন্তি হরেগৃহে ॥ ৭৪

এতেক শুনিয়া রাজা আনন্দিত মন।
রামচন্দ্র পদে কিছু করে নিবেদন ॥ ৭৫
চতুষষ্টি ভক্তি করি যতেক সাধন।
তাহা শুনিবারে ইচ্ছা হয় মোর মন ॥ ৭৬

রামচন্দ্র কহে ভাই একচিত্ত হৈয়া।
আনন্দে শুনহ তাহা শ্রবণ ভরিয়া॥ ৭৭
এইমত সাধনাঙ্গ ভক্তি শুনহ রাজন।
যাহার শ্রবণে পাই কৃষ্ণপ্রেম ধন॥ ৭৮
শ্রবণাদি ক্রিয়া তার স্বরূপ লক্ষণ।
তটস্থ লক্ষণে উপজায় প্রেমধন॥ ৭৮.
নিত্য সিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম সাধ্য কভু হয়।
শ্রবণাদি শুদ্ধচিত্তে করয়ে উদয়॥ ৮০
সেইত সাধন ভক্তি দুই ত প্রকার।
বৈধি ভক্তি এক রাগানুগা ভক্তি আর॥ ৮১
শাস্ত্র আজ্ঞা লইয়া ভজে রাগহীন জন।
বৈধি ভক্তি বলি তারে শাস্ত্র আচরণ॥ ৮২
বহু প্রকার সাধন ভক্তি হয় বিবিধ অঙ্গ।
সংক্ষেপে কহিয়ে কিছু তাহার প্রসঙ্গ॥ ৮৩
গুরুর সেবন দীক্ষাগুরু পদাশ্রয়।
সাধুমার্গানুগমন শিক্ষা পৃচ্ছা সাধুধর্মায়॥ ৮৪
কৃষ্ণের পূজন ভোগ ত্যাগ করি কৃষ্ণপ্রীত।
একাদশ্যাদিব্রত প্রীতি গহাদি নিশ্চিত॥ ৮৫
গো বিপ্র বৈষ্ণব পূজন ধাত্রী অশ্বত্থ।
বিদূরে বর্জ্জন নামাপরাধ সেবা যে সমর্থ॥ ৮৬
বহু শিষ্য না করিবে অবৈষ্ণবের সঙ্গ।
তেজিব বহু গ্রন্থাভ্যাস যাতে নহে ভক্তি অঙ্গ॥ ৮৭
হানি লাভ সম শোকাদির না হইবে বশ।
অন্য শাস্ত্র অন্যদেব নিন্দ না বিশেষ॥ ৮৮
গ্রাম্য বার্ত্তান না শুনিব আর বৈষ্ণব নিন্দন।
প্রাণী মাত্র মনোবাক্যে উদ্বেগ বর্জ্জন॥ ৮৯
সমরণ পূজন বন্দন আর সংকীর্ত্তন।
দাস্য সখ্য পরিচর্য্যা আত্মনিবেদন॥ ৯০
বিজ্ঞাপিত আর দণ্ডবত প্রণতি অগ্রগীতি।
অভ্যুত্থান অনুব্রজা তীর্থ গৃহগতি॥ ৯১
শ্রবণ পাঠ জপ সংকীর্ত্তন আর পরিক্রমা।
মহাপ্রসাদ পান মালা ধূপ গন্ধ মনোরমা॥ ৯২
শ্রী মূর্ত্তির দর্শন আরত্রিক মহোৎসব।
তদীয় সেবন নিজ প্রীতার্থে দান ধ্যান সব॥ ৯৩
নদীয় তুলসী বৈষ্ণব মথুরা ভাগবত।
এই চারি সেবা কৃষ্ণে বড় অভিমত॥ ৯৪
কৃষ্ণ কৃপার্থে অখিল চেষ্টা যে করিব।
কৃষ্ণ জন্মাদি যাত্রা ভক্ত লইয়া মহোৎসব॥ ৯৫
সর্ব্বথা শরণাগতি কীর্ত্তিকাদি ব্রত।
চতুঃষষ্টি অঙ্গ এই পরম মহত্ত্ব॥ ৯৬
সাধুসঙ্গ নাম সংকীর্ত্তন ভাগবত শ্রবণ।
মথুরাবাস শ্রীমূর্ত্তির শ্রদ্ধার সেবন॥ ৯৭
সকল সাধন হইতে এই মুখ্য অঙ্গ।
কৃষ্ণপ্রেম জন্মায় এই পাঁচের অল্পসঙ্গ॥ ৯৮
বৈধি ভক্তি সাধনাঙ্গ কৈল বিবরণ।
যাহার শ্রবণে জন্মে প্রেম মহাধন॥ ৯৯
তবে রাজা সাধনাঙ্গ ভক্তি যে শুনিয়া।
রামচন্দ্রে কহে কিছু বিনতি করিয়া॥ ১০০
বিবিধাঙ্গ সাধনাঙ্গ করিলাম শ্রবণ।
রাগানুগ মার্গভক্তি শুনিতে হয় মন॥ ১০১
তবে রামচন্দ্র অতি আনন্দ পাইয়া।
রাজারে কহয়ে কিছু হাসিয়া হাসিয়া॥ ১০২
শুন শুন ভাই তুমি রাগানুগা ভক্তি।
শুনিতেই তোমার চিত্ত হৈল বড় আর্ত্তি॥ ১০৩
রাগানুগা ভক্তি লক্ষণ শুন সর্ব্ব সার।
সম্যক কহিতে শক্তি নাহিক আমার॥ ১০৪

কিছু মাত্র কহি তাহা শুন দিয়া মন।
রাগানুগা ভক্তির লক্ষণ শুনহ কারণ ॥ ১০৫
শ্রবণ কীর্ত্তনাদি ভক্তি বৈধি অঙ্গ লিখিল।
রাগানুগা ভক্তি মধ্যে তাহাতে স্থাপিল ॥ ১০৬
গোস্বামীর লিখন এই অতি সুনিশ্চয়।
বৈধি ভক্তি হইয়া যাতে রাগভক্তি হয় ॥ ১০৭
শ্রবণ কীর্ত্তনের ইহা মহিমা শুনিয়া।
যাজন করয়ে যেবা শাস্ত্র আজ্ঞা লৈয়া ॥ ১০৮
এই হেতু বৈধি ভক্তি গোস্বামী লিখন।
যে হেতু রাগাঙ্গ হয় তাহা কহি শুন ॥ ১০৯
শ্রবণ কীর্ত্তন বিনা রাগভক্তি নয়।
তাহার কারণ শুন কহিয়া নিশ্চয় ॥ ১১০
অন্যের আছুক কাজ শ্রীরাধা ঠাকুরাণী।
মাধুর্য্য অবধি যিঁহো গুণ রত্নখনি ॥ ১১১
সর্ব্ব পূজ্যা সর্ব্বশ্রেষ্ঠা সর্ব্ব আরাধ্যা।
যাহার সৌন্দর্য্যাদির কৃষ্ণের নহে বেদ্য ॥ ১১২
তিঁহো যদি কৃষ্ণনাম শুনে আচম্বিতে।
শুনিবা মাত্রেতে ধনি লাগিল কাঁপিতে ॥ ১১৩
বৈবশতা দশা ধনির হইল আচম্বিতে।
নানাভাব তরঙ্গ তাহা কে পারে কহিতে ॥ ১১৪
সর্ব্বপূজ্যা সর্ব্বশ্রেষ্ঠা আর সর্ব্বারাধ্যা।
যার সৌন্দর্য্যাদিগণের কৃষ্ণ নহে বেদ্যা ॥ ১১৫
সর্বাঙ্গে পুলক তনু বিকশিত অঙ্গ।
আর তাতে কত উঠে ভাবের তরঙ্গ ॥ ১১৬
সর্বাঙ্গে ব্যাপৃত ভাব কহিতে কি পারি।
তাহার ভাবাদি যত সাত্ত্বিক ব্যভিচারী ॥ ১১৭
ভাবের তরঙ্গে দেহ নাহি হয় স্থির।
শুনিতেই কৃষ্ণনাম হয়েন অস্থির ॥ ১১৮
বহুমুখ ইচ্ছে যিহোঁ কৃষ্ণনাম নিতে।
অর্ব্বুদার্ব্বুদ কর্ণ ইচ্ছে যে নাম শুনিতে ॥ ১১৯
উপমা দিয়া কৃষ্ণনামের গুন কে পারে কহিতে।
অচেতনে চেতন যিঁহো পারেন করিতে ॥ ১২০
কৃষ্ণনামে চেতনেরে করে অচেতন।
সর্বেন্দ্রিয় আকর্ষয়ে হেন নামের গুণ ॥ ১২১
হেন কৃষ্ণনামামৃতে যার লোভ হয়।
লোক ধর্মবেদ ছাড়ি যে কৃষ্ণ ভজয় ॥ ১২২
হেন নাম মহাবল কি কহিতে জানি।
শ্রীরূপের মুখে রহে সুধারস ধ্বনি ॥ ১২৩
অক্ষরে অক্ষরে যার মাধুর্য্যের সার।
হেন অদভুত শ্লোক গোসাঞি কৈল পরচার ॥ ১২৪

তথাহি বিদগ্ধ মাধবে শ্রীমদ্রূপ কৃত শ্লোকঃ ॥

তুণ্ডে তাণ্ডবিনীং রতিং বিতনুতে তুণ্ডাবলীলব্ধয়ে
কর্ণক্রোড় কড়ম্বিনী ঘটয়তে কর্ণার্বুদেভ্যঃ স্পৃহাম্।
চেতঃ প্রাঙ্গন সঙ্গিনী বিজয়তে সর্বেন্দ্রিয়াণাং কৃতিং
নো জানে জনিতা কিয়দ্ভির মৃতৈঃ কৃষ্ণেরতি
বর্ণদ্বয়ী ॥ ১২৫

অথ স্তবাবল্যা প্রেমাম্ভোজমরু দাখ্যস্তোত্রে
শ্রীমদ্দাস গোস্বামীনো ওং
অথ শ্রী দাস গোস্বামী না প্রচ্ছন্ন মান ধম্মি ল্যাং
সোভাগ্য তিলকোজ্জ্বলাং।
কৃষ্ণলয়স আবরত্তং সন্নাসকর্ণ্নিকাঃ ॥ ১২৬

প্রচ্ছন্নমান বাম্যধম্মিন্নাযাহাকু।
সৌভাগ্য তিলক চারু লাবণ্যের সার ॥ ১২৭
কৃষ্ণনাম গুণ যশ অবতংশ কানে।
কৃষ্ণনাম গুণ যশ প্রবাহ বচনে ॥ ১২৮

সেই রাধা ভাব লয়া আপনে গৌরচন্দ্র।
হেন আস্বাদিলা প্রভু পাইয়া আনন্দ॥ ১২৯

তথাহি স্তবমালায়াং শ্রীমদ্রূপগোস্বামীনোক্তং॥

হরে কৃষ্ণ উচ্চৈঃ স্ফুরিত রসনোনাম গণনাকৃত গ্রহিশ্রেণী।
শুভগকটি সূত্রোজ্জলকর বিসাক্ষদিযাগণ যুগল খেলাঞ্চিত ভুজঃ সচৈতন্যকিং মে পুণ দেহি দৃশো জাস্যাতি পদং॥ ইতি॥ ১৩০

কৃষ্ণ চৈতন্য হয়েন ব্রজেন্দ্র কুমার।
নামামৃত আস্বাদিলা বিবিধ প্রকার॥ ১৩১
হেন কৃষ্ণনাম রাজা কর অনিবার।
যাহা হৈতে প্রাপ্তি হয় মাধুর্য্যের সার॥ ১৩২
আর শুন মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক শ্লোকে।
হৃদয়ের ভ্রমনাশ হয় উদয় চন্দ্রিকে॥ ১৩৩
সদা আস্বাদিলা প্রভু সব স্বরূপাদি সাথে।
যাহার শ্রবণে অতি শুদ্ধ চিত্তে॥ ১৩৪
সেই শিক্ষাষ্টক ভাই কহিয়ে তোমারে।
শ্রদ্ধা সূত্রে গাঁথি পর হৃদয় উপরে॥ ১৩৫
এই শুদ্ধ রাগ ভক্তি কহিয়ে নিশ্চয়।
যাহার শ্রবণে চিত্তে প্রেম উপজয়॥ ১৩৬
প্রভু কহে শুন স্বরূপ রামানন্দ রায়।
নাম সংকীর্ত্তন কলৌ পরম উপায়॥ ১৩৭
সংকীর্ত্তন যজ্ঞে কলৌ কৃষ্ণ আরাধনে।
সেই সে সুমেধা পায় কৃষ্ণের চরণে॥ ১৩৮

তথাহি। শ্রীমদ্ভাগবতে ১১ স্কন্ধে ৫ অধ্যায়ে ২৯ শ্লোকে॥

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদং।
যজ্ঞৈ সংকীর্ত্তনং প্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥
ইতি॥ ১৩৯

নাম সংকীর্ত্তনে হয় সর্বানর্থ নাশ।
সর্ব সুখোদয় কৃষ্ণপ্রেমের উল্লাস॥ ১৪০

তথাহি। পদাবল্যাং শ্রীমন্মহাপ্রভু কৃত শ্লোকঃ॥

চেতোদর্পণমার্জনং ভবমহাদাবাগ্নিনির্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকা বিতরণং বিদ্যাবধূজীবনং।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পর বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণ সংকীর্ত্তনং॥
১৪১

সংকীর্ত্তন হইতে পাপ সংসার নাশন।
কৃষ্ণপ্রাপ্তি সেবামৃত সমুদ্রে মজ্জন॥ ১৪২
উঠিল বিষাদ দৈন্য পড়ে নিজ শ্লোক।
যার অর্থ শুনি সব যায় দুঃখ শোক॥ ১৪৩

নাম নাম কারি বহুধা নিজ সর্ব্বশক্তি।
স্তত্রার্পিতানিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ
এতাদৃশীতব কৃপা ভগবন্মমাপি
দুর্দ্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগ॥ ১৪৪

অনেক লোকের বাঞ্ছা অনেক প্রকার।
কৃপাতে করিল অনেক নামের প্রচার॥ ১৪৫
খাইতে শুইতে যথা তথা নাম লয়।
দেশ কাল নিয়ম নাহি সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥ ১৪৬
সর্ব্বসিদ্ধি নামে দিল করিয়া বিভাগ।
আমার দুর্দৈব নামে না হইল অনুরাগ॥ ১৪৭
যে রূপে লইলে নাম প্রেম উপজয়।
তাহার লক্ষণ শুন স্বরূপ রাম রায়॥ ১৪৮

তথাহি পদ্যাবল্যাং স্ব শ্লোক ঃ

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুতা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥ ইতি
১৪৯

উত্তম হঞা আপনারে মানে তৃণাধম।
দুই প্রকারে সহিষ্ণুতা করে বৃক্ষসম॥ ১৫০
বৃক্ষ যেন কাটিলেই কিছু না বলয়ে।
শুখাইয়া মৈলে কারে জল না মাগয়॥ ১৫১
যেই যে মাগয়ে তারে দেয় আপন ধন।
ঘর্ম বৃষ্টি সহ আনের করয়ে রক্ষণ॥ ১৫২
উত্তম হৈয়া বৈষ্ণব না করে অভিমান।
জীবে সম্মান দিতে জানি কৃষ্ণ অধিষ্ঠান॥ ১৫৩
এই মত হৈয়া যেই কৃষ্ণনাম লয়।
কৃষ্ণের চরণে তার প্রেম উপজয়॥ ১৫৪
কহিতে কহিতে প্রভুর দৈন্য বাড়ি গেলা।
শুদ্ধভক্তি কৃষ্ণ ঠাঁই মাগিতে মাগিলা॥ ১৫৫
প্রেমের স্বভাব যাহা প্রেমের সম্বন্ধ।
সেই মানে কৃষ্ণ মোর নাহি প্রেম গন্ধ॥ ১৫৬

তথাহি। পদ্যাবল্যাং স্বশ্লোকঃ।

ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ
কাময়ে।
মম জন্মানি জন্মানীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকীত্বয়ী॥
ইতি॥ ১৫৭

ধন জন নাহি মাগে কবিতা সুন্দরী।
শুদ্ধভক্তি কৃষ্ণে মোরে দেহ কৃপা করি॥ ১৫৮
অতি দৈন্যে পুণ্য মাগে দাস্য ভক্তিদান।
আপনাকে করি সংসারী জীব অভিমান॥ ১৫৯

তথাহি। পদ্যাবল্যাং স্বশ্লোকঃ।

অয়িনন্দতনুজ কিঙ্করং পতিতং মাং বিষমেভবাম্বুধৌ।
কৃপয়া তব পাদপঙ্কজাস্থিতধূলি সদৃশং বিচিন্তয়॥
১৬০

তোমার নিত্যদাস মুই তোমা পশারিয়া।
পড়িয়াছোঁ ভবার্ণবে মায়াবদ্ধ হইয়া॥ ১৬১
কৃপা করি কর মোরে পদধূলি সম।
তোমার সেবক কর তোমার সেবন॥ ১৬২
পুনঃ অতি কৎকণ্ঠা দৈন্য হইল উদগম।
কৃষ্ণ ঠাঁঞি মাগে প্রেম নাম সংকীর্ত্তন॥ ১৬৩

তথাহি। পদ্যাবল্যাং স্বশ্লোকঃ।

নয়নং গলদশ্রু ধারয়া বদনং গদগদরুদ্ধয়া গিরা।
পুলকৈর্নিচিতং বপু কদা তব নাম গ্রহণে ভবিষ্যতি
১৬৪

প্রেমধন বিনে ব্যর্থ দরিদ্র জীবন।
দাস করি বেতন মোরে দেহ প্রেমধন॥ ১৬৫
রসান্তরা বেশে হইল বিয়োগ স্ফুরণ।
উদ্বেগ বিষাদ দৈন্য করে প্রলাপন॥ ১৬৬

তথাহি। পদ্যাবল্যাং স্বশ্লোকঃ॥

যুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতং
শূন্যায়িতং জগৎ সর্ব্ব গোবিন্দবিরহেণ মে॥ ১৬
উদ্বেগে দিবস না যায় ক্ষণ হৈল যুগ সম।
বর্ষার মেঘ প্রায় অশ্রু বর্ষয়ে নয়ন॥ ১৬৮
গোবিন্দ বিরহে শূন্য হইল ত্রিভুবন।
তুষানলে পোড়ে দেহ না যায় জীবন॥ ১৬৯
কৃষ্ণ উদাসীন হৈলা করিতে পরীক্ষণ।
সখী সব কহে কৃষ্ণ কর উপেক্ষণ॥ ১৭০

এতেক চিন্তিতে রাধার নির্ম্মল হৃদয়।
স্বাভাবিক দাসি ভাব করিল উদয়॥ ১৭১
হর্ষ উৎকণ্ঠা দৈন্য প্রৌঢ়ি বিনয়।
এতভাবে এক ঠাঞি করিল উদয়॥ ১৭২
এতভাবে রাধার মন অস্থির হইল।
সখীগণ আগে প্রৌঢ়ি শ্লোক যে পড়িল॥ ১৭৩
সেই ভাবে সেই শ্লোক আপনে পড়িলা।
শ্লোক উচ্চারিতে আপনে অদ্রূপ হইলা॥ ১৭৪

তথাহি। পদ্যাবল্যাং স্বশ্লোকঃ॥

আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মা-
মদর্শনান্মর্ম্মহতাং করোতু বা
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো
মৎ প্রাণনাথ স্তু স এব না পরঃ॥ ১৭৫

এই শ্লোকে হয় অতি অর্থের বিস্তার।
সংক্ষেপে কহিয়ে তার নাহি পাই পার॥ ১৭৬

তথাহি।

আমি কৃষ্ণ পদ দাসী তিঁহো রস সুখরাশি
আলিঙ্গিয়া করে আত্মসাৎ।
কিবা না দেন দর্শন জ্বারে মোর তনুমন
তবু তিঁহ মোর প্রাণনাথ॥ ১৭৭
সখী হে শুন মোর মনের নিশ্চয়।
কিবা অনুরাগ করে কিবা দুঃখ দিয়া মোরে
মোর প্রাণেশ কৃষ্ণ অন্য নয়॥ ধ্রু॥ ১৭৮
ছাড়ি অন্য নারীগণ মোর বশ তনুমন
মোর সৌভাগ্য প্রকট করিয়া।
তা সবার দেন পীড়া আমা সনে করে ক্রীড়া
সেই নারীগণে দেখাইয়া॥ ১৭৯
কিবা তিঁহো লম্পট শঠ ধৃষ্ট সুকপট
অন্য নারীগণ করি সাথ।
মোরে দিতে মনপীড়া মোর আগে করে ক্রীড়া
তবু তিঁহো মোর প্রাণনাথ॥ ১৮০

এ আদি করি যত শ্লোকার্থগণ।
স্বরূপাদি সঙ্গে তাহা কৈল আস্বাদন॥ ১৮১
এই মতে প্রভুর তত্ত্ব ভাবাবিষ্ট হইয়া।
প্রলাপ আস্বাদিলা তত্তৎ শ্লোক উচ্চারিয়া॥ ১৮২
পূর্বে অষ্ট শ্লোক করি লোকে শিক্ষা দিলা।
এই অষ্ট শ্লোকের অর্থ আপনে আস্বাদিলা॥ ১৮৪
প্রভু শিক্ষাষ্টক শ্লোক এই যেই পড়ে শুনে।
কৃষ্ণপ্রেম ভক্তি তার বাড়ে দিনে দিনে॥ ১৮৪
যদাপি প্রভু কোটি সমুদ্র গম্ভীর।
নানা ভাব চন্দ্রোদয়ে হয়েন অস্থির॥ ১৮৫
সেই যেই শ্লোক জয়দেব ভাগবতে।
রায়ের নাটকে যেই আর কর্ণামৃতে॥ ১৮৬
সেই সেই ভাবে শ্লোক করেন পঠন।
সেই সেই ভাবাবেশে করেন আস্বাদন॥ ১৮৭
দ্বাদশ বৎসর প্রভু ঐছে রাত্রি দিনে।
কৃষ্ণরস আস্বাদয়ে দুই বন্ধু সনে॥ ১৮৮
শ্রবণাদি মহিমা আমি কি বলিতে জানি।
যাহাতে বহয়ে সদা সুধারস ধ্বনি॥ ১৮৯
শুদ্ধ রাগে আবিষ্টতা মন হয় যার।
সেই জানয়ে ইহা তুলা নাহি জানে আর॥ ১৯০
শ্রবণ কীর্ত্তনাদি কীর্ত্তন যত রাগ ভক্তি সার।
রাগানুগা ভক্তজনে এই কার্য্য সার॥১৯১

রাগাত্মিকা ভক্তি মুখ্যা ব্রজবাসী জনে।
তার অনুগত ভক্তের রাগানুগা নামে ॥ ১৯২
ইষ্টে গাঢ় তৃষ্ণা রাগ স্বরূপ লক্ষণ ॥
রাগময়ী ভক্তির রাগানুগা নাম।
তাহা শুনি লুব্ধ হয় কোন ভাগ্যবান ॥ ১৯৩
লোভে ব্রজবাসী ভাবে করে অনুগতি।
শাস্ত্র যুক্তি নাহি মানে রাগানুগা প্রকৃতি ॥ ১৯৪

তথাহি। ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ববিভাগে ২
লহর্য্যা ১৩১ । ১৪৮ অঙ্কে ॥

বিরাজন্তীমভিব্যাপ্তিং ব্রজবাসিজনাদিষু।
রাগাত্মিকামনুসৃতা যা সা রাগানুগোচ্যতে ॥ ১৯৫
তত্তদ্ভাবাদি মাধুর্য্যে শ্রুতে ধীর্য্যদপেক্ষতে।
নাত্র শাস্ত্রং ন যুক্তিঞ্চ তল্লোভোৎপত্তিলক্ষণং ॥ ১৯৬

বাহ্য অন্তর ইহার দুইত সাধন।
বাহ্য সাধক দেহে করে শ্রবণ কীর্ত্তন ॥ ১৯৭
মনে নিজ সিদ্ধ দেহ করিয়া ভাবন।
রাত্রি দিনে চিন্তে রাধা কৃষ্ণের চরণ ॥ ১৯৮
নিজ ভাবাশ্রয় জনের পাছেত রাখিয়া।
নিরন্তর সেবা করে অন্তর্ম্মনা হইয়া ॥ ১৯৯

তথাহি। ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ববিভাগে
২ । ১৫১ অঙ্কে ॥

সেবা সাধক রূপেন সিদ্ধরূপেন চাত্রহি।
তদভাবলিপ্সুনা কার্য্যা ব্রজলোকানুসারত ॥ ইতি
২০০

হেন সে গম্ভীর ভাব অকথ্য কথন।
যাহা প্রবেশিতে নারে আমা সবার মন ॥ ২০১
পূর্বে ব্রজে যবে কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান।
রাধা শুদ্ধ ভাবে যবে প্রবেশিলা মন ॥ ২০২
রাধিকার ভাবকান্তি অঙ্গীকার করি।
তাহা আস্বাদিতে নবদ্বীপে অবতারি ॥ ২০৩
হেন অদ্ভুত ভাব ক্ষুদ্র জীব হইঞা।
কহিতে বা কেবা পারে প্রবেশ করিয়া ॥ ২০৪
কবিরাজ গোসাঞি ইহার মর্ম্ম জানিয়া।
লিখিয়াছেন নিজ গ্রন্থে বেকত করিয়া ॥ ২০৫
দাসী ভাবাক্রান্ত হইয়া ব্রজেন্দ্র নন্দন।
আনুগত্য ভাবে কৈল তাহা আস্বাদন ॥ ২০৬
অন্তলীলা মধ্যে ইহা লিখিয়া বিস্তার।
দেখহ সেই লীলার করিয়া নির্দ্ধার ॥ ২০৭
সপ্তদশ আর অষ্টাদশ পরিচ্ছেদে।
বেকত করিলা তাহা করিহ আস্বাদে ॥ ২০৮
কূর্ম্মাকৃতি ভাবে প্রভু পড়িয়া আছিল।
তাহাতেই সেই ভাব আস্বাদন কৈলা ॥ ২০৯
স্বরূপ গোসাঞি আসি করাইল চেতন।
স্বরূপে কহে তবে মনের বেদন ॥ ২১০
চেতন হইতে হস্তপদ সব বাহির হইল।
পূর্ববৎ যথাযোগ্য শরীর হইল ॥ ২১১
উঠিয়া বসিয়া প্রভু চাহি ইতি উতি।
স্বরূপেরে পুছে প্রভু আমা আনিলে কতি ॥ ২১২
বেণুনাদ শুনি আমি গেলাম বৃন্দাবন।
দেখি গোষ্ঠে বেণু বাজায় ব্রজেন্দ্র নন্দন ॥ ২১৩
সঙ্কেত বেণুনাদে রাধা আনি কুঞ্জ ঘরে।
কুঞ্জেতে চলিলা কৃষ্ণ ক্রীড়া করিবারে ॥ ২১৪
তার পাছে পাছে আমি করিনু গমন।
তার ভূষণ ধ্বনিতে মোর হরিল শ্রবণ ॥ ২১৫

গোপীগণ সঙ্গে করি হাস পরিহাস।
কণ্ঠধ্বনি উক্তি শুনি মোর কর্ণোল্লাস॥ ২১৬
কেন বা আনিলে মোরে বৃথা দুঃখ দিতে।
পাইয়া কৃষ্ণের লীলা না পাইনু দেখিতে॥ ২১৭
অষ্টাদশ পরিচ্ছেদে জলকেলি লীলা।
তাহাতেই যেইভাব প্রকাশ করিলা॥ ২১৮
জলকেলি লীলা এই করি দরশন।
নানান কৌতুক দেখে প্রবেশিয়া মন॥ ২১৯
কালিন্দী দেখিয়া আমি গেলা বৃন্দাবন।
দেখি জলক্রীড়া করে ব্রজেন্দ্র নন্দন॥ ২২০
রাধিকাদি গোপীগণ সঙ্গে এক মেলি।
যমুনাতে মহারঙ্গে করে জলকেলি॥ ২২১
তীরে রহি দেখি আমি সখীগণ সঙ্গে।
এক সখী দেখায় মোরে জলকেলি রঙ্গে॥ ২২২
স্বরূপেরে কহে প্রভু আবেশ হইয়া।
আপন মনের কথা প্রকাশ করিয়া॥ ২২৩
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য যাহা কৈল আস্বাদনে।
সবে একবেদ্য তাহা স্বরূপাদিগণে॥ ২২৪
স্বরূপাদি বিনা তাহা অন্য বেদ্য নয়।
নিশ্চয় করিয়া ইহা গ্রন্থকার কয়॥ ২২৫
আর এক কথা তাহা মন দিয়া শুন।
মাৎসর্য্য ছাড়িয়া রাজা করহ শ্রবণ॥ ২২৬
শ্রীরূপ মঞ্জরী যবে শ্রীরাধার সাক্ষাতে।
প্রার্থনা করিলা এই তাহার সাক্ষাতে॥ ২২৭

তথাহি। স্তব মালায়াং চাটুপুষ্পাঞ্জলৌ শ্রীরূপ-
গোস্বামীনা বাক্যং॥

কদাবিম্বোষ্ঠী তাম্বুলং ময়া তব মুখাম্বুজে।
অর্প্যমাণং ব্রজাধীশ শূনুরাচ্ছিদ্য ভোক্ষ্যতে॥
কেলিবিশ্রংসিনো বক্রকেশবৃন্দস্য সুন্দরী।
সংস্কারায় কদা দেবী জন্মেতং নিদেক্ষতি॥ ২২৮

ভাবার্থ। শ্রীরাধা বিম্বোষ্ঠী কবে তোমার অধরে।
তাম্বুল রচিয়া দিব সুগন্ধি কর্পূরে॥ ২২৯
তোমার মুখে দিবে তাহা আনন্দিত হঞা।
ব্রজরাজ নন্দন তাহা খাইল কাড়িঞা॥ ২৩০
মদীশ্বরী মুখ হৈতে লইয়া বিটিকা॥
পান করি মহানন্দে পাইব অধিকা॥ ২৩১
তুমি মোরে কৃপা কর প্রসন্ন হইয়া।
দেখিব কবে বা তাহা নয়ন ভরিয়া॥ ২৩২
হে দেবী তুমি যবে বিলাস বিভ্রমে।
কেলিকান্তি যুক্ত হইয়া হইবেক শ্রমে॥ ২৩৩
বিলাসে বিভূত তোমার সুকুঞ্চিত কেশ।
সংস্কার করিতে মোরে করিবে আদেশ॥ ২৩৪
মনের আনন্দে তাহা করিব সংস্কার।
কবে সে রচিয়া দিব কুন্তলের ভার॥ ২৩৫
এই সব গুহ্যকথা রাজারে কহিল।
শুনিতেই রাজার অতি সন্তোষ হইল॥ ২৩৬
পুনঃ রামচন্দ্র কহে শুনহ রাজন।
গুহ্যাতি গুহ্য এই কথা মনোরম॥ ২৩৭
নিত্য সিদ্ধ হইয়া যায় এই সব কাজ।
ইহা বুঝ দেখি তুমি নিজ হিয়া মাঝ॥ ২৩৮
শ্রীরাধার যিহোঁ নিত্য পরিকর।
তা সবার হেন ভাব বড়ই দুষ্কর॥ ২৩৯
মঞ্জরী রূপে যিহোঁ সদা করেন সেবন।
সাধকাবস্থায় সদা তাহাই স্ফুরণ॥ ২৪০
অতএব সিদ্ধ হঞা সাধন কারণে।
প্রকারে জানাইলা তাহা নিজ ভক্তজনে॥ ২৪১

ইথে অনুগত যিহেঁ তার হেন রীতি।
হেন সে সাধন কর পাইয়া পিরীতি ॥ ২৪২
আর শুন শ্রীদাস গোসাঞির প্রার্থনা বচন।
সাধক দেহেতে সদা সিদ্ধের কারণ ॥ ২৪৩
নিজাভীষ্ট দেহে রাধার পাইয়া দর্শন।
শ্রীরাধার পদসেবা করেন প্রার্থন ॥ ২৪৪
শুন দেবী তোমার শ্রীচরণের দাসী।
শুনিতে ইচ্ছা মোর সদা অভিলাষী ॥ ২৪৫
তোমার সঙ্গের সঙ্গী তোমার সমান।
হেন সখী ভাবে সদা মোর পরণাম ॥ ২৪৬
অতএব তুয়া পদে এই নিবেদন ॥
কৃপা করি দেহ নিজ পদের সেবন ॥ ২৪৭
সদা অভিলাষ মোর চরণের সেবা।
ইহা ছাড়ি কভু মোরে অন্য নাহি দিবা ॥ ২৪৮

তথাহি। স্তবাবল্যাং বিলাপকুসুমাঞ্জলৌ ১৬ শ্লোকে

পাদাব্জয়োস্তব বিনা বরদাস্যমেব
নান্যৎ কদাপি সময়ে কিল দেবি যাচে।
সখ্যায় তে মম নমোঽস্তু নমোঽস্তু নিত্যং
দাস্যায় তে মম রসোঽস্তু রসোঽস্তু সত্যং ॥ ২৪৯

আর কিছু শুন ভাই অপূর্ব্ব কথন।
সুদৃঢ় সুদৃঢ় এই গোস্বামী লিখন ॥ ২৫০
শ্রীরূপ মঞ্জরী দেখি রাধা সরোবর।
ইহা দেখি যেই ভাব উঠয়ে অন্তর ॥ ২৫১
শুন দেবী যবে তোমার সরোবর।
হইলেন মোর যে নয়ন গোচর ॥ ২৫২
তবে সে আইলা মোর নয়নের পথে।
সুপদ্মা নয়নী ধনি দেখিনু সাক্ষাতে ॥ ২৫৩
সেই হৈতে চিত্তে মোর লালসা জন্মিল।
চরণ কমলে দাসী হৈতে ইচ্ছা হইল ॥ ২৫৪
শ্রীরূপ মঞ্জরী মোর নয়ন যুগল।
বৃন্দাবনে নেত্র দীপ্তি করিল সকল ॥ ২৫৫
সেই হৈতে তোমার শ্রী বৃন্দবনেশ্বরী।
শ্রীচরণে অলক্তক দিতে ইচ্ছা করি ॥ ২৫৬
কভু যদি ইহা কর করুণা করিয়া।
সেবক করিয়ে আমি তব আজ্ঞা লঞা ॥ ২৫৭
রামচন্দ্র কহে কথা শুনহ রাজন।
পরম আশ্চর্য্য কথা শুন দিয়া মন ॥ ২৫৮
বৃন্দাবনে রাধাকৃষ্ণ করিবারে সেবা।
মনের লালসা তোমার হঞাছে যদিবা ॥ ২৫৯

রাগের সহিতে যদি চরণ সেবন।
হইতে পারি যদি দুহুঁার কৃপার ভাজন ॥ ২৬০
জন্মে জন্মে যদি বাস শ্রীব্রজমণ্ডলে।
প্রচুর পরিচর্য্যা সেই পরম নির্ম্মলে ॥ ২৬১
তবেত স্বরূপ রূপ গোসাঞি সনাতন।
গণের সহিত গোপাল ভট্টের চরণ ॥ ২৬২
ইহা সবার পদে নিষ্ঠা যার চিত্ত হয়।
তবে সেই জন দুঁহার চরণ সেবয় ॥ ২৬৩

তথাহি। স্তবাবল্যাং বিলাপ কুসুমাঞ্জলৌ ১৪। ১৫ শ্লোকে।

যদা তব সরোবরং সরস ভৃঙ্গ সংঘোল্লসৎ,
সরোরুহ কুলোজ্জ্বলং মধুর বারিসম্পূরিতাং।
স্ফুটৎ সরসিজাক্ষিহে নয়ন যুগ্ম সাক্ষাদ্বভৌ,
তদৈব মম লালসা জানি তদৈব দাস্যেরসে ॥২৬৪

যদবধি মম কাচিন্মঞ্জরী রূপপূর্বা,
ব্রজভুবি বত নেত্রদ্বন্দ্বদীপিতং চকার।
তদবধি তব বৃহদারণ্যরাজ্ঞি প্রকামং
চরণ কমলাক্ষ্য সংদৃক্ষা সমাভূৎ ॥ ২৬৫

স্তববল্যাং মনঃ শিক্ষায়াং ৩ শ্লোকে ॥

যদীশেহ রাবাসং ব্রজভুবি সরাগং প্রতি জন্ম
যুবদ্বন্দ্বং অচ্চেৎ পরিচারিতুমারাদভিলষেঃ।
স্বরূপং শ্রীরূপং সগণমিহ তস্যাগ্রজমপি
স্ফুটং প্রেম্না নিত্যং স্মর নম তদা ত্বং শৃণু মনঃ ॥ ২৬৬
স্মর যুদ্ধে বিবশ শ্রীরাধা গিরিভৃতে।
সেবন করিয়ে যদি রূপের সহিতে ॥ ২৬৭
তবে সে পাইবে ব্রজে সাক্ষাৎ সেবন।
তদাশ্রিত জনে মাত্র মিলে এই ধন ॥ ২৬৮
রাধাকৃষ্ণ পূজা নাম সদাই গ্রহণ ॥
দুহুঁকার ধ্যান আর নাম সংকীর্ত্তন ॥ ২৬৯
বহু পরণাম সদা মনের আনন্দে।
অবিরত সেই সেবা করহ স্বচ্ছন্দে ॥ ২৭০
এই পঞ্চামৃত পান সুনিয়ম করি।
আনন্দে সেবহ সদা গোবর্দ্ধন গিরি ॥ ২৭১
সুখের সহিতে শ্রীরূপানুগা হইয়া।
সেবন করহ দুহুঁার মন মজাইয়া ॥ ২৭২

তথাহি। স্তববল্যাং মনঃ শিক্ষায়াং ১১ শ্লোকে ॥

সমং শ্রী রূপেন সময় বিবশরাধা গিরি ভূতো -
র্ব্রজে সাক্ষাৎ সেবালভনবিধয়ে তদ গুণযুজোঃ।
তদি জ্যাখ্যান্যানং শ্রবণ নতি পঞ্চামৃতমিদং
ধয়নিত্যা গোবর্দ্ধনমনুদিনং তৎ ভজমনঃ ॥ ২৭৩

শ্রীরূপ মঞ্জরী আর শ্রীগুণ মঞ্জরী।
উপমা দিবার নাই সমান মাধুরী ॥ ২৭৪
শ্রীরূপ মঞ্জরী শ্রীগুণ মঞ্জরীর প্রতি।
প্রার্থনা করিলা তারে পাইয়া পিরীতি ॥ ২৭৫
উদয় হইল যবে মধুর উৎসব।
বহু ব্রজাঙ্গনা কৃষ্ণে বেড়িলেন সব ॥ ২৭৬
হাস্য পরিহাস কত লাবণ্য মাধুরী।
নানান কৌতুক লীলায় আপনা পাশরি ॥ ২৭৭
হাস্যরসে উজ্জ্বল শ্রীরাধা সুধামুখী।
শ্রীকৃষ্ণের প্রেরণ করে হইয়া বড় সুখী ॥ ২৭৮
নেত্রের অঞ্চলে তারে প্রেরণ করিয়া।
দেখহ যে গুণমঞ্জরী আছে লুকাইয়া ॥ ২৭৯
ইহার বদন যাই করহ চুম্বন।
হেন কৌতুক দেখিব কবে ভরিঞা নয়ন ॥ ২৮০

তথাহি। স্তবমালায়াং উৎকলবল্লরী স্তবে
৪৬ অঙ্কে ॥

উদঞ্চতি মধুৎসবে সহচরীকুলেনাকুলে
কদা ত্বমবলোক্যসে ব্রজপুরন্দরস্যাত্মজ।
স্মিতোজ্জ্বলমদীশ্বরী চলদৃগঞ্চল প্রেরণা।
ন্মিলীন গুণমঞ্জরী বদনমত্র চুম্বন্ময়া ॥ ২৮১

এইভাব দৃঢ় করি শ্রীদাস গোসাঞি।
নিজগ্রন্থ মাঝে তাহা লিখিলা তথাই ॥ ২৮২
শ্রীবিশাখানন্দ স্তবে লিখিলেন শেষে।
তার মধ্যে এই বাক্য পরম নির্য্যাসে ॥ ২৮৩

তথাহি। স্তববল্যাং বিশায়াদন্দ স্তোত্রে ১৩৪ অঙ্কে
শ্রীমদ রূপপাদাম্ভোজ ধূলীমাত্রৈক সেবিনা।
কেনাচিৎ গ্রথিতা পদ্যৈর্মালাঘ্রেয়া তদাশ্রয়ৈঃ ॥

শ্রীরূপের পাদপদ্ম ধূলির সেবন।
কোন জন এই পদ্য করিলা গ্রহণ॥ ২৮৫
এই পদ্য মালা গাঁথি আনন্দিত মন।
মনোহর মাল্য গন্ধ পাবে কোনজন॥ ২৮৬
শ্রীরূপের আশ্রিত যেই সেই গন্ধ পায়।
সেই গন্ধ পাইতে আর নাহিক উপায়॥ ২৮৭
অতএব গোসাঞি ইহা মনেতে জানিয়া।
মনের আনন্দে লিখেন বেকত করিয়া॥ ২৮৮
শ্রীরূপ সনাতন আজ্ঞা লইয়া শিরে॥
বসতি করিলা যিহোঁ রাধাকুণ্ড তীরে॥ ২৮৯

তথাহি। রাধাকুণ্ড তটে বসন্নিমতঃসাভ্রাতৃরূপা-
জ্ঞায়া ইত্যাদি॥ ২৯০

নিয়ম করিয়া গোসাঞি বাস কৈল।
নিরবধি এই তার নিয়ম হইল॥ ২৯১
অনন্ত গুণ রঘুনাথের কে করিব লেখা।
রঘুনাথের নিয়ম যেন পাষাণের রেখা॥ ২৯২

তথাহি। স্তবাবল্যাং স্বনিয়ম দশকে ১ শ্লোকে॥

গুরৌমন্ত্রে নাম্নি প্রভুবর শচীগর্ভজপদে
স্বরূপে শ্রীরূপে গণযুজি তদীয় প্রথমজে।
গিরীন্দ্রে গান্ধর্বী সরসি মধুপুর্য্যাং ব্রজবনে
ব্রজে ভক্তে গোষ্ঠালয়িষু পরমাস্তাং মমরতি॥
২৯৩

শ্রীগুরুমন্ত্র আর কৃষ্ণনাম
অতি রসময় তনু চৈতন্য গুণধাম॥ ২৯৪
স্বরূপ গোসাঞি আর শ্রীরূপ গোসাঞি।
গণের সহিত আর তার বড় ভাই॥ ২৯৬
শ্রীগিরীন্দ্র আর গান্ধর্বী সরোবর।
শ্রীমথুরা মণ্ডল আর বৃন্দাবন স্থল॥ ২৯৬
শ্রীব্রজ মণ্ডল আর ব্রজ ভক্তজনে।
পরমাস্থা রতি মোর এইসব স্থানে॥ ২৯৭
এইসব কথা রাখ চিত্তের ভিতরে।
ইহাতে রহিত যেই সেই মতান্তরে॥ ২৯৮
পরকিয়া লীলা এই অতি গাঢ়তর।
ভাগ্যহীন জনের ইহা না হয় গোচর॥ ২৯৯

এই ভাব প্রাপ্তি লাগি যদি লোভ থাকে।
নিতান্ত করিয়া সেব আপন প্রভুকে॥ ৩০০
শ্রীকবিরাজ গোসাঞি মরম জানিয়া।
লিখিলেন নিজ গ্রন্থে বেকত করিয়া॥ ৩০১
পরকিয়া লীলা এই রূপের সম্মত।
নিশ্চয় করিয়া ভাই কহিলাম তত্ত্ব॥ ৩০২
মহাপ্রভু যেবা লীলা কৈল আস্বাদন।
সবে এক জানে তাহা স্বরূপাদিগণ॥ ৩০৩
পরকীয়া রসে প্রভুর সদা অভিলাষ।
সামান্য শ্লোকেতে কৈল মনের উল্লাস॥ ৩০৪

তথাহি: চৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে ১ পরিচ্ছেদে॥

যঃ কৌমার হরঃ স এবহি বরস্তা এব চৈত্রক্ষপা
স্তে চোন্মীলতমালতীসুরভয়ঃ প্রৌঢ়া কদম্বানীলা
সা চৈবাস্মি তথাপি তত্র সুরত ব্যাপার লীলা
বিধৌ
রেবারোধসি বেতসীতরুতলে চেত সমুৎকণ্ঠতে।
৩০৫

নৃত্য মধ্যে এই শ্লোক পড়িতে বার বার।
স্বরূপ বিনা অর্থ কেহো না বুঝে ইহার। ৩০৬

দৈবে নীলাচলে আইলা শ্রীরূপ গোসাঞি।
শ্লোকগুলি অভিপ্রায় করিলা তথাই ॥ ৩০৭
শ্রীরূপ জানিল প্রভুর ভাব গাঢ়তর।
শ্লোক লিখিলেন প্রভুর জানিয়া অন্তর ॥ ৩০৮
শুন পূর্বে দেখ দুঁহে কৌমারের কালে।
বেতসী বনে লীলা কৈল কুতুহলে ॥ ৩০৯
দৈবে সংযোগে দুঁহার বিবাহ হইল।
বিবাহ হইতে সেই সুখ না হইল ॥ ৩১০
বিবাহ হইলে পুন দুঁহার হইল মিলন।
পূর্ববৎ সুখ তাতে নহে আস্বাদন ॥ ৩১১
পূর্বে পরকীয় দুঁহার ভাববিশেষে।
অতএব শ্লোক পড়ি প্রভুর হয়ত আবেশে ॥ ৩১২
মহাপ্রভুর অন্তরকথা কেহো নাহি জানে।
শ্রীরূপ গোস্বামী জানি কৈলা প্রকাশনে ॥ ৩১৩

তথাহি। চৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে ১ পরিচ্ছেদে

প্রিয়ঃ সোঽয়ং কৃষ্ণঃ সহচরী কুরুক্ষেত্র মিলিত
স্তথাহংসা রাধা তদিদমুভয়োঃ সঙ্গমসুখম্।
তথাপ্যন্তঃ খেলন্মধুর মুরলী-পঞ্চম জুষে
মনো মে কালিন্দী পুলিনবিপিনায় স্পৃহয়তি ॥
৩১৪

সেই আমি সেই তুমি সেই নব সঙ্গম।
তথাপি আমার মন হরে বৃন্দাবন ॥ ৩১৫
বৃন্দাবনে তোমা লইয়া যে সুখ আস্বাদন।
সে সুখ মাধুর্য্যের ইহা নাহি এক কণ ॥ ৩১৬
সেই রাধা সেই কৃষ্ণ সেই বৃন্দাবন।
অচিরে মিলন হেতু বাঞ্ছা অনুক্ষণ ॥ ৩১৭
বৃন্দাবন বিনা নহে পরকীয়া ভাব।
অন্যত্র সঙ্গ হইলে নহে সেই সুখ লাভ ॥ ৩১৮
অতএব এই ভাবের ব্রজেই বসতি।
বৃন্দাবন ধাম দুহার অত্যন্ত পিরীতি ॥ ৩১৯

এতেক বচন রামচন্দ্র যদ্যপি কহিল।
শুনিয়াত রাজার চিত্তে আনন্দ বাড়িল ॥ ৩২০
রামচন্দ্র কহে রাজা বিনয় করিয়া।
ধামশ্রেষ্ঠ হয় কিবা কহ বিবরিয়া ॥ ৩২১
অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে শ্রেষ্ঠ কোন ধাম।
কোন ধামে কৃষ্ণ সদা করেন বিশ্রাম ॥ ৩২২
এই সব কথা মোরে কহ মহাশয়।
রামচন্দ্র কহে তবে হইয়া সদয় ॥ ৩২৩

তথাহি। শ্রীবরাহে

অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডে অনন্ত ত্রিগুণোচ্চয়ে
তৎকলা কোটিকটাংশা ব্রহ্মাবিষ্ণু মহেশ্বরাঃ ॥
ইতি ৩২৪

ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান।
সর্ব অবতার সর্ব কারণ প্রধান ॥ ৩২৫
অনন্ত বৈকুণ্ঠে যার অনন্তাবতার।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে ইহা সবার আধার ॥ ৩২৬
সচ্চিৎ আনন্দ তনু ব্রজেন্দ্র নন্দন।
সর্বৈশ্বর্য্য সর্ব শক্তি সর্ব পরিপূর্ণ ॥ ৩২৭

তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়াং ॥

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহঃ।
অনাদিরাদি গোবিন্দ সর্বকারণ কারণং ॥ ৩২৮

বৃন্দাবনে অপ্রাকৃত নবীন মদন।
কামগায়ত্রী কামবীজে যার উপাসন ॥ ৩২৯
পুরুষ যোষিত কিবা স্থাবর জঙ্গম।
সর্বচিত আকর্ষয়ে সাক্ষাৎ মন্মথ মদন ॥ ৩৩০
এই শুদ্ধভাবে যেই করয়ে ভজন।
অনায়াসে মিলে তার ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥ ৩৩১
অখিল রসামৃত মূর্ত্তি—বিধুর্জয়তি।

তথাহি। ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ববিভাগে ১ শ্লোকঃ

অখিল রসামৃত মূর্ত্তিঃ প্রসৃমররুচিরুদ্ধ তার-
কাপালিঃ।
কলিতশ্যামালিলতো রাধা প্রেয়ান বিধুর্জয়তি॥
৩৩২

তথাহি শ্রী বরাহে—

অক্ষরং নিত্যমানন্দং গোবিন্দস্থানমব্যয়ং।
গোবিন্দদেহতো ভিন্নং পূর্ণং ব্রহ্মসুখাশ্রয়ং॥ ৩৩৩
যদব্রহ্ম পরমৈশ্বর্য্যং নিত্যং বৃন্দারনাশ্রয়ং।
তদ্দেবি মাথুরং মধ্যে বৃন্দারণ্য বিশেষতঃ॥ ৩৩৪
গুহ্যাদগুহ্যতমং রমং মধ্যে বৃন্দাবনাস্থিতং।
পূর্ণ ব্রহ্ম সুখৈশ্বর্য্যং নিত্যমানন্দমব্যয়ং
বৈকুণ্ঠাদি তদেবাংশং স্বয়ংবৃন্দাবনংভুবি॥ ইতি॥
৩৩৫

ব্রহ্ম শব্দে কহি শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান।
সর্বৈশ্বর্য্যময় যিহোঁ গোলক নিত্যধাম॥ ৩৩৬
নিত্য আনন্দ যার অক্ষয় অব্যয়।
ষড়ৈশ্বর্য্য পূর্ণ যার পার্ষদগণোচ্চয়॥ ৩৩৭
স্বয়ং কৃষ্ণ স্বয়ং ধাম ইথে অন্য নয়।
বৃন্দাবন স্বয়ং ভুবি ইথে কি সংশয়॥ ৩৩৮
বৈকুণ্ঠাদি ধাম যার হয়েন সে অংশ।
স্বয়ং বৃন্দাবন ভুবি সর্ব অবতংশ॥ ৩৩৯
গোলক শব্দেতে কহি গোকুল নগরী।
গোকুলের আখ্যা গোলক কহিল বিবরি॥ ৩৪০
অন্য গোলক গোকুলের হয়েন বৈভব।
তাহার প্রমাণ কহি শুন এই সব॥ ৩৪১

তথাহি। লঘু ভাগবতামৃতে ধাম প্রকরণে ৭২
অঙ্কে॥

যত্ত্‌, গোকলোক নামস্যাত্তচ্চ গোকুল
বৈভবমিতি॥ ২৪২

রাজা কহে ষড়ৈশ্বর্য্য কাহারে কহয়ে।
তবে রামচন্দ্র তার প্রমাণ কহয়ে॥ ৩৪৩

তথাহি শ্রী ভাগবতামৃতে॥

বিবিধাশ্চর্য্য মাধুর্য্য গাম্ভীর্য্যৈশ্বর্য্য বীর্যকং
ঔদার্য্যং ধৈর্য্যমিত্যেতৎ ষড়ৈশ্বর্য্য মুদীরিতং॥
৩৪৪

নানান আশ্চর্য্য মাধুর্য্য গাম্ভীর্য্য তাহার।
বীর্য্য উদার্য্য নাহি তার পার॥ ৩৪৫

তথাহি। ঐশ্বর্য্য সমগ্রস্য বীর্য্যস্য যব সংশ্রিয়ঃ
জ্ঞান বৈরাগ্যয়ো শ্চৈব ষন্না ভগ ইতীঙ্গনা॥ ৩৪৬

সমস্ত ঐশ্বর্য্য আর বীর্য্য সমগ্র হয়।
যশঃ প্রিয় জ্ঞান বৈরাগ্য সমগ্র নিশ্চয়॥ ৩৪৭
পুন রাজা কহেন শ্রীরামচন্দ্র প্রতি।
এইসব কথা কহ পাইয়া পিরীতি॥ ৩৪৮
গঙ্গা যমুনার এই মহিমা শুনিতে।
গুণাধিক্য কেবা তাতে কহত নিশ্চিতে॥ ৩৪৯
কৃষ্ণ সর্বারাধ্য হয় এবে যে শুনিল।
শ্রী রাধিকার মহিমা শুনিতে ইচ্ছা হইল॥
কৃষ্ণের স্বকীয়া লীলা আর পরকীয়া।
এইসব কথা কহ বিস্তার করিয়া॥ ৩৫১
এত শুনি রামচন্দ্র আনন্দ অন্তরে।
কহিতে লাগিলা তারে করিয়া বিস্তারে॥ ৩৫২

শুনহ রাজন তুমি বড় প্রশ্ন কৈলে।
পরম পবিত্র এই কথা নিরমলে॥ ৩৫৩
গঙ্গার মহিমা যত শাস্ত্রে আছে খ্যাতি।
তাহা হইতে যমুনার কোটি গুণ ব্যাপ্তি॥ ৩৫৪
শাস্ত্র পর সিদ্ধ ইহা কিছু অন্য নয়।
পুরাণ বচনে ইহা আছয়ে নিশ্চয়॥ ৩৫৫
যে যমুনার উভয় তটে মনোরম।
শুদ্ধ স্বর্ণবদ্ধ যাতে মানিক্য রতন॥ ৩৫৬
হেন সেই যমুনার পরম মাহাত্ম্যকে।
কোটি গঙ্গা সম গুণ কহিল তোমাকে॥ ৩৫৭
যমুনার মহিমা ভাই কি কহিব আর।
যাতে নিত্য লীলা করে ব্রজেন্দ্র কুমার॥ ৩৫৮

তথাহি। তস্যোভয়তটী রম্যঃ শুদ্ধ কাঞ্চন নির্ম্মিতং
গঙ্গা কোটিগুণপ্রোক্ত যস্য স্পর্শর বাটক॥
ইতি॥ ৩৫৯

ইবেত কহিয়ে শুন শ্রীরাধার মহিমা।
আপনেই কৃষ্ণ যার নাহি পায় সীমা॥ ৩৬০
শ্রীরাধিকা হয়েন গুণ রতনের খনি।
যাহার মহিমা সর্ব শাস্ত্রেতে বাখানি॥ ৩৬১
শ্রীরাধিকার গুণসিন্ধুর কৃষ্ণ না পায় পার।
তার গুণ কি কহিব মুঞি নির্বুদ্ধি ছার॥ ৩৬২
অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে যত দেবীগণ।
সবার হয়েন ইহোঁ শিরের ভূষণ॥ ৩৬৩

তথাহি। শ্রীবৃহদ্গৌতমীয়ে চরিতামৃতে আদি
খণ্ডে ৪ পরিচ্ছেদে।

দেবীকৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা।
সর্ব লক্ষ্মীময়ী সর্বকান্তি সম্মোহিনীপরা॥ ইতি

কৃষ্ণকান্তাগণ দেখি ত্রিবিধ প্রকার।
লক্ষ্মীগণ নাম এক মহিষীগণ আর॥ ৩৬৫
ব্রজাঙ্গনা রূপ আর কান্তাগণ সার।
শ্রীরাধা হইতে কান্তাগণের বিস্তার॥ ৩৬৬
অবতরি কৃষ্ণ যৈছে করে অবতার।
অংশিনী রাধা হৈতে তিন গুণের বিস্তার॥ ৩৬৭
লক্ষ্মীগণ তার বৈভব বিলাসাংশ রূপ।
মহিষীগণ তাঁর বৈভব প্রকাশ স্বরূপ॥ ৩৬৮
আকার স্বভাব ভেদে ব্রজ দেবীগণ।
কায় ব্যূহরূপ তার রসের কারণ॥ ৩৬৯
বহু কান্তা বিনা নহে রসের উল্লাস।
লীলার সহায় লাগি বহুত প্রকাশ॥ ৩৭০
দেবী কহে দ্যোতমানা পরম সুন্দরী।
কিম্বা কৃষ্ণ ক্রীড়া পূজা বসতি নগরী॥ ৩৭১
কিম্বা রসময় প্রেম কৃষ্ণের স্বরূপ।
তার শক্তি তার সহ হয় একরূপ॥ ৩৭২
কৃষ্ণের বাঞ্ছা পূর্ণ রূপ করে আরাধনে।
অতএব রাধিকা রূপ পুরাণে বাখানে॥ ৩৭৩

তথাহি। শ্রীদশমে ৩০ অধ্যায়ে ২৩ শ্লোকে।
অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান হরিরীশ্বরঃ।
যন্নোবিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো যামনয়দ্রহঃ॥
ইতি॥ ৩৭৪

অতএব সর্ব পূজ্য পরম দেবতা।
সর্ব পালিকা সর্ব জগতের মাতা॥ ৩৭৫
সর্ব লক্ষ্মীগণ পূর্বে করিয়াছি আখ্যান।
সর্ব লক্ষ্মীসণে রতি হইল অধিষ্ঠান॥ ৩৭৬

সর্ব সৌন্দর্য্য কান্তি বসতে তাহাতে।
সর্ব লক্ষ্মীগণ পূর্বে করিয়া আখ্যান ॥ ৩৭৭
কিম্বা কান্তি কান্তি শব্দে কৃষ্ণের স্বইচ্ছা কহে।
কৃষ্ণের সকল বাঞ্ছা রাধিকাতে রহে ॥ ৩৭৮
রাধিকা করেন কৃষ্ণের বাঞ্ছিত পূরণ।
সর্বকান্তি শব্দের এই অর্থ নিরূপণ ॥ ৩৭৯
জগৎ মোহন কৃষ্ণ তাহার মোহিনী।
অতএব সমস্তের পরা ঠাকুরাণী ॥ ৩৮০
কৃষ্ণ যেন আদি পুরুষ স্বয় ভগবান।
সর্ব প্রকৃতি আদি রাধাশাস্ত্র পরমাণ ॥ ৩৮১
হেন কৃষ্ণপ্রিয়া রাধাগুণের অবধি।
যার গুণ কৃষ্ণচিত্তে স্ফুরে নিরবধি ॥ ৩৮২
দুর্গা ত্রিগুণা যার কলার কোটির অংশ।
শ্রীকৃষ্ণ বল্লভা রাধা সর্ব অবতংস ॥ ৩৮৩

তথাহি। শ্রীবরাহে।

তৎপ্রিয়া প্রকৃতিস্ত্বদ্যা রাধিকা তস্য বল্লভা।
তৎকলা কোটি কট্যংশা দুর্গাদ্যা ত্রিগুণাত্মিতাঃ
ইতি ॥ ৩৮৪

সর্ব শিরোমণি ভাব মধ্যে মহাভাব হয়।
আর যত ভাব সেই ভাবের আশ্রয় ॥ ৩৮৫
সেই মহাভাব যার শরীরে নিবাস।
অন্য ধামে সেই ভাবের কভু নহে বাস ॥ ৩৮৬
মহাভাবে ভাবিত যার চিত্তেন্দ্রিয় মন।
সদা কৃষ্ণ যার চিত্তে হয়ত স্ফুরণ ॥ ৩৮৭
কৃষ্ণময়ী কৃষ্ণ যার ভিতরে বাহিরে।
যাহা যাহা নেত্রে পড়ে তাহা কৃষ্ণ স্ফুরে ॥ ৩৮৮
মহাভাব স্বরূপা শ্রীরাধা ঠাকুরাণী।
সর্বগুণ খনি কৃষ্ণে কান্তা শিরোমণি ॥ ৩৮৯
স্বকীয়াতে মহাভাবের কভু নহে গতি।
পরকীয়া ভাবে যার সদাই বসতি ॥ ৩৯০
সেই পরকীয়া লীলার বৃন্দাবনে বাস।
নিরন্তর উঠে যাতে রসের উল্লাস ॥ ৩৯১
মহাভাব স্বরূপ এই শ্রীদাস গোসাঞি।
প্রেমাম্ভোজ মকরন্দ্যাক্ষে লেখিলা তথাই ॥ ৩৯২

তথাহি। প্রেমাম্ভোজমকরন্দাখ্যস্তোত্রে ॥
মহাভাবোজ্জ্বল চিন্তা রত্নোদ্ভাবিতবিগ্রহাং।
সখীপ্রণয় সদগন্ধ রবোদ্বর্ত্তন সুপ্রভাং ॥ ইতি ॥
৩৯৩

এ আদি করিয়া গোসাঞি যত যত শ্লোক।
লিখিলেন সেই ভাব করিয়া প্রত্যেক ॥ ৩৯৪
হ্লাদিনীর সার প্রেমসার ভাব।
ভাবের পরম কষ্ঠ নাম মহাভাব ॥ ৩৯৫

তথাহি। উজ্জ্বল নীলমনৌ রাধা প্রকরণে ২ অঙ্কে ॥
মহাভাব স্বরূপেয়ং গুণৈরতিবরীয়সী ॥ ইতি ॥
৩৯৬

প্রেমের স্বরূপ দেহ প্রেমে বিভাবিত।
কৃষ্ণের প্রেয়সী চেষ্টা জগতে বিদিত ॥ ৩৯৭

তথাহি। ব্রহ্ম সংহিতায়াং।
আনন্দ চিন্ময় রস প্রতিভাবিতাভি
স্তাভির্য এব নিজরূপতয়া কলাভিঃ।
গোলক এব নিবস্ত্যখিলাত্মভূতো
গোবিন্দমাদি পুরুষং তমহং ভজামি ॥ ইতি ॥ ৩৯৮

সেই মহাভাব হয় চিন্তামণি সার।
কৃষ্ণ বাঞ্ছা পূর্ণ করে এই কার্য্য তার ॥ ৩৯৯

মহাভাব চিন্তামণি রাধার স্বরূপ।
ললিতাদি সখী যার কায় বহুরূপ॥ ৪০০
রাধা প্রতি কৃষ্ণস্নেহ সুগন্ধি উর্দ্ধতন।
তাথে অতি সুগন্ধি দেহ উজ্জল বরণ॥ ৪০১
করুণামৃত ধারায় স্নান প্রথম।
তরলামৃত ধারায় স্নান মধ্যম॥ ৪০২
লাবণ্যামৃত ধারায় তদুপরি স্নান।
নিজ লজ্জায় শ্যামপট শাড়ী পরিধান॥ ৪০৩
কৃষ্ণে অনুরাগ দিতে উচল বসন।
প্রণয় মান কৃঞ্চলিকা বক্ষে আচ্ছাদন॥ ৪০৪
সৌন্দর্য্য কুঙ্কুম সখীর প্রণয় চন্দন।
স্নিগ্ধকান্তি কর্পূর তিলে অঙ্গে বিলেপন॥ ৪০৫
কৃষ্ণের উজ্জল রস মৃগমদভর।
সেই মৃগমদে বিচিত্র কলেবর॥ ৪০৬
প্রচ্ছন্ন মান বাম্য ধম্মিল বিলাস।
ধীরা অধীরাত্ম গুণ অঙ্গে পট্টবাস॥ ৪০৭
রাগ তাম্বুল রাগে অধর উজ্জল।
প্রেম কৌটিল্য নেত্রে যুগলে কজ্জল॥ ৪০৮
সুদীপ্ত সাত্বিক ভাব বহু সাদি সঞ্চারি।
এইসব ভাব ভূষা অঙ্গে ভারি॥ ৪০৯
কিলকিঞ্চিতাদি ভাব বিংশতি ভূষিত॥
গুণশ্রেণী পুষ্পমালা সর্ব্বাঙ্গে পূরিত॥ ৪১০
সৌন্দর্য্য তিলক চারু ললাটে উজ্জল।
প্রেম কৌটিল্য নেত্রে যুগলে উজ্জল॥ ৪১১
মধ্যবয়ঃ স্থিতি সখী স্কন্ধে করন্যাস।
কৃষ্ণলীলা মনোবৃত্তি সখী আশ পাশ॥ ৪১২
নিজাঙ্গ সৌরভানেত্রে সব পর্য্যঙ্ক।
তাথে বসিয়াছে সদা চিন্তে কৃষ্ণসঙ্গ॥ ৪১৩

কৃষ্ণনাম গুণ যশ অবতংশ কানে।
কৃষ্ণনাম গুণ যশ প্রবাহ বচনে॥ ৪১৪
কৃষ্ণকে করায় শ্যামরস মধুপান।
নিরন্তর পূর্ণ করে কৃষ্ণের সর্ব কাম॥ ৪১৫
যার সদ্‌গুণ গুণের না পায় পার।
তার গুণ গণিবেক কেমনে জীব ছার॥ ৪১৬

তথাহি। সৌভাগ বর্গমতনোৎ মৌলিভূষণ মঞ্জরী।
আবৈকুণ্ঠ মজানতানি চকসিমাস তদ্‌যশা॥৪১৭
আনন্দৈক সুধা সিন্ধু চাতুর্যৈক সুধাপুরী।
মাধুর্য্যৈক সুধাবল্লী গুণরত্নৈক পেটিকা॥ ইতি ৪১৮

আনন্দ সুধাসিন্ধু একবিধি সিরাজিল।
চাতুর্য্যের এক পরিকরি রাধা নিরমিল॥ ৪১৯
কিবা বিধি সিরজিল এ মাধুর্য্যের লতা।
গুণরত্ন পেটিকা এক নিরমিল ধাতা॥ ৪২০
শ্রীরাধা পাদপদ্মকৃত রেণু যার অনারাধ্য।
শ্যামাধুর্য্য রস তারে কভু নহে বেদ্য॥ ৪২১
শ্রীরাধার পদাঙ্কিত ভূমি বৃন্দাবন।
ইথে অনাশ্রিত জনে প্রাপ্তি নহে ধন॥ ৪২২
রাধাভাবে গম্ভীর চিত্ত যেবা সাধুজনে।
তাহাকে সম্ভাষ না করে যেই জনে॥ ৪২৩
সেই জনে প্রভু নহে শ্যামসিন্ধু অবগাহ।
নিশ্চয় কহিল ইহা নাহিক সন্দেহ॥ ৪২৪

তথাহি। স্তবাবল্যাং সংকল্পপ্রকাশ স্তোত্রে ১ শ্লোকঃ॥

অনারাধ্য রাধাপদাম্ভোজ রেণু—
মনাশ্রিত্য বৃন্দাটবীং তৎপদাঙ্কং।

অসংভাষ্য তদ্ভাবগম্ভীর চিত্তান্
কৃতঃ শ্যামসিন্ধো রসস্যাবগাহঃ ॥ ৪২৫

ব্রহ্মাণ্ডাদি মধ্যে রাধা নাম মনোহর।
স্ফূর্ত্তি হইয়াছে তাহা সদা নিরন্তর ॥ ৪২৬
আগম নিগমে যেই রাধার গুনগণ।
নারদাদি মুনি করে যে নাম কীর্ত্তন ॥ ৩২৭
হেন রাধা পাদপদ্ম করি অনাদর।
গোবিন্দ ভজনে যার বাঞ্ছা নিরন্তর ॥ ৪২৮
হেন রাধা নাহি ভজে কৃষ্ণে করে রতি।
সে বড় কপটী দম্ভী অতি মূঢ়মতি ॥ ৪২৯
তাহার নিকটে বাস যেন মোর কভু নয়।
সেই সে পতিত স্থান জানিহ নিশ্চয় ॥ ৪৩০

তথাহি। স্তবাবল্যাং স্বনিয়মে ৬ শ্লোকঃ ॥

অনাদৃষ্টো দৃত্যোদগীতামপি মুনিগণৈর্বৈণিক
মুখৈঃ
প্রবীণাং গান্ধার্ব্বমপি চ নির্গমৈস্তৎ প্রিয়তমাং।
য একং গোবিন্দং ভজতি কপটীদাম্ভিকতয়া
তদভার্ণে শীর্ণে ক্ষণমপি ন যামি ব্রতমিদং ॥
ইতি ॥ ৪৩১

ব্রহ্মাণ্ডাদি মধ্যে এই রাধানাম কীর্ত্তি
সাধুজন চিত্তে তাহা সদা আছে স্ফূর্ত্তি।
রাধাসহ কৃষ্ণ ভজ দৃঢ়চিত্ত হঞা
রাধা ভজনে সিক্ত চিত্ত অবশ্য করিয়া। ৪৩২

তথাহি। স্তবাবল্যাং স্বনিরমে ৭ শ্লোকঃ।

অজান্তে রাধেতি স্ফুরদ ভিধয়া সিক্তজনয়া।
ইনায়াসাকং কৃষ্ণং ভজতি য ইহ প্রেম নমিতঃ।
পরং প্রক্ষালৈতচ্চরণ কমলে তজ্জলমহো
মুদা পীতা শশ্বচ্ছিরসি চ বহামি প্রতিদিনং ॥
ইতি ॥ ৪৩৩

এই সব নির্দ্ধার করি শ্রীদাস গোসাঞি।
নিয়ম করি কুণ্ডতীরে বসিলা তথাই ॥ ৪৩৪
সঙ্গে শ্রী কৃষ্ণদাস গোসাঞি শ্রী লোকনাথ।
দিবানিশি কৃষ্ণকথা কহে অবিরত ॥ ৪৩৫
হেনই সময়ে গ্রন্থ গোপাল চম্পক নাম।
সবে মেলি আস্বাদয়ে সদা অবিরাম ॥ ৪৩৬
আস্বাদিয়া চিত্তে অতি উল্লাস।
অত্যন্ত দুরূহ কিবা শ্লোকের আভাস ॥ ৪৩৭
বাহ্যার্থে বুঝয়ে তাহা স্বকীয়া বলিয়া।
ভিতরের অর্থমাত্র কেবল পরকীয়া ॥ ৪৩৮
শ্রীজীবের গম্ভীর হৃদয় না বুঝিয়া।
বহির্লোক বাখানয়ে স্বকীয়া বলিয়া ॥ ৪৩৯
গ্রন্থের মর্ম্মার্থ বুঝ এল পরকীয়া।
আনন্দে নিমগ্ন সবে তাহা আস্বাদিয়া ॥ ৪৪০
পরকীয়া লীলা এই স্থান বৃন্দাবন।
ইহা ছাড়ি অন্য ধামে নহে আমার গমন ॥
৪৪১

তথাহি। স্তবাবল্যাং স্বনিয়মে ২ শ্লোকঃ ॥

নাচন্যত্রক্ষেত্রে হরি তনু সনাথেত্যাদিঃ ॥ ৪৪২

এই বৃন্দাবন মোর সাধন ভজন।
এই স্থানে দেহত্যাগ আমার নিয়ম ॥ ৪৪৩
শ্রীজীব রহেন যেন আমার অগ্রেতে।
শ্রীকৃষ্ণ দাস আর গোসাঞি লোকনাথে ॥৪৪৪

দেহত্যাগ করিব আমি ইহা সবার আগে।
হেনদশা কবে মোর হইব মহাভাগ্যে ॥ ৪৪৫

তথাহি। স্তবাবল্যাং স্বনিয়ম দশকে ৯ শ্লোকঃ।

ব্রজোৎপন্ন ক্ষীরাশন বসন পত্রাদিভিরহং
পদার্থৈ নির্ব্বাহ্য ব্যবহৃতি মদমন্তং স নিয়মঃ।
বসামিশাকুণ্ডে গিরিকুলবরে চৈব সময়ে।
মরিষ্যেতু প্রেষ্ঠে সরসি খলু জীবাদি পুরতঃ॥
ইতি ॥ ৪৪৬

চম্পু গ্রন্থ মর্ম জানি গোসাঞি কবিরাজ।
নিজ লীলা স্থাপন লিখিয়া গ্রন্থমাঝ ॥ ৪৪৭
গোপাল চম্পু নামে গ্রন্থ মহাশূর।
নিত্যলীলা স্থাপন যাতে ব্রজরস পূর ॥ ৪৪৮
রস পূর শব্দে কহি নিত্য পরকীয়া।
হৃদয়ে ধরহ তুমি যতন করিয়া ॥ ৪৪৯
এই রসলীলা নিত্য নিত্য করি জানে।
সেইজন পর শুদ্ধ ব্রজেন্দ্র নন্দনে ॥ ৪৫০
কৃষ্ণ নিত্য লীলা নিত্য নিত্য পরিকর।
স্থাবর জঙ্গম নিত্য পরিকর যার ॥ ৪৫১
যেই লীলা সেই নিত্য ইথে নাহি আন।
প্রকটা প্রকটে মাত্র লীলার বিধান ॥ ৪৫২
স্বেচ্ছাময় কৃষ্ণ লীলা করে অবিরতে।
লীলা প্রকাশিলা তাতে নিত্যলীলা ইথে ॥
৪৫৩

তথাহি। প্রকটা প্রকটে নিত্যং তথৈব বন
গোষ্ঠয়োঃ।
গোচারণং বয়স্যৈশ্চ বিনাসুরবিঘাতনং ॥
৪৫৪

ইহার দৃষ্টান্ত কহি শুনহ রাজন।
তাহার প্রমাণ কহি শুন শাস্ত্রের বচন ॥ ৪৫৫

তথাহি। লঘুভাগবতামৃতে প্রকটা প্রকটে
লীলায়াং ৬১।৬২ অঙ্কে।

ব্রজেশাদেরংশভূতা যে দ্রোণাদ্যা অবাতরন্।
কৃষ্ণস্তানেব বৈকুণ্ঠে প্রহিণোদিতি সংপ্রেতং ॥ ৪৫৬
প্রেষ্ঠে ভ্যোঽপি প্রিয়তমৈ র্জনৈ গোকুল-
বাসিভিঃ।
বৃন্দারণ্যে সদৈবাসৌ বিহার কুরুতে হরিঃ ॥ ৪৫৭

এই সব সাধনাঙ্গ যত কৈল সার।
সম্যক কহিতে তার কে পাইবে পার ॥ ৪৫৮
কৃষ্ণতত্ত্ব রাধতত্ত্ব লীলাতত্ত্ব আর।
নিত্যলীলা আদি করি যতেক প্রকার ॥ ৪৫৯
রামানন্দ রায় সঙ্গে যতেক সিদ্ধান্ত।
রাজায় শুনাইলা তারে বিস্তার একান্ত ॥ ৪৬০
যে সব শুনাইল তারে শক্তি দিয়া।
সব শুনাইলা তারে বিস্তার করিয়া ॥ ৪৬১
সনাতনে প্রভু যত সিদ্ধান্ত কহিল।
ক্রমে ক্রমে সব তাহা রাজারে কহিল ॥ ৪৬২
তবে রাজা রামচন্দ্রে প্রণাম করিয়া।
কহিতে লাগিলা কিছু বিনতি করিয়া ॥ ৪৬৩
শিক্ষা পাই মহারাজার মনের আনন্দ।
কহিতে লাগিলা কিছু করি মন্দ মন্দ ॥ ৪৬৪
কর্ণানন্দ কথা এই সুধার নির্য্যাস।
শ্রবণ পরশে ভক্তের জন্মে প্রেমোল্লাস ॥ ৪৬৫

আচার্য্য প্রভুর কন্যা শ্রীল হেমলতা।
প্রেমকল্পবল্লী নিরমিল ধাতা॥ ৩৬৬
সেই দুই চরণপদ্ম হৃদয়ে বিলাসে।
কর্ণানন্দ রস কহে যত্নাথ দাসে॥ ৪৬৭

—•—

ইতি শ্রীকর্ণানন্দে শ্রাবীর হাম্বীর প্রতি শ্রীরামচন্দ্র শিক্ষা বর্ণন নাম চতুর্থ নির্য্যাস।

। পঞ্চম নির্য্যাস ।

জয় জয় চৈতন্য জয় নিত্যানন্দ॥
জয়াদ্বৈত চন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥ ১
তবে রাজা শ্রীরামচন্দ্রের পদ ধরি।
কহিতে লাগিলা কিছু বচন মাধুরী॥ ২
পূর্ব্বে প্রভু তোমার কহিলা বচনে।
তাহা শুনিয়াছি আমি আপন শ্রবণে॥ ৩
কি হেতু তোমাদের প্রতি গোস্বামী লিখন।
কৃতার্থ করাহ তাহা করাইয়া শ্রবণ॥ ৪
তবে রামচন্দ্র কহে শুনহ কারণ।
যেহেতু আমাদের প্রতি শ্রীজীব লিখন॥ ৫
পূর্ব্বে শ্রীজীব গোস্বামী মোর প্রভুস্থানে।
পাঠাইলা গোপালচম্পূক করিয়া যতনে ৬
গ্রন্থ দেখি প্রভু মোর আনন্দ হৃদয়।
কিবা গ্রন্থ কৈলা গোসাঞি অতি রসময়॥ ৭
শুদ্ধ পরকীয়া লীলা গ্রন্থেতে লিখিল।
তাহা দেখি প্রভুর বড় সুখ উপজিল॥ ৮
শ্রীজীবের গম্ভীরাস এ না বুঝিয়া।
বহিঃশ্লোক বাখানয়ে স্বীকার বলিয়া॥ ৯
ভিতরের অর্থে কেহো নারে প্রবেশিতে।
শুদ্ধ পরকীয়া লীলা লিখিলা তাহাতে॥ ১০
রস গ্রন্থ প্রকাশিলা অমৃতের সার।
কি আশ্চর্য্য কি আশ্চর্য্য ইহা কহে বার বার॥ ১১
কেহো যেন কোথায় মহা রতন পাইয়া॥
সম্পুটে রাখয়ে তাহা গোপন করিয়া॥ ১২
ভিতরের বস্তু কেহো দেখিতে না পায়।
সম্পুটে দেখয়ে বস্তু সনে কি বা দায়॥ ১৩
বস্তু যেবা রাখিয়াছে সেই জন জানে।
অন্য লোকে হয় মাত্র সম্পুটে গিয়ানে॥ ১৪
এই মত সিদ্ধান্ত গোসাঞির বড়ই গম্ভীর।
প্রবেশ করয়ে তাতে যিহোঁ ভক্ত ধীর॥ ১৫
নির্য্যাস রসতত্ত্ব ইহা কেহ না বুঝায়।
অতএব প্রভু মোর সবার প্রতি কয়॥ ১৬
সেই হৈতে এই গ্রন্থ নিত্য পূজা করে।
ভিতরের অর্থ কহো বুঝিতে না পারে॥ ১৭
দৈবযোগে এই গ্রন্থ শ্রীনিবাস চক্রবর্ত্তী॥
সেই গ্রন্থ দেখি তার ফিরি গেল মতি॥ ১৮
ভিতরের অর্থ তাহা না কিছু বুঝিয়া।
বাহ্যার্থ বুঝিল তেহোঁ স্বকীয়া বলিয়া॥ ১৯
পূর্ব্বে আছিলা ইহোঁ মহা বিজ্ঞবর।
দৈবক্রমে তাহার হইল মতান্তর॥ ২০

পূর্বে যবে প্রভু মোর যাজিগ্রাম পুরে।
মোর ভ্রাতায় আজ্ঞা কৃষ্ণলীলা বর্ণিবারে ॥ ২১
শুদ্ধ পরকীয়া লীলা বর্ণন করিলা।
যাহা আস্বাদিয়া লোক উন্মত্ত হইলা ॥ ২২
খেতরী মাঝে শ্রীঠাকুর মহাশয়ের সঙ্গে।
পদ আস্বাদিয়া ভাসে প্রেমের তরঙ্গে ॥ ২৩
আমি দুই সহোদর তার সঙ্গে রহিয়া।
কৃষ্ণকথা রস কহি আনন্দিত হইয়া ॥ ২৪
হেনকালে তথা আইলা শ্রীব্যাস চক্রবর্ত্তী।
চারিজনে একসঙ্গে রহি দিবারাতি ॥ ২৫
তার মধ্যে ব্যাস কিছু বাদার্থ করিলা।
তাহা শুনি চিত্তে মোরা মহাব্যথা পাইলা ॥ ২৬
কহ দেখি তোমরা সব বল পরকীয়া।
কিরূপে করহ তাহা কহ বিবরিয়া ॥ ২৭
তবেত আমরা স্মরণ ব্যবস্থা করিল।
তাহা শুনি চিত্তে তার কুণ্ঠা উপজিল ॥ ২৮
তোমরা কহিলে এই পরকীয়া ভজন।
স্বকীয়াতে প্রাপ্তি হয় শুনহ বচন ॥ ২৯
শ্রীজীবের বাক্য এই অতি অনুপম।
তাহাতেই এই বাক্য আছে পরমাণ ॥ ৩০

মোর প্রভুর হৃদয় না বুঝহ তুমি।
নিশ্চয় করিয়া ইহা কহিলাম আমি ॥ ৩১
ইহা শুনি তিনজন বিচার করিল।
প্রভু বুঝি মনোবৃত্তি ইহারে কহিল ॥ ৩২
বড়ই সন্দেহ মনে বাড়ি গেল অতি।
কি করিব বলি ইহা ভাবে দিনরাতি ॥ ৩৩

সাধন এক প্রাপ্তি এক ইহা কেমনে হব।
সদাই অন্তরে ভাবি কাহারে পুছিব ॥ ৩৪
মোরা ভ্রাতাপদ কৈল পরকীয়া মতে।
মনে ছিল সেই পদ গৌড়ে প্রকাশিতে ॥ ৩৫
এক চিন্তি তিনজনে বিচার করিল।
ভাবিতে ভাবিতে মনে ইহা নিশ্চয় করিল ॥ ৩৬
শ্রীজীব গোসাঞির স্থানে পত্রী করিয়া লেখন।
পাঠাইব পত্র দঢ়াইল তিন জন ৩৭
গোস্বামী পার্ষদবর্গে এক লিখন।
মনে বিচারিল লঞা যাব কোনজন ॥ ৩৮
রায় বসন্ত নামে এক মহাভাগবত।
বৃন্দাবন যাবার লাগি চিন্তে অবিরত ॥ ৩৯
আমরা কহিলাম তারে যত বিবরণ।
তার দ্বারে পত্রী মোরা দিলাম তিনজন ॥ ৪০
শ্রীজীব গোস্বামী আর যত পার্ষদবর্গে।
কহিবে সকল কথা হত মহাভাগে ॥ ৪১
পত্রী লয়া তবে রায় গেলা বৃন্দাবনে।
শ্রী গোস্বামীর পদে যাই কৈল দরশন ॥ ৪২
তারপর পার্ষদবর্গে পত্র দিলেন লইয়া।
কহিলেন সব কথা বিস্তার করিয়া ॥ ৪৩
কথক দিন রহি গোসাঞি দিল প্রত্যুত্তর।
পার্ষদগণ পত্রী লঞা আইল সত্বর ॥ ৪৪
লিখিলেন গোসাঞি এ আমার প্রভুরে।
ব্যাস প্রতি কিছু বিতৃষ্ণ অন্তর নির্দ্ধারে ॥ ৪৫
আবেশ করিয়া এই গোস্বামী লিখনে।
ব্যাস শর্ম্মা সম্প্রতি আছেন কোন স্থানে ॥ ৪৬
অবশ্য এই বার্ত্তা লিখিবে আমারে।
বুঝিতে নারিয়ে আমি তাহার অন্তরে ॥ ৪৭

তবে আমাদের প্রতি গোস্বামী লিখন।
পরম আশ্চর্য্য পত্রী কর্ণ রসায়ন ॥ ৪৮
মোরে পত্রী লিখিবারে কিবা প্রয়োজন।
শ্রী মদাচার্য্যের যাথে কৃপার ভাজন ॥ ৪৯
বিশেষে উপদেশিলা শ্রী আচার্য্য মহাশয়।
তার যেই মত সেই মোর মত হয় ॥ ৫০
সাধনে যেই ভাব্য সেই প্রাপ্তি হয়।
পত্রীতে বুঝাইল ইহা নাহিক সংশয় ॥ ৫১
এই তত্ত্ববস্তু শ্রী গোসাঞি কৃষ্ণদাস।
নিজ গ্রন্থ মাঝে তাহা করিলা প্রকাশ ॥ ৫২
ব্রজের কোন ভাব লইয়া যেই জন ভজে।
ভাব যোগ্য দেহ পায় কৃষ্ণ পায় ব্রজে ॥ ৫৩
এই সব সারবস্তু কহিল নিশ্চয়।
শুনহ গোস্বামীর পত্রী শ্রবণ মঙ্গল ॥ ৫৪
মোর প্রভু প্রতি আগে গোস্বামী লিখন।
তাঁহি মধ্যে তোমার নাম করহ শ্রবণ ॥ ৫৫
রায় বসন্ত যবে বৃন্দাবন গেলা।
মোর প্রভুর বার্ত্তা গোসাঞি জিজ্ঞাসিলা ॥ ৫৬
জানাইলা সব বার্ত্তা শ্রী রায় বসন্ত।
জানিলেক সব গোসাঞি যতেক বৃত্তান্ত ॥ ৫৭
আগে পত্রী পাঠাইলা গোসাঞি আমার প্রভুকে
পত্রী পাই প্রভু মোর ধরিলা মস্তকে ॥ ৫৮
পত্রে বৈদ্য হইলা প্রভু যতেক সমাচার।
পত্রী পড়ি প্রভুর নেত্রে বহে জলধার ॥ ৫৯
তার পরে রায় যবে আইলা গৌড়দেশে।
পত্রী পাই আমাদের আনন্দ সন্তোষে ॥ ৬০
তাহারে পুছিনু আমি সকল কারণ।
শর্মা উক্তি কৈল ইথে গোস্বামী লিখন ॥ ৬১
রায় কহে যবে গোসাঞি শুনিলা কারণ।
শর্মা বিনা হেন উক্তি করিব কোন জন ॥ ৬২
ভক্ত মুখে হেন উক্তি কভু নাহি হয়।
ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের মুখে কহয়ে নিশ্চয় ॥ ৬৩
ভাদ্র মাসে প্রভু প্রতি গোস্বামী লিখন।
বৈশাখে আমাদের পত্রী করহ শ্রবণ ॥ ৬৪

অথ পত্র লিখনং
স্বস্তি মদীয় সমস্ত সুখপ্রদ পদদ্বন্দ্ব —
শ্রীশ্রী নিবাসাচার্য্য চরণেষু—

জীবনামা সোহয়ং নমস্কৃত্য বিজ্ঞাপয়তি। ভবতা কুশলং সদা সমীহে তত্ত বহুদিনং যাবন্ন প্রাপ্তুমিতি তেন বয়মানন্দনীয়াং। অগ্রাহং সংপ্রতি দেহনৈরুজ্যেন বর্ত্তে অন্যে চ তথা বর্ত্তন্তেকিন্তু শ্রী ভূগর্ভগোস্বামিচরণাঃ দেহং সমর্পিত বন্তঃ আত্মানন্তু শ্রীবৃন্দাবন নাথায় জ্ঞান পূর্ব্বকমিতি বিশেষঃ স্বপরিকরাণাং বিশেষতঃ শ্রী বৃন্দাবন দাসস্য কুশলং লেখ্যং কিঞ্চিদসৌ পঠনি নরেতি। পরঞ্চ শ্রীব্যাস শর্ম্মা সম্প্রতি কথং কুত্র বর্ত্ততে। শ্রীবাসুদেব কবিরাজো বা তদপি লেখ্যং। অপরঞ্চ রসামৃতসিন্ধু মাধবমহোৎসবোরত্তচম্পু হরিনামামৃতানাং শোধনানি কিঞ্চিদবশিষ্টানিবর্ত্তনত ইতি বর্ষাশ্চে তি সংপ্রতি ন প্রস্থাপিতানি পশ্চাত্ত দৈবানুকূল্যেন প্রস্থাপ্যানি। কিঞ্চাএকীয় সর্ব্বেষাং যথাযথং নমস্কারাদয়োজ্ঞেয়াঃ তত্রকীয়েষুতু মম নমস্কারাদয়োবাচ্যা ইতি ভাদ্রে শুদি ॥ ৬৫ শ্রীরাজ মহাশয়েষু শুভাশিষঃ।

স্বস্তি সমস্ত বৈষ্ণবগণ প্রশস্ত শ্রী রামচন্দ্র কবিরাজ শ্রী নরোত্তমদাস শ্রী গোবিন্দ দাসাখ্য মদ্বিধসুখাসম্পদ সম্পদ্রূপেষু শ্রীল বৃন্দাবনাজ্জীব নামাহং সালিঙ্গনং নিবেদয়াছি। সমীহে বিশেষতস্তু ভবতাং কুশলং স্নেহ সূচক পত্রস্য সমুপলম্ভাত্তদেব মন্তর্ব্বাঞ্চামি মত্র যন্ময়া স্নেহং বিধায় শ্রীমতী গীতানি প্রস্থাপিতানি তেন ত্বরিতমঙ্গল সঙ্গতোঽস্তি কিং বহুনা নিরূপাধি স্নিগ্ধেষু। অথ যম্মুহু নিত্যান্বয়ণ প্রক্রিয়া মগাতে তত্তথা শ্রীরসামৃতাসিন্ধৌ ব্যক্তমেবাস্তি সেবাসাধক রূপেণে-আদিনা। তত্র সাধক রূপেন বহির্দেহেন সিদ্ধরূপেন নিজেষ্ট সেবানুরূপাচিন্তিত দেহেনেত্যর্থং। তত্র চ সিদ্ধরূপেন রাগানুসারে নৈবেতি কালদেশ লীলা ভেদা বহুধেতি কিম্বতি লেখ্যা সাধকরূপেন সেবাত্ বৈধ প্রক্রিয়য়া আগমাত্তনুসারেণ জ্ঞেয়া। শ্রী মদাচার্য্য মহাশয়া স্তত্র বিশেষং উপদেক্ষানিত এত্তোহস্মাকং সর্ব্বস্ব মে-বেত্তি-কিমাধিকেন। বৈশখস্য চতুর্দ্দশে হইনি। শ্রী গোবিন্দ পদারবিন্দ নির্গলকমর্ম্মকরন্দ পানতুনিদ্রলমত্ত মনোভৃঙ্গসদ্বৈষ্ণবানুশাসন পরিশিলন পবিত্র চরিত্র সজাতীয় সাধুগোষ্ঠ চিরণামৃতাস্বাদ নাপ্যায়িতা শেষান্তঃ করুণপরমা রাধ্যাত্তমেভূ—

কস্যচিত্ সংসারার্ণবনিমজ্জিন প্রণতিপুরঃ সরালিঙ্গন পূর্ব্বিকা বিজ্ঞপ্তিঃ। এবং তত্র ভবতাং দর্শনা-ভাববতো দূরস্তস্য সমানন্দকারি ভাগাদেয়ো যথা ভবতি তথা বিচারঃ কর্ত্তব্যঃ অতঃপরম সৎসঙ্গ বাস-বিচার পারাবার ভবানেব কর্ণধারঃ। পরন্ত শ্রীরাধাকৃষ্ণ লীলয় বিরচিতানি শ্রীমন্তি গীতানি লব্ধানি অপরং যদাযাচিতং তদনুসন্ধেয়ং। শ্রীমতো গোস্বামিনঃ পত্রেণ

সাধন প্রকৃয়া বিজ্ঞাতব্যা শ্রী মন্তিবিতি॥ ৬৬

শ্রী গোবিন্দ কবীন্দ্র চন্দন গিরেশ্চ-এচ-দ্বসন্তানিলে
নানীতঃ কবিতাবলী পরিমলঃ কৃষ্ণেন্দু সম্বন্ধভাক্ ।৬৭
শ্রীমজ্জীব সুরাঙ্ঘ্রি পাশ্রয়জুষো উঙ্গান সমুন্মাদয়ন্
সর্ব্বস্বাপি চমৎকৃতিং ব্রজবনে চক্রে কিমন্যৎ পরং॥
ইতি সংক্ষেপ লিখনং॥ ৬৮

পত্রী শুনি মহারাজের আনন্দ অপার।
সর্বাঙ্গে পুলক কম্প নেত্রে বহে ধার॥ ৬৯
ভাবে গদ গদ রাজা পড়িলা ভূমিতে।
চিৎকার করিয়া তবে উঠে আচম্বিতে॥ ৭০
রামচন্দ্র পদ ধরি করয়ে ক্রন্দন।
উঠাইয়া তবে কৈলা দৃঢ় আলিঙ্গন॥ ৭১
দুইজনে গলা ধরি উচ্চ রোদন।
হায় হায় শব্দ মাত্র করে ঘনে ঘন॥ ৭২
ভাগ্যবান তুমি রাজা থির কর চিত।
তোমারে প্রভুর কৃপা হৈল যথোচিত॥ ৭৩
তবে রাজা কহেন এই শুন মহাশয়।
মোর পরিত্রাণ হেতু তুমি দয়াময়॥ ৭৪

তোমা হইতে পাইলাম রসেয় সিদ্ধান্ত।
নিজ প্রভুর মত এবে জানিল নিতান্ত ॥ ৭৫
তুমি মহাভাগবত তোমার কৃপা হৈতে।
ব্রজের নির্মল ভাব জানিল নিতান্তে ॥ ৭৬
রামচন্দ্র কহে শুন বচন আমার।
তোমারে কহিলাম এই সিদ্ধান্তের সার ॥ ৭৭
মন মাঝে ইহা তুমি রাখিবে গোপনে।
অন্যত্র প্রকাশ যেন নহে কদাচনে ॥ ৭৮
তুমি মহারাজ হও বিজ্ঞ শিরোমনি।
নিজ হিয়া মাঝে তুমি রাখিবা গোপনে ॥ ৭৯
আর এক কথা কহি শুনহ রাজন।
কর্মজ্ঞান ছাড়ি কর ভাব আস্বাদন ॥ ৮০
জ্ঞান কর্মাদি হৈতে কভু প্রাপ্তি নহে।
নিশ্চয় করিয়া ইহা কহিলাম তোহে ॥ ৮১
তবে রাজা পুন রামচন্দ্র প্রতি কয়।
কৃপা করি কহ তাহা ঘুচুক সংশয় ॥ ৮২
ইবে মোরে কহ ভট্ট গোস্বামীর মিলন।
কিরূপে মহাপ্রভু সঙ্গে হৈলা দরশন ॥ ৮৩
রামচন্দ্র কহে পুন শুনহ রাজন।
কহিয়ে তোমারে আমি তাহা শুন দিয়া মন ॥ ৮৪
যেরূপে দক্ষিণ তীর্থে কৈল পর্যটন।
শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে আছে এ লিখন ॥ ৮৫
মধ্যখণ্ডে দেখিহ নবম পরিচ্ছেদে।
দক্ষিণের তীর্থে যাত্রা করিহ আস্বাদে ॥ ৮৬
ব্যক্ত করি তার মাঝে নাম না লিখিল।
গোপনে রাখিল তাতে প্রকাশ না কৈল ॥ ৮৭
তাতে এক লিখিলেন বচনের সার।
শ্রবণে করহ তুমি এই বার্ত্তার সার ॥ ৮৮

চৈতন্য চরিতামৃতে এই ব্যক্ত হয়।
গোস্বামীর মিলন তাতে লিখিল নিশ্চয় ॥ ৮৯
শ্রীবৈষ্ণব এক ভেঙ্কট ভট্ট নাম।
প্রভুরে নিমন্ত্রণ কৈল করিয়া সম্মান ॥ ৯০
নিজ ঘরে লৈয়া কৈল পাদ প্রক্ষালন।
সে জল স্ববংশ সহ করিল ভক্ষণ ॥ ৯১
সংক্ষেপেতে এই বাক্য করিলা স্ফুটন।
তাহার বৃত্তান্ত কহি তাতে দেহ মন ॥ ৯২
মহাপ্রভু দক্ষিণ তীর্থ করিতে করিতে।
শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে প্রভু গেলা আচম্বিতে ॥ ৯৩
সেই তীর্থে বৈসে তৈলঙ্গ বিপ্ররাজ।
ত্রিমল্ল ভট্ট নাম ব্রাহ্মণ সমাজ ॥ ৯৪
মধ্যাহ্নে স্নান করি প্রভু তার ঘর আইলা।
গোষ্ঠীর সহিত বিপ্র প্রেমাবিষ্ট হইলা ॥ ৯৫
বহু প্রণমিয়া কৈল পাদ প্রক্ষালন।
পাদোদক লইয়া সগোষ্ঠী করিল ভক্ষণ ॥ ৯৬
যোগ্যাসনে বসইয়া বহু নিবেদন।
করহ করুণা প্রভু লইনু স্মরণ ॥ ৯৭
সেইখানে প্রীতি পাই প্রভু যে রহিলা।
মহানন্দে তার ঘরে ভিক্ষা যে করিলা ॥ ৯৮
মহাপ্রভুর অবশেষ লইয়া যতনে।
সগোষ্ঠীতে সেই প্রসাদ করিলা ভক্ষণে ॥ ৯৯
প্রসাদ পাইরা সবে আনন্দে ভাসিলা।
মহাভোজনান্তে প্রভুকে মুখবাস দিলা ॥ ১০০
বিনতি করিয়া প্রভুর চরণে পড়িয়া।
প্রার্থনা করয়ে আগে কৃতঞ্জলি হইয়া ॥ ১০১
সম্প্রতি আইলা প্রভু বর্ষা চাতুর্মাস।
তীর্থ নাহি ফেরে প্রভু করিয়া সন্যাস ॥ ১০২

কৃপা করি রহ যদি এই চতুর্মাস।
তবে সে আমারে হয় অন্তরে উল্লাস ॥ ১০৩
প্রসন্ন হইয়া প্রভু অনুমতি দিল।
শুনিয়াত তা সবার সুখ বড় হৈল ॥ ১০৪
মহাপ্রভু তার ঘরে কৈল অবস্থানে।
পরম আনন্দে ভট্ট করেন সেবনে ॥ ১০৫
কাবেরীতে স্নান রঙ্গনাথ দরশন।
ভক্তগণ সঙ্গে সুখে কীর্ত্তন নর্ত্তন ॥ ১০৬
সেইখানে সুখের সীমা পাইয়া রহিলা।
এইমতে চাতুর্মাস্য ব্যতীত হইলা ॥ ১০৭
বেঙ্কটের বালক শ্রী গোপাল ভট্ট নাম।
নিষ্কপট হইয়া সেবা কৈল গৌরধাম ॥ ১০৮
তার পিতা সুচরিত্র তাহার জানিয়া।
পরিচর্য্যায় নিযুক্ত কৈলা হৃষ্ট হইয়া ॥ ১০৯
চারিমাস সেবা কৈল অশেষ প্রকারে।
কহনে না হয় অতি তাহার বিস্তারে ॥ ১১০
গৌরকান্তি পাণ্ডিত্য বচন মধুর।
সর্বাঙ্গে সুন্দর হয় লাবণ্যের পুর ॥ ১১১
কিবা সে আশ্চর্য্য তার অঙ্গের মাধুরীমা।
মধুর মূরতি অতি কি দিব উপমা ॥ ১১২
আজানুলম্বিত ভুজ নাভি গম্ভীর।
মহানুভব যার চরিত্র সুধীর ॥ ১১৩
পদ্ম জিনি নেত্র আর উন্নত বক্ষঃস্থল।
রক্তবর্ণ তুল্য যার কর পদতল ॥ ১১৪
মহাপ্রভুর মনোরথ মনেতে জানিয়া।
না বলিতে করে কার্য্য আনন্দিত হইয়া ॥ ১১৫
সেবার বৈদগ্ধ দেখি প্রভু তুষ্ট ক্ষেণে ক্ষেণে।
মোর মনের কার্য্য ইহোঁ জানিল কেমনে ॥ ১১৬
এত কহি মহাপ্রভু তুষ্ট হৈল মনে।
সগোষ্ঠিকে কৈল কৃপা দাসদাসীগণে ॥ ১১৭
একদিন মহাপ্রভু করিয়াছেন শয়ন।
শ্রীভট্ট গোসাঞি করেন চরণ সেবন ॥ ১১৮
চরণ সেবনে প্রভু বড় তুষ্ট হৈলা।
নির্জ্জনে তাহারে কিছু কহিতে লাগিলা ॥ ১১৯
শুনহ গোপাল তুমি সঙ্গিনী রাধার।
ভট্ট কহে তুমি হও ব্রজেন্দ্র কুমার ॥ ১২০
শ্রী রাধিকার ভাব লইয়া হৈলা অবতীর্ণ।
শ্যামবর্ণ ছাড়ি এবে হৈল গৌরবর্ণ ॥ ১২১
স্বাভাবিক দুহার ভাব করিলা প্রকাশে।
অস্থির হইলা দুহে প্রেমের আবেশে ॥ ১২২
বাহ্য পাই দুঁহে যবে হইলেন স্থিরে।
তবে প্রভু কহেন তারে বচন মধুরে ॥ ১২৩
কথোক দিন পিতা মাতার করিয়া সেবন।
পশ্চাতে তুমি তবে যাবে বৃন্দাবন ॥ ১২৪
বৃন্দাবনে শ্রীরূপ সনাতনের সঙ্গে।
সেখানে পাইবে বহু সুখের তরঙ্গে ॥ ১২৫
এত বলি মহাপ্রভু তারে তুষ্ট হৈঞা।
কৌপীন বহির্বাস দিল প্রসন্ন হইয়া ॥ ১২৬
কৌপীন বহির্বাস তবে মস্তকে লইয়া।
বহু পরণাম করে ভূমে লোটাইয়া ১২৭
তবে মহাপ্রভু তার মস্তকে পদ দিল।
উঠাইয়া প্রভু তারে আলিঙ্গন কৈল ॥ ১২৮
প্রভু কহে শুন কিছু তোমারে কহিয়ে।
এই মোর আজ্ঞা তুমি পালিহ নিশ্চয়ে ॥ ১২৯
গৌড় হইতে আসিব এক ব্রাহ্মণকুমার।
নিশ্চয় জানিহ তুমি তিহোঁ শক্তি যে আমার।

শ্রীনিবাস নাম তার আমার দর্শনে।
অল্প বয়সে তিহোঁ আসিব বৃন্দাবনে॥ ১৩১
এই কৌপীন বর্হির্বাস তারে তুমি দিবে।
লক্ষ গ্রন্থ দিয়া তারে গৌড়ে পাঠাইবে॥ ১৩২
সনাতন রূপে কহিবে এইসব কারণ।
ব্রজের বিলাস গ্রন্থ যেন করেন সমর্পণ॥ ১৩৩
মোর নিজশক্তি তিহোঁ ইথে অন্য নয়।
এসব রহস্য কথা কহিবে নিশ্চয়॥ ১৩৪
যে আজ্ঞা বলিয়া ভট্ট বন্দিল চরণ।
ভূমে লোটাইয়া কৈল শ্রীচরণ বন্দন॥ ১৩৫
প্রভু ভহে আর এক কহিয়ে তুমারে।
দক্ষিণ তীর্থ করি মুঞি আসিব সত্তরে॥ ১৩৬
তবে তুমি বৃন্দাবন করিবে গমন।
আসন ডোর পাঠাইব তোমার কারণ॥ ১৩৭
সে আসনে বসি তুমি গলে ডোর দিবা।
প্রেমমূর্ত্তি শ্রীনিবাসে কৃপায়ে করিবা॥ ১৩৮
তাহারে কহিবে এই বচনের সার।
তোমার কৃপাতে মোর কৃপা কি কহিব আর॥১৩৯
প্রভুদত্ত বস্ত্র দ্রব্য লইয়া যতনে।
লুকাইয়া রাখিল অতি করিয়া যতনে॥ ১৪০
শ্রীভট্ট গোসাঞি যবে বৃন্দাবনে গেলা।
শ্রীরূপ সনাতনের সঙ্গেতে রহিলা॥ ১৪১
এ সব প্রসঙ্গ চৈতন্য চরিতামৃতে।
কবিরাজ গোসাঞি করিয়াছেন বেকতে॥ ১৪২
মহাপ্রভুর শাখা যবে করিল বর্ণন।
তাহাতেই এই বাক্য করহ শ্রবণ॥ ১৪৩
শ্রীগোপাল ভট্ট এক শাখা সর্বোত্তম।
রূপ সনাতন সঙ্গে প্রেম আলাপন॥ ১৪৪
শ্রীভট্ট গোসাঞির স্তব এই গোস্বামী কৃষ্ণদাস।
তাহাতেই এই সব করিয়াছেন প্রকাশ॥ ১৪৫
নিরন্তর হরিভক্তি কথনে যার শক্তি।
সদা অনুভব যিহোঁ বিষয়ে বিরক্তি॥ ১৪৬
মহাপ্রভুর আগমনে বিখ্যাত যার পাট।
কে বুঝিতে পারে এই চৈতন্যের নাট॥ ১৪৭
হেন সে সৌভাগ্য যার কহনে না যায়।
যার গৃহে রহে প্রভু আনন্দে সদায়॥ ১৪৮
সেই সে গোপাল ভট্ট আমার হৃদয়ে।
সদা স্ফূর্তি হউ মোর এই বাঞ্ছা হয়ে॥ ১৪৯
অবিরত বহে অশ্রু যাহার নয়নে।
শ্রী অঙ্গেতে স্বেদধারা বহে অনুক্ষণে॥ ১৫০
প্রচুর পুলক কম্প সদা অনিবার॥
কণ্ঠ ঘর্ঘর করে তাতে নামের উচ্চার॥ ১৫১
হরে কৃষ্ণ নাম মাত্র জিহ্বায় উচ্চারিতে।
হ হ হ হ শব্দে যার করে অবিরতে॥ ১৫২
ইহা বলিতেই যিহো হয় অচেতন।
সেই গোসাঞি কর মোরে কৃপা নিরক্ষণ॥ ১৫৩
শ্রী বৃন্দাবনে খ্যাত যিহোঁ শ্রীগুণ মঞ্জরী।
সেই সে গোপাল ভট্ট সমান মাধুরী॥ ১৫৪
কলি নরে কৃপা করি হইলা অবতীর্ণ।
মধুর রস আস্বাদিয়া করিলা বিস্তীর্ণ॥ ১৫৫
হেন সে মধুর রসে যাহার আস্বাদ।
বিতরণ হেতু জীবে করিলা প্রসাদ॥ ১৫৬
প্রেমভক্তি রসে যিহোঁ রহে অনিবার।
আস্বাদন কৈলা যিহোঁ অনেক প্রকার॥ ১৫৭
আশ্রয় রতিরস ভেদে যিহোঁ হয়েন সামর্থ।
তাহাতেই তুষ্ট যিহোঁ কহিল যথার্থ॥ ১৫৮

এ আদি করিয়া ভট্ট গোস্বামীর গুণগণ।
কবিরাজ গোসাঞি তাহা করিল বর্ণন ॥ ১৫৯

তথাহি। নিরবধি হরিভক্তি খ্যাপনে যস্য শক্তিঃ
সতত সদনুভূতি নশ্বরার্থে বিরক্তিঃ।
প্রভুবর গতি সৌভাগ্যেন বিখ্যাত পট্টঃ
স্ফুরতু সহৃদি মে গোস্বামী গোপাল ভট্ট ॥ ১৬০
ব্রজভুবি গুণ মঞ্জর্য্যাখ্যায়া যঃ প্রসিদ্ধঃ
কলিজন করুণাবির্ভাবকেন প্রযুক্তঃ।
মধুর রস বিশেষাহ্লাদ বিসতারণায়
স্ফুরতু সহৃদি মে গোস্বামি গোপাল ভট্টঃ ॥ ১৬১
অবিরলগলদশ্রুস্বেদধারাভিরামঃ
প্রচুর পুলক কম্পস্তম্ভ উচ্চার্য্য নাম।
হরি হ হ হ হরিত্যক্ষরাদেখাঽনতচেতাঃ
স্ফুরতু সহৃদি মে গোস্বামি গোপাল ভট্টঃ ॥ ১৬২
ব্রজগতনিজভাবাস্বাদমাস্বাদ্য মাদ্যন্
নটতি হসতি গায়ত্যুন্মদং বিভ্রামাঢ্যঃ
কলিত কলিজনোদ্ধারাজ্ঞয়া বাহ্যদৃষ্টঃ
স্ফুরত সহৃদি মে গোস্বামি গোপাল ভট্টঃ ॥ ১৬৩
বিদিতপদ পদার্থঃ প্রেম ভক্তের সার্থঃ
শ্রিতরতিরসভেদাস্বাদনে যঃ সমর্থঃ।
ইদমখিলতমোঘ্নং স্তোত্ররত্নং প্রধানং
পঠতি ভরতি সোঽয়ং মঞ্জুরীযুথলীনঃ ॥ ১৬৪

এই স্তব অখিলের তম দূর করে।
স্তোত্রগণ মধ্যে এই প্রবীণ প্রচুরে ॥ ১৬৫
যেই জন পড়ে ইহা করি একচিত্ত।
মঞ্জরীর যূথ প্রাপ্তি হয় অচিরাতে ॥ ১৬৬

যেই ইহা পড়ে শুনে করি একচিত্ত।
তার ফল এতাদৃশা রাধাকৃষ্ণ সেবাপ্রাপ্তি
হইবে অবশ্য ॥ ১৬৭
সনাতন গোসাঞি কৈল হরিভক্তি বিলাস।
ইহাতেই এই বাক্য আছয়ে প্রকাশ ॥ ১৬৮
হরিভক্ত বিলাস এ গোসাঞি করিল।
সর্বক্ষেত্রে ভোগ ভট্ট গোস্বামীর দিল ॥ ১৬৯
ইহাতে জানাইল তিঁহো অভেদ শরীর।
ইহাতেই জানে সেই মহাভক্ত ধীর ॥ ১৭০
গোস্বামী করিলা গ্রন্থ বৈষ্ণব তোষণি।
তাহাতে এই বাক্য আছে অমৃতের ধ্বনি ॥ ১৭১
শ্রীরাধা কৃষ্ণ প্রেম পুষ্ট বিশেষ প্রকার।
শ্রী গোপাল ভট্ট রঘুনাথ দাস আর ॥ ১৭২
সেই দুইজন যদি হয়েন সহায়।
তবে আশু সুসিদ্ধতা কিবা নহিব আমার ॥ ১৭৩
তাহার প্রমাণ শুন কহিয়ে তোমাতে।
সাবধান হইয়া শুন করি একচিত্তে ॥ ১৭৪

তথাহি। রাধা প্রিয়-প্রেম-বিশেষ পুষ্টৌ
গোপাল ভট্ট রঘুনাথ দাসঃ।
স্যাতামুভৌ তস্য সকৃত সহায়ৌ
কোন নাম সার্থোন ভবেৎ সুসিদ্ধঃ ॥ ১৭৫

আর এক কথা তাহা করহ শ্রবণ
এ সব প্রসঙ্গ কথা কর্ণ রসায়ন ॥ ২৭৬

তথাহি। অত্র প্রাচীনোক্তং প্রমাণং
সনাতন প্রেম পরিপ্লুতান্তরং
শ্রীরূপ সখ্যেন বিলক্ষিতাখিলং।

নমামি রাধারমণৈকজীবনং
গোপালভট্টং ভজতামভীষ্টদং ॥ ১৭৭

এ তিনে তিলমাত্র ভেদ বুদ্ধি যার ।
সেই অপরাধে তার নাহিক নিস্তার ॥ ১৭৮
সনাতন গোসাঞির প্রেমপুষ্ট যার দেহ ।
এসব রহস্য কথা বুঝিব বা কেহ ॥ ১৭৯
শ্রীরূপের সঙ্গে যার সখ্য ব্যবহার ।
তাহাতে বিখ্যাত আছে সকল সংসার ॥ ১৮০
শ্রীরাধা রমণ এক জীবন তাহার ।
হেন গোস্বামীর পদে কোটি নমস্কার ॥ ১৮১
শ্রীদৈবকী নন্দন কৈল বৈষ্ণব বন্দনা ।
তাহাতেই এই বাক্য করিল রচনা ॥ ১৮২
বন্দিব গোপাল ভট্ট বৃন্দাবন মাঝে ।
রূপ সনাতন সঙ্গে যার সতত বিরাজে ॥ ১৮৩
এই বাক্য সর্বত্র আছয়ে প্রকাশ ।
এক করি জান তিনে করিয়া বিশ্বাস ॥ ১৮৪
এই ত কহিল ভট্ট গোস্বামীর প্রসঙ্গ ।
যাহার শ্রবণে বাড়ে প্রেমের তরঙ্গ ॥ ১৮৫
এবে ত কহিয়ে প্রভুর প্রতিজ্ঞার কথা ।
যাহার শ্রবণে ঘুচে হৃদয়ের ব্যথা ॥ ১৮৬
তোমায় কহিয়ে ভাই বচনের সার ।
শ্রদ্ধাসূত্র গাথি পর কণ্ঠে রত্নহার ॥ ১৮৭
এত কহি নবরত্ন শ্লোক যে কহিল ।
তাহা শুনি রাজার মনে সুখ বড় পাইল ॥ ১৮৮
কর্ণানন্দ কথা এই রসের নির্য্যাস ।
শ্রবণ পরশে ভক্তের জন্মে প্রেমোল্লাস ॥ ১৮৯
কর্ণানন্দ রস কহে যদুনাথ দাস ।

ইতি শ্রীল গোস্বামীর পত্রিকা শ্রবণ এবং শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামীর সহিত মিলন নামক পঞ্চম নির্য্যাস ॥

—০—

। ষষ্ঠ নির্য্যাস ।

জয় জয় মহাপ্রভু জয় কৃপাসিন্ধু ।
জয় জয় নিত্যানন্দ অখিলের বন্ধু ॥ ১
জয়াদ্বৈত চন্দ্র জয় ভক্তগণ রাজ ।
তোমা সভা স্মরণে হয় বাঞ্ছা সব কাজ ॥ ২
এবে সে কহিয়ে প্রভুর প্রতিজ্ঞার কথা ।
যাহার শ্রবণে ঘুচে হৃদয়ের ব্যথা ॥ ৩
প্রভুর প্রতিজ্ঞা শ্লোক করহ শ্রবণে ।
করহ শ্রবণ তা কর্ণ রসায়নে ॥ ৪

তথাহি ।

শুদ্ধং স্বাত্বত তত্ত্বমত্র ভগবানুস্তাব্য শক্ত্যে কয়া ।
শ্রীরূপাভির্বয়া প্রকাশয়িত্তমপ্যেতৎ স্বশক্ত্যান্বয়া ।
শ্রীমদ্বিপ্রকূলে হমলে প্রকটয়ন শ্রীশ্রীনিবাসাভিধং
লীলা সম্বরণং স্বয়ং সবিদ্ধে নীলাচলে শ্রীপ্রভুঃ ॥ ৫
গন্তং শ্রীপুরুষোত্তমং কৃতঃমতি শ্রীশ্রীনিবাসপ্রভুঃ
শৈচতন্যস্য কৃপাদ্বুধের্জনসুখাদছুত্বা তিরোনতাম্ ।
দুঃখৌঘৈঃ স মুহুর্মুহ ভগবান দৃষ্টাহয়ং ভক্তব্যথা
মাশ্বাসাতিশয়ং দয়ামভিরদম্ স্বপ্নে সমাদিষ্টবান ॥ ৬

ত্বাং তাবজ্জনিতো মমৈব নিজয়া শক্ত্যোতি
তূর্ণং ব্রজ

শ্রীবৃন্দাবনমত্র সন্তি কৃতিনঃ শ্রীরূ জীবাদয়ঃ।
আদিষ্টাঃ পুরতস্ত্বামীসন্তি ময়া প্রখরাশ্যার্পণে,
নিঃসন্দেহতয়া গৃহাণ তদমং গৌড়েজনান ক্ষিয় ॥
৭

ইত্যাদেশমবাপ্য তদ্ভগবতঃ শ্রীশ্রীনিবাসপুনং
শ্রীবৃন্দাবন কুঞ্জ পুঞ্জ সুষমাদৃষ্টেট মনঃ সংদধে।
শ্রুত্বাথা প্রকটত্র মত্রভবতাং গোস্বামীনাং শোক
তো

হা হেত্যা কুলচিত্ত বৃত্তির পতনর্মার্গান্তরে
মূৰ্ছিতঃ ॥ ৮

স্বপ্নে শ্রীল সনাতনের সহতে শ্রীরূপ নামাদয়ঃ
প্রোচুস্তং নহিতে বিষাদ সময়ো গোপালভট্টো-
ঽস্তি যৎ।

তস্মান্মত্রবরং গৃহাণ সকলান গ্রন্থং স্তথাস্তৎ কৃতাম্
গত্বা গোড়মলং প্রচারয় মতং ত্বং বৈষ্ণবান
শিক্ষয় ॥ ৯

ইত্যাদেশরসামৃতাল্পুতমনা বৃন্দাবনান্তর্গতো
ভক্ত্যাদায় স ম ন্ত্রতত্ত্বমখিলং গোপাল ভট্ট
প্রভোঃ।

তদগ্রন্থাদিবিচারূচতুরঃ সংপ্রেষিতঃ শ্রীমতা
তেন প্রেমভরেণ গৌড় গমনে তং প্রত্যুবাচোৎ-
সুকঃ ॥ ১০

রাধাকৃষ্ণ পদারবিন্দুযুগল প্রাপ্তে প্রসাদনতে।
মৎস্মৃক্কভূতাং ভবিষ্যতি যদি প্রায়ং প্রয়াস্যাম্যহং
নোচেদ যামি কিমর্থমেতদখিলং শ্রুত্বাতিহর্ষো-
দয়াতে

গোস্বামীবরা স্তদর্থমুদগু গোবিন্দসান্নিধ্যাকং ॥ ১১
শ্রীগোবিন্দ পদারাবিন্দ যুগল ধ্যানৈকতানাত্মানা-
মাদেশঃ সকলো ভবিষ্যতি তথা
শ্রীনিবাসাশ্রয়াৎ।

এতদ্দেয়তয়া মন্নায়মবনীমাস্বাদিতঃ সাম্প্রতং
তস্যাদেগৌড়মলং প্রয়াতু ভবতাং কিং
চিন্তয়াত্রানয়া ॥ ১২

শ্রীগোবিন্দ মখেন্দনির্গতমিদং পীত্বা নিদেশামৃতং
তং গোস্বামীগণং প্রসন্নমানসং নত্বা পরিক্রমা চ
ভক্ত্যা গন্থয়ং প্রগৃহ্য কতকানির্গত্য গৌড়ক্ষিতৌ
কর্ত্রৈক নিধিঃ সদা বিজয়তে শ্রীনিবাস প্রভুঃ ॥
১৩

শুদ্ধ ব্রজের লীলা গৌড়ে করিতে প্রকাশ।
শ্রীরূপের শক্তি হেতু মনের উল্লাস ॥ ১৪

এক শক্তি প্রকাশিলা রূপে শক্তি দিয়া।
গ্রন্থ প্রকাশিলা অতি আনন্দ পাইয়া ॥ ১৫

নিজ মনোবৃত্তি গৌড়ে করিতে প্রকাশ।
বিতরণ হেতু গৌরের মনে অভিলাষ ॥ ১৬

হেন সেই মহাবস্তু করিতে প্রকাশ।
আর শক্তি দ্বারে প্রকট নাম শ্রীনিবাস ॥ ১৭

বড়ই আশ্চর্য্য গৌর প্রকাশিলা শক্তি।
কে বুঝিতে পারে সে চৈতন্য মনোবৃত্তি ॥ ১৮

নীলাচলে মহাপ্রভুর প্রকট বিহার।
মনে ইচ্ছা হইল প্রকট চরণ দেখিবার ॥ ১৯

সকল ত্যজিয়া প্রভু করিল গমন।
শ্রী পদাশ্রয় হেতু নিবেদিলা মন ॥ ২০

মনে অভিলাষ করি যাইতে যাইতে।
প্রভু অদর্শন বার্ত্তা পাইলেন পথে ॥ ২১
শ্রবণ মাত্র মূর্চ্ছা হইয়া পড়িলা ভূমিতে।
দুঃখের সমুদ্র তাহা কে পারে কহিতে ; ২২
ক্ষেণে ক্ষেণে মূর্চ্ছা হয় ক্ষেণেঅচেতন।
ক্ষেণে হাহাকার করি করয়ে রোদন ॥ ২৩
তবে মহাপ্রভু ভক্তের দুঃখত দেখিয়া।
কহিতে লাগিলা প্রভু সম্মুখে আসিয়া ॥ ২৪
আশ্বাস করিলা বহু মাথে পদ দিয়া।
তবে কহিতে লাগিলা কথা মধুর করিয়া ॥ ২৫
তুমি মোর নিজ শক্তি করহ শ্রবণ।
দুঃখ তেয়াগিয়া শীঘ্র যাহ বৃন্দাবন ॥ ২৬
শ্রীরূপ সনাতন যাহা করেন বসতি।
রাধাকৃষ্ণ লীলাগ্রন্থ বিস্তারিলা তথি ॥ ২৭
সেই সব গ্রন্থ লইয়া গৌড়েত প্রকাশে।
বিতরণ কর তাহা মনের উল্লাসে ॥ ২৮
তবে বাক্যামৃত রস আদেশ পাইয়া।
চলিলেন মহাপ্রভুর চরণ বন্দিয়া ॥ ২৯
শ্রীবৃন্দাবনে তবে করিলা গমনে।
কুঞ্জে কুঞ্জে শোভা তাহা দেখিব নয়নে ॥ ৩০
শ্রীমথুরা মণ্ডলে যাইয়া উত্তরিলা।
দুই ভাইর অপ্রকট তাহাই শুনিলা ॥ ৩১
শুনিয়াই মাত্র প্রভু আছাড় খাইয়া।
রোদন করয়ে অতি উচ্চত করিয়া ॥ ৩২
ক্ষেণে উঠে ক্ষেণে পড়ে আছাড় খাইয়া ॥
হাহাকার করে কত বিলাপ করিয়া ॥ ৩৩
যদি দুই ভাইর নহিল দরশন।
তবে আর জীবনের কিবা প্রয়োজন ॥ ৩৪
মনে নির্দ্ধারিয়া ইহা নিশ্চয়ে করিয়া।
পড়িয়াছেন বৃক্ষতলে অচৈতন্য হঞা ॥ ৩৫
তবে দুই ভাই ভক্তের দুঃখ দেখি।
দরশন দিতে আইলা হইয়া বড় সুখী ॥ ৩৬
কহিছেন প্রভু মাথে চরণ ধরিয়া।
দেখহ আমারে তুমি নয়ান ভরিয়া ॥ ৩৭
শ্রীরূপ সনাতন শোভা দেখিয়া নয়নে।
যে আনন্দ হৈল তাহা না যায় কহনে ॥ ৩৮
কহিছেন দুই ভাই পাইয়া আনন্দ।
তোমাতেই উদ্ধার হব দীনহীন মন্দ ॥ ৩৯
শোক ত্যাগ করি শীঘ্র করহ গমন।
শ্রীভট্ট গোসাঞির আশ্রয় করহ চরণ ॥ ৪০
তার স্থানে মন্ত্র দীক্ষা করিবা যে তুমি।
সেই দ্বারে মোর কৃপা কি কহিব আমি ॥ ৪১
গ্রন্থরাশি লইয়া তুমি গৌড়েতে যাইবা।
কলি হত জীব তুমি উদ্ধার করিবা ॥ ৪২
এই রসামৃত বাক্য পাইয়া আদেশে।
বৃন্দাবনে গমন করিলা পাইয়া প্রত্যাদেশে ॥ ৪৩
যাইয়া দেখে শ্রীগোস্বামীর চরণ।
ভূমিতে পড়িয়া বহু করিলা স্তবন ॥ ৪৪
মোরে কৃপা কর প্রভু সদয় হইয়া।
কৃতার্থ করহ প্রভু দেহ পদছায়া ॥ ৪৫
দুই ভাইর আজ্ঞা প্রভু সব নিবেদিলা।
যে লাগি গমন সকল জানিলা ॥ ৪৬
শুনিয়াত গোস্বামীর সন্তোষ অপার।
সর্বাঙ্গে পুলক নেত্রে বহে জলধার ॥ ৪৭
শুন শ্রীনিবাস তুমি আমার জীবন।
তোমা দেখিবারে প্রাণ করিয়ে ধারণ ॥ ৪৮

তুমিই সে হও মোর জীবনের জীবন।
তোমা লাগি মহাপ্রভু দিলা এই ধন ॥ ৪৯
এই দেখ মহাপ্রভুর শ্রীহস্তের লিখন।
তোমা লাগি রাখিয়াছি করিয়া যতন ॥ ৫০
দেখহ নয়ন ভরি প্রভুর হস্তের অক্ষর।
তোমার সৌভাগ্য বাপু বাক্য অগোচর ॥ ৫১
আর মহাপ্রভুর বসিবার আসন।
ডোর পাঠাইলা মোরে করিয়া যতন ॥ ৫২
মহাপ্রভু দত্ত যেই আসনে বসিয়া।
মন্ত্র দীক্ষা দিব তোরে মহানন্দ পাঞা ॥ ৫৩
আসনে বসি তারে কৈল মন্ত্র দীক্ষা।
গ্রন্থাবলী দিয়া তবে করাইল শিক্ষা ॥ ৫৪
গ্রন্থেতে নিপুণ যবে প্রভু মোর হইলা।
দেখিয়াত সব গোসাঞির সন্তোষ পাইলা ॥ ৫৫
আজ্ঞা করিলেন তুমি গৌড়দেশে যাহ।
শ্রীজীবের আজ্ঞা ইথে নাহিক সন্দেহ ॥ ৫৬
শ্রীজীব কহেন শুন আচার্য্য মহাশয়।
মহাপ্রভুর আজ্ঞা যেই জানিহ নিশ্চয় ॥ ৫৭
পূর্বে মহাপ্রভু এই তোমার নিমিত্তে।
পত্রী পাঠাইলা শ্রীনীলাচল হইতে ॥ ৫৮
পত্রী দেখি মোর প্রভু কান্দিতে লাগিলা।
কান্দিতে কান্দিতে প্রভু মোর ভাবিতে লাগিলা
প্রেম রূপে জন্ম এই নাম শ্রীনিবাস।
দেখিতে না পাইব বিধি করিল নৈরাশ ॥ ৬০
মোর প্রতি কহিলা গোসাঞি হইয়া সদয়।
শ্রীনিবাসে সমর্পিবা যত গ্রন্থচয় ॥ ৬১
এই গ্রন্থ লইয়া তুমি গৌড়দেশে যাহ।
মহাপ্রভুর আজ্ঞা যাতে গ্রন্থরাশি লেহ ॥ ৬২

তবে মোর প্রভু কিছু কহিতে লাগিলা।
প্রভুর সঙ্গে রহি মোর মনে ইহা ছিলা ॥ ৬৩
শ্রীবৃন্দাবনে বাস আর প্রভুর সেবন।
ইহা ছাড়ি কেমনে গৌড়ে করিব গমন ॥ ৬৪
গুরু আজ্ঞা বলবান ইথে অন্য নয়।
নিজ মনোরথ কথা তবে নিবেদয় ॥ ৬৫
নিশ্চয় করিয়া যদি যাব গৌড়দেশে।
তবে মোরে এই আজ্ঞা করহ সন্তোষে ॥ ৬৬
আমার সম্বন্ধ প্রভু ধরিব যেই জন।
সেই সে পাইব রাধাকৃষ্ণের চরণ ॥ ৬৭
আজ্ঞা কর সবে মোরে সদয় হইয়া।
নতুবা না যাব আমি শুন মন দিয়া ॥ ৬৮
ইহা শুনি গোসাঞি সব আনন্দ অপার।
নয়নেতে প্রেমধারা বহে অনিবার ॥ ৬৯
গোসাঞি সব একত্র হইয়া গোবিন্দ নিকটে।
নিবেদন করে সবে করি করপুটে ॥ ৭০
শ্রীভট্ট গোসাঞি আর শ্রীদাস রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোসাঞি আর ভট্ট রঘুনাথ ॥ ৭১
লোকনাথ গোসাঞি আর ভূগর্ভ ঠাকুর।
গোবিন্দের প্রার্থনা সবে করিলা প্রচুর ॥ ৭২
শ্রীগোবিন্দ পদ যুগ ধ্যান চিত্তে করি।
এই আজ্ঞা শ্রীনিবাসে দেহ কৃপা করি ॥ ৭৩
ইহার সম্বন্ধ প্রভু ধরিব যেই জন।
সেই সে পাইব রাধাকৃষ্ণের চরণ ॥ ৭৪
এই নিবেদন সবে করিলা সন্তোষে।
তাহা শুনি শ্রীগোবিন্দের হইল আদেশ ॥ ৭৫
রস আস্বাদন হেতু গৌড়ে অবতার।
আস্বাদন কৈল বিবিধ প্রকার ॥ ৭৬

যে লাগিয়া অবতীর্ণ জানহ কারণ।
ভাসাইলা সব জনে দিয়া প্রেমধন ॥ ৭৭
মোর শক্তিতে জন্ম ইহার করিলা প্রকাশ।
প্রেম রূপ জন্মাইল নাম শ্রীনিবাস ॥ ৭৮
ইহার সম্বন্ধ চিত্তে ধরিব যেই জন।
সেই সে পাইব রাধাকৃষ্ণের চরণ ॥ ৭৯
শ্রীগোবিন্দ মুখচন্দ্র আজ্ঞামৃত পাইয়া।
শুনিলেন সবে মিলি শ্রবণ পাতিয়া ॥ ৮০
শীঘ্র গৌড়ে সবে ইহাকে দেহ পাঠাইয়া।
গমন করুন ইহেঁ গ্রন্থরাশি লইয়া ॥ ৮১
তবে মোর প্রভু সবারে প্রদক্ষিণ করি।
ভূমে পড়ি কান্দে বহু ফুকারি ফুকারি ॥ ৮২
সবাকার আনন্দ সিন্ধু বাঢ়ি গেল চিত্তে।
যে আনন্দ হইল তাহা কে পারে কহিতে ॥ ৮৩
মোর প্রভু শ্রীগোবিন্দের আজ্ঞামৃত পাইয়া।
বলিলেন শ্রীগোবিন্দের মুখচন্দ্র চাঞা ॥ ৮৪

তথাহি পদং। রাগ—সুহাই

বদন চাঁদ কোন কুন্দারে কুন্দিল গো কেনা কুন্দল দুটি আঁখি।
দেখিতে পরাণ মোর, কেমন কেমন করেগো সেই সে পরাণ তার সাথি ॥ ৮৫
রতন কাঢ়িয়া কেবা, যতন করিয়া গো, কে না গড়িয়া দিল কানে।
মনের সহিত মোর, এ পাঁচ পরাণি গো, যোগী হইলাম ও হরি ধেয়ানে ॥ ৮৬
নাসিকা উপরে শোভে, এ গজ মুকুতা গো, সোনায় মণ্ডিত তার পাশে।
বিজুরী সহিতে কেবা, চান্দের কলিকা গো, মেঘের আড়ালে থাকি হাসে ॥ ৮৭
সুন্দর কপালে শোভে, কিবা সুন্দর তিলক গো, তাহে শোভে অলকার পাঁতি।
হিয়ার ভিতর মোর, ঝলমল করে গো, চান্দে যেন ভ্রমরের পাঁতি ॥ ৮৮
মদন ফাঁদ ও না, চূড়ার টালনি গো, উহা নাকি শিখিয়াছে কোথা।
এ বুক ভরিয়া মুঞি, উহা না দেখিনু গো, এই বড় মরমের ব্যথা ॥ ৮৯
কেমন মধুর রসে, সে না বোলখানি রো, হাতের উপরে লাগি পাঙ।
তেমন করিয়া যদি বিধাতা গড়িল গো, ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া তাহা খাঙ ॥ ৯০
করিবর কর জিনি বাহুর বলনি গো, হিঙ্গুলে মণ্ডিত তার আগে।
যৌবন বনের পাখী, পিয়াসে মরয়ে গো, তাহার পরশ রস মাগে ॥ ৯১
অমিয়া মাথন কিবা, চন্দন তিলক গো, কপালে সাজিয়া দিল কে।
নিরখিয়া চাঁদমুখ, কেমনে ধরিব বুক, পরাণে কেমনে জিয়ে সে ॥ ৯২
চরণে নূপুরধ্বনি, খঞ্জন রব জিনি গো, গমন মন্থর গজমাতা।
অমিয়া রসের ভাসে, ডুবল তাহে শ্রীনিবাস গো, প্রেমসিন্ধু গড়ল বিধাতা ॥ ৯৩

আস্বাদিয়া অন্যান্যে গলা ধরিয়া রোদন।
যে আনন্দ হইল তাহা বর্ণিব কোন জন ॥ ৯৪
মোর প্রভু যথা যোগ্য সবাকারে ॥
দণ্ডবৎ প্রণাম করি প্রেমের সাগরে ॥ ৯৫
কেহ করে আলিঙ্গন কেহ করে নতি।
সবাকারে হইলেন কৃপা গৌড় ব্যবস্থিতি ॥ ৯৬
তবে অধিকারী গোস্বামী শ্রীকৃষ্ণ পুরোহিত।
গোবিন্দেরে শয়ন করাইয়া আনন্দিত ॥ ৮৭
আজ্ঞামালা গোবিন্দের আনিয়া ধরি দিল।
আনন্দিত হইয়া সবে প্রভুর গলে দিল ॥ ৯৮
প্রসাদ মালা পাইয়া প্রভুর বাড়িল আনন্দ।
প্রসাদ ভোজন সবে করিলা স্বচ্ছন্দ ॥ ৯৯
তাম্বুল তুলসীমালা সবাকারে দিলা।
তবে সবে মিলি নিজ বাসারে আইলা ॥ ১০০
আর দিনে সবে একত্র যবে হইলা।
মোর প্রভু প্রতি তবে আজ্ঞা যে করিলা ॥ ১০১
শুন শ্রীনিবাস গৌড়ে করহ গমন।
গ্রন্থরাশি লহ তুমি করিয়া যতন ॥ ১০২
শ্রীভট্ট গোস্বামী কহে শুন বচন আমার।
সবে মিলি শুন এই প্রভুর ব্যবহার ॥ ১০৩
এত কহি গোস্বামীর মনের উল্লাস।
আনিয়া ধরিলা প্রভুর কৌপীন বহির্বাস ॥ ১০৪
মোর প্রভুর মাথে তাহা বান্ধিয়াত দিল।
দক্ষিণ যাইতে প্রভু মোরে এই আজ্ঞা দিল ॥ ১০৫
মোর প্রভু প্রসাদ বস্ত্র কৌপীন বহির্বাস।
শ্রীনিকসে দিতে আজ্ঞা অত্যন্ত উল্লাস ১০৬
পুন আজ্ঞা হইল তাহা শুনহ সত্বরে ॥
তোমার কৃপায় মোর কৃপা জানাইবা তারে ॥ ১০৭

এসব প্রসঙ্গ কথা কহিলা দুইজনে।
শ্রীরূপ সহিত কথা কহিলউ সনাতনে ॥ ১০৮
তবে দুই ভাই এই প্রসঙ্গ শুনিয়া।
কত সুখ উপজিল প্রেমপূর্ণ হিঞা ॥ ১০৯
এত শুনি যত গোসাঞি আনন্দ হইলা।
গৌড়ে আইবার লাগি অনুমতি দিলা ॥ ১১০
তাহা শুনি প্রভু মোর শ্রীভট্ট গোস্বামীরে।
শ্রীগুণ মঞ্জরী রূপে তাহে বর্ণন আচরে ॥ ১১১

তথাহি পদং।

প্রেমক পুঞ্জরী শুন গুণ মঞ্জরী
তুঁহু সে সকল শুভদাই।
তুহারি গুণগণ চিন্তই অনুক্ষণ
মঝু মন রহল বিকাই
হরি হরি কবে মোর শুভদিন হোয়।
কিশোরী কিশোর পদ মিলন সম্পদ
তুয়া সনে মিলব মোয় ॥
হেরি কাতর জন কর কৃপা নিরীক্ষণ
নিজ গুণে পূরবি আশে ॥
তো বিনু নব ঘন বিন্দু বরিষণ
কে বোড়ই পাপিহা পিয়াসে ॥
তুঁহু সে কেবল গতি নিশ্চয় নিশ্চয় অতি
মঝু মনে হই পরমানে।
কতই কাতর ভাসে পূনঃ পূনঃ শ্রীনিবাসে
করুণায় কর অবধানে ॥ ১১১
তুঁহু গুণ মঞ্জরী রূপে গুণে আগরী
মধুর মাধুরী গুণধাম।

ব্রজ নব যুব দ্বন্দ্ব প্রেম সেবা নিরবন্দ
বরণ উজ্জল তনু শ্যাম।
কি কহব তুয়া যশ রহু সে তুহারি বশ
হৃদয় নিশ্চয় মবু জানে ॥
আপন অনুগ করি করুণা কটাক্ষ হেরি
সেবা সম্পদ কর দানে।
হোই বামন তনু চাঁদ ধরিব যনু
মবু মনে হই অভিলাষে।
এজন কৃপণ অতি তুহুঁ সে কেবল গতি
নিজগুণে পূরবি আশে ॥
ঊর্দ্ধ অঞ্জলি করি দশনে দশনে তৃণ ধরি
নিবেদহু বারহু বারে।
শ্রীনিবাস দাস নামে প্রেম সেবা ব্রজধামে
প্রার্থই তুয়া পরিবারে ॥ ১১৩

প্রভু যবে এই পদ করিলা বর্ণনে।
সবে আনন্দ অতি পাইলেন মনে ॥ ১৪
পদ শুনি সবেই পরম হরিষে।
শ্রীদাস গোস্বামী বড় পাইলা সন্তোষে ॥ ১৫
ধন্য ধন্য বলি প্রভুকে করিলেন কোলে।
ভিজাইলা সব অঙ্গ নয়নের জলে ॥ ১১৬
শুন শুন শ্রীনিবাস পরম হরিষে।
তোমা দেখিবার লাগি দু'ভাইর আদেশে ॥ ১১৭
শ্রীকুণ্ড ছাড়িয়া আমি না যাই এক ক্ষণ।
তোমা দেখিবারে লাগি হেথা আগমন ॥ ১১৮
যেন শুনিলাঙতে দেখিলঙ নয়নে।
তোমার ভাগ্যের সীমা কহিব কোনজনে ॥ ১১৯
শ্রীরূপ বিচ্ছেদে মোর শরীর জড়সড়।
সনাতন বিচ্ছেদে মোর পুড়ায়ে অন্তর ॥ ১২০
দু'ভাই বিচ্ছেদে প্রাণ ধরিবারে নারি।
দেখিয়া জড়ায় তুমা গুণের মাধুরী ॥ ১২১
যেবা সুখে ছিলাম আমি দুঁহার দর্শনে।
সেই সুখ লভ্য ইবে তোমার মিলনে ॥ ১২২
এই দেখ প্রভু দত্ত গোবৰ্দ্ধন শিলা।
পরশ কর'ইলা তাহারে শিলা গুঞ্জামালা ॥ ১২৩
তোমা লাগি মহাপ্রভুর হস্তের লিখন।
সবাই দেখিলা তাহা করিয়া যতন ॥ ১২৪
তোমা লাগি গোবিন্দের আজ্ঞামৃত ধ্বনি।
তোমা লাগি দুই ভাই কহিলা এই বাণী ॥ ১২৫
তোমা লাগি এই যত গ্রন্থের প্রকাশ।
তোমা দেখিবারে ছিল সবার অভিলাষ ॥ ১২৬
শ্রীভট্ট গোস্বামীর যাতে কৃপার ভাজন।
অনায়াসে প্রাপ্তি তারে এই সর্বধন ॥ ১২৭
শ্রীভট্ট গোস্বামী শ্রীদাস গোস্বামীর সঙ্গে।
আনন্দ তরঙ্গে দুঁহে ধরিতে নারে অঙ্গে ॥ ১২৮
মহাপ্রভুর দত্ত বস্ত্র কৌপীন বহির্বাসে।
মস্তকে তুলিয়া দিলা পরম হরিষে ॥ ১২৯
গোবিন্দের প্রসাদীমালা আনিয়া দিলা গলে।
শ্রীবংশীবদন শালগ্রাম দিলা সেই কালে ॥ ১৩০
আশীর্ব্বাদ করে সবে মনের আনন্দে।
তোমার বাঞ্ছা পূর্ণ করুন শ্রীরাধাগোবিন্দে ॥ ১৩১
তোমার বাঞ্ছা পূর্ণ করুন রূপ সনাতন।
অবিলম্বে শীঘ্র গৌড়ে করহ গমন ॥ ১৩২
তবে প্রভু নিজ প্রভুর চরণ বন্দিয়া।
সবারে বন্দিলা তবে আনন্দ পাইয়া ॥ ১৩৩

সবাকারে অনুমতি লইয়া মস্তকে।
যত ব্রজবাসীগণে বন্দিলা প্রত্যেকে ॥ ১৩৪
মনের আনন্দে তবে গ্রন্থরাশি লইয়া।
গৌড়েরে গমন শীঘ্র মন নিবেসিয়া ॥ ১৩৫
গোস্বামী সকল তবে অনুব্রজী আইলা।
শত ব্রজবাসী তার সঙ্গেই চলিলা ॥ ১৩৬
এক ক্রোশ অনুব্রজ আইলা যখন।
সবাকার উৎকণ্ঠা আসি হইল তখন ॥ ১৩৭
হায় হায় বিধি তুমি কি কাজ করিলা।
নিধি দিয়া কেন পুন হরিয়া লইলা ॥ ১৩৮
সেকালের বিচ্ছেদ কেবা করিব বর্ণন।
পশুপক্ষী আদি করি করিলা ক্রন্দন ॥ ১৩৯
নিবিত্ত হইয়া সবে কিছু হইলা স্থিরে।
প্রভু প্রতি বাক্য সবে কহে ধীরে ধীরে ॥ ১৪০
শুন শুন শ্রীনিবাস কহিয়ে তোমারে।
নির্বিঘ্নে আইস তুমি গৌড় নগরে ॥ ১৪১
ইহোঁ গৌড় আইলা গোস্বামী গেলা বৃন্দাবন।
পথে পথে যায় সবে করিয়া ক্রন্দন ॥ ২৪২
যে প্রকারে গৌড়দেশ করিলা গমন।
প্রেমবিলাস গ্রন্থ আছে বিস্তার বর্ণন ॥ ১৪৩
লিখিলেন সেই গ্রন্থ শ্রীজাহ্নবা আদেশে।
গ্রন্থ প্রকাশিলা তাথে নিত্যানন্দ দাসে ॥ ১৪৪
তাহাতে বিস্তার আছে এসব প্রসঙ্গ।
অমৃত জিনিয়া কিবা বাক্যের তরঙ্গ ॥ ১৪৫
গ্রন্থ লইয়া প্রভু মোর আইলা গৌড়দেশে।
তাহাতেই তোমারে কৃপা করিলা বিশেষে ॥ ১৪৬
যেবা প্রতিজ্ঞা করি প্রভু মোর আইলা।
তাহার কারণ আমি প্রত্যক্ষ দেখিলা ॥ ১৪৭
যে প্রতিজ্ঞা কৈল প্রভু তার এই সাক্ষী।
সিদ্ধ প্রতিজ্ঞা প্রভু তোমাতেই দেখি ॥ ১৪৮
তুমি ভাই পদ যবে করিলা বর্ণন।
তাহাতেই এই বাক্য করিয়াছি সূচন ॥ ১৪৯
দুই পদে দুই কথা করিয়াছি প্রকাশ।
কিবা সে আশ্চর্য্য কথা সুধার নির্য্যাস ॥ ১৫০

তথাহি পদং

রাধা পদ সুধারাশি সে পদে করিলা দাসী
গোরাপদে বাঁধি দিল চিত।
শ্রীরাধা রমণ সহ দেখাইল কুঞ্জ গৃহ
দেখাইলা দুঁহু প্রেমরীত ॥
আর পদে দেখাইল আপন ব্যবহার।
কি কহিব এই তোমার আচার বিচার ॥
বসিয়া থাকিয়ে যবে আসিয়া উঠায় তবে
লইয়া যায় যমুনার তীর ॥
কি করিতে কিনা করি সদাই ঝুরিয়া মরি
তিলেকে নাহি রহি স্থির ॥ ১৫১

আপনার কথা ভাই কহিলা আপনে।
তোমার ভাগ্যের কথা কহিব কোনজনে ॥ ১৫২
তোমার প্রতি মোর প্রভু করিয়াছেন দীক্ষা।
আমি আর কি কহিব তোমার প্রতি শিক্ষা ॥ ১৫৩
নিশ্চয় করিয়া সেব প্রভুপদ সার।
তার কৃপাই তুমার দশা উপজিল।
তোমার সঙ্গেতে আমি সুখ বড় পাইল ॥ ১৫৪
সংক্ষেপে কহিল এই রাজা প্রতি শিক্ষা।
অনন্ত অপার তার কে করিবে লেখা ॥ ১৫৫

নির্জনে রহিয়া রাজারে শিক্ষা দিল।
ছুই মাস রহি রাজায় সব শুনাইল ॥ ১৫৬
শিক্ষা করি এক গ্রাম কবিরাজ দিয়া
দণ্ডবৎ হইয়া পড়ে ভূমে লোটাইয়া ॥ ১৫৭
রামচন্দ্র সঙ্গে রাজা পাইল আনন্দ।
সদা কৃষ্ণকথা কহে রহিলা স্বচ্ছন্দ ॥ ১৫৮
এইত কহিল শ্রীআচার্য্য গুণ গান।
ভাগ্যবান জনে ইহা করয়ে শ্রবণ ॥ ১৫৯
শুদ্ধচিত্ত হইয়া যেবা এই কথা শুনে।
তার পদরজ কর মস্তকে ভূষণে ॥ ১৬০
শ্রীরামচন্দ্র পদে মোর কোটি নমস্কার।
যার মুখে শুনিলা সিদ্ধান্তের সার ॥ ১৬১
দয়া করে অহে প্রভু রামচন্দ্রের নাথ।
করুণা করিয়া প্রভু করহ কৃতার্থ ॥ ১৬২
স্বগণে করুণা কর শ্রীআচার্য্য ঠাকুর।
জন্মে জন্মে হও তোমার উচ্ছিষ্টের কুক্কুর ॥ ১৬৩
উচ্ছিষ্টের কুক্কুর হইয়া রহিব সেই স্থানে।
কভু যদি দয়া কর নয়নের কোণে ॥ ১৬৪
দয়া কর অহে প্রভু সদয় অন্তরে।
জন্মে জন্মে রহ যেন তুয়া পরিকরে ॥ ১৬৫
তোমার প্রতিজ্ঞা শুনি মনের উল্লাস।
নিজগুণে দয়া করি পূর মোর আশ ॥ ১৬৬
কৃপা কর অহে প্রভু করুণার সিন্ধু।
পাতকীর ত্রাণ হেতু তুমি দীনবন্ধু ॥ ১৬৭
দন্তে তৃণ ধরি আমি এই মাত্র চাঙ।
জন্মে জন্মে তুয়া পরিকরে বিকাঙ ॥ ১৬৮
তুয়া পদে অহে প্রভু কি কহিব আর।
অধম দুর্গত জনে কর অঙ্গীকার ॥ ১৬৯
গলে বস্ত্র দন্তে তৃণ করজোড় করি।
নিবেদন করো প্রভু দেহ কৃপা করি ॥ ১৭০
নিশি দিশি তুয়া গুণ হৃদয়ে আমার।
সদাই অন্তরে স্ফূর্তি চরণ তোমার ॥ ১৭১
পাতকীর ত্রাণ হেতু তোমার অবতার।
অতএব উদ্ধার প্রভু মো হেন দুরাচার ॥ ১৭২
দয়া কর অহে প্রভু লইনু শরণ।
কৃপা করি কর প্রভু বাঞ্ছিত পূরণ ॥ ১৭৩
মূঞি ছার হীনবুদ্ধি নিবেদিব কত।
নিজ চিত্তে বুঝি কর যেবা মনোনীত ॥ ১৭৪
নিগ্রহ করহ প্রভু কিবা অনুগ্রহ।
জগ মাঝে বুঝি দেখ আর নাহি কেহ ॥ ১৭৫
তুয়া বিনু অহে প্রভু নাহি গতি।
দীনহীন জনে দয়া করহ সম্প্রতি ॥ ১৭৬
দৈবক্রমে অন্য জন্ম যদি হয় মোর।
সেখানে মিলয়ে যেন তুয়া পরিকর ॥ ১৭৭
বহু ভাগ্য তুয়া পরিকরে জনমিয়া।
আশা পূর্ণ কর প্রভু সদয় হইয়া ॥ ১৭৮
তবে পূর্ণ হয় প্রভু মনের অভিলাষ।
জন্মে জন্মে হও প্রভু তোমার দাসের দাস ॥ ১৭৯
সম্বরণ করি চিত্তে নিজ দোষে দেখিয়া।
তথাপিহ তোমার গুণে হীনবল হইয়া ॥ ১৮০
কত পাপী উদ্ধারিলে করুণা বাতাসে।
পাতকী অবধি প্রভু রহিলেন শেষে ॥ ১৮১
হেনজনে উদ্ধারিয়া দেখায় নিজবল।
পাতকী উদ্ধার নাম তবে সে সফল ॥ ১৮২
নিবারণ করি যদি আপনার ক্ষোভে।
তথাপিয় তোমার গুণে উপজয়ে লোভে ॥ ১৮৩

সাধ্য সাধন আমি কিছুই না জানি।
তোমার সম্বন্ধে ভৃত্য এই মাত্র জানি ॥ ১৮৪
কৃপা করি পূর্ণ কর আমার বন্ধন।
এ দীন দুঃখী ত জনের এই নিবেদন ॥ ১৮৫
বৈষ্ণব গোসাঞি মোর পতিত পাবন।
কৃপা করি দেহ প্রভু চরণে শরণ ॥ ১৮৬
অদর্শন দরশী চিত্ত তোমা সভাকার।
অতএব দোষ কিছু তা লবে আমার ॥ ১৮৭
নিজ হিয়া হিত নাহি জানি ভালমতে।
তথাপিহ প্রভুর গুণ বর্ণন করিতে ॥ ১৮৮
বর্ণনের ভাল মন্দ না জানি বিশেষ।
তবে যে লিখিয়ে নিজ প্রভুর আদেশে ॥ ১৮৯
দোষ ত্যাগ করি প্রভু করহ শ্রবণ।
দন্তে তৃণ ধরি করো এই নিবেদন ॥ ১৯০
বুঁধাই পাড়াতে রহি শ্রীমতী নিকটে।
সদাই আনন্দে ভাসি জাহ্নবীর তটে ॥ ১৯১
পঞ্চদশ শত আর বৎসর উনত্রিংশে।
বৈশাখ মাসেতে আর পূর্ণিমা দিবসে ॥ ১৯২
নিজ প্রভুর পাদপদ্ম মস্তকে করিয়া।
সম্পূর্ণ করিলাঙ গ্রন্থ শুন মন দিয়া ॥ ১৯৩
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভুর দাসের দাস।
তার দাসের দাস এ যদুনাথ দাস ॥ ১৯৪
গ্রন্থ শুনি ঠাকুরাণীর মনের আনন্দ।
শ্রীমুখে রাখিলা নাম গ্রন্থ কর্ণানন্দ ॥ ১৯৫
শ্রীমতী সগণে গ্রন্থ করে আস্বাদন।
পুলকে পূর্ণিত দেহ অশ্রু অলঙন ॥ ১৯৬
পুন শ্রীমতী কহে মস্তকে পদ দিয়া।
কহিতে লাগিলা কিছু হাসিয়া হাসিয়া ॥ ১৯৭
মোর কর্ণ তৃপ্ত কৈলা গ্রন্থ শুনাইয়া।
শ্রবণ পরশে মোর জুড়াইল হিয়া ॥ ১৯৮
শুন শুন অহে পুত্র কহিয়ে তোমারে।
বড়ই আনন্দ মোর যাহা শুনিবারে ॥ ১৯৯
কবিরাজের গণ আর চক্রবর্তীর গণ।
ব্যবস্থা করিয়া মোরে করাহ শ্রবণ ॥ ২০০
তবে মুঞি প্রভুপদে করিয়া বিনতি।
ভূমিতে পড়িয়া পদে কৈল বহু স্তুতি ॥ ২০১
প্রভু আজ্ঞা শিরে ধরি আনন্দিত মন।
লিখিয়ে প্রভুর আজ্ঞা করিতে পালন। ২০২
অষ্ট কবিরাজ আর চক্রবর্তী ছয়।
পৃথিবীতে ব্যক্ত ইহা সবেই জানয় ॥ ২০৩
প্রধান অষ্ট কবিরাজ করিয়ে বর্ণন।
পশ্চাতে কহিব অন্য কবিরাজের গণ ॥ ২০৪
কবিরাজের জ্যেষ্ঠ শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ।
ব্যক্ত হইয়া আছে যিহো জগতের মাঝ ॥ ২০৫
তাহার অনুজ শ্রী কবিরাজ গোবিন্দ।
যাহার চরিত্র রসে জগৎ আনন্দ ॥ ২০৬
তবে শ্রী কর্ণপুর কবিরাজ ঠাকুর।
বর্ণিয়াছেন প্রভুর গুণ করিয়া প্রচুর ॥ ২০৭
তবে কহি শ্রী নৃসিংহ কবিরাজ ঠাকুর।
ভজন প্রবল যার চরিত্র মধুর ॥ ২০৮
শ্রীভগবান কবিরাজ মধুর আশয়।
প্রভুপদ বিনু যিহোঁ অন্য না জানয় ॥ ২০৯
শ্রী বল্লবীদাস কবিরাজ বড় শুদ্ধচিত্ত।
প্রভুপদ সেবা বিনু নাহি আর কৃত্য ॥ ২১০
শ্রীগোপী রমণ কবিরাজ ঠাকুর।
বড়ই আনন্দময় গুণের প্রচুর ॥ ২১১

তবে কহি কবিরাজ শ্রী গোকুলানন্দ।
নিরন্তর ভাবে যিহোঁ প্রভু পদদ্বন্দ্ব॥ ২১২
এই অষ্ট কবিরাজের করিল বর্ণন।
অপর কহিয়ে তাহা করহ শ্রবণ॥ ২১৩
শ্রীগোবিন্দের পুত্র কবিরাজ দিব্যসিংহ।
প্রভু পাদপদ্মে যিহোঁ হয় মত্ত ভৃঙ্গ॥ ২১৪
শ্রীবাসুদেব কবিরাজ শ্রীবৃন্দাবন দাস।
বৈষ্ণব সেবাতে যার বড়ই উল্লাস॥ ২১৫
আর কহি কবিরাজ দাস বনমালী।
মানস সেবাতে যিঁহো বড় কুতুহলী ২১৬
বড়ই আনন্দ কবিরাজ দুর্গাদাস॥
বৈষ্ণবের ভুক্তশেষে বড়ই বিশ্বাস॥ ২১৭
বড়ই রসিক রূপ কবিরাজ ঠাকুর।
সদা অশ্রু বহে যার প্রেমাময়পূর॥ ২১৮
তাহার সহোদর শ্রী নিমাই কবিরাজ।
প্রভুপদ সেবা বিনু নাহি আর কাজ॥ ২১৯
শ্যামদাস কবিরাজ তাহার বৈমাত্র।
সুস্নিগ্ধ মূরতি যিহোঁ মহাবিজ্ঞ পাত্র॥ ২২০
শ্রী নারায়ণ কবিরাজ নৃসিংহ সহোদর॥
তার গুণ কি কহিব বাক্য অগোচর॥ ২২১
শ্রী বল্লবী কবিরাজের দুই সহোদর।
প্রভুপদ নিষ্ঠা যার বড়ই তৎপর॥ ২২২
জ্যেষ্ঠ শ্রী রামদাস কবিরাজ ঠাকুর।
হরিনাম রত সদা কৃষ্ণপ্রেম পূর॥ ২২৩
তাহার অনুজ কবিরাজ গোপাল দাস।
বৈষ্ণব সেবাতে যার বড়ই বিশ্বাস॥ ২২৪
উনবিংশতি কবিরাজের করিল বর্ণন।
ইহা সবার স্মরণ মাত্র প্রেম উদ্দীপন॥ ২২৫

তবে কহি শুন এই চক্রবর্ত্তীর গণ।
প্রধান ছয় কহি আগে করহ শ্রবণ॥ ২২৬
চক্রবর্ত্তী শ্রেষ্ঠ যিঁহো শ্রীগোবিন্দ নাম।
কি কহিব তার কথা সব অনুপম॥ ২২৭
কায়মনো বাক্যেতে প্রভুর করে সেবা।
প্রভুপদ বিনা যিঁহো নাহিজানে দেবীদেবা॥২২৮
প্রভুর শ্যালক দুই কহি তাহা শুন।
পরম বিদগ্ধ দুই ভজন নিপুণ॥ ২২৯
জ্যেষ্ঠ শ্রীশ্যামদাস চক্রবর্ত্তী ঠাকুর।
বড়ই প্রসিদ্ধ যিহোঁ রসেতে প্রচুর॥ ২৩০
রামচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ঠাকুর কনিষ্ঠ।
যাহার ভজন দেখি প্রভু হৈলা তুষ্ট॥ ২৩১
তহে কহি শুন এবে চক্রবর্ত্তী ব্যাস।
সদাই আনন্দে রহে বিষ্ণুপুরে বাস॥ ২৩২
আর কহি চক্রবর্ত্তী রামকৃষ্ণ ঠাকুর।
সদাই আনন্দ মন চরিত্র মধুর॥ ২৩৩
তবে কহি চক্রবর্ত্তী শ্রীগোকুলানন্দ।
বৈষ্ণব সেবাতে যিহোঁ রহেন স্বচ্ছন্দ॥ ২৩৪
এই ছয় চক্রবর্ত্তী করিলা শ্রবণ।
অপর করিয়ে তাহা শুন দিয়া মন॥ ২৩৫
মহারাজ চক্রবর্ত্তী শ্রীবীর হাম্বীর।
প্রভুপদে নিষ্ঠা যার মহাভক্ত ধীর॥ ২৩৬
মহাগুণবন্ত শ্রীল দাস চক্রবর্ত্তী।
হরিনাম জিহ্বা যার সদা থাকে স্ফূর্ত্তি॥ ২৩৭
আর ভক্ত রামচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়।
তাহার অনন্ত গুণ কহিল না হয়॥ ১৩৮
আর ভক্ত চক্রবর্ত্তী শ্রীরাধা বল্লভ।
নাম পরায়ণ যিহোঁ জগত দুর্লভ॥ ২৩৯

আর ভক্ত শ্রীল রূপঘটক চক্রবর্ত্তী।
রাধাকৃষ্ণ লীলরস সদা যার স্ফূর্তি ॥ ২৪০
আর ভক্ত চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ঠাকুর।
প্রভুপদে দৃঢ় রতি গুণের প্রচুর ॥ ২৪১
দ্বাদশ চক্রবর্ত্তী এই কহিল প্রকাশ।
যা সবার নামামৃতে প্রেমের উল্লাস ॥ ২৪২
এই সব ভাগবতের বন্দিয়া চরণ।
পরম আনন্দে প্রভু করিলা শ্রবণ॥ ২৪৩
শুনিয়াত শ্রীমতীর মনের আনন্দ।
যথার্থ গ্রন্থ এই মোর কর্ণানন্দ ॥ ২৪৪
শ্রীমতীর আজ্ঞা মুঞি লইয়া মস্তকে।
পরানন্দে কর্ণানন্দ লিখিল পুস্তকে ॥ ২৪৫
কর্ণানন্দ কথা এই সুধার নির্য্যাস।
শ্রবণ পরশে ভক্তের জন্মে প্রেমোল্লাস ॥ ২৪৬
শ্রীআচার্য্য প্রভুর কন্যা শ্রীল হেমলতা।
প্রেম কল্পবল্লী কিবা নিরমিল ধাতা ॥ ২৪৭
সেই দুই চরণ পদ্ম হৃদয় বিলাস।
কর্ণানন্দ কথা কহে যদুনাথ দাস ॥ ২৪৮

—০—

ইতি শ্রীকর্ণানন্দে শ্রীআচার্য্য প্রভুর প্রতিজ্ঞা শ্রীরামচন্দ্রাদি কবিরাজ চক্রবর্ত্তী বর্ণনাদি বর্ণনং নাম ষষ্ঠ নির্য্যাস।

। সপ্তম নির্য্যাস।

জয় জয় মহাপ্রভু পতিতের ত্রাণ।
জয় শ্রীনিত্যানন্দ করুণা নিধান ॥ ১
জয় জয় সীতানাথ অদ্বৈত ঈশ্বর।
জয় জয় শ্রীবাসাদি প্রভুর প্রিয়কর ॥ ২
জয় জয় শ্রীস্বরূপ দামোদর।
জয় জয় রামানন্দ রসের আকর॥ ৩
জয় জয় সনাতন পতিত পাবন।
জয় জয় শ্রীগোপাল ভট্টের চরণ ॥ ৪
জয় শ্রীল রঘুনাথ ভট্ট শ্রীদাস গোসাঞি।
জয় জয় সদা শ্রীজীব গোসাঞি ॥ ৫
জয় শ্রী আচার্য্য প্রভু করুণা সাগর।
জয় জয় রামচন্দ্র দুই সহোদর ॥ ৬
জয় শ্রী বৈষ্ণব গোসাঞি পতিত পাবন।
দন্তে তৃণ করি মাগো দেহ এই ধন ॥ ৭
শ্রী আচার্য্য প্রভুর পদ প্রাপ্তির লালসে।
কৃপা করি পূর্ণ করো এই অভিলাষে ॥ ৮
শুন শুন ভক্তগণ করি নিবেদন।
পরম পবিত্র কথা করহ শ্রবণ ॥ ৯
গ্রন্থ শুনি প্রভু তবে প্রসন্ন হইয়া।
অনেক করিলা কৃপা আর্দ্রচিত্ত হইয়া ॥ ১০

শুন শুন অহে পুত্র আমি কহিয়ে তোমারে।
মোর প্রভুর পদস্ফূর্তি তোমার অন্তরে॥ ১১
তবে শ্রীমতীর দুটি চরণ ধরিয়া।
বহু প্রণমিল মুঞি ভূমি লোটাইয়া॥ ১২
শুন শুন প্রভু মোর দয়া কর মোরে।
বড়ই সন্দেহ মোর আছয়ে অন্তরে॥ ১৩
কৃপা করি কর যদি সন্দেহ ছেদন।
শ্রীমুখের বাক্য শুনি জুড়ায়ে শ্রবণ॥ ১৪
প্রভু কহেন কি সন্দেহ কহ দেখি শুনি।
তবে মুঞি প্রভুপদে কহিলাম বাণী॥ ১৫
প্রভুর চরিত্র কথা জাহ্নবী আদেশে।
রচিলেন প্রেমবিলাস নিত্যানন্দ দাসে ১৬
গ্রন্থ লইয়া প্রভু যবে আইলা গৌড়দেশে।
তাহাতেই এই বাক্য লেখিলা বিশেষে॥ ১৭
গ্রন্থ চুরি কথা এই গোস্বামী শুনিয়া।
বড়ই উদ্বেগ যে গোস্বামীর হিয়া॥ ১৮
শ্রীকুণ্ড নিকটে তবে শ্রীদাস গোসাঞি।
শ্রী কবিরাজ গোসাঞি আইলা তথাই॥ ১৯
এসব প্রসঙ্গ কথা তিহোঁ যে শুনিয়া।
উছলি পড়িলা যাই শ্রীকুণ্ডেতে যাইয়া॥ ২০
বড়ই উদ্বেগচিত্তে ধৈর্য্য নাহি রয়।
হায় হায় হেন দুঃখ সহনে না যায়॥ ২১
শ্রীদাস গোস্বামী আগে তিহোঁ দেহত্যাগ কৈল।
ইহা শুনি চিত্তে মোর সন্দেহ জন্মিল॥ ২২
শ্রীদাস গোস্বামী লিখিলা পুস্তকে।
একে একে তাহা আমি দেখিল প্রত্যেকে॥ ২৩
'ভূয়াৎ শ্রী রঘুনাথ দাস' এইত লিখিল।
বড়ই সন্দেহ মোর নিবেদন কৈল॥ ২৪

রঘুনাথ অপ্রকট কবিরাজ আগে॥
সূচকেতে এই কথা লিখিলা মহাভাগে॥ ২৫
কবিরাজ অপ্রকট আগে রঘুনাথে।
কবে সে হইব গোসাঞি নউনের পথে॥ ২৬
এই বাক্য কবিরাজ প্রতিশ্লোকে কয়।
বড়ই সন্দেহ পদে কৈলা নিবেদন।
কৃপা করি কর প্রভু সন্দেহ ছেদন॥ ২৭
শুনি ঠাকুরাণী বড় হরিষ অন্তরে।
কহিতে লাগিলা তবে বচন মধুরে॥ ২৮
শুন পুত্র পূর্ব্বে প্রভু মুখেতে শুনিল।
এই কথা রামচন্দ্র প্রভুকে জিজ্ঞাসিল॥ ২৯
তার প্রত্যুত্তর প্রভু যে বা কিছু দিল।
তাহা শুনি রামচন্দ্র সুখ বড় পাইল॥ ৩০
নিকটে আসিয়া আমি শুনিল যে কথা।
সেই সব কথা তোমায় কহিয়ে সর্ব্বদা॥ ৩১
প্রভু কহে রামচন্দ্র কহিয়ে বচন।
কহি যে আশ্চর্য্য কথা করহ শ্রবণ॥ ৩২
অনন্ত গুণ রঘুনাথের কে করিবে লেখা।
রঘুনাথের নিয়ম যেন পাষাণের রেখা॥ ৩৩
গোস্বামী প্রতিষ্ঠা এই সুদৃঢ় নিশ্চয়।
প্রতিজ্ঞা যে কৈল তাহা অন্যথা না হয়॥ ৩৪
শ্রীরূপ বিচ্ছেদে গোসাঞি কাতর অন্তর।
কিরূপে দেহত্যাগ ভাবে নিরন্তর॥ ৩৬
হেনকালে গ্রন্থ চুরির বারতা শুনিয়া।
বড়ই বিষাদে ওঠে রোদন করিয়া॥ ৩৭
হায় হায় কি হইল বড়ই প্রমাদে।
এই বাক্য বার বার কহয়ে বিষাদে॥ ৩৮

তবে সেই গোস্বামী ধৈর্য্য ধরিতে নারিয়া।
রঘুনাথের পাদপদ্ম হৃদয়ে ধরিয়া ॥ ৩৯
সিদ্ধ দেহ প্রাপ্তি যেন হইল তাহার।
দাস গোস্বামীর চিত্তে দুঃখ যে অপার ॥ ৪০
এই মতে যত রাধাকুণ্ডবাসী লোকে।
সবাকার চিত্তে অতি বাঢ়ি গেল শোকে ॥ ৪১
তবে রূপ সনাতন দুই সহোদর।
চিন্তিত হইল বড় মনের ভিতর ॥ ৪২
রঘুনাথের প্রতিজ্ঞা সুদৃঢ় জানিয়া।
দুই গোস্বামী কহেন কবিরাজেরে ডাকিয়া ॥ ৪৩
ইহা লাগি জগৎ গুরু প্রভুর লিখন।
শ্রীনিবাসে সমর্পিবে গ্রন্থ মহাধন ॥ ৪৪
ভবিষ্য চৈতন্য গোসাঞি ইহার লাগিয়া।
গ্রন্থ প্রকাশিলা মোরে শক্তি সঞ্চারিয়া ॥ ৪৫
গৌড়ে বিতরণ হেতু শক্তি শ্রীনিবাসে।
এই হেতু মহাপ্রভুর হইয়াছে আদেশে ॥ ৪৬
সর্বজ্ঞ শিরোমনি প্রভুর আজ্ঞা বলবান।
কাহার শকতি আছে করিবারে আন ॥ ৪৭
বৃথা শোকে দেহত্যাগ কেন কর তুমি।
গ্রন্থপ্রাপ্তি হবে ইহা কহিলাম আমি ॥ ৪৮
রঘুনাথের সেবা তুমি কথোদিন কর।
পুনশ্চ আসিবে মোর যূথের ভিতর ॥ ৪৯
দুই সহোদরে আজ্ঞামৃত করি পান।
পুন কবিরাজ দেহে হইল চেতন ॥ ৫০
আজ্ঞা দিলা গগনেতে যত দেবগণ।
কবিরাজের প্রাপ্তি দেখি ভাবে ঘন ঘন ॥ ৫১
রঘুনাথের প্রতিজ্ঞা ইহা লঙ্ঘন কিমতে।
সকলে মিলিয়া ইহা চিন্তে অবিরতে ॥ ৫২
পাষাণের রেখা যেন গোস্বামীর লিখন।
খণ্ডন করিতে তাহা আছে কার ক্ষম ॥ ৫৩
তথাহি ॥ স্তবাবল্যাং স্বনিয়মে ৯ শ্লোকে ॥
ব্রজোৎপন্নক্ষীরাশন বসন পত্রাদিভিরহং
পদার্থৈর্নির্বাহ্য ব্যবহৃতিমদম্ভং সনিয়মঃ
বসামীশাকুণ্ডে গিরিবর কুলেচৈব সময়ে
মরিষ্যেতু প্রেষ্ঠে সরসি খলু জীবাদিপুরতঃ ॥ ইত্যাদি
ব্রজোদ্ভব ক্ষীর এই আমার ভোজন।
ব্রজ বৃক্ষপত্র এই আমার বসন ॥ ৫৫
ইহাতে নির্ব্বাহ হয় দম্ভ দূর করি।
শ্রীকুণ্ডে রহিয়া কিবা গোবর্দ্ধন গিরি ॥ ৫৬
নিশ্চয় মরণ মোর রাধাকুণ্ড তীরে।
সুদৃঢ় নিয়ম এই বড়ই দুষ্করে ॥ ৫৭
শ্রীল জীব রহিবেন আমার অগ্রেতে।
শ্রীকৃষ্ণদাস আর গোসাঞি লোকনাথে ॥ ৫৮
এই জানি দৈববাণী হৈল আচম্বিতে।
শুনিলেন ইহা সবে আপন কর্ণেতে ॥ ৫৯
শুন শুন কবিরাজ কহিয়ে তোমারে।
গ্রন্থপ্রাপ্তি বার্ত্তা তুমি পাইবা অচিরে ॥ ৬০
দুই সহোদর আর দেবের বচনে।
শুনিলেন কবিরাজ আপন শ্রবণে ॥ ৬১
সাধক সিদ্ধ দেহ এই দুই একযোগে।
সাধক দেহে পুন প্রাপ্তি হইলা মহাভাগে ॥ ৬২
ইহার প্রমাণ কহি শুন একচিত্তে।
ব্যক্ত করি লিখিলেন চরিতামৃতে ॥ ৬৩
অন্তর্দশায় মহাপ্রভুর জলকেলি লীলা।
দেখিয়াত সেই ভাবে আবিষ্ট হইলা ॥ ৬৪

যমুনাতে জলকেলি সখীগণ সঙ্গে।
তীরে রহি দেখে প্রভু প্রেমের তরঙ্গে। ৬৫
এথা স্বরূপাদি সবে বোলে অন্বেষিয়া।
জালুয়ার মুখে শুনি পাইল আসিয়া॥ ৬৬
মৃতপ্রায় দেখি প্রভুকে কাতর হইলা।
স্বরূপাদি সবে তবে চিন্তিতে লাগিলা॥ ৬৭
উচ্চ করি হরিধ্বনি কহে প্রভুর কানে।
শুনিয়াত মহাপ্রভু পাইয়া চেতনে॥ ৬৮
অন্তর্দশা বাহ্যদশা তাহার প্রমাণ।
এই মত কবিরাজের জানিব বিধান॥ ৬৯
সিদ্ধ হৈঞা সাধক যিহো কি ইহার বিস্ময়।
প্রাকৃতে এসব কার্য্য কভু অন্য নয়॥ ৭০
অতএব সব কথা বড়ই দুর্গম।
যথার্থ দুর্গম এই রঘুনাথ নিয়ম॥ ৭১
প্রেমবিলাসে ইহা না কৈল প্রকাশে।
প্রথমে লেখিলা কিছু না লেখিলা শেষে॥ ৭২
ইহা শুনি রামচন্দ্র আনন্দ অন্তরে।
দণ্ডবৎ হয়া পড়ে ভূমির উপরে॥ ৭৩
প্রভু নিজপদ তার মস্তকেতে দিয়া।
হর্ষে গাঢ় আলিঙ্গন কৈল উঠাইয়া॥ ৭৪
প্রভু কহে শুন রামচন্দ্র কবিরাজ।
এইসব কথা রাখ হৃদয়ের মাঝ॥ ৭৫
তবে প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের পদ ধরি।
কহিতে লাগিলা কিছু বচন মাধুরী॥ ৭৬
আমার সাদৃশ্য তুমি সর্ব গুণধর।
মোর মনবেদ্য তুমি বিদিত সংসার॥ ৭৭
তুমি বিনা অন্য না জানে কদাচিৎ।
তুমি মোর প্রাণ ইহা কহিলাম নিশ্চিত॥ ৭৮

মোর গণে তোমার মত যে বা করিব যাজন।
সেই সে হউক আমার কৃপার ভাজন॥ ৭৯
শ্রদ্ধা করি এই প্রসঙ্গ যেই জন শুনে।
সেই ভাগ্যবান পায় প্রেম মহাধনে॥ ৮০
শ্রীরূপের অদ্বিতীয় দেহ যেই রঘুনাথ।
শুনিয়াত রামচন্দ্র মানিলা কৃতার্থ॥ ৮১
এসব প্রসঙ্গ আমি যে কিছু শুনিলা।
অল্পাক্ষরে সেই কথা তোমারে কহিলা॥ ৮২
নিজ সিদ্ধ যেই তাহা ইথে কি বিচিত্র।
কর্ণ রসায়ণ এই পরম পবিত্র॥ ৮৩
শ্রীমতীর মুখে বাক্য এতেক শুনিয়া।
প্রাণ জুড়াই মোর শ্রবণ করিয়া॥ ৮৪
শুন শুন ভক্তগণ করি নিবেদন।
সন্দেহ ঘুচিল মোর করি আস্বাদন॥ ৮৫
শ্রীমদীশ্বরী মুখচন্দ্র আজ্ঞামৃত পাইয়া।
প্রাণ রক্ষা হইল মোর পরসন্ন হিয়া॥ ৮৬
এইত কহিল মোর সন্দেহ ছেদন।
কুতর্ক ছাড়িয়া সদা কর আস্বাদন॥ ৮৭
শ্রীআচার্য্য প্রভুর গণে কোটি পরণাম।
কৃপা করি পূর্ণ কর মোর মনস্কাম॥ ৮৮
তোমা সভা কৃপা হইতে সর্বসিদ্ধি হয়।
অনায়াসে প্রেমভক্তি তাহারে মিলয়॥ ৮৯
শ্রীরূপ সপার্ষদ প্রাপ্তি অভিলাষে।
যেই জন শুনে ইহা পরম লালসে॥ ৯০
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু স্বগণ সহিতে।
বাঞ্ছা পূর্ণ কর সবে প্রসন্ন চিত্তেতে॥ ৯১
শ্রীআচার্য্য প্রভুপদ প্রাপ্তির লালসে।
কৃপা করি পূর্ণ কর এই অভিলাষে॥ ৯২

শ্রীআচার্য্য প্রভুর কন্যা শ্রীল হেমলতা। সেই দুই চরণপদ্ম হৃদয়ে বিলাসে।
প্রেম কল্পবল্লী কি বা নিরমিল ধাতা ॥ ৯৩ কর্ণানন্দ কথা কহে যদুনাথ দাসে ॥ ৯৪

সমাপ্ত

ইতি শ্রীকর্ণানন্দ গ্রন্থ সম্পূর্ণ। যথাদিষ্টং তথা লিখিতং লিখিকো দোষ নাস্তিকং। ভীমসেন রণে ভঙ্গ মুনিনাঞ্চ মতিভ্রম। শ্রীশ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য গৌরাঙ্গ দয়া কর। এই গ্রন্থ শ্রীরূপ কৃষ্ণচন্দ্র বিশ্বাসজীর লিখিতং শ্রীকৃষ্ণমোহন গ্রন্থ আরম্ভ সন ১২১৪ সালে মহাপৌষে মোকাম কলিকাতাতে গ্রন্থ সমাধা। সন ১২১৫ সালে তারিখ ১৩ মাঘ মোকাম পাটনার বাসাতে দেড় প্রহর বেলার সময় সমাপ্ত গ্রন্থ ইতি ॥

বৈষ্ণব রিসার্চ ইনষ্টিটিউট হইতে
শ্রীকিশোরী দাস বাবাজী কর্ত্তৃক সম্পাদিত

গবেষণামূলক ও অপ্রকাশিত প্রাচীন বৈষ্ণব গ্রন্থাবলী

শ্রীচৈতন্যডোবা, পোঃ হালিসহর, উত্তর চব্বিশ পরগণা। ফোন: ২৫৮৫০৭৭৫

১। শ্রীচৈতন্যডোবা মাহাত্ম্য—কুড়ি টাকা। ২। জগদ্গুরু শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর মহিমামৃত—পঁচিশ টাকা ৩। গৌড়ীয় বৈষ্ণব লেখক পরিচয়—দশ টাকা। ৪। গৌড়ীয় বৈষ্ণবতীর্থ পর্য্যটন—পঁচাশী টাকা। ৫। গৌরভক্তামৃত লহরী দুই শত ষাট টাকা। ৬। শ্রীরাধাকৃষ্ণ গৌরাঙ্গ গণোদ্দেশাবলী—ত্রিশ টাকা ৭। গৌরাঙ্গের ভক্তিধর্ম্ম ও চৈতন্য কারিকায় রূপ কবিরাজ পঁচিশ টাকা। ৮। নিত্যানন্দ চরিতামৃত—ত্রিশ টাকা। ৯। নিত্যানন্দ বংশ বিস্তার—কুড়ি টাকা ১০। সীতাদ্বৈত তত্ত্ব নিরূপণ—দশ টাকা। ১১। ব্রজমণ্ডল পরিচয়—কুড়ি টাকা। ১২। অভিরাম লীলামৃত—ত্রিশ টাকা। ১৩। সখ্যভাবের অষ্টকালীন লীলা স্মরণ—দশ টাকা। ১৪। সাধক স্মরণ (অষ্টক প্রণাম সন্ধ্যারতি ভোগারতি প্রভৃতি)—কুড়ি টাকা। ১৫। গৌড়ীয় বৈষ্ণবশাস্ত্র পরিচয়—দশ টাকা। ১৬। নিত্যভজন পদ্ধতি—আশি টাকা। ১৭। পানিহাটীর দণ্ডোৎসব—পনের টাকা। ১৮। বিশুদ্ধ মন্ত্রস্মরণ পদ্ধতি—কুড়ি টাকা। ১৯। ধনঞ্জয় গোপাল চরিত ও শ্যাম চন্দ্রোদয়—পঁচিশ টাকা ২০। অষ্টকালীন লীলা স্মরণ—দশ টাকা। ২১। গৌরাঙ্গ লীলা মাধুরী—কুড়ি টাকা। ২২। অনুরাগবল্লী—সাত টাকা। ২৩। গৌরাঙ্গ অবতার রহস্য—কুড়ি টাকা। ২৪। শ্যামানন্দ প্রকাশ—পঁচিশ টাকা। ২৫। সপার্ষদ গৌরাঙ্গলীলা রহস্য—আশি টাকা। ২৬। প্রার্থনা ও প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা—কুড়ি টাকা। ২৭। নিতাই অদ্বৈত পদমাধুরী—কুড়ি টাকা।

২৮। পদাবলী সাহিত্য সংগ্রহ কোষ ১ম খণ্ড (নরহরি সরকারের পদাবলী)—কুড়ি টাকা, ২য় খণ্ড (নরহরি চক্রবর্তীর গৌরলীলা পদ)—ষাট টাকা। ৩য় খণ্ড (নরহরি চক্রবর্তীর কৃষ্ণলীলা পদ)—চল্লিশ টাকা। ৪র্থ খণ্ড (ঘনশ্যাম চক্রবর্তীর পদাবলী)—ত্রিশ টাকা। ৫ম খণ্ড (মুরারী গুপ্ত গোবিন্দ মাধব বাসুদেব ঘোষের পদাবলী)—পঁচিশ টাকা। ষষ্ঠ খণ্ড (বলরাম দাসের পদাবলী)—পঞ্চাশ টাকা। ৭ম খণ্ড (গোবিন্দ দাসের পদাবলী)—চল্লিশ টাকা। ২৯। অভিরাম বিষয়ক অপ্রকাশিত গ্রন্থদ্বয় (অভিরাম পটল ও অভিরাম বন্দনা)—কুড়ি টাকা। ৩০। জগদীশ চরিত্র বিজয় (জগদীশ পণ্ডিতের জীবন কাহিনী)—পঁচিশ টাকা। ৩১। বৈষ্ণব ইতিহাস সার সংগ্রহ—সত্তর টাকা। ৩২। মনঃ শিক্ষা—পনের টাকা। ৩৩। মহাতীর্থ চৈতন্যডোবা (ইং)—সাত টাকা। ৩৪। বিংশ শতাব্দীর কীর্ত্তনীয়া (কীর্ত্তনীয়াগণের পরিচয়) ১ম খণ্ড—চল্লিশ টাকা। ২য় খণ্ড—ত্রিশ টাকা। ৩য় খণ্ড—ত্রিশ টাকা। ৩৫। শ্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদবর্গের সূচক কীর্ত্তন—ত্রিশ টাকা। ৩৬। রসিক মঙ্গল (প্রভু রসিকনন্দের জীবনী)—পঞ্চাশ টাকা। ৩৭। চৈতন্য শতক (সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য কৃত)—সাত টাকা। ৩৮। অদ্বৈত প্রকাশ (অদ্বৈত প্রভুর জীবন কাহিনী)—চল্লিশ টাকা। ৩৯। বৈষ্ণবতীর্থ গ্রাম কাঁচরাপাড়া—পাঁচ টাকা। ৪০। বৈষ্ণবতীর্থ শ্রীপাট শ্রীখণ্ড—দশ টাকা। ৪১। চৈতন্য ভাগবত ও বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের রচনাবলী—আড়াই শত টাকা। ৪২। চৈতন্য চন্দ্রামৃত (প্রবোধানন্দ সরস্বতীকৃত)—কুড়ি টাকা। ৪৩। শ্রীখণ্ডের প্রাচীন কীর্ত্তনীয়া ও পদাবলী-কুড়ি টাকা। ৪৪। অদ্বৈত মঙ্গল (অদ্বৈত প্রভুর মহিমামূলক)—চল্লিশ টাকা। ৪৫। গৌরাঙ্গের পিতৃবংশ পরিচয় ও শ্রীহট্ট লীলা—পঁয়ত্রিশ টাকা। ৪৬। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত (ব্যাখ্যাসহ)-তিনশত টাকা। ৪৭। নেড়ানেড়ি সৃষ্টিরহস্য—পনের টাকা। ৪৮। অষ্টকালীন লীলা স্মরণের ক্রমবিন্যাস (অষ্টকালীন লীলার সময় নির্দ্ধারণ)-দশ টাকা। ৪৯। শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী রজত জয়ন্তী সংখ্যা-কুড়ি টাকা। ৫০। বৈষ্ণব তীর্থ শ্রীপাট ঝামাটপুর-কুড়ি টাকা। ৫১। সপ্তগ্রামের গৌরাঙ্গ পার্ষদ পনের টাকা। ৫২। শ্রীভক্তি রত্নাকর-তিনশত টাকা। ৫৩। একাদশী ব্রত মাহাত্ম্য-পনের টাকা। ৫৪। শ্রীপাট কুলিয়া মাহাত্ম্য-পনের টাকা॥ ৫৫। গৌরাঙ্গ পার্ষদ ঝড়ু ঠাকুরের জীবন চরিত-দশ টাকা। ৫৬। পদাবলী সাহিত্যে গৌরাঙ্গ পার্ষদ (জয়দেব বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস সহ একশত পঁচাত্তর জন বৈষ্ণব পদাবলী লেখকের জীবনী)-ত্রিশ টাকা। ৫৭। শ্রীবংশীবদনের পদাবলী ও বংশী শিক্ষা-ত্রিশ টাকা। ৫৮। চৈতন্য মঙ্গল (শ্রীলোচন দাস বিরচিত)-দেড়শত টাকা। ৫৯। শ্রীরূপ সনাতনের রামকেলী লীলা- দশ টাকা। ৬০॥ প্রভু অদ্বৈতের শান্তিপুর লীলা ও রাসোৎসব দশ টাকা।

৬১। জয়দেব ও গীতগোবিন্দ-কুড়ি টাকা। ৬২। তারকব্রহ্ম মহামন্ত্র নামজপ ও কীর্ত্তন বিধান-কুড়ি টাকা। ৬৩। সপার্ষদ ঠাকুর নরোত্তমের পদাবলী-ত্রিশ টাকা। ৬৪। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য চন্দ্রোদয়াবলী-(শ্রীচৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটকের প্রেমদাসকৃত বঙ্গানুবাদ)-ষাট টাকা। ৬৫। শ্রীক্ষেত্রে জগন্নাথলীলা-পঁচিশ টাকা। ৬৬। শ্রীক্ষেত্রে গৌরাঙ্গলীলা-পঁচিশ টাকা। ৬৭। শ্রীপ্রেমভক্তিচন্দ্রিকা(ব্যাখ্যাসহ)-ত্রিশ টাকা। ৬৮। নরোত্তম বিলাস-ষাট টাকা। ৭৯। শ্রীনিবাস আচার্য্য বিষয়ক রচনাবলী (শ্রীনিবাস আচার্য্য গুণলেশ সূচক: কর্ণানন্দ, অনুরাগবল্লী প্রভৃতি)-একশত টাকা।

শ্রী গৌর গোবিন্দের লীলারস আস্বাদনে
বৈষ্ণব পদাবলী গ্রন্থ পড়ুন

জীবনীসহ অদ্যাবধি প্রকাশিত গ্রন্থ

১।নরহরি সরকারের পদাবলী - (শ্রীগৌরলীলা ৬৩৭টি পদ) ভিক্ষা - ষাট টাকা।
২।নরহরি চক্রবর্ত্তীর পদাবলী (শ্রীগৌরলীলা ৬৩৭টি পদ) ভিক্ষা - ষাট টাকা।
৩।নরহরি চক্রবর্ত্তীর পদাবলী (শ্রীকৃষ্ণলীলা ৪৫৯টি পদ) ভিক্ষা - চল্লিশ টাকা।
৪।ঘনশ্যাম চক্রবর্ত্তীর পদাবলী (শ্রীগৌরলীলা ৬৯, শ্রীকৃষ্ণলীলা ২৬৫পদ) ভিক্ষা - ত্রিশ টাকা।
৫।মুরারী গুপ্ত গোবিন্দ ঘোষ বাসুদেব ঘোষের পদাবলী - ভিক্ষা - পঁচিশ টাকা ৬।বলরাম দাসের পদাবলী (১৮৫ পদ) ভিক্ষা - পঞ্চাশ টাকা। ৭।শ্রীখন্ডের প্রাচীন কীর্ত্তনীয়া ও পদাবলী (১১জন পদকর্ত্তার পদাবলী) ভিক্ষা - কুড়ি টাকা। ৮।লোচন দাসের ধামালী ও পদাবলী (১৬৮ পদ) ভিক্ষা- কুড়ি টাকা। ৯।গোবিন্দ দাসের পদাবলী - ভিক্ষা - একশত কুড়ি টাকা।

শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী

অপ্রকাশিত ও দুঃষ্প্রাপ্য বৈষ্ণব শাস্ত্র প্রচারমূলক পত্রিকাটি ত্রৈমাসিক ভাবে আজ ছত্রিশ বৎসর যাবৎ প্রভূত অপ্রকাশিত বৈষ্ণব শাস্ত্র ও গবেষণামূলক তথ্যাদি পরিবেশিত হইয়া আসিতেছে। আপনি বার্ষিক চাঁদা কুড়ি টাকা বা আজীবন সদস্যবাবদ এককালীন দুইশত টাকা পাঠিয়ে গ্রাহক হউন। প্রাচীন শাস্ত্র প্রচারের সহায়ক হউন।

বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্য সংগ্রহ কোষ

এই ত্রৈমাসিক পত্রিকায় প্রাচীন পদাবলী ধারাবাহিকভাবে ষোল বৎসর যাবৎ প্রকাশিত হইতেছে। বার্ষিক চাঁদা কুড়ি টাকা বা আজীবন সদস্যবাবদ এককালীন দুইশত টাকা পাঠিয়ে গ্রাহক হউন।

যোগাযোগ ঃ-

শ্রীকিশোরী দাস বাবাজী, শ্রী চৈতন্যডোবা, পোঃ হালিসহর, উঃ ২৪ পরগণা

ফোন নং ঃ ২৫৮৫ ০৭৭৫